আল-ফিরদাউস

সংবাদ সমগ্র

জানুয়ারি, ২০২১ঈসায়ী

আল-ফিরদাউস

সংবাদ সমগ্র

জানুয়ারি, ২০২১ঈসায়ী

সূচিপত্র

৩১শে জানুয়ারি, ২০২১

বেতনের দাবিতে কলেজে শিক্ষকদের অবস্থান

গত বছরের মার্চ মাস থেকে বেতন পাচ্ছেন না রাজধানীর হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীরা। এই বেতনের দাবিতে এবার আন্দোলনে নামলেন শিক্ষকরা।

গতকাল শনিবার দুপুর থেকে তারা কলেজে অবস্থান নিয়েছেন। কাল বেতন নিয়ে তারা কলেজের অধ্যক্ষের সাথে কথা বলেন।

কিন্তু অভিযোগ, অধ্যক্ষ তাদের উল্টো হুমকি দিচ্ছেন। তিনি গতকাল কোনো ধরনের আশ্বাস না দিয়ে কলেজ থেকে চলে যান। এরপর ওইদিন রাতেও কলেজে অবস্থান করে থাকেন শিক্ষকরা। আজ কলেজে অধ্যক্ষ উপস্থিত হলেও আন্দোলনরত শিক্ষকদের সাথে কথা বলছেন না।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলেজের একজন শিক্ষক অভিযোগ করে বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, দুর্নীতির মাধ্যমে কলেজ ফান্ডের কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছেন অধ্যক্ষ। এ জন্য আমাদের বেতন দিতে পারছেন না।

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, এটা করোনার কারণে বেতন দিতে পারছেন না, ব্যাপারটা এমন না। মূলত দুর্নীতির কারণে আমাদের বেতন বন্ধ হয়ে আছে।

রবিবারও আন্দোলনরত শিক্ষকরা কলেজে অবস্থান নিয়েছেন। তারা অধ্যক্ষের কক্ষ অবরুদ্ধ করে আছেন।

ওই শিক্ষক জানান, তাদের দাবি কলেজের গভর্নিং বডির কাছে তুলে ধরা হয়েছে। দাবি মানা না পর্যন্ত তাদের এই অবস্থান কর্মসূচি চলবে। তিনি জানান, কলেজে ১৪৫ জন শিক্ষক আছেন।

তাদের মধ্যে মাত্র ২৫ জন এমপিভুক্ত। বাকিরা মূলক কলেজের আয় থেকে বেতন পান। তবে তাদের ১০ মাসের বেতন না দেওয়া হলেও গত দুই মাস যাবৎ থুক বরাদ্দ থেকে কিছু টাকা দেওয়া হচ্ছে।

তবে এ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজের অধ্যক্ষ ড. আব্দুল জব্বার মিয়া। তিনি গণমাধ্যমকে বলেন, ‘আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তোলা হয়েছে এগুলো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, বানোয়াট। এরকম বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকেরা করোনাকালীন কোথাও থেকে কোন সহায়তা পাননি। সরকারও একেবারেই উদাসীন এ ক্ষেত্রেও। বিডি প্রতিদিন

রায়গঞ্জের ইউএনও ও এসি ল্যান্ডের ক্ষমতার অপব্যবহার

রায়গঞ্জ উপজেলার ইউএনও ও এসি ল্যান্ডের বিরুদ্ধে ক্ষমতা অপব্যবহারের ঘটনায় বিচার বিভাগীয় তদন্ত চেয়ে হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় রিট দায়ের করা হয়েছে।

রোববার সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির বগুড়ার শেরপুরের বাসিন্দা মো: তৌহিদুল ইসলাম বিশ্বাসের পক্ষে ওই আবেদনটি দায়ের করেন।

আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির জানান, গত ২ ডিসেম্বর ২০২০ আবেদনকারীর ডেইরি ফার্মে সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ উপজেলার এসি ল্যান্ড সুবির কুমার দাসের সাথে আবেদনকারীর বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছোট ভাই আহসান হাবিবের সামান্য ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। পরে আবেদনকারীর আরেক ছোট ভাই একটি সরকারি কলেজের শিক্ষক তারিকুল ইসলামের উপস্থিতিতে মিটমাট হয়ে যায়।

কিন্তু ঘটনার ১ ঘণ্টা পর এসি ল্যান্ড রায়গঞ্জ থানার ১০ পুলিশ সদস্যকে আবেদনকারীর শেরপুরের বাড়িতে পাঠান। পুলিশ সদস্যরা ওই ঘটনায় খোঁজ খবর নেন। তারা আহসান হাবিবকে থানায় গিয়ে এসি ল্যান্ডের কাছে আরো একবার সরি বলার জন্য বলেন। আহসান যাবেন বলে জানান। কিন্তু পুলিশ স্থান ত্যাগ করার সময় আবেদনকারীর ছোট ভাই আরিফুল ইসলামকে ধরে থানায় নিয়ে যান। পরে উপজেলায় মোবাইল কোর্ট বসিয়ে এসি ল্যান্ড আরিফুলকে ২ মাসের কারাদণ্ড দেন। একই দিন এসি ল্যান্ডের নির্দেশে আবেদনকারীর ভাই তারিকুল ইসলামকে বেদম প্রহার করা হয়। ওই দিনেই রায়গঞ্জ উপজেলার ইউএনও তার প্রশাসনিক ক্ষমতা ব্যবহার করে তারিকুল ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে রংপুর কারমাইকেল কলেজ, পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিদের চিঠি পাঠান।

তিনি আরো একটি চিঠি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ডিন ও সভাপতি বরাবর পাঠান। ওই চিঠিতে তিনি আবেদনকারীর ছোট ভাই আহসান হাবিবের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বলেন।

মোবাইল কোর্টের আদেশের কপি পাঁচ দিনের মধ্যে সরবরাহ করার বিধান থাকলেও ২৩ দিন পর তার আদেশ দেন। ঘটনার দিন থেকেই আবেদনকারীর পরিবার প্রশাসনিক হুমকির শিকার হচ্ছেন।

এ ঘটনার প্রেক্ষাপটে আবেদনকারী জনপ্রশাসন সচিব, জেলা প্রশাসক বরাবর আইনি নোটিশ পাঠান। কিন্তু এখনো ইউএনও ও এসিল্যান্ডের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। নয়া দিগন্ত

বকেয়া বেতনের দাবিতে মিরপুরে পোশাক শ্রমিকদের বিক্ষোভ

বকেয়া বেতনের দাবিতে রাজধানীর মিরপুরে বিক্ষোভ করছেন পোশাক কারখানার শ্রমিকরা। আজ রবিবার (৩১ জানুয়ারি) সকালে মিরপুর ২ নম্বর সেকশনের সনি সিনেমা হলের সামনে এই বিক্ষোভ শুরু করেন শ্রমিকরা।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, সকাল ৮টার দিকে সনি সিনেমা হলের সামনে অবস্থিত নিয়ে বিক্ষোভ করতে থাকেন ওই এলাকায় অবস্থিত কোরিয়ান জিনস ম্যানুফ্যাকচারিং কারখানার শ্রমিকরা। এসময় ওই সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা বলেন, গত চার মাস ধরে বেতন দেওয়া হচ্ছে না। কর্তৃপক্ষ নানা অজুহাতে বেতন পরিশোধ করছে না। একপর্যায়ে রাস্তায় নামতে বাধ্য হয়েছেন তাঁরা। কালের কণ্ঠ

যদি মার্কিনীরা দেশ ত্যাগ না করে, তবে আমরা অবশ্যই তাদের হত্যা করব- তালেবান

আফগানিস্তানে শান্তি ফিরিয়ে আনতে এবং ইসলামি ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে আবশ্যক হচ্ছে, কাবুল সরকারের পদত্যাগ এবং মার্কিন সৈন্যদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আফগান ছেড়ে যাওয়া। আর যদি এমনটা না করা হয়, তবে আমরা মার্কিনীদদের হত্যা করবো। ইনশাআল্লাহ..

ইমারতে ইসলামিয়ার রাজনৈতিক কার্যালয়ের উপপ্রধান ও আলোচনাকারী দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য শের মোহাম্মদ আব্বাস স্টানেকজাই (হাফিজাহুল্লাহ্) গত শুক্রবার মস্কোয় এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন।

তিনি বলেছিলেন যে, আফগানিস্তানে শান্তি প্রতিষ্ঠার পথে বর্তমানে একমাত্র বাধা আশরাফ গনির প্রশাসন, সে পদত্যাগ করলেই আফগানিস্তানে শান্তির প্রচেষ্টা শুরু হবে এবং তা সফলতার মুখ দেখবে।

তিনি বলেন, "এখানে পরিপূর্ণ ইসলামিক ব্যবস্থা নিশ্চিত হওয়ার পরে এবং গনি পদত্যাগ করলে আফগানিস্তানে যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে।" যতক্ষণ না দেশে ইসলামী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় ততক্ষণ আমরা অস্ত্র রাখব না।

স্টানেকজাই স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তাঁরা আফগানিস্তানে পবিত্র এই জিহাদ শুরু করেছেন দখলদারিত্বের অবসান ঘটাতে এবং একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। আর এ দুটি লক্ষ্য অর্জন না হওয়া পর্যন্ত আফগানিস্তানে জিহাদ অব্যাহত থাকবে।

তিনি পেন্টাগনে এই দাবিও অস্বীকার করেছেন যে, আল-কায়েদা সদস্যরা এখনও আফগানিস্তানে রয়েছেন। তিনি বলেন, আল-কায়েদার কোনও সদস্যই বর্তমানে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায় নাই।

স্টানেকজাই পেন্টাগনের বক্তব্যকে রদ করে বলেছেন যে, "আমরা এই চুক্তিটি পুরোপুরি মেনে নিয়েছি। এখন আমেরিকানদের ও তাদের মিত্রদের উচিত এটি পরিপূর্ণরূপে মেনে চলা। আমাদের বাকী বন্দীদের দ্রুত মুক্তি দেওয়া এবং কালো তালিকাভুক্তি থেকে তালেবান উমারাদের নাম অপসারণ করা।

এদিকে নতুন মার্কিন প্রশাসন তালেবানদের উপর একরকম চাপ দেওয়ার জন্য বলেছিল যে, বাইডেন প্রশাসন দোহায় স্বাক্ষরিত চুক্তিটি পূণরায় বিবেচনা করে দেখবে। এর মাধ্যমে মূলত আমেরিকানরা এবং কাবুল প্রশাসন আশা করছিল যে, তালিবান অবশ্যই প্রতিরোধ ত্যাগ করবে এবং বিনা দ্বিধায় যুদ্ধবিরতিতে রাজি হবে, অন্যথায় দোহার চুক্তিগুলি ক্ষুণ্ন করার অযুহাত দেখাবে।

তবে তালেবান নেতাদের স্পষ্ট বক্তব্য তাদের স্বপ্নে জল ঢেলে দিয়েছে। তারা স্পষ্টই বলছিল যে, আমাদের জিহাদ দুটি লক্ষ্য অর্জনের জন্য শুরু হয়েছিল: প্রথম দখলদারিত্বের অবসান এবং আফগানিস্তানে পূর্ণাঙ্গ একটি ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। এই দুটি লক্ষ্য অর্জনের পথে যারাই বাধা হয়ে দাড়াবে আমরা তাদের বিরুদ্ধেই অস্ত্র ধরবো এবং আমাদের পবিত্র এই জিহাদ ততক্ষণ পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

শুক্রবার জারি করা বিবৃতিতে স্টানেকজাই মার্কিনীদের সকল অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন যে, এধরণের ভিত্তিহীন অভিযোগ ইতিপূর্বেও একাধিকবার করা হয়েছে। যার স্বপক্ষে তারা স্পষ্ট কোন প্রমাণ উপস্থিত করতে পারেনি। সুতরাং এখন সময় হয়েছে তালিবান বন্দীদের মুক্তি দেওয়ার, তালিবান নেতাদের নাম কালো তালিকাভুক্তি থেকে অপসারণ করার। শান্তি আলোচনাকে সফল করতে অবশ্যই আমেরিকা তাঁর পুতুল আশরাফকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করতে হবে, যাতে চুক্তিতে বর্ণিত ইসলামী ব্যবস্থা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

তিনি বলেন, "আমেরিকানরা যদি আমাদের দেশ ত্যাগ না করে, তবে আমরা আমেরিকানদের অবশ্যই হত্যা করব। আর এজন্য সম্পূর্ণ দায়ি থাকবে আমেরিকা নিজেই"।

https://ibb.co/WsYhvTR

মাসিক রিপোর্ট | কেবল কুন্দুজেই ৪৪৫ কাবুল সৈন্যের তালেবানে যোগদান

গত এক মাসে আফগানিস্তানের কুন্দুজ প্রদেশের আটটি জেলা থেকেই ৪৪৫ জন কাবুল সরকারী কর্মকর্তা তাদের সামরিক পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন। পরে তারা তালেবানদের কাছে আত্মসমর্পণ করেন।

রিপোর্ট অনুযায়ী, তালেবানে যোগদানকারী সৈন্যদের মধ্যে ১৭৪ জন ইমাম সাহেব জেলা থেকে, ৫৬ জন খান আবাদ জেলা থেকে, ৩২ জন দাশ্তআরচি জেলা থেকে, ২৪ জন আলিয়াবাদ জেলা থেকে, ২৩ জন ছাহার-দারা জেলা থেকে, ৭ জন কিলয়াহ-জাল জেলা থেকে, ৫ জন টেপা জেলা থেকে এবং ২৪ জন কেন্দ্রীয় কুন্দুজ থেকে আত্মসমর্পণ করেছেন। তালেবানে যোগদানকারী এসব সৈন্যদের স্বাগত জানায় ইমারতে ইসলামিয়ার দাওয়াহ্ ও দিকনির্দেশনা বিভাগের কর্তৃপক্ষ।

খোরাসান | তালেবানে যোগ দিল ৮৮ কাবুল সৈন্য

আফগানিস্তানের তাখর, নানগারহর ও কুন্দুজ প্রদেশ থেকে কাবুল সরকারের ৮৮ জন নিরাপত্তা কর্মী সামরিক পদ থেকে পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছে এবং তালেবানদের সাথে মিলিত হয়েছেন।

রিপোর্ট অনুযায়ী, ইমারতে ইসলামিয়ার দাওয়াহ কমিশনের কর্মকর্তাদের প্রচেষ্টায় এবং আমির-উল-মুমিনীনের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পরে, গত ৩০ জানুয়ারি শনিবার তখর প্রদেশের আশমাক্স জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে কাবুল প্রশাসনের চার কমান্ডার সহ ৬০ জন সেনা সদস্য সামরিক বাহিনী থেকে পদত্যাগ করে তালেবান মুজাহিদদের সাথে যোগ দিয়েছেন।

এমনিভাবে নানগারহার প্রদেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে ১৯ জন নিরাপত্তা কর্মী এবং কুন্দুজ প্রদেশ থেকে ৯ জন সেনা সদস্য, সত্য ঘটনা উপলব্ধি করার পর কাবুল বাহিনী থেকে পদত্যাগ ঘোষণা দিয়েছেন।

সোমালিয়া | মুজাহিদদের হামলায় ১০ ক্রুসেডার সৈন্য হতাহত

আফ্রিকার পূর্বাঞ্চলীয় দেশ সোমালিয়ায় দখলদার ও ক্রুসেডার বাহিনীর উপর পৃথক দু'টি হামলা চালিয়েছে আল-কায়েদা। এতে কমপক্ষে ১১ সৈন্য হতাহত হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ৩০ জানুয়ারি শনিবার, দক্ষিণ সোমালিয়ার শাবেলী সুফলা রাজ্যের শালানবুদ শহরে ক্রুসেডার উগান্ডান সৈন্যদের উপর ২টি সফল বোমা হামলা চালিয়েছে আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এতে সোমালীয় এক মুরতাদ সৈন্যসহ ৭ ক্রুসেডার সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে। মুজাহিদদের বোমা হামলায় ধ্বংস হয়েছে ক্রুসেডার বাহিনীর একটি সামরিকযান।

এমনিভাবে দক্ষিণ-পশ্চিম সোমালিয়ার বাইবুকুল রাজ্যের হুদুর এবং আইল_বারদী শহরের মধ্যে রাস্তায় হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের লাগানো বিস্ফোরক বিস্ফোরণের শিকার হয় ক্রুসেডার ইথিওপীয় বাহিনী। এতে ক্রুসেডার বাহিনীর দুই বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ নিহত এবং অন্য এক বিশেষজ্ঞ আহত হয়।

এছাড়াও এদিন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন, রাজধানী মোগাদিশু, যুবা এবং শাবর সুফলা রাজ্যে মুরতাদ বাহিনীর উপর আরো ৫টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন। যার ফলে ডজনখানেক মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়েছে।

পাকিস্তান | মুরতাদ সেনাদের উপর টিটিপির হামলা, গোয়েন্দা অফিসারসহ নিহত ৩

পাকিস্তানের পেশোয়ারে পুলিশ ও মাহমান্দ এজেন্সিতে মুরতাদ সেনাবাহিনীর উপর পৃথক ২টি হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে গোয়েন্দা অফিসারসহ ৩ মুরতাদ সদস্য নিহত হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, ৩০ জানুয়ারি শনিবার সন্ধ্যায়, খাইবার পাখতুনখার রাজধানী পেশোয়ারের কেন্দ্রীয় কারাগারের কাছে সিটিডি কর্মীদের উপর সশস্ত্র হামলা করেছেন।

দুজন সশস্ত্র ব্যক্তি মুরতাদ বাহিনীর গাড়ি লক্ষ্য করে হামলা চালায়, এতে সিটিডির 'খুশদল খান' নামক এক পরিদর্শক নিহত এবং তার সাথে থাকা অন্য এক বন্দুকধারী আহত হয়। খুশদল খানের উপর এমন সময় হামলা চালানো হয়, যখন সে গোয়েন্দা বিভাগের ডিউটিতে ছিল। হামলাকারীরা হামলার পরে নিরাপদে ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন।

অপরদিকে, মাহমান্দ এজেন্সির বাইজাই সীমান্ত এলাকায় পাক মুরতাদ বাহিনীর পোস্টের কাছে সেনা সদস্যদের উপর স্নাইপার হামলার ঘটনা ঘটেছে। অজ্ঞাত স্থান থেকে চালিত সেই স্নাইপার হামলায় এক সেনা অফিসার নিহত হয়।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ এই হামলার দায় স্বীকার করেছেন।

ভারতীয় মালাউনদের দমন-পীড়ন: মানসিক চাপে হৃদরোগে মৃত্যু বাড়ছে কাশ্মীরিদের

২০১৮ সালের ৫ আগস্ট দখলদার ভারত সরকার কর্তৃক কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা কেড়ে নেওয়ার পর থেকে সাধারণ কাশ্মীরিরা সীমাহীন মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন।

দেড় বছর ধরে কাশ্মীরিদের প্রায় সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদ থেকে সরিয়ে দিয়ে অ-কাশ্মীরি অফিসারদের তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছে ভারতের দখলদার সরকার। যারা কাশ্মিরের স্থানীয় প্রশাসনিক বিষয়গুলিও ভারতের পক্ষপাতদুষ্ট রাজনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছে। যে কারণে প্রতিনিয়ত কাশ্মীরের নাগরিকরা নতুন নতুন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন।

যেমন, এই শীতে এখন পর্যন্ত কয়েকবার প্রবল তুষারপাত হয়েছে কাশ্মীরে, কিন্তু প্রশাসনের পক্ষ থেকে রাস্তা ও বিভিন্ন এলাকার গলি থেকে বরফ হয়তো অনেক দেরিতে সরানো হয়েছে অথবা একেবারেই সরানো হয়নি। এতে সাধারণ কাশ্মীরিদের চলাচলে ব্যাপক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

শীত মৌসুমে ভারি তুষারপাত ও প্রশাসনের দায়িত্বহীনতায় অবস্থা এমন পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে যে, কেউ কেউ বলছেন ২০১৮-এর ৫ আগস্টের পর কাশ্মীরিদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া কারফিউ ও করোনা ভাইরাসের কারণে জারি করা লকডাউনের পর কাশ্মীরে এখন যেন তৃতীয় কোন লকডাউন চলছে।

নিম্ন তাপমাত্রা, বৈরি আবহাওয়া ও তুষারপাতের কারণে রাস্তায় গাড়ি চালানো তো দূরের কথা হেঁটে চলাচল করাও কঠিন হয়ে গেছে। যে কারণে মুমূর্ষূ রোগীদের কাছেও জরুরী সেবা পৌঁছানো যাচ্ছে না। এতে করে কেউ ইন্তেকাল করলে তার দাফন-কাফনের কাজও কঠিন হয়ে যাচ্ছে। মৃতের আত্মীয়-স্বজনদের জন্যও প্রিয়জনকে শেষ মুহূর্তে একবার দেখার সুযোগ হচ্ছে না। প্রিয়জনকে হারানোর ব্যথা বুকে চাপা দিয়ে রাখতে হচ্ছে কাশ্মীরিদের।

নিয়াজ আহমাদ একটি সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ছিলেন। মরহুমের বাবা উত্তরাধিকার সূত্রে তাদের জন্য অনেক সম্পত্তি রেখে গেছেন। তিনি তার মা ও তিন ভাইকে নিয়ে এক সাথে থাকতেন। স্ত্রী ও দুই সন্তান নিয়ে তার সুখের সংসার ছিল। কোন ধরণের আর্থিক ও পারিবারিক সমস্যায়ও ভুগছিলেন না নিয়াজ আহমাদ। তারপরও ৪৫ বছর বয়সী নিয়াজ আহমাদের হৃদযন্ত্র হঠাৎ কাজ করা বন্ধ করে দিল।

যেকোন অবস্থায় মানুষের মৃত্যু নির্ধারিত –সেদিক বিবেচনায় এই মৃত্যু স্বাভাবিক ধরে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু কাশ্মীরে দিনদিন এমন মৃত্যু উদ্বেগজনক হারে বেড়ে চলেছে।

চলতি মাসের (জানুয়ারি) প্রথম ১৮ দিনেই ৩০-এর অধিক কাশ্মীরি যুবক হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেছেন- অবস্থা কতটা শোচনীয় তা এই সমীক্ষার দিকে নজর দিলেই বুঝে আসে।

২০১৮-এর ৫ আগস্টে ভারতের দখলদার সরকার কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা কেড়ে নেওয়ার পর থেকে কাশ্মীরিদের মাঝে নিরাপত্তহীনতা ও অসহায়ত্ববোধ দিনদিন বেড়ে চলেছে।

পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং এর সাথে যুক্ত হওয়া নতুন বিধিনিষেধের কারণে সাধারণ মানুষের প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় যে পরিমাণ সমস্যা বেড়েছে, তা শব্দে বর্ণনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

একারণেই কাশ্মীরের সাধারণ নাগরিক ও যুবক শ্রেণী দিনদিন বিভিন্ন ডিপ্রেশন ও মানসিক চাপে ভুগছেন।

প্রায় এক বছরের বেশি সময় হয়ে গেল আমি কাশ্মিরের বাইরে অবস্থান করছি। কিন্তু সেখানে আমার জানাশোনা এক ডজনেরও বেশি মানুষ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেছেন এই সময়ের মধ্যে। যাদের অধিকাংশই ছিল যুবক।

এদের মধ্যে আলীগড় ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থী আমার এক নিকটাত্মীয়ের ভাতিজি ও একজন শিক্ষকও ছিলেন। এছাড়াও আমাদের প্রতিবেশি এক নববধূর স্বামীও রয়েছেন। যাদের বিয়ের মাত্র দু সপ্তাহ পার হয়েছে।

কাশ্মীরে কর্মরত চিকিৎসকদের মতে, গত দুই বছরে কাশ্মীরি যুবকদের মধ্যে হার্ট অ্যাটাকের কারণে মৃত্যুর সংখ্যা নাটকীয়ভাবে বেড়েছে। কাশ্মিরে হার্ট এ্যাটাকে মৃতের সংখ্যা ৫০ শতাংশ হতে পারে বলেও কিছু কিছু প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

ভারতের নানামাত্রিক বিধি-নিষেধ ও জুলুমের কারণে ডিপ্রেশন এবং দীর্ঘ দিন পর্যন্ত এক জায়গায় বন্দী থাকাকে কাশ্মিরীদের হার্ট এ্যাটাকে মৃত্যু বেড়ে যাওয়ার বড় একটি কারণ বলে মত বিশ্লেষকদের।

দীর্ঘ দিনের কারফিউ এবং দমন পীড়নের কারণে কাশ্মিরীদের নিজেদের ঘর-বাড়ি ও এলাকায় বন্দী জীবন পার করতে হচ্ছে প্রায় দুবছর ধরে।

দিনদিন ভারতের পক্ষ থেকে বিভিন্ন আইন প্রয়োগ কেড়ে নিয়েছে কাশ্মিরীদের হাসি-খুশি স্বাভাবিক জীবন। একারণেই কাশ্মীরিদের মাঝে নানারকম ডিপ্রেশন দেখা দিচ্ছে, সাথে বেড়ে চলেছে হার্ট এ্যাটাকে মৃত্যু।

গেন্ডারব্যাল এলাকার আবদুল সামাদ খান্দে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। তার লাশ বাড়িতে পৌঁছালে তার ছোট বোন রাজা বানু সেই দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। আল্লাহ তায়ালা কাশ্মীরিদের জীবন সহজ করুন।

ডেইলি জং

ফ্রান্সে ইসলাম বিরোধী হামলা গত বছর বেড়েছে ৫৩ শতাংশ

ফ্রান্সে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সাইটগুলোতে ইসলাম ও মুসলমানদের সম্পর্কে মিথ্যাচার এবং মুসলিম বিরোধী ঘৃণ্য ইমেল এবং বার্তা উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

গত বছরের তুলনায় ফ্রান্সে ইসলামবিরোধী আক্রমণ ৫৩ শতাংশ বৃদ্ধি পাওয়ার ঘটনা দেখা গেছে।

ফরাসী ইসলামিক কাউন্সিলের অধিভুক্ত ফরাসি ইসলামোফোবিয়া ওয়াচ হাউজের সভাপতি আবদুল্লাহ যিকরী এক লিখিত বিবৃতিতে বলেছেন, দেশে সবচে বেশি রোহান্স, আল্পস, পাচা এবং প্যারিসে মুসলমানবিরোধী আক্রমণ চালানো হয়েছে।

গত বছর মুসলমানদের উপর ২৩৫ টি হামলার কথা উল্লেখ করে যিকরী বলেন, এক বছর আগে এই সংখ্যা ছিল ১৫৪ টি। এছাড়াও, ২০২০ সালে মসজিদে হামলার পরিমাণ ৩৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

তিনি বলেন, গত বছর সিএফসিএম কেন্দ্র বা এর দায়িত্বশীলদেরকে হুমকিপূর্ণ চিঠি পাঠানো হয়। সামাজিক যোগাযোগের সাইটে ইসলাম ও মুসলমানদের সম্পর্কে মিথ্যাচার এবং মুসলিম বিরোধী ঘৃণ্য ইমেইল বার্তা ব্যাপক উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে।

ইসলাম ও সন্ত্রাসবাদের মধ্যে কোনও যোগসূত্র নেই বলে জোর দিয়ে যিকরী উল্লেখ করেন যে, ফ্রান্সে মুসলিম ও অন্যান্য ধর্মীয়দের ধর্মীয় স্বাধীনতা উপভোগ করা উচিত।

টিআরটি

এবার ক্যালিফোর্নিয়ায় করাত দিয়ে কাটা হল গান্ধীমূর্তি

আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ার ডেভিস অঞ্চলে করাত জাতীয় কিছু দিয়ে কেটে ভাঙা হয়েছে গান্ধীর মূর্তি।

ক্যালিফোর্নিয়ার ডেভিস অঞ্চলের সেন্ট্রাল পার্কে সাড়ে ছ' ফুট লম্বা ৬৫০ পাউন্ড (২৯৪ কেজি) ব্রোঞ্জের মূর্তিটিকে গোড়ালি থেকে করাত জাতীয় কিছু দিয়ে কেটে ফেলা হয়েছে। মুখাবয়বের অর্ধেক কিছু অংশ কেটে ফেলা হয়েছে এবং সেই অংশ উধাও। পার্কের এক কর্মীর চোখে ২৭ জানুয়ারি সকালে প্রথম এই ঘটনা ধরা পড়ে।

ঠিক কখন এই ঘটনা ঘটেছে তা তদন্তকারীরা এখনও জানতে পারেননি।ভারত সরকারের পক্ষ থেকে চার বছর আগে বসানো হয় মূর্তিটিকে।

তবে, মূর্তি বসানোর সময় প্রবল বিরোধিতা করেছিল কিছু গান্ধী-বিরোধী এবং ভারত-বিরোধী সংগঠন। এদের নেতৃত্বে ছিল অর্গানাইজেশন ফর মাইনরিটিজ ইন ইন্ডিয়া (ওএফএমআই)। বিরোধিতা সত্ত্বেও মূর্তি বসানোর পক্ষেই ভোট দেয় ডেভিস প্রশাসন। তারপর থেকে গান্ধীমূর্তি সরানোর দাবিতে প্রতিবাদ কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছিল ওএমএফআই।

সূত্র: *আজকাল*

সুন্নি সংগঠনের প্রধানকে ফাঁসি দিল ইরান

সুন্নি মুসলিমদের সংগঠন জাইশ আল-আদলের প্রধান জাভিদ দেহগানকে ফাঁসি দিয়েছে শিয়া সন্ত্রাসী ইরান। তার বিরুদ্ধে রেভ্যুলুশনারি গার্ডের দুই সদস্যকে হত্যার কথিত অভিযোগ এনেছে তেহরান।

ইরানের বিচার বিভাগের ওয়েবসাইটে তাঁকে ফাঁসি দেওয়ার বিষয়টি জানানো হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, ইরানে সুন্নি মুসলিমদের নানা জুলুম-নির্যাতনের শিকার হতে হয়। অসংখ্য সুন্নি মুসলিমকে বিভিন্ন ইস্যুতে ফাসি দিয়েছে ইরান। শিয়ারা সুন্নি মুসলিমদের প্রতি এতটাই বিদ্বেষ পোষণ করে থাকে যে দেশটিতে উসমান, উমর, আয়েশা নাম পর্যন্ত রাখতে পারেনা।

সন্ত্রাসী ইসরায়েলের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের ঘোষণা দিল কসোভো

সন্ত্রাসী ইসরায়েলের সাতে আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের ঘোষণা দিল ইউরোপের মুসলিম দেশ কসোভো। আগামী সপ্তাহে এ নিয়ে দুই দেশের মধ্য একটি চুক্তি সম্পন্ন বলে প্রিস্টিনা সরকার জানিয়েছে।

আরব নিউজের মাধ্যমে জানা যায়, সন্ত্রাসী ইসরায়েলের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের বিষয়টিকে ঐতিহাসিক মুহূর্ত বলে আখ্যা দিয়েছেন কসোভোর পররাষ্ট্রমন্ত্রী মেলিজা হারাদিনাজ স্তবেলা।

গত শুক্রবার সে জানায়, ১ ফেব্রুয়ারি একটি ভার্চুয়াল আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে ইসরায়েলের সাতে কসোভোর চুক্তি সম্পন্ন হবে।

ক্ষমতা ছাড়ার আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য সমঝোতা করেন। গত বছর ট্রাম্পের মধ্যস্থতায় আরব আমিরাত, বাহরাইন, সুদান ও মরক্কো সন্ত্রাসী অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েলের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্কে গড়ে।

মেলিজা হারাদিনাজ বলেছে, ‘ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দিতে পারা কসোভোর জন্য অন্যতম সেরা অর্জন। এটা আমাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। এর জন্য আমাদের উভয়ের চিরস্থায়ী মিত্র যুক্তরাষ্ট্রকে ধন্যবাদ জানাই।’

গত সেপ্টেম্বরে হোয়াইট হাউসে কসোভো-সার্বিয়ার নেতাদের নিয়ে বৈঠক করেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। সেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে, কসোভোর ইসরায়েলের সাতে আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক স্থাপন করবে।

একই সাথে সার্বিয়াও রাজি হয়, ইসরায়েলে তাদের দূতাবাস জেরুজালেমে স্থানান্তর করার। ২০১৭ সালে প্রবল বিরোধিতার মধ্যে জেরুজালেমকে ইসরায়েলের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে সেখানে মার্কিন দূতাবাস স্থানান্তরের ঘোষণা দেয় ক্রুসেডার ট্রাম্প। পরের বছর জেরুজালেমে দূতাবাস স্থানান্তর করে উদ্বোধন করে ট্রাম্প।

৩০শে জানুয়ারি, ২০২১

চুক্তি অনুযায়ী আফগানিস্তান ছাড়তে মার্কিন সেনাদের হুঁশিয়ারী দিয়েছে তালেবান

ক্রুসেডার মার্কিন সেনাদের আফগানিস্তান ছাড়তে হবে, তা না হলে তাদের কঠিন মূল্য দিতে হবে বলে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছে তালেবান। এছাড়া, তালেবান দোহা চুক্তি মেনে চলছে না বলে আমেরিকা যে অভিযোগ তুলেছে তাও নাকচ করে দিয়েছে তালেবান। গতকাল শুক্রবার এক টুইটার বার্তায় তালেবানের মুখপাত্র জবিউল্লাহ মুজাহিদ এসব কথা বলেন।

মার্কিন সেনা সদরদপ্তর পেন্টাগনের মুখপাত্র জন কিরবির এক বক্তব্যের জবাবে জবিউল্লাহ মুজাহিদ টুইটারে এ পোস্ট দিয়েছেন। জন কিরবি বলেছেন, তালেবান দোহা চুক্তির প্রতি সম্মান দেখাচ্ছে না এবং তারা যতক্ষণ পর্যন্ত চুক্তির প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আফগানিস্তান থেকে সেনা প্রত্যাহার করা হবে না।

গত বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে কাতারের রাজধানী দোহায় তালেবান ও আমেরিকার মধ্যে একটি চুক্তি হয় যাতে আফগানিস্তান থেকে সেনা প্রত্যাহারের প্রতিশ্রুতি দেয় আমেরিকা। অন্যদিকে, তালেবান মার্কিন সেনাদের ওপর হামলা বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।

এ প্রসঙ্গে জাবিউল্লাহ মুজাহিদ বলেন, চুক্তির প্রতি তালিবান সম্মান দেখাচ্ছে না বলে পেন্টাগন যে দাবি করছে তা মিথ্যা। তিনি দাবি করেন, তালেবান ওই চুক্তির প্রতিটি ধারা-উপধারা মেনে চলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং চুক্তির প্রতি পূর্ণ সম্মান দেখাচ্ছে।

লাগামহীন চালের বাজার, নেই সরকারের নিয়ন্ত্রণ

কিছুতেই নিয়ন্ত্রণে আসছে না চালের বাজার। মিলগেটে দাম বেঁধে দেওয়া থেকে শুরু করে সরকারের চাল আমদানির সিদ্ধান্তও বদলাতে পারছে না বাজারচিত্র। গত সপ্তাহ থেকে রাজধানীর বাজারে পাওয়া যাচ্ছে আমদানি করা ভারতীয় চাল। তবে সরবরাহ খুবই কম ও দামে বেশি হওয়ায় তা বাজারে কোনো প্রভাব ফেলেনি। এদিকে আমদানির খবরে পাইকারিতে দাম কয়েক দফা ওঠানামা করলেও খুচরায় চালের দাম এখনো আগের মতোই চড়া রয়েছে।

রাজধানীর খুচরা বাজারে সরু মিনিকেট চাল এখন বিক্রি হচ্ছে ৬০ থেকে ৬২ টাকা কেজি দরে। অন্যদিকে মাঝারি বিআর আটাশ চাল ৫০ থেকে ৫২ টাকা কেজি এবং মোটা চাল বিক্রি হচ্ছে ৪৮ থেকে ৫০ টাকায়। এ ছাড়া নাজিরশাইল বিক্রি হচ্ছে সর্বোচ্চ ৬৮ টাকা কেজি দরে। সরকারি বিপণন সংস্থা টিসিবির হিসাবেও গত এক সপ্তাহের ব্যবধানে মাঝারি চালের দাম বেড়েছে ৪ দশমিক ৭৬ শতাংশ। মোটা চালের দাম বেড়েছে ৩ দশমিক ৩৭ শতাংশ।

পাইকারি ব্যবসায়ীরা বলছেন, মিলগেটগুলোয় সরকারি দাম মানা হচ্ছে না। আগের মতোই বেশি দামে চাল কিনতে হচ্ছে তাদের। অন্যদিকে আমদানির সিদ্ধান্তের পর মাসখানেক সময় পার হলেও বাজারে পুরোপুরি ওঠেনি সে চাল। তাই বাজারদরের তেমন হেরফের হয়নি।

সরকার বেসরকারিভাবে আমদানি বাড়াতে গত ৭ জানুয়ারি চালের মোট করভার ৬২ থেকে কমিয়ে ২৫ শতাংশে নামিয়ে আনে এবং ১০ লাখ টন চাল আমদানির অনুমতি দেওয়া হয়। সরকারের এ উদ্যোগের এক মাস পার হতে চললেও বাজারে মিলছে না কোনো সুফল। ব্যবসায়ীরা বলছেন, চাল আমদানি হচ্ছে ঢিলেঢালা তালে। তা ছাড়া বাজারেও তা ঠিকঠাক পৌঁছাচ্ছে না।

বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে চাল আমদানিকারকরা বলছেন, কাগজপত্রের ত্রুটি ও সিরিয়ালের নামে ট্রাক দিনের পর দিন আটকে থাকায় এ বন্দর দিয়ে ভারত থেকে আমদানিতে ধীরগতি বেড়েছে। বেনাপোল চেকপোস্ট কাস্টমস কার্গো শাখার রাজস্ব কর্মকর্তা শহিদুল ইসলাম জানান, গত ১৯ জানুয়ারি থেকে ২৭ জানুয়ারি পর্যন্ত বেনাপোল বন্দর দিয়ে ভারত থেকে ২ হাজার ১১০ মে. টন চাল আমদানি হয়েছে। এর মধ্যে রেলে এসেছে ১ হাজার ৬৪০ মে. টন এবং ট্রাকে ৪৭০ মে. টন চাল প্রবেশ করে।

অন্যদিকে দিনাজপুরের হিলি স্থলবন্দরে গত ৯ জানুয়ারি থেকে চাল আমদানি শুরু হয়। প্রথম চালানে আসে ১১২ মেট্রিক টন চাল। হিলি স্থলবন্দর সূত্রে জানা গেছে, এ বন্দর দিয়ে প্রতিদিন ১৫ থেকে ২০ ট্রাক চাল আমদানি করা হয়। গত ২৮ জানুয়ারি পর্যন্ত হিলি স্থলবন্দর দিয়ে মোট ১০ হাজার ৬৯৩ মেট্রিক টন চাল আমদানি করা হয়েছে।

রাজধানীর কারওয়ানবাজারের কিচেন মার্কেটের বরিশাল রাইস এজেন্সির ব্যবসায়ী মো. জাহিদ হোসেন বলেন, তিন-চারদিন হলো বাজারে আমদানি করা ভারতীয় চাল এসেছে। তবে পরিমাণে খুবই কম। দামেও যে কম, তা নয়। নিলাভোগ, বিজয়ভোগসহ বেশ কয়েকটি ব্র্যান্ডের চাল পাওয়া যাচ্ছে। পাইকারিতে এ চালে বস্তা (২৫ কেজি) বিক্রি হচ্ছে ১ হাজার ৪২৫ টাকা থেকে ১ হাজার ৪৫০ টাকা পর্যন্ত। প্রতি কেজি ৫৭ থেকে ৫৮ টাকা দরে, যেখানে মিনিকেট বিক্রি করছি ৬০ থেকে ৬১ টাকা কেজি। ভারতীয় এ চাল দামে বেশি হওয়ায় বাজারে তেমন একটা প্রভাব ফেলতে পারেনি।

একই বাজারের মেসার্স জনপ্রিয় রাইস এজেন্সির ব্যবসায়ী মো. আমির হোসেন বলেন, সরকারের চাল আমদানির সিদ্ধান্তের পর বাজারে বেশ কয়েকবার দাম ওঠানামা করেছে। কিন্তু ঘুরেফিরে দাম সেই আগের জায়গাই রয়েছে। আমদানির খবরে মিনিকেটের বস্তার দাম কমে ২ হাজার ৯৫০ টাকা পর্যন্ত নেমেছিল। কিন্তু গত দুই সপ্তাহে দাম দুই দফায় বেড়ে আবার ৩ হাজার ৫০ থেকে ৩ হাজার ১০০ টাকায় উঠেছে। মাঝারি আটাশের চালের বস্তাও এখন ২ হাজার ৫৫০ টাকা। মোটা চাল বাদে অন্য সব চালের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা।

যাত্রাবাড়ী চালের বাজারের বিসমিল্লাহ রাইস এজেন্সির ব্যবসায়ী সোলায়মান আলী বলেন, মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেট, কারওয়ানবাজারসহ বড় বাজারগুলোয় আমদানি করা চাল ঢুকলেও অন্য বাজারগুলোয় এখনো এ চাল পাওয়া যাচ্ছে না। আমদানি হলেও সরবরাহ হচ্ছে অনেক কম। আমদানি করা চাল পুরোপুরি বাজারে ঢুকলে দাম কমে আসবে হয়তো।

ব্যবসায়ীরা জানান, ভারতীয় চাল ও দেশি মিলের চালের দামে ব্যবধান খুব বেশি একটা না হওয়ায় ক্রেতারা এ চালে আগ্রহ কম দেখাচ্ছেন। মানে ভালো আর দামে কম না হলে চাল আমদানি করেও লাভ হবে না। ক্রেতারা এ চাল কিনছেন না।

খোরাসান | তালেবানের শহিদী হামলায় কমান্ডো সেন্টার ধ্বংস, ৫০ এরও অধিক নিহত

আফগানিস্তানের নানগারহার প্রদেশে মুরতাদ কাবুল বাহিনীর একটি কমান্ডো সেন্টারে শহিদী হামলা চালিয়েছেন একজন তালেবান মুজাহিদ। এতে ঘাঁটিতে থাকা সকল কমান্ডো নিহত ও আহত হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, ৩০ জানুয়ারি শনিবার ভোর ৫:৩০ মিনিটের সময়, নানগারহার প্রদেশের শেরজাদ জেলায় অবস্থিত মুরতাদ কাবুল সরকারের একটি কমান্ডো সেন্টারে শহিদী হামলা চালানো হয়েছে। মুহাম্মদ ইউসুফ কান্দাহারী নামক ইমারতে ইসলামিয়ার একজন জানবায মুজাহিদ ভারী মোটর-বোম দ্বারা কমান্ডো সেন্টারে উক্ত শহিদী হামলাটি পরিচালনা করেন।

তালেবান মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ জানান, বরকতময় এই সফল ইস্তেশহাদী হামলায় মুরতাদ কাবুল প্রশাসনের কমান্ডো সেন্টার পরিপূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়, এছাড়াও এখানে নিযুক্ত ৫০ এরও অধিক কমান্ডো নিহত ও আহত হয়েছে।

এদিকে কাবুল সরকারের নিযুক্ত নানগারহারের প্রাদেশিক কাউন্সিলর আজমল ওমর এবং সরকারি সংবাদ মাধ্যমগুলো জানিয়েছে, এতে তাদের ২০ সৈন্য নিহত এবং ৮ সৈন্য আহত হয়েছে।

তালেবান মুখপাত্র এই আক্রমণকে নানগারহর ও আরও কয়েকটি প্রদেশে সাধারণ মুসলিমদের উপর কাবুল সরকারের চলমান অভিযানের বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, কাবুল সরকার যদি অন্যায় অভিযান বন্ধ না করে, তাহলে কাবুল প্রশাসনকে এ জাতীয় আরও আক্রমণের সম্মুখীন হতে হবে। ইনশাআল্লাহ

https://ibb.co/RcV2gW2

https://ibb.co/Hp2J844

https://ibb.co/HrRgH46

পুলিশের গাড়িকে সাইড দিতে বিলম্ব হওয়ার লাঠিপেটায় চালক আহত

দিনাজপুরে পুলিশের গাড়িকে সাইড দিতে বিলম্ব হওয়ার পুলিশ লাঠি দিয়ে চালককে পিটিয়ে আহত করেছে। এমন অন্যায় কাজের প্রতিবাদে জেলার সকল রুটে বাস চলাচল বন্ধ রেখেছে জেলা মোটর পরিবহন শ্রমিকরা।

শনিবার (৩০ জানুয়ারি) সকাল থেকে মহাসড়কের ওপরে বাস, ট্রাক রেখে ব্যারিকেড দিয়ে প্রতিবাদ করছে বাস শ্রমিকেরা। শ্রমিকরা জানিয়েছে বিষয়টি সমাধান না হওয়া পর্যন্ত তারা যান চলাচল শুরু করবেন না।

দিনাজপুর বাস শ্রমিকরা জানান, শুক্রবার (২৯ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় নুসরাত পরিবহনের একটি বাস রিজার্ভ যাত্রী নিয়ে ভিন্ন জগতে যাওয়ার পথে চাম্পাতলীতে পুলিশের পিকআপ ভ্যানকে সাইড দিতে একটু বিলম্ব হওয়ায়

পুলিশ লাঠি নিয়ে নুসরাত পরিবহনের চালক হযরত আলীর ওপর লাঠিচার্জ করে। এতে ওই চালক গুরুতর আহত হন।

সকালে চালক আহত করার খবরটি টার্মিনালসহ বাস শ্রমিক সংগঠনগুলোর মাঝে ছড়িয়ে পড়ায় শ্রমিকরা প্রতিবাদ করে এবং টার্মিনাল এলাকায় মহাসড়কের ওপর এলোপাথাড়িভাবে যানবাহন রেখে অবরোধ ও বিক্ষোভ করতে থাকে। এসময় দিনাজপুর কোতোয়ালী থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) নুর আলম শ্রমিকদের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলেও কোনো প্রকার সুরাহা হয়নি।

এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত শ্রমিকেরা বাস-ট্রাক মহাসড়কের মাঝে রেখে বিক্ষোভ করছেন।

গোলাগুলি-কেন্দ্রদখল-বর্জনে শেষ হলো তৃতীয় ধাপের ৬২ পৌরসভার ভোটগ্রহণ

সংঘর্ষের সময় গোলাগুলি, কেন্দ্র দখল, প্রার্থীর ভোট বর্জন ও ধাওয়া-পাল্টাধাওয়ার মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে তৃতীয় ধাপে ৬২ পৌরসভার ভোটগ্রহণ। অনিয়মের অভিযোগ এনে ছয় পৌরসভায় মোট আটজন মেয়র পদপ্রার্থী ভোট বর্জন করেছে বলে খবর পাওয়া গেছে। এর মধ্যে বিএনপির প্রার্থীরা ছয়জন, আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী একজন এবং স্বতন্ত্র একজন রয়েছে।

আজ শনিবার (৩০ জানুুয়ারি) সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত এসব পৌরসভায় ব্যালটের মাধ্যমে ভোটগ্রহণ হয়।

রামগঞ্জে তিনজন গুলিবিদ্ধ

লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জ পৌরসভায় নির্বাচন ঘিরে সংঘর্ষ ও গোলাগুলিতে তিনজন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। আহত হয়েছেন অন্তত ২০ জন। পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের পশ্চিম কাজিরখিল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রের সামনের সড়কে বেলা ১১টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত দফায় দফায় গোলাগুলি ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

এ সময় পুলিশসহ আহত হয়েছেন অন্তত ২০ জন। এর মধ্যে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন কয়েকজন। খবর পেয়ে চট্টগ্রাম বিভাগের ডিআইজি আনোয়ার হোসেন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

এদিকে, কিশোরগঞ্জ সদর পৌরসভায় বিএনপির মেয়র পদপ্রার্থী ভোট বর্জন করেছেন। এ ছাড়া জেলার কটিয়াদি পৌরসভায় বিএনপির প্রার্থীর পাশাপাশি আওয়ামী লীগের একজন বিদ্রোহী প্রার্থীও ভোট বর্জন করেছে।

সাতক্ষীরার কলারোয়া পৌরসভায় ভোট বর্জনের ঘোষণা দিয়েছেন বিএনপির মেয়র পদপ্রার্থী আর ঝালকাঠির নলছিটিতে বিএনপির মেয়র পদপ্রার্থীর পাশাপাশি একজন স্বতন্ত্র প্রার্থীও ভোট চলাকালে বর্জনের ঘোষণা দিয়েছে।

টানা ৫ সপ্তাহ ফিলিস্তিনিদের আল-আকসা প্রবেশে বাধা দিচ্ছে দখলদার ইসরায়েল

ইসরায়েলি পুলিশ শুক্রবার কয়েক হাজার ফিলিস্তিনিকে টানা পঞ্চম সপ্তাহের মত জুমার নামাজের জন্য আল-আকসা মসজিদে প্রবেশ করতে বাধা দিয়েছে।

আনাদোলু এজেন্সির এক সংবাদদাতার মতে, মাত্র কয়েক শ ফিলিস্তিনিই মসজিদে প্রবেশ করতে পেরেছিল যেখানে স্কয়ারগুলি প্রায় শূন্য ছিল।

ইসরায়েলি পুলিশ জেরুসালেমের ওল্ড সিটির প্রবেশপথে চৌকি স্থাপন করে এবং পুরাতন শহরের বাইরের ফিলিস্তিনিদের মসজিদে প্রবেশ করতে বাধা দেয়। যদিও পুলিশ দাবি করছে যে এই ব্যবস্থাটি করোনভাইরাস প্রতিরোধের একটি অংশ।

ফিলিস্তিনিরা আল-আকসার পরিবর্তে রাস্তায় জুমার নামাজ আদায় করেছে। সূত্র: আনাদোলু এজেন্সি

টাঙ্গাইলে কেন্দ্র দখল করে আ'লীগ সন্ত্রাসীদের একযোগে জাল ভোট

টাঙ্গাইলের ভুঞাপুর পৌরসভা নির্বাচনে কেন্দ্র দখল করে একযোগে নৌকা প্রতীকে জাল ভোট দিয়েছে আওয়ামী লীগ মনোনীত মেয়র প্রার্থীর সমর্থকরা।

শনিবার দুপুর আড়াইটার দিকে পৌরসভার ২নং ওয়ার্ডের টেপিবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে এ ঘটনা ঘটে।

সূত্রে জানা গেছে, দুপুরের দিকে আওয়ামী লীগ মনোনীত মেয়র প্রার্থী মাসুদুল হক মাসুদের লোকজন নৌকার স্লোগান নিয়ে ওই কেন্দ্রে প্রবেশ করে। এ সময় তারা কেন্দ্র দখল করে নৌকা প্রতীকে জাল ভোট দিতে থাকে।

টেপিবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রের প্রিসাইডিং অফিসার এটিএম সামসুজ্জামান বলেন, এক দল লোক নৌকার মিছিল নিয়ে কেন্দ্রে প্রবেশ করে জাল ভোট দিতে থাকেন। তবে কী পরিমাণ ব্যালটে জাল সিল মারা হয়েছে সেই তথ্য দিতে রাজি হননি এ নির্বাচনী কর্মকর্তা।

রাতেই থানায় বোমা মারেন- ওসিকে এমপি শাহীন চাকলাদারের নির্দেশ

যশোর-৬ (কেশবপুর) আসনের সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহীন চাকলাদার এবং কেশবপুর থানার ওসি জসিম উদ্দীনের মোবাইল ফোনের কল রেকর্ড ফাঁস হয়েছে। থানায় বোমা মেরে পরিবেশ আন্দোলন কর্মীকে ফাঁসানোর নির্দেশনার ওই অডিও ফাঁসের পর তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে অডিও রেকর্ডটি।

অডিও বিষয়ে জানতে চাইলে শনিবার কেশবপুর থানার ওসি জসিম উদ্দিন বলেন, অনেক বিষয়েই এমপি সাহেবের সঙ্গে কথা হয়। অডিও রেকর্ডের কথোপকথনের বিষয়টি আমার স্মরণে নেই।

একাধিক সূত্র জানায়, পরিবেশ আইনবিদ সমিতির (বেলা) কর্মী কেশবপুর উপজেলার বাসিন্দা মো. সাইফুল্লাহ সম্প্রতি সাতবাড়িয়া এলাকার 'মেসার্স সুপার ব্রিকস' নামে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা একটি ইটভাটার বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে রিট করেন। আদালত থেকে ভাটার বিরুদ্ধে নির্দেশনাও আনেন। আর এতেই ক্ষিপ্ত হন এমপি শাহীন চাকলাদার। তিনি সপ্তাহ দুই আগে কেশবপুর থানার ওসি জসিম উদ্দীনকে ফোন করে থানায় বোমা মেরে 'ডাকাতি' চেষ্টার অভিযোগ এনে সাইফুল্লাহকে মামলার আসামি করতে বলেন।

শাহীন চাকলাদার নিজের পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় বিষয়ক সংসদীয় কমিটির সদস্য পরিচয়ের কথা উল্লেখ করে ওসি জসিম উদ্দিন বলেন, 'আপনি রাতেই থানায় বোমা মারেন। তারপর সাইফুলের নামে মামলা করেন। এরপর বলেন, পুলিশকে সিভিল কাপড়ে পাঠিয়ে ইটভাটায় বোমা মেরে ডাকাতির উদ্দেশ্যে হামলা- এমন একটা মামলা দেন। তিনি ওসিকে বলেন, মামলা করতেই হবে- এটাই শেষ কথা।'

এই অডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। কিছু গণমাধ্যমে সংবাদও প্রকাশিত হয়েছে। এমপি এবং ওসির কথোপকথনের অডিও ফাঁসে তোলপাড় হয়েছে।

এমপি শাহীন চাকলাদার ও ওসি মো. জসিম উদ্দিনের কথোপকথন:

ওসি: আসসালামু আলাইকুম স্যার।

শাহীন চাকলাদার: সাতবাড়িয়ার সাইফুল্লাহ কিডা, চেনো?

ওসি: সাতবাড়িয়া, সাইফুল্লাহ আছে, স্যার ওই ইটভাটার একটা বিষয় নিয়ে সাইফুল্লাহ, 'বেলা'য় যেয়ে মামলা-টামলা করে আর কী। বাজে একটা ছেলে স্যার।

শাহীন চাকলাদার: আপনি এখন রাত্তিরে থানায় বোম মারেন একটা। মারায়ে ওর নামে মামলা করতে হইবে। পারবেন? আপনি থাকলে এগুলো করতে অইবে। না অইলে কোনো জায়গায় করবেন? আমি যা বলছি, লাস্ট

কথা ইডাই। যদি পারেন ওই এলাকা ঠাণ্ডা রাখতি, আমি বন ও পরিবেশ বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সদস্য। ওখানে কারও বাপের ক্ষমতা নেই। সে (সাইফুল্লাহ) বারবার যেয়ে কেন করে, আপনি কী করেন?

ওসি: ও তো স্যার হাইকোর্টের কাগজ নিয়া আসে বারবার।

শাহীন চাকলাদার: আরে কোথার হাইকোর্ট-ফাইকোর্ট। কোর্ট-ফোর্ট যা বলুক, বলুইগ্যা। আমাদের খেলা নাই? খেলা নাই?

ওসি: হাইকোর্টে স্যার...

শাহীন চাকলাদার: ওসি হলি, ওসি কিন্তু ডায়নামিক হইতে অয়। আজকে বাঘারপাড়ার ওসি আসছিল আমার কাছে। ওরে আবার চৌগাছায় দিয়ে দিচ্ছি। ও ওসি... চেনেন? বাঘারপাড়া ওসিকে চেনেন?

ওসি: চিনি না আবার স্যার? মামুন সাহেবরে?

শাহীন চাকলাদার: কথা বইলেন তার সঙ্গে। তাকে নিয়ে আসতেছি চৌগাছায়। আপনে ওকে যে কোনোভাবে, যে কোনো লোক দিয়ে, কাইলকে যে কোনো দুর্ঘটনা ঘটায়ে কালকে কাজটা করেন, ওকে?

ওসি: স্যার, দেখি স্যার। কী হয়েছে স্যার? ও কি ডিস্টার্ব করতেছে আবার?

শাহীন চাকলাদার: ও কী ডিস্টার্ব করবে? আচ্ছা, বন ও পরিবেশ অফিসে আমি আছি। কার বাপের ক্ষমতা আছে এখানে আসবে! আমি বলছি কী, একটা আপনি খেলা খেলে ওকে ভেতরে নিয়ে আসেন। কথা বুঝেন নাই?

ওসি: স্যার, স্যার। দেখবোনে স্যার।

শাহীন চাকলাদার: কেমন অফিসার আপনি, আল্লাই জানে। কাজ দিলি কাজ পারেন না।

ওসি: হা হা হা হা স্যার। সব কাজই তো করি, স্যার।

শাহীন চাকলাদার: সব কাজ করেন, না? তালিপরে যে কোনো ভাটায় যেয়ে, দরকার হলি পুলিশের লোক দিয়ে সিভিলে বোম ফাটায় দিয়ে চলে আসুক। বলতে হবি যে হামলা করেছে ডাকাতি করার জন্য। এটা ছিল অমুক। একটা বানাই দিলে অয়া গেল।

উল্লেখ্য, যশোর-৬ (কেশবপুর) আসনের সংসদ সদস্য ও সাবেক জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ইসমাত আরা সাদেকের মৃত্যুর পর ২০২০ সালের ১৪ জুলাই যশোর-৬ আসনে উপনির্বাচন হয়। ওই উপনির্বাচনে বিজয়ী হন যশোর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহীন চাকলাদার। শাহীন চাকলাদার সদর উপজেলা পরিষদের তিনবার নির্বাচিত চেয়ারম্যানও ছিল।

সূত্র: যুগান্তর

খোরাসান | মুজাহিদদের হামলায় ৫৬ মুরতাদ সৈন্য নিহত, ৭টি সাজোঁয়া যান ধ্বংস

আফগানিস্তানে আমেরিকার গোলাম মুরতাদ কাবুল বাহিনীর বিরুদ্ধে ৪টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন তালেবান মুজাহিদিন। এতে কমপক্ষে ৫৬ সৈন্য হতাহত এবং ৭টি ট্যাঙ্ক ও সাজোঁয়া যান ধ্বংস হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, আজ ৩০ জানুয়ারি শনিবার, হেলমান্দ প্রদেশের নাওয়াহ জেলায় মুরতাদ কাবুল সরকারি বাহিনীর সাথে একাধিক স্থানে সংঘর্ষ হয় ইমারতে ইসলামিয়ার জানবায তালেবান মুজাহিদদের। এতে মুরতাদ বাহিনীর ৪টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস এবং উচ্চপদস্থ ২ কমান্ডারসহ ১৯ এরও অধিক সৈন্য নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে আরো অনেক সৈন্য। এসময় মুজাহিদগণ ১টি ট্যাঙ্ক, ১টি বিমান বিধ্বংসী অস্ত্রসহ বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র ও গোলা-বারুদ গনিমত লাভ করেন। তবে এসময় ৩ জন মুজাহিদ আহত এবং ১ জন মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেন।

অপরদিকে গত শুক্রবার রাতে, কান্দাহার প্রদেশের আরগান্দাব জেলার একটি সামরিক চৌকিতে নিযুক্ত এক কাবুল সৈন্য ২টি নাইট দূরবীন, ১টি মেশিনগান, ১টি ক্লাশিনকোভ সহ বেশ কিছু অস্ত্র নিয়ে মুজাহিদদের সাথে এসে মিলিত হয়। এই ঘটনার পর কাবুল বাহিনী ভেবেছিল মুজাহিদগণ চৌকিটি দখল করে নিয়েছেন। তাই কিছু সময় পর শত্রু বাহিনী উক্ত চৌকি লক্ষ্য করে বিমান হামলা চালায়, যার ফলে চৌকি ধ্বংস এবং ৯ এরও বেশি কাবুল সৈন্য নিহত এবং আহত হয়েছে।

এমনিভাবে বলখ প্রদেশের কেন্দ্রীয় বলখ জেলায় মুরতাদ বাহিনীর মাঝে একটি শক্তিশালী বোমা হামলা চালানো হয়। এতে এক কমান্ডারসহ ১৩ সৈন্য নিহত এবং অন্য এক কমান্ডারসহ ৮ সৈন্য আহত হয়। এসময় মুরতাদ বাহিনীর একটি তেলের ট্যাঙ্কারও ধ্বংস হয়ে যায়।

একই প্রদেশের চারবোলোক জেলায় মুরতাদ বাহিনীর একটি ট্যাঙ্কে হামলা চালান তালেবান মুজাহিদিন। এতে ২টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস এবং ৩ সৈন্য নিহত হওয়া ছাড়াও আরো ৪ সৈন্য আহত হয়।

https://ibb.co/5hYD59B

প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আফগানিস্তান থেকে সেনা প্রত্যাহার করবে না বাইডেন প্রশাসন: পেন্টাগন

মার্কিন সেনা সদরদফতর পেন্টাগন বলেছে, বাইডেন প্রশাসন আফগানিস্তান থেকে আগামী মে মাসের মধ্যে সমস্ত সেনা প্রত্যাহার করবে না।

গত বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে আফগান তালেবানের সাথে আমেরিকা একটি চুক্তি সই করে যার আওতায় আফগানিস্তান থেকে ১২ হাজার মার্কিন সেনা প্রত্যাহার করার কথা। এর বিনিময়ে তালেবান যোদ্ধারা মার্কিন সেনাদের ওপর হামলা বন্ধ করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। চুক্তি অনুযায়ী ২০২১ সালের মে মাসের মধ্যে আফগানিস্তান থেকে সমস্ত সেনা প্রত্যাহার করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন।

কিন্তু পেন্টাগনের মুখপাত্র জন কিরবি মিথ্যা দাবি তুলে বলছে, তালেবান তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করছে না এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তারা প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত চুক্তি অনুযায়ী সেনা প্রত্যাহার করা কঠিন ব্যাপার হবে।

জন কিরবি আরো জানায়, আফগানিস্তান থেকে কত সেনা প্রত্যাহার করা হবে সে ব্যাপারে বাইডেন প্রশাসন এখনো কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছায়নি। এর আগে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন ইঙ্গিত দিয়েছিল যে, তালেবানের সাথে সই করা চুক্তি পর্যালোচনা করবে বাইডেন প্রশাসন।

সূত্র: পার্সটুডে

সোমালিয়া | মুজাহিদদের হামলায় ৭ এরও অধিক কুফ্ফার সৈন্য হতাহত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে একইদিনে ৯টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন শাবাব মুজাহিদিন। যার দু'টিতেই কমপক্ষে ৭ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সীর রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ২৯ জানুয়ারি শুক্রবার, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সোমালিয়ায় বাইবুকুল রাজ্যে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর উপর একটি সফল বোমা হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এতে কমপক্ষে ৫ মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়েছে। অপরদিকে বাইদাওয়ে এবং আউদিনালী শহরে মুজাহিদগণ পৃথক দু'টি বোমা হামলা চালিয়েছেন। যার ফলে এক সোমালি সৈন্য এবং এক ইথিউপিয়ান কর্নেল নিহত হয়েছে।

এছাড়াও এইদিন, সোমালিয়ার মারাকা, যুবা, হাইরান ও রাজধানী মোগাদিশুতে আরো ৭টি অভিযান পরিচালনা করেছিলেন মুজাহিদগণ। যার ফলে ক্রুসেডার বাহিনীর একটি গাড়ি ধ্বংস হওয়া ছাড়াও অনেক ক্রুসেডার ও মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়েছে।

ইয়ামান | মুজাহিদদের হাতে ৩ মুরতাদ সৈন্য নিহত

মধ্যপ্রাচ্যের দেশ ইয়ামানে দখলদার শিয়া হুথীদের উপর সফল বোমা হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ, এতে ৩ সৈন্য নিহত হয়েছে।

সাবাত নিউজের তথ্যমতে, গত ২৮ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার, মধ্য ইয়ামানের বায়দা রাজ্যে একটি সফল বোমা হামলা চালানোর ঘটনা ঘটেছে। ইরান সমর্থিত মুরতাদ হুথী বাহিনীর উপর উক্ত সফল বোমা হামলাটি চালান আল-কায়েদা আরব উপদ্বীপ শাখা জামা'আত আনসারুশ শরিয়াহ্'র জানবায মুজাহিদিন। এতে কমান্ডারসহ ৩ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং একটি সামরিকযান ধ্বংস হয়েছে।

২৯শে জানুয়ারি, ২০২১

দিল্লিতে ইজরায়েলি দূতাবাসের সামনে বিস্ফোরণ, বেশ কিছু ক্ষয়ক্ষতি

ভারতের রাজধানী দিল্লিতে ইজরায়েলের দূতাবাসের সামনে শক্তিশালী বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। বিস্ফোরণে বেশ কয়েকটি গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, শুক্রবার বিকেলে আচমকা প্রচণ্ড শব্দে কেঁপে উঠে দূতাবাস সংলগ্ন এলাকা। জানা যায়, দূতাবাস থেকে প্রায় ৫০ মিটার দূরে জিন্দাল হাউসে আইইডি বিস্ফোরণ ঘটে।

ফুটপাতের উপর বিস্ফোরণ হয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। সেই ফুটপাতের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা তিনটি গাড়ির কাঁচ ভেঙে যায়। দিল্লির এপিজে আবদুল কালাম রোড-এ অবস্থিত ইজরায়েলি দূতাবাস। জানা গিয়েছে, রাস্তার পাশে ডিভাইডারের উপর রাখা একটি ফুলের টবে রাখা ছিল বিস্ফোরক।

প্রসঙ্গত, এর আগে ২০১২ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি, দিল্লিতে ইজরায়েলের কূটনীতিকের গাড়িতে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছিল।

উল্লেখ্য, রাজধানীর বিজয়চক থেকে মাত্র ২ কিলোমিটার দূরেই বিস্ফোরণটি ঘটেছে। সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে সেখানে 'বিটিং দ্য রিট্রিট' অনুষ্ঠান চলছিল। সেখানে উপস্থিত ছিল প্রধানমন্ত্রী মালাউন নরেন্দ্র মোদি ও রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ।

নোয়াখালীতে আ.লীগ-বিএনপি সংঘর্ষ, আহত ৩

নোয়াখালীর সোনাইমুড়ী পৌরসভা নির্বাচনে প্রচারণাকালে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি মেয়র প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে অন্তত তিনজন আহত হয়েছেন। এ সময় সংঘর্ষকারীরা ভাঙচুর ও ককটেল বিস্ফোরণ করেছে।

গত বৃহস্পতিবার (২৮ জানুয়ারি) সন্ধ্যা সাড়ে ৫টার দিকে পৌরসভার রামপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সন্ধ্যায় পৌরসভার রামপুর এলাকায় নির্বাচনী প্রচারণাকালে আ.লীগ ও বিএনপি নেতাকর্মীদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগে বিএনপি প্রার্থীর বাড়ির সামনে অন্তত ৮ থেকে ১০টি ককটেলের বিস্ফোরণ ঘটে। ককটেলের শব্দে আশপাশের লোকজন আতঙ্কিত হয়ে দিগ্বিদিক ছুটোছুটি করে।

পৌরসভা বিএনপির সভাপতি ও বিএনপি মনোনীত মেয়র প্রার্থী মোতাহের হোসেন মানিক অভিযোগ করে বলেন, সন্ধ্যায় কয়েকটি মোটরসাইকেলযোগে অন্তত ১০ থেকে ১২ জন মুখোশধারী রামপুর গ্রামের তার বাড়িতে হামলা চালায়। এসময় হামলাকারীরা তার (মানিক) ও তার জ্যাঠাতো ভাইয়ের ঘর লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে জানালার কাচ ভাঙচুর ও বেশ কয়েকটি ককটেলের বিস্ফোরণ ঘটায়। পরে বাড়ির সামনে থাকা একটি নির্বাচনী প্রচার মাইক ভাঙচুর করে পুকুরে ফেলে দেয় হামলাকারীরা।

কেলে আ.লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা নৌকার সমর্থনে রামপুর এলাকায় প্রচারণায় যায়। সন্ধ্যায় তারা বিএনপি প্রার্থীর বাড়ির সামনে পৌঁছালে বিএনপির প্রার্থীর সমর্থকরা তাদের ওপর অতর্কিত হামলা চালিয়ে রেদোয়ান নামে এক ছাত্রলীগ নেতাসহ কয়েকজনকে পিটিয়ে জখম করে।

সিরিয়ায় আরো একটি ঘাঁটি গাড়ল ক্রুসেডার মার্কিন বাহিনী

সিরিয়ার হাসাকা প্রদেশের ইয়ারুবা এলাকায় ক্রুসোর মার্কিন সামরিক বাহিনী আরও একটি ঘাঁটি স্থাপন করছে।

সিরিয়ার রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা সানা এ খবর জানিয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২৮ জানুয়ারি) স্থানীয় কয়েকটি সূত্রের বরাত দিয়ে সানা জানায়, ঘাঁটি স্থাপনের জন্য ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় সামরিক সরঞ্জামাদি সেখানে নেওয়া হয়েছে। হাসাকা শহরের উত্তর পূর্বে অবস্থিত আল-মালিকিয়া এলাকা থেকে ১০টি ট্রাকে করে এসব সরঞ্জাম নেওয়া হয়েছে। ইরাক সীমান্তের কাছে ইয়ারুবা এলাকাটি অবস্থিত।

আমেরিকা দাবি করছে 'সন্ত্রাসবাদের' বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য তাদের সামরিক বাহিনী সিরিয়াতে অবস্থান করছে তবে সিরিয়ার সরকার বারবার বলছে দেশের তেল সম্পদ লুটপাটের জন্য মার্কিন সামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

২০১৯ সালে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সিরিয়া থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের নির্দেশ দেয় কিন্তু নানামুখী বাধার কারণে সে তার সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসে এবং ওই বছরের অক্টোবর মাসে সিরিয়াতে নতুন করে সেনা মোতায়েন করা হয়। তখন ট্রাম্প বলেছিল, সিরিয়ার তেল ক্ষেত্রগুলোতে আমেরিকার অর্থনৈতিক স্বার্থ নিয়ন্ত্রণের জন্য সেখানে সেনা মোতায়েন করে রাখা হচ্ছে।

বাংলাদেশে আগের চেয়ে দুর্নীতি ২ ধাপ বেড়েছে

দুর্নীতির ধারণা সূচকে আগের বছরের তুলনায় আরো দুই ধাপ নিচে নেমে এসেছে বাংলাদেশ।

বিবিসি বাংলা জানায়, বার্লিনভিত্তিক ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই) কর্তৃক পরিচালিত 'দুর্নীতির ধারণা সূচক (সিপিআই) ২০২০'-এর বৈশ্বিক প্রকাশ উপলক্ষে এক ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য তুলে ধরেন টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান।

১৮০টি দেশের মধ্যে ২০২০ সালে অধঃক্রম অনুযায়ী (খারাপ থেকে ভালো) বাংলাদেশের অবস্থান ১২তম। যা আগের বছর (২০১৯) ছিল ১৪তম।

অর্থাৎ বাংলাদেশে দুর্নীতি বেড়েছে। অন্যদিকে দুর্নীতির পরিস্থিতি উন্নয়ন সংক্রান্ত স্কোরে ১০০ নম্বরের মধ্যে এবারসহ টানা তিন বছর বাংলাদেশ পেয়েছে ২৬।

এর মানে টিআইএ'র তিন সূচকেই বাংলাদেশে দুর্নীতি কমেনি। করোনাকালে স্বাস্থ্য খাতসহ বিভিন্ন জরুরি সেবায় যে দুর্নীতি হয়েছে, এই সূচকে তার প্রতিফলন রয়েছে।

বাংলাদেশের এই অবস্থান এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে চতুর্থ এবং দক্ষিণ এশিয়ায় দ্বিতীয়।

জামার্নভিত্তিক দুর্নীতিবিরোধী সংস্থা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের (টিআই) 'দুর্নীতির ধারণা সূচক (করাপশন পারসেপশন ইনডেক্স বা সিপিআই)-২০২০ সালের প্রতিবেদনে উঠে এসেছে এসব তথ্য। বৃহস্পতিবার সারাবিশ্বে একযোগে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়।

এদিন বাংলাদেশে টিআইর সহযোগী প্রতিষ্ঠান টিআইবি এক ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে এ প্রতিবেদন প্রকাশ করে। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান এবং নির্বাহী ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের প্রমুখ।

দুর্নীতি প্রতিরোধে বেশকিছু সুপারিশ করেছে টিআই। এগুলো হলো-দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে রাজনৈতিক সদিচ্ছা, দুদককে আরও স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়া এবং অবাধ গণমাধ্যম ও সক্রিয় নাগরিক সমাজ বিকাশে উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা।

সংবাদ সম্মেলনে ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, এক ধরনের বিচারহীনতার সংস্কৃতি তৈরি করে দুর্নীতিবাজদের পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া হচ্ছে। সরকারের পক্ষ থেকে দুর্নীতির বিষয়টি অস্বীকার করা হয়। কোনো প্রতিবেদন প্রকাশ করলে নাগরিক সমাজ ও গণমাধ্যমকর্মীদের নাজেহাল হতে হয়।

ফলে দুর্নীতিবাজরা এতে উৎসাহিত হচ্ছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশে আরও কয়েকটি কারণে দুর্নীতি কমানো যাচ্ছে না। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-রাজনীতিবিদদের প্রতিশ্রুতির ঘাটতি, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর জবাবহিদিতার অভাব ও রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য অবস্থান সংকুচিত করে দেওয়া।

এছাড়া গণমাধ্যম ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের কথা বলার সুযোগ সীমিত করে দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, আর্থিক খাতে একের পর এক কেলেঙ্কারি ও জালিয়াতির ঘটনা ঘটলেও তাদের বিচারের আওতায় আনার দৃষ্টান্ত নেই। বিচারিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে রাজনৈতিক আনুগত্যের ঊর্ধ্বে উঠে কাজ করার পরামর্শ দেন তিনি।

ড. জামান আরও বলেন, বাংলাদেশের স্কোর অপরিবর্তিত। তবে তা বৈশ্বিক গড় ৪৩-এর চেয়ে অনেক কম। এটি অত্যন্ত বিব্রতকর ও হতাশাব্যঞ্জক। ক্ষেত্রবিশেষে দুর্নীতির ঘটনা অস্বীকার কিংবা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। এছাড়া অবস্থান ও পরিচয় নির্বিশেষে আইনের কঠোর প্রয়োগ হয় না।

করোনার সংকটময় মুহূর্তে দেশের স্বাস্থ্য খাতে ব্যাপকভাবে দুর্নীতির তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। তখন কিছু বিষয় শুধু মৌখিক ঘোষণা দেওয়া হযেছকিন্তু এর প্রয়োগে ঘাটতি আছে। বাস্তবে এটি ঘোষণাতেই আটকে আছে।

বিশেষ করে এই ঘোষণা বাস্তবায়ন করা যাদের দায়িত্ব, তাদের সঙ্গে দুর্নীতির যোগসাজশ রয়েছে। ফলে তারা সহায়তা করেছে। এছাড়া দুর্নীতির সুবিধাভোগীরা অত্যন্ত প্রভাবশালী।

ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, দেশে দুর্নীতি বাড়ছে। অর্থনৈতিক দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান যে পর্যায়ে, তার তুলনায় দেশ থেকে প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ টাকা পাচার হচ্ছে।

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার রিপোর্টে এসব তথ্য উঠে এসেছে। তিনি বলেন, দুর্নীতি প্রতিরোধে প্রতিবন্ধকতার মধ্যে আরও রয়েছে-শীর্ষ দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দৃষ্টান্ত দেখা যাচ্ছে না। আর্থিক খাত, জনবল নিয়োগ এবং বিভিন্ন চুক্তি বাস্তবায়নে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। এছাড়া দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) স্বাধীনতায় ঘাটতি আছে। তাদের মাঝেও দুর্নীতি হচ্ছে।

টিআইর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দুর্নীতির পরিস্থিতি উন্নয়ন সংক্রান্ত স্কোরে ১০০ নম্বরের মধ্যে বাংলাদেশের স্কোর ২৬। এক্ষেত্রে গত তিন বছর পর্যন্ত একই অবস্থানে। কিন্তু বিশ্বের সবগুলো দেশের গড় স্কোর ৪৩। এক্ষেত্রে বিশ্বের গড় স্কোরের চেয়ে ১৭ ধাপ পিছিয়ে রয়েছে বাংলাদেশ। অর্থাৎ দুর্নীতির ব্যাপকতা অত্যন্ত উদ্বেগজনক।

দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় দক্ষিণ এশিয়ার ৮টি দেশের মধ্যে আফগানিস্তানের পরই বাংলাদেশের অবস্থান। এছাড়া এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের ৩১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ চতুর্থ। বাংলাদেশের মতো একই স্কোর পেয়েছে সেন্ট্রাল আফ্রিকা রিপাবলিক এবং উজবেকিস্তান।

সংবাদ সম্মেলনে ড. জামান আরও বলেন, বিশ্বের বেশকিছু দেশে নাগরিক স্বাধীনতা সংকুচিত হওয়ায় দুর্নীতি বাড়ছে। বাংলাদেশেও এই প্রবণতা দেখা যায়। আর যেসব দেশে গণমাধ্যম ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কম সুরক্ষা পায়, ওইসব দেশে দুর্নীতি বেশি।

টিআইবির এই নির্বাহী পরিচালক বলেন, আইন প্রয়োগে ঘাটতি রয়েছে। বিশেষ করে ব্যাংকিং ও অর্থনৈতিকসহ বিভিন্ন খাতে ক্রমবর্ধমান অনৈতিক প্রভাব বিস্তার, অনিয়ম ও দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলায় দায়ীদের বিচারের আওতায় আনা যায়নি।

প্রতিবেদন অনুসারে কম দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের তালিকার শীর্ষে অবস্থান করছে ডেনমার্ক ও নিউজিল্যান্ড। তৃতীয় স্থানে যৌথভাবে রয়েছে সিঙ্গাপুর, সুইডেন, নরওয়ে ও সুইজারল্যান্ড। সর্বনিম্নে অবস্থান করছে সোমালিয়া এবং দক্ষিণ সুদান। এরপরই রয়েছে সিরিয়া, ইয়ামেন, ভেনিজুয়েলা।

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ভালো অবস্থানে রয়েছে ভুটান। উপরের দিকে দেশটির অবস্থান ৬৮। এরপর ভারত ৪০, শ্রীলংকা ৩৮, পাকিস্তান ৩১, মালদ্বীপ ৪৩, নেপাল ৩৩ এবং আফগানিস্তান ১৯তম অবস্থানে।

ইফতেখারুজ্জামান আরও বলেন, দুর্নীতির ক্ষেত্রে এক ধরনের অস্বীকৃতির মানসিকতা বিরাজ করছে। কোনো কর্মকর্তার দুর্নীতির কথা বললে, সেটি অস্বীকার করা হয়। বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রকাশ করলে এক্ষেত্রে হয়রানি ও নাজেহাল হতে হয়।

এটি গণমাধ্যমকর্মী ও নাগরিক সমাজ সবার জন্য একইভাবে প্রযোজ্য। তিনি বলেন, নাগরিক সমাজ ও গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য কাজের ক্ষেত্র ক্রমাগত সংকুচিত হচ্ছে। এটি দুর্নীতি প্রতিরোধের ক্ষেত্রে অত্যন্ত বড় প্রতিবন্ধকতা।

মানুষের কণ্ঠস্বর প্রকাশ করা অত্যন্ত জরুরি। তিনি বলেন, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মাধ্যমে এই অধিকার সংকুচিত হয়েছে। তাই সংসদের প্রথম অধিবেশনেই ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন সংশোধন করতে হবে।

ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, ‘রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্নীতি ও অপরাধের সঙ্গে রাজনৈতিক যোগসূত্রতা রয়েছে। গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজের অবস্থান এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সংকুচিত।

আর্থিক ও ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণ, জালিয়াতি এবং সরকারি কাজে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ইত্যাদি কারণে অবস্থানের উন্নতি হয়নি।

দুর্নীতিবাজদের আইনের আওতায় আনতে দুদক ভূমিকা সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, দুদক দুর্নীতিবাজদের জবাবদিহিতার আওতায় আনার চেষ্টা করছে। কিন্তু তা একটি সীমারেখার মধ্যে। রাঘববোয়ালদের আইনের আওতায় আনার ক্ষেত্রে দুদকের সক্রিয় ভূমিকার ঘাটতি রয়েছে।

তাই সর্বোচ্চ রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতির পরও দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা অকার্যকর প্রমাণিত হচ্ছে। এছাড়া সরকারি প্রতিষ্ঠান এমনভাবে রাজনীতিকীকরণ হচ্ছে, যাতে সেগুলোকে এখন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বলে মনে হচ্ছে, এগুলো ঢেলে সাজানো দরকার। সূচকে এসবের প্রভাব পড়েছে।

প্রতিবেদনে ২০১৯-২০২০ পর্যন্ত তথ্য ব্যবহৃত হয়েছে। জরিপগুলোতে মূলত ব্যবসায়ী, বিনিয়োগকারী, সংশ্লিষ্ট খাতের গবেষক ও বিশেষজ্ঞদের ধারণার প্রতিফলন। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তথ্যসূত্র হিসেবে ৮টি জরিপ ব্যবহৃত হয়েছে।

এগুলো হলো- বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি পলিসি অ্যান্ড ইনস্টিটিউশনাল অ্যাসেসমেন্ট, ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম এক্সিকিউটিভ ওপিনিয়ন সার্ভে, গ্লোবাল ইনসাইট কান্ট্রি রিস্ক রেটিংস, বার্টেলসম্যান ফাউন্ডেশন ট্রান্সফরমেশন ইনডেক্স, ওয়ার্ল্ড জাস্টিস প্রজেক্ট রুল অব ল’, পলিটিক্যাল রিস্ক সার্ভিসেস ইন্টারন্যাশনাল কান্ট্রি রিস্ক গাইড, ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট কান্ট্রি রিস্ক রেটিংস এবং ভ্যারাইটিস অব ডেমোক্রেসি প্রজেক্ট ডাটাসেট রিপোর্ট। সংবাদ সম্মেলনে আরও জানানো হয়, সিপিআই নির্ণয়ে টিআইবির কোনো ভূমিকা নেই। এমনকি টিআইবির গবেষণা থেকে প্রাপ্ত কোনো তথ্যও এখানে বিবেচনায় নেওয়া হয় না। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতোই টিআইবি ধারণা সূচক দেশীয় পর্যায়ে প্রকাশ করে।

ইন্দোনেশিয়ার ক্যাম্প থেকে কয়েকশ’ রোহিঙ্গা ‘উধাও’

ইন্দোনেশিয়ার একটি শরণার্থী শিবির থেকে হঠাৎ করেই গায়েব কয়েকশ’ রোহিঙ্গা। তারা কোথায় আছেন, কবে গেছেন তা নিশ্চিত করে বলতে পারছে না কেউই।

বৃহস্পতিবার আল জাজিরার এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, গত বছরের জুন থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে প্রায় ৪০০ রোহিঙ্গাকে উদ্ধার করে লোকসুমাওয়ে এলাকার একটি শরণার্থী শিবিরে রেখেছিল ইন্দোনেশীয় কর্তৃপক্ষ।

তবে চলতি সপ্তাহে দেখা গেছে, সেখানে এখন মাত্র ১১২ জন রোহিঙ্গা রয়েছেন। বাকিরা কবে কোথায় গেছেন তা জানে না শরণার্থীদের দেখভালের দায়িত্বে থাকা জাতিসংঘ কিংবা স্থানীয় কর্তৃপক্ষও।

লোকসুমাওয়ের রোহিঙ্গা টাস্কফোর্সের প্রধান রিদওয়ান জলিল বলেন, 'আমরা এখনো জানি না তারা কোথায় গেছে।

২০১৭ সালে মিয়ানমারে সেনাদের দমন-পীড়নে অন্তত সাড়ে সাত লাখ মুসলিম রোহিঙ্গা পালিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়।

মানবাধিকার সংগঠনগুলোর অভিযোগ, রোহিঙ্গাদের দেখভালের দায়িত্ব গতমাসে ইউএনএইচসিআর নেয়ার পর আশ্রয়কেন্দ্রগুলোর নিরাপত্তা ব্যাপকভাবে কমিয়ে দিয়েছে ইন্দোনেশীয় সরকার।

নিউজিল্যান্ডের মতো সিঙ্গাপুরের মসজিদে হামলার পরিকল্পনা ছিল খ্রিস্টান সন্ত্রাসীর

নিউজিল্যান্ডের ক্রাইস্টচার্চের ঘটনার মতো এবার সিঙ্গাপুরের একটি মসজিদে হামলার পরিকল্পনা করেছিল ১৬ বছর বয়সী এক কিশোর সন্ত্রাসী। তবে এরই মধ্যে তাকে আটক করেছে সিঙ্গাপুর কর্তৃপক্ষ। ক্রাইস্টচার্চ হামলার বর্ষপূর্তিতে সিঙ্গাপুরের দু'টি মসজিদে হামলা করে মুসলিমদের হত্যার পরিকল্পনা করেছিল এই কিশোর। খবর সিএনএন, আল-জাজিরা ও বিবিসির।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নিউজিল্যান্ডে ক্রাইস্টচার্চে দুটি মসজিদে হামলাকারী খুনি ব্রেন্টন ট্যারেন্ট এই কিশোরের অনুপ্রেরণা। সেও ছুরি নিয়ে আক্রমণের ঘটনা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সরাসরি প্রচারের পরিকল্পনা করেছিল।

সিঙ্গাপুরের ইন্টারনাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট অনুসারে আটক হওয়া সর্বকনিষ্ঠ ব্যক্তি হল এ কিশোর।

১৬ বছরের ওই সিঙ্গাপুরী বালকের পরিচয় প্রকাশ করা হয়নি। তবে জানা গেছে, সে ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রটেস্টান্ট খ্রিস্টান।

দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলছে, এ কিশোর প্রচণ্ড ইসলামবিরোধিতা ও সহিংসতার মোহ থেকে আক্রমণের পরিকল্পনা করে। বাসার কাছে আসইয়াফাহ মসজিদ ও ইউসুফ ইসহাক মসজিদের হামলার উদ্দেশ্য ছিল তার। বাবার ক্রেডিট কার্ড চুরি করে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম কেনার ইচ্ছা ছিল। তার পরিকল্পনা যে কাজ করবে সে বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী ছিল এই কিশোর। প্রথমে তার পরিকল্পনা ছিল ট্যারেন্টের মতো রাইফেল ব্যবহারের, পরে ছুরি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেয়। কারণ সিঙ্গাপুরের কড়া আইনের কারণে আগ্নেয়াস্ত্র বিক্রি খুব কঠিন।

উল্লেখ্য, নিউজিল্যান্ডের ইতিহাসে সবচেয়ে কলঙ্কিত অধ্যায় ধরা হয় ক্রাইস্টচার্চ হামলাকে। ২০১৯ সালের ১৫ মার্চ দুটি মসজিদে গুলি করে সন্ত্রাসী ট্যারেন্ট ৫১ মুসল্লিকে হত্যা করে।

কাশ্মীরে স্বাধীনতাকামীদের হামলা: ১ সেনা নিহত

জম্মু-কাশ্মীরের কুলগাম জেলায় ভারতীয় বাহিনীর উপরে স্বাধীনতাকামীদের গ্রেনেড হামলায় ১ ভারতীয় সেনা নিহত এবং অন্য ৩ সেনা আহত হয়েছে। বুধবার সকাল সোয়া দশটা নাগাদ ওই হামলার ঘটনা ঘটে।

চলতি বছরে স্বাধীনতাকামী হামলায় এই প্রথম সেনা সদস্যের হতাহতের ঘটনা ঘটলো। গণমাধ্যমে প্রকাশ, স্বাধীনতাকামীরা দক্ষিণ কাশ্মীরের শ্রীনগর-জম্মু মহাসড়কে সামশিপোরা খানাবল এলাকায় সেনাবাহিনীর রোড ওপেনিং পার্টির (আরওপি) সেনাদের উপরে গ্রেনেড হামলা চালায়। এরফলে চার সেনা আহত হয়।

আহত ওই সেনাদের শ্রীনগরে সামরিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এদের মধ্যে এক মালাউনের মৃত্যু হয়েছে। স্থানীয় সংবাদ সংস্থার দাবি, সন্দেহজনক এক্সপ্লোসিভ ইমপ্রোভাইসড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি) বিস্ফোরণের ফলে জওয়ানরা আহত হয়েছে।

সেনাবাহিনীর মুখপাত্র কর্নেল রাজেশ কালিয়া প্রাথমিকভাবে ওই ঘটনাকে গ্রেনেড আক্রমণ বলে মন্তব্য করেছে।

খবর পার্সটুডে'র

২৮শে জানুয়ারি, ২০২১

ফিলিস্তিনে মসজিদ গুঁড়িয়ে দিলো ইসরাইলি বাহিনী

ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড পশ্চিম তীরের হেবরনের কাছাকাছি একটি মসজিদ গুঁড়িয়ে দিয়েছে ইসরাইলি বাহিনী। বুধবার হেবরনের দক্ষিণে উম্মে কুসাহর অন্যান্য স্থাপনার সাথে মসজিদটি গুঁড়িয়ে দেয়া হয় বলে জানিয়েছে তুরস্কভিত্তিক আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা আনাদোলু এজেন্সি।

মসজিদটির কাছাকাছি থাকা স্থানীয় একটি স্কুলের পরিচালক মোহাম্মদ ইয়াতিমিন বলেন, ইসরাইলি কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় লাইসেন্স না থাকার অজুহাতে এই স্থাপনাগুলো গুঁড়িয়ে দিয়েছে।

তিনি জানান, স্কুলের খাবার পানির জন্য ব্যবহৃত একটি কুয়াও গুঁড়িয়ে দেয়া হয়েছে।

ইসরাইলি দখলদার কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ফিলিস্তিনিরা অধিকৃত ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে বিশেষ করে পূর্ব জেরুসালেমে খুব কমই নতুন স্থাপনা তৈরির অনুমতি পান। স্থাপনা তৈরির অনুমতির জন্য ইসরাইলি কর্তৃপক্ষ বিপুল পরিমাণ অর্থ নির্ধারণ করে, যা বেশিরভাগ লোকের পক্ষেই পরিশোধ করা সম্ভব হয় না। এই প্রক্রিয়া ইসরাইলের জন্য ঐতিহাসিক ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে আরো ভূমি দখলের সুযোগ করে দিচ্ছে। নিজেদের স্থাপনার অবকাঠামোর উন্নতিতে বাধা পাওয়া ফিলিস্তিনিরা এতে নিজ ভূখণ্ডেই অবাঞ্ছিত হয়ে পড়েছেন।

এ দিকে অধিকৃত পূর্ব জেরুসালেমের খামিস আল-জাহালিন ও বির আল-মাশকুব এলাকায় মোট তিনটি গবাদি পশুর খামারের স্থাপনা গুঁড়িয়ে দিয়েছে ইসরাইলি কর্তৃপক্ষ। আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে, পশ্চিম তীর ও পূর্ব জেরুসালেমকে অধিকৃত ভূমি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আইন অনুসারে এই ভূখণ্ডের সব ইহুদি বসতি অবৈধ হিসেবে বিবেচিত।

ফিলিস্তিনি স্থাপনা ধ্বংস ও অবৈধ বসতি স্থাপনে ইসরাইলের চলমান কার্যক্রম সংযুক্ত আরব আমিরাতের সাথে দেশটির স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনের চুক্তির পর আরো বেড়েছে। ইসরাইলের এই কার্যক্রমে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন সাধারণ ফিলিস্তিনিরা। নয়া দিগন্ত

নিজ নাগরিকদের দ্বারা সন্ত্রাসী হামলার হুমকিতে যুক্তরাষ্ট্র

যুক্তরাষ্ট্রে অভ্যন্তরীণ সন্ত্রাসী হামলার উচ্চতর হুমকিতে সতর্কতা জারি করেছে হোমল্যান্ড সিকিউরিটি দপ্তর। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এই উচ্চতর হুমকি তৈরি হয়েছে।

গত বুধবার এক বুলেটিনে হোমল্যান্ড সিকিউরিটি দপ্তর জানায়, প্রেসিডেনশিয়াল অভিষেকের পর সামনের সপ্তাহগুলিতে হুমকির আশঙ্কা রয়েছে। আদর্শগতভাবে উদ্বুদ্ধ কিছু সহিংস চরমপন্থীরা সরকারের কর্মকাণ্ড ও প্রেসিডেন্ট পদের পরিবর্তন এবং মিথ্যা তথ্যের ভিত্তিতে উস্কানি পাওয়া অন্যান্য অসন্তোষের কারণে সংঘবদ্ধ হয়ে অস্থিরতা বা সহিংসতা চালাতে পারে। কিছু স্থানীয় চরমপন্থী ক্যাপিটল ভবনের ঘটনার মাধ্যমে নির্বাচিত কর্মকর্তা ও সরকারি সম্পত্তির প্রতি হামলা চালাতে উৎসাহিত হয়ে থাকতে পারে।

জারি করা জাতীয় সন্ত্রাসবাদ অ্যাডভাইজরিতে বলা হয়েছে, হামলার পরিকল্পনার ব্যাপারে নির্দিষ্ট বা বিশ্বাসযোগ্য তথ্য এখনো নেই। তবে নতুন সরকার এবং ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে হতাশ ব্যক্তিরা হুমকি হিসেবে আবির্ভূত হতে পারেন।

বিবিসির খবরে বলা হয়েছে, নতুন প্রশাসন দায়িত্ব নেওয়ার এক সপ্তাহের মাথায় এই সতর্কতা জারি করা হলো। গত ৬ জানুয়ারি মার্কিন কংগ্রেসের ভবন ক্যাপিটলে ট্রাম্প-সমর্থকদের হামলার বেশ কিছু দাঙ্গাকারীকে আটক করা হয়।

হোমল্যান্ড সিকিউরিটি দপ্তর মনে করছে, সফলভাবে প্রেসিডেন্টের অভিষেকের পরও আগামী কয়েক সপ্তাহে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের উচ্চতর হুমকি থাকবে। তথ্য-উপাত্ত বলছে, ক্ষমতার পালাবাদল নিয়ে বিক্ষুব্ধ কিছু সহিংস উগ্রবাদী সংগঠিত হওয়ার চেষ্টা করছে। একই সঙ্গে সহিংসতা চালাতে উসকানি দেওয়া হচ্ছে।

খুনের আসামি পুলিশ হওয়ায় তদন্তে ধীর গতি

ঢাকার শ্যামপুরের ব্যবসায়ী ইউনূস হাওলাদার খুনের আড়াই বছর পার হলেও আদালতে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে পারেনি পুলিশ। এই খুনে জড়িত সন্দেহে গ্রেপ্তার পুলিশের এক সহকারী উপপরিদর্শকসহ (এএসআই) তিন আসামি জামিনে বেরিয়ে গেছে।

দীর্ঘ সময়ে তদন্ত শেষ না হওয়ায় নিহত ব্যবসায়ীর পরিবার হতাশ। স্বামীর খুনের বিচারের কোনো অগ্রগতি না দেখেই গত বছরের মে মাসে মারা যান ব্যবসায়ী ইউনূস হাওলাদারের স্ত্রী মারুফা বেগম। তাঁর ক্যানসার আক্রান্ত এক মেয়েও মারা গেছেন। মামলার বাদী নিহতের বড় ছেলে আতিকুজ্জামান বলেন, ‘মা চেয়েছিলেন, বিনা দোষে যারা বাবাকে খুন করেছে, তাদের যেন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয়। কিন্তু পুলিশ মামলার তদন্তই শেষ করতে পারেনি। আসামিরাও জামিন পেয়ে গেছেন।’

২০১৮ সালের ২৫ জুন দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানার হাসনাবাদ এলাকা থেকে অজ্ঞাত এক বৃদ্ধের (ব্যবসায়ী ইউনূস হাওলাদার) লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। পরে জানা যায়, লাশটি ব্যবসায়ী ইউনূস হাওলাদারের। এ ঘটনায় অজ্ঞাত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানায় হত্যা মামলা হয়। মামলায় তদন্ত করতে গিয়ে নিহত ইউনূস হাওলাদারের বাড়ির ভাড়াটে ওহিদ সুমন (২৭) এবং যাত্রাবাড়ী এলাকার ছাবের ওরফে শামীমকে (৪৩) গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরে খুনের দায় স্বীকার করে ঢাকার আদালতে জবানবন্দি দেন আসামি ওহিদ সুমন।

—পুলিশের এএসআইসহ তিন আসামিই জামিনে।

—নিহতের পরিবার হতাশ।

মামলার নথিপত্র বলছে, আসামি ওহিদের জবানবন্দির ভিত্তিতে ব্যবসায়ী ইউনূস হাওলাদার হত্যাকাণ্ডে সম্পৃক্ততার অভিযোগে ২০১৮ সালের ২ সেপ্টেম্বর গ্রেপ্তার হন শ্যামপুর থানার তৎকালীন এএসআই নূরে আলম।

মামলার নতুন তদন্ত কর্মকর্তা পুলিশের অপরাধ ও তদন্ত বিভাগ (সিআইডির) উপপরিদর্শক ইমরান সরকার বলেন, সম্প্রতি তিনি দায়িত্ব পাওয়ার পর নথিপত্র পর্যালোচনা করেছেন। এই হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেওয়া হবে।

ইউনূস হাওলাদারের পরিবার জানিয়েছে, তিনি পুরান ঢাকার নবাবপুরে কৃষি যন্ত্রাংশের ব্যবসা করতেন। খুন হওয়ার বছর দশেক আগেই তিনি ব্যবসা গুটিয়ে অবসর জীবন যাপন করছিলেন।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কোনো সদস্য যখন অপরাধে জড়িয়ে পড়েন, তখন মামলার তদন্ত ঠিকভাবে হয় না। কথায় আছে, কাক কাকের মাংস খায় না। প্রথম আলো

কাশ্মীরে মালাউন বাহিনীর উপর স্বাধীনতাকামীদের হামলা, একাধিক সেনা আহত

কাশ্মীরে স্বাধীনতাকামীরা ভারতীয় বাহিনীর একটি টহলদারী দলের উপর এলোপাথাড়ি গুলি হামলা চালিয়েছেন। শামসিপোড়া জাতীয় সড়কে এই ঘটনাটি ঘটে।

গেরিলা যোদ্ধাদের এই বরকতময় হামলায় ৪ নাপাক সেনা গুরুতর আহত হয়েছে। এই ঘটনার পরই তল্লাসির নামে মুসলমানদের হয়রানির জন্য পুরো এলাকাটিকে ঘিরে ফেলা হয়েছে। ইন্টারনেট সেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এর আগে জম্মু ও কাশ্মীর প্রশাসনের পক্ষ্য থেকে এই কেন্দ্র দখলকৃত অঞ্চলে হাই স্পিড মোবাইল ডেটা বন্ধ করার নির্দেশিকা জারি করা হয়েছিল। এই নির্দেশিকা ফেব্রুয়ারির ৬ তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। জম্মু ও কাশ্মীরের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছিল যে 'দেশবিরোধী' কার্যকলাপ হতে পারে এমন আশঙ্কা করেই তারা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রশাসন সূত্রে খবর, ইন্টারনেটের মাধ্যমে উপত্যকার যুব সমাজকে স্বাধীনতাকামীরে দলে আনার চেষ্টা করছে সংগঠনগুলি। তাদের মধ্যে ভারত সম্বন্ধে 'বিদ্বেষ' ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। সেই কারণেই জম্মু ও কাশ্মীরে ইন্টারনেটের উপর বিধিনিষেধ জারি করা হচ্ছে।

আসলে বাস্তবতা হচ্ছে, ভারতীয় মালাউনরা কাশ্মীরে বর্বর আগ্রাসন চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের অন্যায় অত্যাচার যেন বহিঃবিশ্বে প্রকাশিত হতে না পারে সেজন্য কিছুদিন পরপরই ইন্টারনেট সেবা বন্ধ করে দেয়।

ফিলিস্তিনে কয়েকশো গাছ উপড়ে ফেলেছে দখলদার ইসরায়েল

দখলদার ইসরায়েল সেনাবাহিনী দখলকৃত পশ্চিম তীরের তুবাসের পূর্ব আইনুন এলাকায় কয়েকশ গাছ উপড়ে ফেলেছে।

গত ২৭ জানুয়ারি এ ঘটনা ঘটে। বুলডোজারের মাধ্যমে গাছগুলো উপড়ে ফেলা হয়। খবর ওয়াফা নিউজ।

জর্ডান উপত্যকায় দখলদার ইহুদি বসতি পরিচালনা কাজে নিয়োজিত ইসরায়েলি কর্মকর্তা মুআতাজ বশরাত ওয়াফা নিউজকে জানিয়েছে, কয়েকবছর আগে রোপন করা গাছগুলো উপড়ে ফেলা হয়েছে। কারণ হিসেবে দাবি করা হয় সামরিক এলাকায় গাছগুলো লাগানোর অনুমতি ছিল না।

এ এলাকাটি সন্ত্রাসী ইসরায়েল একটি সামরিক ঘাটি হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা করছে।

ফলে, ইসরায়েল সরকার দখলকৃত পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনিরা কোথায় অবস্থান করতে পারবে, কোথায় কখন ভ্রমণ করতে পারবে তা নির্ধারণ করে দেয়।

এমনকি ফিলিস্তিনারা নিজের জমিতে বাড়িঘর তৈরি বা প্রসারিত করতে পারবে কিনা এটিও নির্ধারণ করে সন্ত্রাসী ইসরায়েল। অনুমতি ব্যতীত কোন কাজ করলেই জেল-জরিমানাতো রয়েছেই।

পাঁচ বছরে মার্কিন পুলিশের হাতে নিহত ১৩৫ নিরস্ত্র কৃষ্ণাঙ্গ

যুক্তরাষ্ট্রে পুলিশের হাতে ২০১৫ থেকে পাঁচ বছরে ১৩৫ জন নিরস্ত্র কৃষ্ণাঙ্গ মার্কিন নাগরিক নিহত হয়েছে। মার্কিন সংবাদমাধ্যম ন্যাশনাল পাবলিক রেডিও (এনপিআর) এর এক তদন্ত প্রতিবেদনের বরাতে আল-জাজিরার প্রতিবেদনে উঠে আসে এ তথ্য।

এনপিআর তার প্রতিবেদনে জানায়, এসব মৃত্যুর বিষয়ে পুলিশী রেকর্ডের ‘হাজার হাজার পৃষ্ঠার’ তথ্য তাদের তদন্তকারী প্রতিবেদকরা নিরীক্ষণ করেছে।

প্রতিবেদনে জানানো হয়, হত্যার সাথে সংশ্লিষ্ট ৭৫ শতাংশ পুলিশ কর্মকর্তাই শ্বেতাঙ্গ। এদের মধ্যে ১৯ কর্মকর্তা নিয়োগের অল্প কিছুদিনের মধ্যে নিরস্ত্র কৃষ্ণাঙ্গ নাগরিককে গুলি করে হত্যা করে। একজন কর্মকর্তা নিয়োগের মাত্র চার ঘণ্টা পরেই একজন কৃষ্ণাঙ্গ নাগরিককে গুলি করে হত্যা করে।

প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে, যেসব কর্মকর্তার পারিবারিক সহিংসতা ও অতীতে মাদক ব্যবহারের মতো খারাপ কাজে জড়িত তারাই বেশি অপরাধের সাথে জড়িয়েছে এবং পুলিশি নীতিমালা লঙ্ঘন করেছে।

এমনই এক অভিযুক্ত শ্বেতাঙ্গ কর্মকর্তা প্রিসলি। তাকে ২০১৬ সালে সেন্ট মেরি পুলিশ বিভাগের সাথে সাক্ষাতকারে দুর্বল ফলাফলের কারণে নিয়োগ দেয়া হয়নি।

এর পরে প্রিসলি ১৩ কিলোমিটার (আট মাইল) দূরের এক শহরে যান এবং কিংসল্যান্ড পুলিশ বিভাগের জন্য আবেদন করে পুলিশে নিয়োগ পায়।

২০১৮ সালে প্রিসলি ৩৩ বছর বয়স্ক অ্যান্থনি গ্রিন নামের এক কৃষ্ণাঙ্গ নাগরিককে গাড়ি চালিয়ে যেতে দেখেন। প্রিসলি জানতে পারেন, গ্রিনের কাছে কোনো বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স নেই।

প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রিসলি কৃষ্ণাঙ্গ গ্রিনকে ধাওয়া করতে গিয়ে আট বার গুলি করে। গ্রিন পাঁচটি গুলিতে বিদ্ধ হয়ে নিহত হন।

প্রিসলির বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যার অভিযোগ এনে তাকে পদচ্যুত করা হয়। কিন্তু আদালত তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগের প্রমাণ পায়নি।

প্রিসলিকে পদচ্যুত করা হয় এবং তার বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃতভাবে হত্যা ও গুলি করার অভিযোগ করা হয়। আদালতে বিচারক তাকে হত্যার অভিযোগ থেকে মুক্তি দেয়।

এনপিআর তাদের প্রতিবেদনে দেখায়, মোট ১৩৫ হত্যাকাণ্ডের মধ্যে ৩০টির বিচার হয়েছে এবং ১৪২ মিলিয়ন ডলারের মতো অর্থদণ্ডের আদেশ জারি করা হয়েছে। কিছু কিছু মামলার শুনানি এখনো চলমান।

যে হত্যাকাণ্ডের ফলে যুক্তরাষ্ট্রে ব্ল্যাক লাইভ ম্যাটার আন্দোলনের সূচনা হয়েছে, সেই জর্জ ফ্লয়েডের পরিবার গত বছরের জুলাই মাসে মিনিয়াপোলিস শহরের পুলিশ বিভাগের কাছে বিপুল ক্ষতিপূরণ দাবি করেছে। ক্ষতিপূরণের অর্থের পরিমাণ অপ্রকাশিত রয়েছে। মামলার শুনানি এখনো চলমান আছে।

লুসভিল শহরের পুলিশ ব্রিওনা টেইলরের পরিবারকে গত সেপ্টেম্বরে ১২ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ দিতে সম্মত হয়। ২০২০ সালের মার্চে কৃষ্ণাঙ্গ ওই নারীর বাড়ি লক্ষ্য করে পুলিশ গুলি করলে গুলিবিদ্ধ হয়ে তিনি নিহত হন।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ৮০টির বেশি মামলায় সরাসরি পুলিশের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করা হয়নি। অবশ্য ৩৩ হত্যাকাণ্ডের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার পদত্যাগ বা পদচ্যুতির ঘটনা ঘটেছে।

সংশ্লিষ্ট মামলাগুলোতে মাত্র ১৩ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ আনা হয়েছে। এই সকল মামলায় দুইজনকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। অন্যদিকে সাতজনের বিরুদ্ধে এখনো মামলার শুনানি চলছে।

সূত্র: আলজাজিরা

নির্বাচনে তিনপক্ষের সংঘর্ষে আহত ২১

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের ভোটের দিন সকালে নগরীর লালখান বাজার ওয়ার্ডে আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও বিদ্রোহী কাউন্সিলর প্রার্থীর অনুসারীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। বুধবার সকাল থেকে সেখানে দফায় দফায় এই তিনপক্ষের সংঘর্ষে অন্তত ২১ জন আহত হয়েছেন বলে দুই কাউন্সিলর প্রার্থী দাবি করেছে।

বিএনপি সমর্থিত কাউন্সিলর প্রার্থী অভিযোগ করেছেন, ওই ওয়ার্ডের ১৪টি কেন্দ্রের মধ্যে সবগুলো ‘দখল’ করে নিয়েছে আওয়ামী লীগ প্রার্থীর লোকজন। আর আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থীর দাবি, তার অনুসারীদের ওপর হামলা হয়েছে বিএনপি প্রার্থীর নেতৃত্বে।

১৪ নম্বর লালখান বাজার ওয়ার্ডে আওয়ামী লীগের সমর্থনে ভোটে আছেন স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা আবুল হাসনাত বেলাল। এখানে বিদ্রোহী প্রার্থী সাবেক কাউন্সিলর এফ কবির মানিক।

ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও ছাত্রলীগ নেতা দিদারুল আলম মাসুম দলীয় প্রার্থীর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। এই ওয়ার্ডে বিএনপির সমর্থন পেয়েছেন আবদুল হালিম শাহ আলম।

সংঘর্ষের বিষয়ে আবুল হাসনাত বেলাল বলেন, 'আমার অনুসারীদের ওপর বিএনপি প্রার্থীর নেতৃত্বে পুলিশ লাইন কেন্দ্রে হামলা হয়েছে। সেখানে আমার চারজন কর্মীর মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে তারা। এ ছাড়া মাস কিন্ডারগার্টেন কেন্দ্রেও হামলা হয়েছে। বিদ্রোহী প্রার্থীর সমর্থকরা শহীদ নগর সিটি করপোরেশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে আমার লোকদের মেরেছে। সেখানেও দুইজন আহত হয়েছে। মারামারির কারণে সাধারণ ভোটাররা আর কেন্দ্রে আসছে না।'

সকাল ৯টার দিকে শহীদ নগর সিটি করপোরেশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রের বাইরে বেলালের সমর্থকদের সঙ্গে মাসুমের সমর্থকদের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া হয়।

অন্যদিকে বিএনপি সমর্থিত প্রার্থী আবদুল হালিম শাহ আলম বলেন, 'কোনো কেন্দ্রেই মেয়র ও আমার এজেন্ট ঢুকতে পারেনি। তারা আমাকেও শারীরিকভাবে নির্যাতন করেছে। আমাদের ১৫ জন আহত হয়েছে। গতরাতে সন্ত্রাসীরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তাণ্ডব চালিয়ে মতিঝর্ণা, পোড়া কলোনি ও লালখানবাজার এলাকায়। প্রত্যেক সেন্টার তারা দখল করে নিয়েছে। ১৪টি কেন্দ্রের একটিতেও আমাদের এজেন্ট নেই। আমি নিজে জামেয়াতুল উলুম মাদ্রাসা সেন্টারে ভোটার, এখনও ভোট দিতে পারিনি। যে কয়জন ভোটার আইডি কার্ড নিয়ে ভিতরে যাচ্ছে, সেটা নিয়ে আওয়ামী লীগের লোকজন ভোট দিয়ে দিচ্ছে। আগের ভোটের চেয়েও নির্লজ্জ অবস্থা এবার।' স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশকে বলেও কোনো প্রতিকার পাননি বলেও দাবি করছেন আবদুল হালিম শাহ আলমের।

ফিলিস্তিনের নির্মাণাধীন মসজিদ ভেঙে দিল সন্ত্রাসী ইসরায়েল

ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরে নির্মাণাধীন একটি মসজিদ ভেঙে দিয়েছে দখলদার ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী। গত বুধবার (২৭ জানুয়ারি) সকালে ইসরায়েলের কয়েকটি সামরিক যান আল-খলিল শহরের দক্ষিণে ইয়াতা শহরের পূর্বদিকের এলাকার মসজিদসহ কয়েকটি স্থাপনা গুড়িয়ে দেয়।

ওয়াফা নিউজের তথ্য অনুযায়ী, অভিশপ্ত ইহুদি বাহিনী মসজিদটি ভেঙে দিতে প্রথমে ভারী যন্ত্রপাতি ও বিপুল সংখ্যক সেনাবাহিনী মোতায়েন করে। পরে, সামরিক বাহিনী ১৪০ বর্গমিটার আয়তনের নির্মাণাধীন মসজিদটি গুড়িয়ে দেয়। একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলেছেন, দখলদারেরা মসজিদের কাছের একটি বিদ্যালয়ের কূপও ধ্বংস করে দিয়েছে। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা ওই কূপের পানি ব্যবহার করতো। কিছুদিন আগে দখলদাররা জানিয়েছিল, মসজিদটি নির্মাণের জন্য অনুমতি নেয়া হয়নি। ফলে তা ভেঙে দেয়া হবে।

পশ্চিম তীরে নির্মাণের অনুমতি না থাকার অযুহাতে মুসলিমদের বাড়িঘর গুড়িয়ে দেয়া এখন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অভিশপ্ত ইহুদিরা ফিলিস্তিনের এ এলাকাটিসহ জর্ডান উপত্যকাকে এরিয়া সি হিসেবে চিহ্নিত করে সামরিক ও প্রশাসনিক মূল ভুমি হিসেবে ব্যবহার করছে।

অন্যদিকে এসব এলাকায় বাড়িঘরগুলোকে ধ্বংস করে নতুন ইহুদি বসতি নির্মাণ করতে চাইছে দখলদার ইসরায়েল।

ফলে এসব এলাকায় ফিলিস্তিনিদের নতুন কোন স্থাপনার অনুমতি দেয়া হচ্ছে না। এমনকি, পুরানো বাড়িঘর নতুন করে মেরামত করার জন্যও নিতে হয় অনুমতি।

ছাড়াও, এসব এলাকায় ফিলিস্তিনিদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য রাস্তাঘাট বা অন্যান্য অবকাঠামোগত উন্নতির কোন সুযোগ দিচ্ছেনা, উড়ে এসে জুড়ে বসা ইহুদিবাদী ইসরায়েল।

এদিকে দখলদার সেনাদের অধিকৃত পূর্ব বায়তুল মুকাদ্দাস বা জেরুজালেমের হেজমা উপশহরে ফিলিস্তিনিদের ওপর হামলা চালিয়েছে।

এ সময় ফিলিস্তিনিরা প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠলে তাদের সঙ্গে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর সংঘর্ষ হয় এবং দখলদার সেনারা ফিলিস্তিনিদের ঘর-বাড়ি লক্ষ্য করে গুলি, টিয়ার শেল এবং সাউন্ড বোমা নিক্ষেপ করে।

https://ibb.co/0C32SS5

২৭শে জানুয়ারি, ২০২১

তালেবানকে অর্থায়ন করছে আল-কায়েদা, অভিযোগ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের

ক্রুসেডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ মন্ত্রণালয় দাবি করেছে যে, আফগানিস্তানে ইমারতে ইসলামিয়ার তালেবান মুজাহিদদের জন্য এখনও অর্থের যোগান দিচ্ছে বৈশ্বিক জিহাদী সংগঠন আল কায়েদা।

সূত্রগুলি বলছে যে, আল-কায়েদা তার বিশেষ সদস্য এবং উমারাদের মাধ্যমে তালেবানকে এখনো সহায়তা করছে এবং তাদের শক্তিশালীকরণ অব্যাহত রেখেছে জিহাদী দলটি।

এদিকে ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালেবান মুখপাত্র মুহতারাম জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ (হাঃ) প্রতিবারের মত, গণমাধ্যমের কাছে দেওয়া এক বিবৃতিতে এই অভিযোগগুলি অস্বীকার করেছেন এবং তিনি বলেছেন যে, আল-কায়েদা আফগানিস্তান ছেড়ে গেছে। এখানে বর্তমানে আল-কায়েদার উপস্থিতী নেই।

লং ওয়ার জার্নালের মতে, তালেবানদের এমন দাবি সত্য নয়, বরং তালেবান প্রতিবারেই রাজনৈতিক কৌশলের আশ্রয় নিচ্ছে।

এই সংবাদটি এমন এক সময়ে এসেছে, যখন নতুন মার্কিন প্রশাসন ঘোষণা করেছে যে, তারা দোহা চুক্তি পুনর্বিবেচনা করে দেখবে। বিশেষ করে আফগানিস্তান থেকে পুরাপুরি সেনা প্রত্যাহারের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের আভাসও দিয়েছে বাইডেন প্রশাসন।

অপরদিকে তালেবানরাও বলে আসছে যে, তাঁরা গত বছর দোহায় যে চুক্তি করেছে তা পূরণ করছে।

https://ibb.co/1qycyXW

চট্টগ্রামে ২ প্রার্থীর সমর্থকদের গোলাগুলি, যুবক নিহত

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ভোটকেন্দ্রের বাইরে আওয়ামী লীগ-সমর্থিত কাউন্সিলর প্রার্থী এবং বিদ্রোহী প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ ও গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে। এ সময় গুলিবিদ্ধ হয়ে এক যুবক নিহত হয়েছেন। নিহত ওই যুবকের নাম আলাউদ্দিন।

বুধবার সকালে ১৩ নম্বর পাহাড়তলী ওয়ার্ডের ইউসেফ আমবাগান টেকনিক্যাল স্কুলকেন্দ্রে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় আরও চারজন আহত হয়েছেন। এ সময় পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে একটি মোটরসাইকেল। নিহত আলাউদ্দিন কুমিল্লার সুলতান মিয়ার ছেলে।

জানা যায়, সকাল ৮টার দিকে ভোটগ্রহণ শুরুর পর পাহাড়তলী ওয়ার্ডের ওই ভোটকেন্দ্রে আওয়ামী লীগ-সমর্থিত কাউন্সিলর প্রার্থী ওয়াসিম উদ্দিন চৌধুরী এবং বিদ্রোহী প্রার্থী মাহামুদুর রহমানের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ ও গোলাগুলির ঘটনা ঘটে। এতে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান মো. আলাউদ্দিন।

জেরুজালেমে প্রখ্যাত মুফতির বাড়ি দখল করে সিনাগগ বানাচ্ছে ইসরাইল

জেরুজালেমে প্রখ্যাত মুফতি হাজ আমিন আল-হুসেইনির বাড়ি দখল করে ইহুদিদের উপাশনালয় সিনাগগ বানাচ্ছে ইসরাইল।

৮৮ বছর আগে পাহাড়ের ওপর সুরম্য প্রাসাদটি নির্মাণ করেছিলেন প্রখ্যাত ওই ইসলামি চিন্তাবিদ। খবর জেরুজালেম পোস্টের।

দ্বিতায় মহাযুদ্ধের আগে ১৯২০ থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত আল-হুসেইনি বার্লিনে ছিলেন। এ কারণে তৎকালীন নাজি বাহিনীর হাতে ইহুদিদের নির্যাতনকে মুসলমানদের ষড়যন্ত্র বলে অপপ্রচার চালায় ইসরাইল।

নাজি বাহিনীর দোসর হিসেবে আল-হুসেইনিকে অভিহিত করেন ইহুদিরা। এ কারণে মুফতি প্যালেস (কাসর আল মুফিতি) নামে ৫০০ বর্গ মিটারের ওই সুরম্য প্রসাদটি দখল করে সেখানে সিনাগগ নির্মাণ করছে।

১০ বছর আগে মুফতির প্রাসাদটি ভেঙে সেখানে ইহুদি বসতি শুরু হয়। ইহুতি বসতির পাশাপাশি সেখানে এখন শুরু হয়েছে সিনাগগ তৈরির কাজ।

পাথরঘাটায় আ.লীগের দুই গ্রুপের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, আহত শতাধিক

বরগুনার পাথরঘাটায় আওয়ামী লীগ মনোনীত এবং স্বতন্ত্র (একই দলের বিদ্রোহী) মেয়র প্রার্থীর নেতাকর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়েছে। এতে পৌর শহর রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। মঙ্গলবার বিকেল ৩টা থেকে এ সংঘর্ষ শুরু হয়।

এতে পাথরঘাটা থানার ওসি শাহাবুদ্দিন, সাংবাদিকসহ উভয়পক্ষের শতাধিক নেতাকর্মী-সমর্থক আহত হয়েছেন। পুলিশ স্বতন্ত্র মেয়র প্রার্থী উপজেলা শ্রমিক লীগের বহিস্কৃত সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমানকে গ্রেপ্তার করার পর সন্ধ্যায় তার সংগঠনের কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগ ও বসতবাড়িতে ভাঙচুর চালায় নৌকা প্রতীকের সমর্থকরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে টিয়ার গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করে পুলিশ।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, প্রথম দফায় বিকেল ৩টা থেকে সাড়ে ৪টা পর্যন্ত সংঘর্ষ চলে। স্বতন্ত্র প্রার্থী মোস্তাফিজুর রহমান সোহেল বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী নিয়ে গণসংযোগের এক পর্যায়ে উপজেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয় পার হওয়ার সময় সংঘর্ষের সূত্রপাত। এর পর উভয়পক্ষের কর্মী-সমর্থকরা ধারালো অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হামলা-পাল্টা হামলায় জড়িয়ে পড়ে। মোস্তাফিজুর রহমানের পক্ষ বিপুলসংখ্যক নারীকে সংঘর্ষে জড়ায়।

প্রত্যক্ষদর্শীদের দেওয়া তথ্যমতে, আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে থাকা কর্মীরা মোস্তাফিজের কর্মী-সমর্থকদের ওপর হামলা চালায়। আকস্মিক হামলায় মোস্তাফিজুর রহমান টিকতে না পেরে দৌড়ে নিজ বাড়ির দিকে চলে যান। প্রায় ১৫ মিনিট পর শতাধিক নারীসহ কয়েকশ কর্মী-সমর্থক নিয়ে তিনি আওয়ামী লীগ কার্যালয়ের দিকে ছুটে যান। আওয়ামী লীগের কর্মীরা পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তুললে দু'পক্ষের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ বেধে যায়। বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত এ সংঘর্ষ অব্যাহত থাকে।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে গিয়ে পাথরঘাটা থানার ওসি মো. শাহাবুদ্দিনসহ ২০ সদস্য আহত হয়েছেন। ওসিকে বরিশাল মেডিকেলে এবং অন্যদের পাথরঘাটা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে আহত হয়েছেন সমকালের প্রতিনিধি ইমাম হোসেন নাহিদ ও আমাদের সময় প্রতিনিধি কাজী রাকিব।

ওসি শাহাবুদ্দিন জানান, ঘটনাস্থল থেকে আটক করা হয়েছে মেয়র প্রার্থী মোস্তাফিজুর রহমানকে। সন্ধ্যা ৭টায় পরিদর্শক সাইদ আহমেদ বলেন, মোস্তাফিজুর রহমান অসুস্থ। তাকে পুলিশ হেফাজতে রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

এদিকে বিকেলে সংঘর্ষ থামলেও সন্ধ্যার পর ফের উত্তপ্ত হয় পৌর শহর। মোস্তাফিজুর রহমান আটক হওয়ায় তার কর্মী-সমর্থকরা আত্মগোপনে যান। নৌকা প্রতীকের কর্মীরা সন্ধ্যার দিকে পাথরঘাটা মৎস্য বন্দরে মৎস্য শ্রমিক ইউনিয়ন কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগ করেছে। মোস্তাফিজুর রহমান এ সংগঠনের সভাপতি। মোহনা টেলিভিশনের উপজেলা প্রতিনিধি সুমন ইসলামের বসতঘরও ভাঙচুর করা হয়েছে।

নৌকার প্রার্থী বর্তমান মেয়র আনোয়ার হোসেন আকন সমকালকে বলেন, বিকেলে ঘটনার সময় তিনি ৩ নম্বর ওয়ার্ডে একটি কর্মিসভায় ছিলেন। তিনি দাবি করেন, মোস্তাফিজুর রহমান সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করার জন্য বরগুনাসহ পিরোজপুর ও বাগেরহাট থেকে বহিরাগত এনেছেন। এর প্রতিকার চেয়ে তিনি দুপুরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে আবেদন করেছেন। বিকেল সাড়ে ৩টায় মোস্তাফিজুর রহমান বহিরাগত সন্ত্রাসীদের নিয়ে আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে হামলা করেছেন।

মোস্তাফিজুর রহমানের বাবা নুরুল হক বলেন, তার ছেলে গণসংযোগে বের হলে পূর্বপরিকল্পিতভাবে হামলা চালানো হয়।

শাম | মুজাহিদদের স্নাইপার হামলায় এক তুর্কি সৈন্য নিহত

শাম তথা সিরিয়ায় একজন নিরপরাধ মুসলমকে হত্যার প্রতিশোধ নিতে এক তুর্কি সৈন্যকে হত্যা করেছেন মুজাহিদগণ।

রিপোর্ট অনুযায়ী, সেকুলার তুর্কি সৈন্যরা একজন বেসামরিক নাগরিককে সাঁজোয়া যান চাঁপা দিয়ে হত্যা করেছিল। দখলদার তুর্কি সৈন্যদের এমন অমানবিক হত্যাকান্ডের প্রতিক্রিয়ায় গত ২৬ জানুয়ারি, ইদলিবের উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত একটি তুর্কি ঘাঁটিতে স্নাইপার হামলা চালিয়েছেন 'আনসার আবু বকর সিদ্দিক রহ' বিগ্রেডিয়ারের মুজাহিদগণ। এতে এক তুর্কি সৈন্য নিহত হয়েছে বলেও নিশ্চিত করেছে দলটি।

খোরাসান | তালেবানের হামলায় ৪০ এরও অধিক কাবুল সৈন্য হতাহত

আফগানিস্তানে মুরতাদ কাবুল বাহিনীর উপর একাধিক সফল হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন। এতে কমপক্ষে ৪০ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ২৬ জানুয়ারি মঙ্গলবার সকাল বেলায়, নানগারহার প্রদেশে মুরতাদ কাবুল বাহিনীর বিরুদ্ধে ২টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন তালেবান মুজাহিদিন। এর মধ্যে দাহ-বালা জেলায় মুজাহিদদের পরিচালিত হামলায় ১টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস এবং কমপক্ষে ৬ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়। একইভাবে জেলা খোগিয়ানে মুজাহিদদের দুটি বোমা হামলায় ৯ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং অন্য এক সৈন্য আহত হয়।

এমনিভাবে সন্ধ্যাকালে বলখ প্রদেশের চারবোলোক জেলায় মুরতাদ কাবুল বাহিনীর একটি সেনা বেসে বোমা হামলা চালান মুজাহিদগণ, যার ফলে ৫ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়। অপরদিকে দুপুরবেলায় দৌলতাবাদ জেলায় মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটিতে বোমা হামলা চালান মুজাহিদগণ। এতে ৪ কমান্ডো নিহত এবং আরো ২ কমান্ডো আহত হয়।

একইভাবে দুপুরবেলায় লোগার প্রদেশের চারাখ জেলায় কাবুল সৈঅন্যদের একটি ট্যাঙ্ক লক্ষ্য করে বোমা হামলা চালান তালেবান মুজাহিদগণ। এতে ট্যাঙ্কটি ধ্বংস এবং তাতে থাকা ৫ সৈন্য নিহত হয়।

সর্বশেষ কুন্দুজ প্রদেশের আলীয়াবাদ জেলায় একটি পুলিশ গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা হামলা চালান তালেবান মুজাহিদগণ। এতে গাড়িটি ধ্বংস এবং পুলিশ অফিসারসহ ৪ পুলিশ নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে আরো ২ পুলিশ অফিসারসহ ৩ মুরতাদ সদস্য।

https://ibb.co/CzpP4Gg

সোমালিয়া | মুজাহিদদের ৯টি হামলায় তটস্থ মুরতাদ বাহিনী

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় গত একদিনে ৯টি অভিযান পরিচালনা করেছে আল-কায়েদা। এতে উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছে দেশটির মুরতাদ বাহিনী।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ২৬ জানুয়ারি আফ্রিকার পূর্বাঞ্চলীয় দেশ সোমালিয়ায়, ক্রুসেডারদের গোলাম সোমালিয় মুরতাদ সরকারি বাহিনীর প্রায় ৯টি অবস্থানে তীব্র হামলা চালিয়েছে আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। আল-কায়েদা যোদ্ধাদের এধরণের ধারাবাহিক হামলার ফলে উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছে দেশটির মুরতাদ সামরিক বাহিনী।

শাহাদাহ্ নিউজের রিপোর্ট অনুযায়ী, মুজাহিদগণ তাদের গতকালের সফল অভিযানগুলো পরিচালনা করেছেন সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশু, শাবেলী সুফলা রাজ্য, বাইবুকুল রাজ্য, যুবা রাজ্য ও জালাজদুদ রাজ্যগুলোতে। এতে মুরতাদ বাহিনী বহু সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে। এছাড়াও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে মুরতাদ বাহিনীর অনেক

সরঞ্জামাদি। তবে এখনো পর্যন্ত এসব হামলায় মুরতাদ বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতির সুনির্দিষ্ট কোন পরিসংখান প্রকাশ করেনি কোন পক্ষ্যই।

https://ibb.co/LRR75rt

বাবরি মসজিদ ভাঙ্গায় সরাসরি হাজির ছিল বিজেপি মন্ত্রী: স্বীকারোক্তি নিয়ে তোলপাড়

অন্যায় ভাবে বাবরি মসজিদ শহীদ করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কোনও অন্যায় তো নয়ই, উল্টো বাবরি মসজিদ শহীদ করে 'ঐতিহাসিক ভুল' শুধরে নেওয়া হয়েছে বলে এবার মন্তব্য করেছে ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর।

শুধু তাই নয়, যে দিন বাবরি মসজিদ শহীদ করে দেওয়া হয়, সে দিন করসেবক সন্ত্রাসীদের দলে সেও শামিল ছিল বলে জানিয়েছে। তাঁর এই মন্তব্যে নতুন করে বিতর্ক দানা বেঁধেছে ভারতে।

'মন্দির ভেঙে মসজিদ গড়ার প্রমাণ পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। সম্পূর্ণ বেআইনি ভাবে মসজিদ শহীদ হয়েছিল বলেও জানিয়েছে শীর্ষ আদালত। তবুও মসজিদের স্থানে রাম নির্মাণের আদেশ দেওয়া হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের সেই নির্দেশে অযোধ্যায় শহীদ বাবরি মসজিদের জায়গায় রামমন্দির নির্মাণের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। তার জন্য ভারতজুড়ে শুরু হয়েছে চাঁদা সংগ্রহ।

মন্দির নির্মাণের জন্য যাঁরা অর্থ দিচ্ছে, তাঁদের সম্মান জানাতে সম্প্রতি দিল্লিতে বিজেপির দফতরে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। সেখানেই শহীদ বাবরি মসজিদ প্রসঙ্গ টেনে আনে জাভড়েকর।

' ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর করসেবকরা মিলে বাবরি মসজিদ শহীদ করে। সেই দিন সেও করসেবকদের দলে শামিল ছিল বলে স্বীকার করে জাভড়েকর।

এমনকি, মসজিদ শহিদ করাম মত জঘন্য কাজ সে ঐতিহাসিক ভুল শুধরে নেওয়া হয়েছে বলে মন্তব্য করে।

সে বলেছে, ''১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বরের ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী আমি। সেই সময় যুব মোর্চার অংশ ছিলাম। করসেবক হিসেবে অযোধ্যায় ছিলাম ওই দিন। লক্ষ লক্ষ করসেবকদের সঙ্গে মঞ্চে উপস্থিত ছিলাম আমিও। আগের দিন ওখানেই রাত কাটিয়েছিলাম আমরা। তখনও তিনটি গম্বুজ দেখা যাচ্ছিল। তার পর দিনই গোটা পৃথিবী দেখল, কী ভাবে ঐতিহাসিক ভুল শুধরে নেওয়া হল।'' জাভড়েকরের এই বক্তৃতার ভিডিও তুলে ধরে টুইটারে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন অনেকেই।

মার্কিন সেনাবাহিনীতে শ্বেতাঙ্গ সদস্য নিয়ে উদ্বেগ, বিভক্তিকে মার্কিন জাতি

যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীতে শ্বেতাঙ্গ সদস্যদের অনুপ্রবেশ নিয়ে মার্কিন আইনপ্রণেতাদের মধ্যে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। তাঁদের অনুপ্রবেশ রোধে উদ্যোগ নিয়েছে আইনপ্রণেতারা।

সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আহ্বানে ক্যাপিটল হিলে তাণ্ডবে যোগ দেওয়া প্রতি পাঁচজনের একজনকে এমন সদস্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

সেনাবাহিনীর সদস্য বা সাবেক সদস্যসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর লোকজনের জন্য আলাদা নিরাপত্তা ছাড়পত্র থাকে। এই ছাড়পত্রের সুযোগে অনেকেই নিরাপত্তা স্তর অতিক্রম করার সুযোগ পেয়ে থাকেন।

ন্যাশনাল ডিফেন্স অথোরাইজেশন অ্যাক্ট (এনডিএএ) নামক মার্কিন নিরাপত্তা আইনে এ নিয়ে সংশোধনী আনার জন্য কংগ্রেস দ্রুত উদ্যোগ নিয়েছে। পেন্টাগন ও ফেডারেল সংস্থায় তাদের প্রবেশ রোধ করার জন্য এমন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

দ্য হিল নামের মার্কিন সংবাদমাধ্যমে এ-সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে।

প্রতিবেদনে কংগ্রেসম্যান অ্যান্টনি ব্রাউনের বক্তব্য রয়েছে। নিউইয়র্ক থেকে নির্বাচিত ডেমোক্রেটিক পার্টির এই আইনপ্রণেতা বলেছে, ‘ক্যাপিটল হিলে হামলা আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে। এই হামলায় যোগ দেওয়া উল্লেখযোগ্যসংখ্যক লোকজন মার্কিন বিভিন্ন বাহিনীর বর্তমান ও সাবেক সদস্য বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।’

শ্বেতাঙ্গ চরমপন্থীরা নিরাপত্তা বাহিনীর লোকজনকে দলে ভেড়ানোর কৌশল নিয়েছে বলে মনে করেন কংগ্রেসম্যান ব্রাউন। তিনি বলেন, ‘আমাদের সেনাবাহিনীকে চরমপন্থার প্রভাব থেকে রক্ষা করতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ যাতে নিজেদের নিরাপদ মনে করে, সে জন্য আমাদের এই সমস্যার গভীরে যেতে হবে।’

৬ জানুয়ারি ক্যাপিটল হিলে হামলার ঘটনায় এখন পর্যন্ত ১৪০ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ২৭ জনই মার্কিন সেনা বিভাগ বা এমন কোনো বিভাগের সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে যুক্ত। সেনা, মেরিন, বিমানবাহিনীসহ সরকারের এমন বিভাগে শ্বেতাঙ্গ উগ্রবাদের অনুপ্রবেশ নিয়ে এখন উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে।

এফবিআই এ নিয়ে তদন্ত জোরদার করেছে। আমেরিকান শ্বেতাঙ্গ উগ্রবাদী ও চরমপন্থীদের নির্মূল করার জন্য এখন উপায় খুঁজছে মার্কিন নিরাপত্তা বিভাগ।

মার্কিন নিরাপত্তা বিভাগের এক কর্মকর্তার বরাত দিয়ে দ্য হিল জানায়, গত বছর মার্কিন বাহিনীগুলোয় এমন ২৪৩টি তদন্তের সূত্র ধরে উদ্বেগজনক তথ্য পেয়েছে এফবিআই।

২০১৯ সালে পরিচালিত এক জরিপে এক-তৃতীয়াংশ কর্মরত সেনাসদস্য জানায়, কর্মরত অবস্থায় তাঁরা সাম্প্রতিক সময়ে কোনো না কোনোভাবে শ্বেতাঙ্গ রক্ষণশীলতার উপস্থিতি টের পেয়েছে।

পেন্টাগনের এক কর্মকর্তা সম্প্রতি সাংবাদিকদের কাছে এ নিয়ে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছেন। চরমপন্থীরা তাঁদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য নিজেদের সদস্যদের বিভিন্ন প্রতিরক্ষা বিভাগে যোগ দেওয়ার জন্য উৎসাহ প্রদান করছেন বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে।

পাশাপাশি কর্মরত বা চাকরি থেকে চলে যাওয়া সেনাসদস্যদের চরমপন্থীরা নিজেদের দলে যুক্ত করার প্রয়াস নিচ্ছেন বলে এই কর্মকর্তা জানিয়েছে।

এ সমস্যাকে সামনে রেখে পেন্টাগন এখন অভ্যন্তরীণ চরমপন্থা নিয়ে কাজ করছে।

প্রতিনিধি পরিষদের আর্মস সার্ভিস কমিটির প্রভাবশালী সদস্য অ্যান্থনি ব্রাউন বলেছেন, 'আমাদের অবশ্যই শ্বেতাঙ্গ চরমপন্থা, শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্বের মনোভাবসহ অভ্যন্তরীণ চরমপন্থীদের দমাতে হবে। সব দলের সমঝোতার মাধ্যমে সেনা একাডেমিতে পরের প্রজন্মের আমেরিকার জন্য প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।'

এ নিয়ে নতুন প্রশাসনের সঙ্গে কাজ শুরু হয়ে গেছে বলে কংগ্রেসম্যান ব্রাউন জানিয়েছে।

সিনেটর মাইকেল ব্যানেট মার্কিন সেনাবাহিনী থেকে বিদ্বেষমূলক মনোভাব নির্মূল করার জন্য প্রশাসন ও সিনেটে তাঁর সহযোগীদের নিয়ে কাজ শুরু করেছে বলে জানিয়েছে।

ফ্লোরিডা থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য স্টেফানি মারফি ইতিমধ্যে কংগ্রেসে একটি আইন প্রস্তাব উপস্থাপন করেছেন। এই আইন প্রস্তাব গৃহীত হলে ক্যাপিটল তাণ্ডবে যোগ দেওয়া লোকজনসহ চরমপন্থী দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা কোনো ধরনের নিরাপত্তা ছাড়পত্র পাওয়ার অনুপযুক্ত বিবেচিত হবে।

ফিলিস্তিনি কিশোরকে গুলি করে হত্যা

অধিকৃত পশ্চিম তীরে এক ফিলিস্তিনি কিশোরকে উপর্যুপরি গুলি করে হত্যা করেছে দখলদার ইসরায়েলি সেনাবাহিনী।

গতকাল ২৬ জানুয়ারি পশ্চিম তীরের নাবলুস শহরে একটি সামরিক চৌকিতে এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। সন্ত্রাসী ইহুদি সেনাদের দাবি নিহত কিশোর ছুরিকাঘাত করতে চেয়েছিল। খবর ওয়াফা নিউজ।

নিহত ফিলিস্তিনি কিশোরের নাম রায়য়ান বলে খবরে বলা হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, নিহত কিশোরকে উপর্যুপরি কয়েক রাউন্ড গুলি করে অভিশপ্ত ইহুদি সেনাবাহিনী। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি ভিডিওতে দেখা যায় নিহত কিশোর রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আছে এবং শরীর থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। আর সন্ত্রাসী ইসরায়েল সেনাবাহিনী লাশের আশেপাশে ঘুরাঘুরি করছে।

খবর লিখা পর্যন্ত নিহতের ব্যাপারে এর চেয়ে বেশি কিছু জানা যায়নি।

২৬শে জানুয়ারি, ২০২১

দিল্লিতে ট্রাক্টর দিয়ে পুলিশকে ধাওয়া, সংঘর্ষে নিহত ১

নতুন কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে আন্দোলনরত হাজার হাজার কৃষকের ট্র্যাক্টর প্যারেড ঘিরে রণক্ষেত্রের রূপ নিয়েছে ভারতের রাজধানী দিল্লির আইটিও (আয়কর ভবন) চত্বর।

মঙ্গলবার লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করে কৃষকদের নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে পুলিশ। এক পর্যায়ে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে কৃষকদের। এ সময় কয়েকজন আন্দোলনকারী বেপরোয়া ট্র্যাক্টর চালিয়ে পুলিশকে ধাওয়া করে।

ভারতের ৭২তম প্রজাতন্ত্র দিবসে দিল্লির 'রাজপথে' বার্ষিক প্যারেড শেষ হওয়ার পর ট্র্যাক্টর মিছিলের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। ওই সব রুটে ব্যাপক পুলিশ পাশাপাশি ব্যারিকেড তৈরি করে রেখেছিল। কিন্তু প্রতিবাদী কৃষকদের একটি দল সেই রুট এড়িয়ে পৌঁছে যায় আইটিও চত্বরে। সেখানে পৌঁছতেই তাঁদের বাধা দেওয়া হয়, তাতেই শুরু হয় কৃষক-পুলিশ খণ্ডযুদ্ধ।

পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে। মৃদু লাঠিচার্জ করে ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করা হয় আন্দোলনকারীদের। কিন্তু এরপরেও দীর্ঘক্ষণ আইটিও চত্বরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে কৃষকরা।

ভিডিওতে দেখা গেছে, বেপরোয়াভাবে ট্র্যাক্টর চালিয়ে পুলিশকর্মীদের চাপা দেওয়ার চেষ্টা করে দুই কৃষক। পুলিশকর্মীরাও উদভ্রান্তের মতো দৌড়ে প্রাণরক্ষার চেষ্টা করে। অবশ্য এ ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি।

এই চত্বরে রাস্তার উপর বাস দাঁড় করিয়ে ব্যারিকেড তৈরি করেছিলপুলিশ। এখানে কয়েকটি বাসে ভাঙচুর চালান কৃষকরা। এদিকে পুলিশকে ধাওয়া দেওয়ার সময় ট্র্যাক্টর উল্টে এক চালক নিহত হয়েছে। তবে আন্দোলনকারীরা বলছে, পুলিশের গুলিতে ওই ট্র্যাক্টরচালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। পরে ট্র্যাক্টরটি উল্টে নিহত হয়।

https://twitter.com/i/status/1353975938812317698

রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন অনিশ্চিত হলেও মিয়ানমার থেকেই কেনা হচ্ছে চাল

বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম চাল উৎপাদক বাংলাদেশ। এরপরেও বাজারমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে রোহিঙ্গা সংকটকে পাশ কাটিয়ে চাল কিনতে মিয়ানমারের দিকে ঝুঁকছে সরকার। খুব শিগগিরই দেশটি থেকে এক লাখ টন চাল আমদানি করবে বাংলাদেশ।

রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নিত্যপণ্যের উচ্চমূল্য বাংলাদেশের জন্য বড় সমস্যা। রোহিঙ্গা ইস্যুকে পাশ কাটিয়েই মিয়ানমারের শরণাপন্ন হচ্ছে সরকার।

এর মধ্যেই গত রোববার খাদ্য সচিব মোসাম্মৎ নাজমানারা খানুম রয়টার্সকে বলেছে, বাংলাদেশ আন্তঃসরকার চুক্তির (জি-টু-জি) মাধ্যমে মিয়ানমার থেকে প্রতি টন ৪৮৫ ডলার দামে সাদা চাল কিনবে। চালের দাম, বীমা, পরিবহন ব্যয় সব এর মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

তিনি জানান, সরকার সর্বোচ্চ এক কোটি টন চাল কিনতে পারে এবং আগামী জুনের মধ্যে বেসরকারি ব্যবসায়ীদের আরও এক কোটি টন কেনার অনুমতি দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে শিগগিরই চুক্তি সই হবে এবং আগামী এপ্রিলের মধ্যে পর্যায়ক্রমে সেগুলো সরবরাহ করা হবে।

রয়টার্সের তথ্যমতে, ভারতের সরকারি সংস্থা এনএএফইডির সঙ্গে জি-টু-জি চুক্তির মাধ্যমে আরও দেড় লাখ টন চাল কিনছে বাংলাদেশ।

মোসাম্মৎ নাজমানারা খানুম বলেছে, আমরা আন্তঃসরকার চুক্তিতে ভারত থেকে আরও চাল কিনতে পারি। এ বিষয়ে ভারতের আরও কয়েকটি সরকারি সংস্থার সঙ্গে খাদ্য মন্ত্রণালয় আলোচনা করছে বলেও জানায়।

বাংলাদেশে প্রতিবছর উৎপাদিত সাড়ে তিন কোটি টন চালের প্রায় পুরোটাই নিজস্ব চাহিদা মেটাতে ব্যবহৃত হয়।

মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশের সঙ্গে বৌদ্ধপ্রধান মিয়ানমারের এই দ্বন্দ্বের কারণ ১০ লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা শরণার্থী। ২০১৭ সালে মিয়ানমার সেনাদের দমন-পীড়নে পালিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয় তারা। জাতিসংঘের তদন্তকারীরা বলেছেন, মিয়ানমার রোহিঙ্গাদের ওপর গণহত্যার উদ্দেশ্য নিয়ে নির্যাতন চালিয়েছে।

কাশ্মীরে হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়ে ভারতীয় পাইলট নিহত

কাশ্মীরে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে অবতরণের সময় হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়ে নিহত হয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীর এক হেলিকপ্টারচালক।

সোমবার (২৫ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় ভারত দখলকৃত কাশ্মীরের কাঠুয়া জেলায় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে ওই হেলিকপ্টারটি। পরে হাসপাতালে নিহত হয় এর চালক। গুরুতর আহত অবস্থায় আরেক চালক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

পুলিশ সূত্রের বরাতে আনন্দবাজার জানিয়েছে, পাঞ্জাবের পাঠানকোট শহর থেকে আসছিল হাল্কা ওজনের সেনার হেলিকপ্টার 'ধ্রুব'। কাঠুয়া জেলার লাখানপুরে দুর্ঘটনায় পড়ার সময় হেলিকপ্টারটিতে দুজন চালক ছিল।

প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ ধারণা করছে, আকাশে হেলিকপ্টারটিতে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা যায়। এরপর অবতরণের সময় তা দুর্ঘটনার কবলে পড়ে।

শাম | রুশ ঘাঁটিতে শহিদী হামলার ভিডিও প্রকাশ করেছে তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন

আল-কায়েদা সিরিয়ান (শাম) শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন গত ২৪ জানুয়ারি নতুন একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে। 'আল-আসর যুদ্ধ' শিরোনামে দীর্ঘ ২১ মিনিট ৩৬ সেকেন্ডের উক্ত ভিডিওটি প্রচারিত হয় শাখাটির অফিসিয়াল 'শাম আর-রিবাত' মিডিয়া কর্তৃক।

ভিডিওটিতে সিরিয়ার রাক্কা অঞ্চলের তাল আস-সামানে অবস্থিত দখলদার ও ক্রুসেডার রাশিয়ান সৈন্যদের একটি সামরিক ঘাঁটিতে হামলার ভিডিও ফোটেজ দেখানো হয়। যা গত ১লা জানুয়ারি একটি গাড়ি বোমা হামলার মাধ্যমে পরিচালনা করেছিল দলটি। 'আস-সাবাত ও আখবারুল ঈমান'সহ একাধিক রুশ সংবাদ মাধ্যমের বরাতে প্রকাশ করেছিল যে, তানযিম হুররাস আদ-দ্বীনের উক্ত হামলায় ২০ রাশিয়ান সৈন্য নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে আরো কয়েক ডজন।

তানযিম হুররাস আদ-দ্বীনের রিপোর্ট অনুযায়ী, এই অভিযানে একজন মুজাহিদ প্রথমে গাড়িবোমা দ্বারা ঘাঁটিতে শহিদী হামলা চালান। শহিদী হামলার পরপরই আরো কয়েকজন মুজাহিদ ঘাঁটিতে প্রবেশ করেন এবং তারা রাশিয়ান সৈন্যদের খোঁজে খোঁজে হত্যা করেন। অপরেশনটি রাতের বেলায় পরিচালিত হওয়ায় অভিযানের স্পষ্ট কোন ভিডিও ফোটেজ ধারণ করতে পারেননি মুজাহিদগণ, তবে গুলাগুলি ও গাড়িবোমা বিস্ফোরণ দৃশ্যের কিছু অংশ ধারণ করা হয়েছিল।

এই বরকতময়ী অভিযানে অংশগ্রহণকারী ইস্তেশহাদী মুজাহিদ সহ মোট ৪ জন মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেছিলেন। যাদের নামের একটি তালিকা ও ঝাপসা ছবিও প্রকাশ করেছে তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন। তারা হলেন-

১) আবুল বারা আল-আনসারী

২) যায়েদ আশ-শামী

৩) কাসওয়ারাহ আশ-শামী এবং

৩) ওসামা (রহিমাহুমুল্লাহ)।

ال شهداء من وجـعـ لكم أبـ طال يـ ا   الله تـ   قـ بـ لـكم

উল্লেখ্য যে, ভিডিওটিতে কেন্দ্রীয় আল-কায়েদার বেশ কয়েকজন সিনিয়র উমারার বক্তব্যও যুক্ত করা হয়েছে, এছাড়াও প্রথমবারের মতো হুররাস আদ-দ্বীন তাদের প্রচারণায় 'হে আকসা! আমরা আসছি' স্লোগানটি যুক্ত করেছে। এটি তানযিমুল কায়েদার অন্যতম স্লোগানের একটি, আর এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে আল-কায়েদা বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে হামলা চালিয়ে আসছে।

শহিদী হামলা ও অভিযানে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদগণ...

https://alfirdaws.org/2021/01/26/46414/

ইয়ামান | মুজাহিদদের হামলায় ৪ হুথী সৈন্য হতাহত

ইয়ামানে মুরতাদ হুথী বিদ্রোহীদের উপর বোমা হামলা চালিয়েছে আল-কায়েদা, এতে ২ সৈন্য নিহত এবং আরো ২ সৈন্য আহত হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ২৫ জানুয়ারি সোমবার, মধ্য ইয়ামানের বায়দা রাজ্যে ইরান সমর্থিত মুরতাদ হুথী শিয়া বিদ্রোহীদের উপর বোমা হামলা চালিয়েছে আল-কায়েদা আরব উপদ্বীপ শাখা জামা'আত আনসারুশ শরিয়াহ্'র জানবায মুজাহিদিন। এতে মুরতাদ হুথী বাহিনীর ২ সৈন্য নিহত এবং আরো ২ সৈন্য আহত হয়েছে।

উল্লেখ্য বর্তমানে হুথি সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে অভিযান বৃদ্ধি করেছেন আল কায়েদা মুজাহিদিন। এর ফলে মুজাহিদিনের অবস্থান ক্রমে সুসংহত হচ্ছে।

মালি | মুজাহিদদের হামলায় ৪ সৈন্য নিহত, গাড়ি ধ্বংস

আফ্রিকার পশ্চিমাঞ্চলীয় দেশ মালিতে দেশটুর মুরতাদ সামরিক বাহিনীর উপর ২টি পৃথক হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে ৪ সৈন্য নিহত এবং কতক সৈন্য আহত হয়েছে।

গত ২৪ জানুয়ারি রবিবার সকালে বুর্কিনা-ফাসোর সীমান্তবর্তী মালির মোপ্তি রাজ্যের বুলকাসী এলাকায় ক্রুসেডার ফ্রান্সের গোলাম মালিয়ান মুরতাদ সামরিক বাহিনীর উপর হামলা চালিয়েছেন 'জিএনআইএম' মুজাহিদিন। প্রাথমিক তথ্যমতে, এতে ৩ মালিয়ান মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে।

এরপর গত ২৫ জানুয়ারি সোমবার সন্ধ্যায়, মালির গাও শহরে দেশটির মুরতাদ 'মক' ফোর্সের সদর দফতরের কাছে একটি গাড়িতে বোমা হামলা চালান মুজাহিদগণ। যার ফলে এক মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং সামরিকযানটি ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

খোরাসান | তালেবান মুজাহিদদের হামলায় ২৮ মুরতাদ সৈন্য হতাহত

আফগানিস্তানে মুরতাদ কাবুল সরকারি বাহিনীর উপর পৃথক ৩টি হামলা চালিয়েছে তালেবান, এতে ১২ সৈন্য নিহত এবং ১৬ সৈন্য আহত হয়েছে।

গত ২৫ জানুয়ারি সোমবার রাত ১১ টার দিকে লাগবাগ অঞ্চলের গির্শক জেলায় মুরতাদ কাবুল বাহিনীর সাথে সংঘর্ষ হয় ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবাজ তালেবান মুজাহিদদের। এসময় মুরতাদ কাবুল বাহিনীর ১টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস এবং ৫ সৈন্যকে হত্যা করেন মুজাহিদগণ।

অপরদিকে বালখ প্রদেশের শুলগড়াহ জেলায় অবস্থিত মুরতাদ কাবুল বাহিনীর দুটি সামরিক ঘাঁটিতে হামলা চালান তালেবান মুজাহিদগণ। যার ফলে মুরতাদ বাহিনীর ৪ সৈন্য নিহত ও ১০ সৈন্য আহত হয়। এছাড়াও শত্রু ঘাঁটিও ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

এমনিভাবে সার্পাল প্রদেশের গোসফান্দি জেলার লার্ক এলাকায় ট্যাঙ্ক এবং সামরিক যানবাহন নিয়ে অভিযান শুরু করে মুরতাদ কাবুল বাহিনী। এসময় কাবুল বাহিনী তালেবান মুজাহিদদের তীব্র জবাবি হামলার শিকার হয়। যার ফলে কাবুল বাহিনীর একটি ট্যাঙ্ক ও একটি র‍্যাঞ্জার গাড়ি বিধ্বস্ত হয়। এছাড়াও মুজাহিদদের হাতে ৩ সৈন্য নিহত এবং কমান্ডার হাশিম ও কমান্ডার মুহাম্মদ আগা সহ ৬ এরও অধিক সৈন্য আহত হয়েছে।

সোমালিয়া | মুজাহিদদের হামলায় ১২ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য হতাহত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় ৭টি অভিযান পরিচালনা করেছেন শাবাব মুজাহিদিন, যার ৩টিতে ১২ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

গত ২৫ জানুয়ারি সোমবার সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর ওয়াইদু এলাকা, বারি রাজ্যের বুসাসু শহর এবং হাইরান রাজ্যের জালাক্সী শহরে মুরতাদ সোমালীয় বাহিনী ও পুটল্যান্ড প্রশাসনের বিরুদ্ধে ৩টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

এতে পুটল্যান্ড প্রশাসনের বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ 'আহমদ সিজার', সোমালীয় স্পেশাল ফোর্সের ৩ সৈন্য এবং এক কমান্ডারসহ ৭ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরো ৫ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য। ধ্বংস হয়েছে মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিকযান।

এছাড়াও এদিন শাবাব মুজাহিদগণ সোমালিয়ার শাবেলী সুফলা রাজ্য, জালাজদুদ রাজ্য, হাইরান রাজ্য এবং রাজধানী মোগাদিশুতে আরো ৪টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন। যার ফলে আরো বেশ কিছু সৈন্য হতাহত হয়েছে।

পাকিস্তান | সেনা পোস্টে টিটিপির হামলা, হতাহত ৫ এরও অধিক

পাকিস্তানের বেলুচিস্তানে দেশটির মুরতাদ সরকারি বাহিনীর উপর হামলা চালিয়েছেন টিটিপির মুজাহিদগণ। এতে কমপক্ষে ৫ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ২৫ জানুয়ারি সোমবার সকাল ১০টায় বেলুচিস্তানের কিলাহ আবদুল্লাহ জেলার টোবা আচকাজাই এলাকায় অবস্থিত, পাকিস্তানী মুরতাদ সেনাবাহিনীর একটি পোস্টে হামলা চালিয়েছেন তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের (টিটিপি)জানবাজ মুজাহিদিন। মুজাহিদগণ প্রথমে পাক সেনা চৌকিতে দাঁড়িয়ে থাকা এক প্রহরীকে টার্গেট করে স্নাইপার হামলা চালান, এতে ঐ প্রহরী সেনা সদস্য নিহত হয়। এরপর মুজাহিদগণ বিভিন্ন অস্ত্র দ্বারা পোস্টে অবস্থানরত অন্যান্য সৈন্যদের উপর আক্রমণ শুরু করেন।

টিটিপির কেন্দ্রীয় মুখপাত্র হামলার পর প্রাথমিকভাবে জানান যে, এতে বেশ কিছু সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে। অপরদিকে পাক সংবাদ মাধ্যমগুলো জানিয়েছে যে, এই হামলায় পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর ২ সদস্য নিহত ও ৩ সদস্য আহত হয়েছে।

দখলদার ইসরায়েলে দূতাবাস খোলার অনুমোদন দিল আমিরাতের মন্ত্রীপরিষদ

আবুধাবিতে ইহুদিবাদী সন্ত্রাসীদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েলের দূতাবাস খোলার ঘোষণার পর এবার তেলআবিবে দূতাবাস স্থাপনে আনুষ্ঠানিক অনুমোদন দিয়েছে আরব আমিরাতের মন্ত্রীপরিষদ।

গত ২৪ জানুয়ারি আমিরাতের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা এ তথ্য জানায়।

ওই দিন ইহুদিবাদী সন্ত্রাসীদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানায়, রবিবার থেকে আবুধাবিতে ইসরায়েলের দূতাবাস আনুষ্ঠানিকভাবে খোলা হবে। দূতাবাসের স্থায়ী ঠিকানা না হওয়া পর্যন্ত অস্থায়ীভাবে এটি চালু থাকবে বলে বিবৃতিতে বলা হয়।

স্বাধীন ফিলিস্তিন গঠনে আরব দেশগুলোর দীর্ঘদিনের দাবী পাশ কাটিয়ে এবং ফিলিস্তিনীদের সাথে গাদ্দারি করে গত বছরের আগস্টে ক্রুসেডার আমেরিকার সাবেক ট্রাম্প প্রশাসনের পৃষ্ঠপোষকতায় ইসরায়েলকে স্বীকৃতির মাধ্যমে সম্পর্ক স্বাভাবিককরণের ঘোষণা দেয় আরব আমিরাত।

আমিরাতকে অনুসরণ করে ধারাবাবিহকভাবে বাহরাইন, সুদান ও মরক্কো ইসরায়েলের সঙ্গে পূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে। দাবী অপূর্ণ রেখেই ইসরায়েলের সঙ্গে আরব দেশগুলোর সম্পর্কের মোড়কে ফিলিস্তিনের পিঠে ছুড়িকাঘাত করে।

সূত্র : ডকুমেন্টিং অপরেশন এগিনেস্ট মুসলিম।

লঞ্চ শ্রমিকদের কর্মবিরতি

লঞ্চ দুর্ঘটনা মামলায় রাজধানীর মেরিন আদালতে দুই লঞ্চ মাস্টারের জামিন বাতিল করায় বরিশাল-ঢাকা রুটে কর্মবিরতির ঘোষণা করেছে নৌযান শ্রমিকরা।

সোমবার দুপুর ২টা থেকে এই কর্মবিরতি শুরু হয়। দুই লঞ্চ মাস্টার রুহুল আমিন ও জামাল হোসেন জামিন না পাওয়া পর্যন্ত এই কর্মবিরতি চলমান থাকবে বলে জানিয়েছে শ্রমিক নেতারা।

কীর্তনখোলা-১০ লঞ্চ মাস্টার কবীর হোসেন ও এমভি মানামী-১০ লঞ্চ মাস্টার আবু সাইদ জানায়, গত বছর মেঘনায় ঘনকুয়াশায় একই কোম্পানির অ্যাডভেঞ্চার-১ ও অ্যাডভেঞ্চার-৯ নামক দুটি লঞ্চের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। লঞ্চ মাস্টারদের দাবি ওই ঘটনায় কোনো হতাহত হয়নি। তারপরেও দুই মাস্টারসহ মোট চারজনের সার্টিফিকেট চার মাসের জন্য জব্দ করা হয়েছিল। পরে মেরিন আদালতে মামলা দায়ের করা হলে সেখানে সোমবার সকালে স্বেচ্ছায় হাজিরা দিতে গেলে দুই মাস্টারকে জেলহাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন বিচারক।

বিচারকের এ নির্দেশের প্রতিবাদে তারা কর্মবিরতি ঘোষণা করেছে। অপর দিকে আকস্মিকভাবে কর্মবিরতি ঘোষণা করার পর লঞ্চ পন্টন থেকে অন্য জায়গায় সরিয়ে নেয়ায় যাত্রীরা ব্যাপক সমস্যায় পড়েন। নয়া দিগন্ত

---

৩৯ লাখ টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জন এসআইয়ের

৩৯ লাখ ১৩ হাজার ৮৭৭ টাকা জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন করেছে বগুড়ার সোনাতলা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আলমগীর হোসেন। দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) বগুড়া সমন্বিত কার্যালয়ের উপসহকারী পরিচালক সুদীপ কুমার চৌধুরী বাদী হয়ে গত রোববার মামলা করে।

এসআই আলমগীরের গ্রামের বাড়ি সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলার শৈলীসবলা গ্রামে।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, আলমগীর ১৯৯৭ সালের ২৪ এপ্রিল ডিএমপির দাঙ্গা দমন বিভাগে কনস্টেবল পদে যোগ দেয়। পদোন্নতির পর ২০১৩ সালের ২১ জুলাই তিনি বগুড়ার শাজাহানপুর থানায় এসআই হিসেবে যোগদান করেন। ২০১৫ সালের অক্টোবর পর্যন্ত সেখানেই কর্মরত ছিল। একই বছরের নভেম্বরে বগুড়া জেলা পুলিশের গোয়েন্দা শাখায় (ডিবি) এসআই পদে যোগ দেয়। ২০১৮ সাল পর্যন্ত ডিবিতেই কর্মরত ছিল। বর্তমানে সে সোনাতলা থানায় একই পদে কর্মরত।

দুদক সূত্র জানায়, এসআই আলমগীরের নামে অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ পেয়ে অনুসন্ধানে নামে দুদক। ২০১৯ সালের ১৮ নভেম্বর সম্পদ বিবরণী দাখিলের জন্য তাঁকে দুদক থেকে নোটিশ পাঠানো হয়। ২৪ নভেম্বর সে নোটিশ গ্রহণ করে। গত বছরের ১৩ জানুয়ারি সে সম্পদ বিবরণী দাখিল করে। সেখানে স্থাবর ও অস্থাবর মিলে ৭২ লাখ ৫১ হাজার ৭৮ টাকার সম্পদ অর্জনের হিসাব দেয়।

দুদকের তদন্তকারী কর্মকর্তা সুদীপ কুমার চৌধুরী বলেছে, দুদকে দাখিল করা সম্পদ যাচাই ও অনুসন্ধানে নেমে দেখা যায় যে এসআই আলমগীর ১৯৯৭ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত ২২ বছরে পারিবারিক ব্যয় নির্বাহে খরচ করেছে ১১ লাখ ৬৫ হাজার ৫০০ টাকা। এতে তাঁর মোট সম্পদের পরিমাণ ৮৪ লাখ ১৬ হাজার ৫৭৮ টাকা। তাঁর বৈধ আয় ৪৫ লাখ ২ হাজার ৭০১ টাকা। জ্ঞাত আয়ের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ সম্পদ অর্জনের পরিমাণ ৩৯ লাখ ১৩ হাজার ৮৭৭ টাকা। অবৈধ সম্পদ অর্জনের মাধ্যমে এসআই আলমগীর দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪-এর ৭ (১) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছে।

মুঠোফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও অভিযুক্ত এসআই আলমগীর কল কেটে দেয়।

উল্লেখ্য পুলিশ বাহিনীর অধিকাংশ সদস্যের বিরুদ্ধেই নানা অপরাধের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) এর কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধেও দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। প্রথম আলো

২৫শে জানুয়ারি, ২০২১

সীমান্তে নতুন করে চীন-ভারতের সংঘর্ষ

চীন-ভারতের সীমান্তে উত্তর সিকিমের নাকুলা এলাকায় দুই দেশের সেনাবাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। পাঁচ দিন আগের এ ঘটনায় দুপক্ষের সেনারাই আহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

গত সাত মাসের মধ্যে এই প্রথম ভারতীয় বাহিনীর পক্ষ থেকে চীন সীমান্তে নতুন করে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়।

এর আগে গত বছরের জুন মাসে লাদাখের গালওয়ান উপত্যকায় দুদেশের সেনাবাহিনীর মধ্যে তীব্র সংঘর্ষে অন্তত ২০জন ভারতীয় মালাউন সেনা নিহত হয়েছিল। সেই সংঘর্ষে চীনের দিকে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনও জানা যায়নি।

ভারতের পক্ষ থেকে দাবি করা হচ্ছে সীমান্তের বিতর্কিত এলাকাগুলো থেকে চীনকে সম্পূর্ণভাবে সেনা প্রত্যাহার করতে হবে এবং নতুন করে কোনও সামরিক স্থাপনা তৈরি করা যাবে না।

কিন্তু চীন লাদাখ থেকে অরুণাচল প্রদেশ পর্যন্ত সুদীর্ঘ সীমান্ত এলাকায় নতুন নতুন রাস্তা, সারফেস-টু-এয়ার মিসাইল পজিশন, হেলিপ্যাড স্থাপন করে চলেছে বলে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে।

এদিকে উত্তর সিকিমের নাকুলায় চীনা ও ভারতীয় বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষের খবর সামনে আসার পর রাহুল গান্ধী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আবারও কটাক্ষ করে টুইট করেছে।

এদিন সকালে টুইটারে লেখে, 'ভারতীয় ভূখণ্ডের ভেতরে চীন তাদের দখলদারির সম্প্রসারণ চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ মিস্টার ছাপ্পান্ন ইঞ্চি গত বেশ কয়েক মাস হলো চীন শব্দটা উচ্চারণই করেননি। হয়তো তার এখন চীন কথাটা বলার সময় এসেছে।'

সিকিম এলাকাটি চীনের পাশাপাশি ভুটান ও নেপালের মাঝের একটি ভূখণ্ড। বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বিরোধপূর্ণ ভূখণ্ড রয়েছে ভারত ও চীনের মধ্যে। উভয় দেশই দাবি করে যে, অন্য দেশের ভেতরে তাদের এলাকা রয়েছে।

নদী, হ্রদ ও বরফে আচ্ছাদিত পাহাড় চূড়াময় ৩ হাজার ৪৪০ কিলোমিটার সীমান্ত এলাকার সবটা পুরোপুরি চিহ্নিত নয়। ফলে অনেক সময় সীমান্তরেখা অদলবদল হতে পারে। অনেক সময় দুই দেশের সৈনিকেরা মুখোমুখি অবস্থানে চলে যায়, যা অনেক ক্ষেত্রে সংঘর্ষের কারণ হয়ে ওঠে। তবে দুই দেশের মধ্যে একমাত্র যুদ্ধ হয়েছে ১৯৬২ সালে, যে যুদ্ধে ভারতের শোচনীয় পরাজয় হয়েছিল।

ইজরাইলি বাহিনীর টিয়ার গ্যাসে দম বন্ধ হয়ে ফিলিস্তিনির মৃত্যু

ফিলিস্তিনের পশ্চিমতীরে রোববার ইজরাইলি বাহিনীর ছোড়া টিয়ার গ্যাসে দম বন্ধ হয়ে এক ফিলিস্তিনি প্রাণ হারিয়েছে।

অবরুদ্ধ নাবলুস শহর থেকে জাফায় কাজ করতে যাওয়ার পথে ফুয়াদ জওদেহ (৫০) নামে ওই ফিলিস্তিনি ইজরাইলি সেনাদের হামলার শিকার হন। খবর আনাদোলুর।

দখলদার ইজরাইলি বাহিনী ১৯৪৮ সাল থেকে পশ্চিমতীরের বিভিন্ন এলাকা অবরুদ্ধ করে রেখেছে। তাদের অনুমতি ছাড়া এখান থেকে বের হলেই ইজরাইলি বাহিনী নির্বিচারে গুলি চালায়।

ইজরাইলি বাহিনীর অবরোধের কারণে গত ২০ দিন ধরে কাজে যেতে পারছিলেন না ফুয়াদ। চার সন্তানের জনক অনেকটা মরিয়া হয়েই কাজের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু দখলদার ইসরাইলি সেনাদের বর্বতায় তার আর কাজে যাওয়া হলো না।

পশ্চিমতীরের নাবলুসে ফুয়াদের কফিন নিয়ে বিক্ষোভ করেছেন ক্ষুব্ধ ফিলিস্তিনিরা।

ফিলিস্তিনের ৩ বছরের শিশুকেও পাথর মেরে জখম করলো ইহুদি সন্ত্রাসীরা

ফিলিস্তিনের এক পরিবারকে পাথরের ঢিল ছুড়ে জখম করেছে অবৈধ বসতি স্থাপনকারী ইহুদিবাদী সন্ত্রাসীদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েলের সন্ত্রাসীরা। এ সন্ত্রাসী হামলায় ওই পরিবারের ৩ বছর বসয়ী এক শিশু জখম হয়।

গত ২১ জানুয়ারি ফিলিস্তিনের রামাল্লা শহর থেকে তুবাসে যাওয়ার পথে ‘বারকা’ গ্রামে তাদের ওপর এ হামলার ঘটনা ঘটে। খবর ওয়াফা নিউজ।

জানা যায়, জীবিকার তাগিদে ওই পরিবারটি ফিলিস্তিনের রামাল্লাহ শহরে বসবাস করতো। পারিবারিক অবকাশ যাপনের উদ্দেশ্যে সদ্য ৩ বছরে পা দেওয়া সন্তানকে নিয়ে নিজ শহর তুবাসে ফিরছিলো ৩৬ বছর বয়সী আলা সাওয়াফতার পরিবারটি।

ওয়াফার তথ্যমতে, দখলকৃত পশ্চিম তীরে অবৈধ বসতি স্থাপনকারী কিছু উগ্র ইহুদি 'বারকা’ গ্রাম অতিক্রম করার সময় তাদের গাড়িকে লক্ষ্য করে পাথর হামলা চালায়।

আলা সাওয়াফতার ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন, আমরা যখন বারকা গ্রামের প্রাণকেন্দ্রে গিয়ে পৌঁছি তখন ছিলো চারদিকে অন্ধকার। হঠাৎ একটি ফ্ল্যাশলাইটের আলো এসে আমাদের চোখ ধাধিয়ে দিলে আমরা তা, ইহুদিবাদী ইসরায়েলের টহল পুলিশের গাড়ি থামানোর সিগন্যাল বলে মনে করি। কিন্তু গাড়ি থামালে দেখা যায় যে তারা টহল পুলিশ নয় বরং, দু'জন অবৈধ বসতি স্থাপনকারী উগ্র ইহুদিবাদী ইসরায়েলি! তাদের একজন আমাদের গাড়ির সামনে এসে দরজা খুলতে চেষ্টা করতে থাকে এবং অপরজন পা দিয়ে লাথি মেরে গাড়ির গ্লাস ভাঙ্গার চেষ্টা চালাতে থাকে।

পরবর্তীতে তাদের অসফল হতে দেখে ঘটনাস্থল থেকে দূরে অবস্থান করা প্রায় ২০ জনের আরেকটি উগ্র ইহুদিবাদীদের দল বিভিন্ন দিক থেকে আমাদের গাড়িতে পাথর ছুড়তে ছুড়তে এগিয়ে আসতে থাকে। ঠিক এ সময়ই শিশুটি আঘাতপ্রাপ্ত হয়।

বর্তমানে আহত শিশুটিকে রামাল্লায় একটি হাসপাতালে চিকিৎসাসেবা দেয়া হচ্ছে বলে জানান তিনি।

আলা সাফতাওয়ার জানান, এমন বিপজ্জনক মুহূর্ত থেকে জীবিত ফিরে আসা আল্লাহ তায়ালার বিশেষ দয়া ও অলৌকিক ঘটনার চেয়ে কম কিছু মনে করতে পারছিনা।

এছাড়াও চোখের সামনে মৃত্যু দেখতে পাচ্ছিলেন বলে মন্তব্য করে তিনি বলেন, ইহুদিবাদী সন্ত্রাসীরা অনেক নির্মম ও নির্দয় প্রকৃতির। এতো নির্দয় যে আমার ৩ বছরের বাচ্চাকেও তারা রেহায় দেয়নি! উগ্র ও উন্মাদ অবৈধ বসতি স্থাপনকারী ইহুদিদের উন্মাদনা এবং উন্মত্ততায় রাস্তাঘাট এখন অনিরাপদ হয়ে পড়েছে।

https://ibb.co/Bt8vbVy

সোমালিয়া | মুজাহিদদের বীরত্বপূর্ণ হামলায় ৬১ এরও অধিক মার্কিন প্রশিক্ষিত সৈন্য হতাহত

মধ্য সোমালিয়ায় মার্কিন প্রশিক্ষিত মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ ২টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন আল-কায়েদা মুজাহিদিন। এতে স্পেশাল ফোর্সের ২২ সৈন্যসহ কমপক্ষে ৬১ মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

বিস্তারিত রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ২৪ জানুয়ারি রবিবার, মধ্য সোমালিয়ার মাদাক রাজ্যের বাদুইউন শহরে সোমালিয় মুরতাদ সরকারের মিলিটারি সাইটে দুটি বীরত্বপূর্ণ সফল হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। যার ফলে ২১ এরও বেশি সোমালি সরকারী মিলিশিয়া সদস্য নিহত এবং ৪০ এরও অধিক সৈন্য আহত হয়েছে। যাদের মাঝে ক্রুসেডার মার্কিন প্রশিক্ষিত সোমালি স্পেশাল ফোর্সের ২২ সৈন্যও রয়েছে।

হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ প্রথম আক্রমণটি চালান বাদুইউন শহরে মুরতাদ বাহিনীর অবস্থান লক্ষ্য করে, এসময় মুজাহিদগণ ভারি কামান ও গোলার মাধ্যমে হামলা চালান। মুজাহিদগণ তাদের দ্বিতীয় সফল অভিযানটি চালান শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটিতে। যার ফলে বিপুল সংখ্যক সোমালীয় মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছিল, এবং বাকি সৈন্যরা পলায়ন করেছিল। এসময় অপারেশন সাইটে ১০ সৈন্যের মৃতদেহ রেখেই পলায়ন করে অপর সৈন্যরা।

এই অভিযান ২টি এমন সময়ে চালানো হয়েছে, যখন জেনারেল আবদুল কাবিদীদের নেতৃত্বে একটি সরকারী প্রতিনিধি দল শহরটি পরিদর্শন করছিল।

অপরদিকে এইদিন সোমালিয়ার বাইবুক, শাবেলী সুফলা, মাদাক ও রাজধানী মোগাদিশুর বিভিন্ন স্থানে আরো ১০টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। যার ফলে কয়েক ডজন সৈন্য হতাহত হয়েছে বলে ধারণা করা হয়।

https://ibb.co/bLgC4Vd

মালি | মুজাহিদদের হামলায় ২৫ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য হতাহত

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালির মোপ্তি রাজ্যে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর উপর ২টি পৃথক হামলা চালিয়েছে আল-কায়েদা। এতে ০৬ সৈন্য নিহত এবং ১৯ এরও অধিক সৈন্য হতাহত হয়েছে।

বিস্তারিত রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ২১ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার, মধ্য মালির মোপ্তি রাজ্যের মন্ডোরো অঞ্চলে মুরতাদ মালিয়ান সেনাবাহিনীর কথিত সুরক্ষা ইউনিটকে লক্ষ্য করে একটি ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণ ঘটান 'জিএনআইএম' এর জানবায মুজাহিদিন। এতে মালিয়ান মুরতাদ বাহিনীর ০৪ সৈন্য নিহত ও ১২ সৈন্য আহত হয়েছে।

একইদিনে রাজ্যটির কেন্দ্রীয় কুরু অঞ্চলে মুরতাদ বাহিনীর একটি সেনা টহল দলকে লক্ষ্য করেও সফলতার সাথে বোমা বিস্ফোরণ করেন মুজাহিদগণ। জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিনের (জিএনআইএম) জানবায মুজাহিদিন কর্তৃক পরিচালিত উক্ত বোমা হামলায় মুরতাদ মালিয়ান বাহিনীর ২ সেনা সদস্য নিহত এবং ৭ এরও অধিক সৈন্য আহত হয়েছে।

সোমালিয়া | রাজী-আইল জেলা নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে আল-শাবাব

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ার কেন্দ্রীয় শাবেলী রাজ্যের রাজী-আইল জেলা নিয়ন্ত্রণে নিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

বিস্তারিত রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ২৩ জানুয়ারি শনিবার, দক্ষিণ সোমালিয়ার কেন্দ্রীয় শাবেলী রাজ্যের রাজী-আইল জেলায় অবস্থিত ক্রুসেডার বুরুন্ডিয়ান ও সোমালীয় মুরতাদ বাহিনীর ২টি ঘাঁটিতে ভারী অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা তীব্র হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

মুজাহিদদের জোরদার অভিযানের ফলে মুরতাদ বাহিনী নিজেদের ঘাঁটি ছেড়ে পলায়ন করতে বাধ্য হয়। কুফফার বাহিনীর পালায়নের পর মুজাহিদগণ কেন্দ্রীয় শাবেলী রাজ্যের রাজী-আইল জেলার উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। এসময় মুজাহিদদের জোরদার হামলায় ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনীর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ও হতাহতের ঘটনাও ঘটেছে।

পাকিস্তান | মুরতাদ সেনাদের অপারেশন ব্যর্থ করে দিল টিটিপি, নিহত ০৬ এরও অধিক

পাকিস্তানের উত্তর ওয়াজিরিস্তানে তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের (টিটিপি) অবস্থানে সার্চ অপারেশন চালিয়েছে দেশটির মুরতাদ সেনাবাহিনী, কিন্তু টিটিপির প্রতিরক্ষামূলক আক্রমণে তা ব্যর্থতার রূপ নেয়।

বিস্তারিত রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ২১ জানুয়ারি রাতে, পাকিস্তানি মুরতাদ সেনাবাহিনী তাদের গুপ্তচরবৃত্তির মাধ্যমে উত্তর ওয়াজিরিস্তানের স্পিন ওয়াম সীমান্তে তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) একটি গোপন আস্তানায় আক্রমণ করেছিল। মুরতাদ সৈন্যরা প্রাচীর বেয়ে উপরে উঠে মুজাহিদদের আশ্রয়স্থলে প্রবেশের চেষ্টা করলে, সাথে সাথেই টিটিপির জানবায মুজাহিদিনরা ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে পাক মুরতাদ সহকারী বাহিনীর উপর একটি তীব্র প্রতিরক্ষামূলক আক্রমণ শুরু করেন।

দীর্ঘক্ষণ মুজাহিদদের এই প্রতিরক্ষামূলক আক্রমণের পর আল্লাহর বিশেষ সহায়তায় মুরতাদ বাহিনী মুজাহিদদের হাতে লাঞ্চনাকর পরাজয় বরণ করে। ফলে মুজাহিদগণ সার্চ অপারেশনের স্থান থেকে নিরাপদে বের হতে সক্ষম হন। এসময় মুজাহিদদের প্রতিরক্ষামূলক আক্রমণে পাক মুরতাদ বাহিনীর কমপক্ষে ০৫ সৈন্য নিহত হয়েছিল।

এদিকে মুরতাদ পাক বাহিনীর অবরোধ ভেঙে নিরাপদে বাহিরে আসেন টিটিপির মুজাহিদগণ। তবে এখানে বাহিরে অপেক্ষমাণ মুরতাদ সৈন্যদের সাথে আরেক দফা লড়াই করতে হয়েছিল মুজাহিদদের। এসময় মুজাহিদদের হামলায় এক গুপ্তচর নিহত এবং আরো কতক মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়। আর মুজাহিদগণ এবারও মুরতাদ বাহিনীর অবরোধ থেকে নিরাপদে গনিমতের আগ্নেয়াস্ত্র ও গ্রেনেড নিয়ে বেরিয়ে পড়তে সক্ষম হন। অতঃপর মুজাহিদগণ তাদের নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে পৌঁছে যান।

উল্লেখ্য যে, এটি এক সপ্তাহের মধ্যে তেহরিক-ই-তালেবানের অবস্থানে পাক মুরতাদ সেনাবাহিনীর দ্বিতীয় অপারেশন, আর এই দুটাতেই মুরতাদ সৈন্যরা আল্লাহ্ তা'আলার কৃতজ্ঞতায় ব্যর্থ হয়েছে।

২৪শে জানুয়ারি, ২০২১

ইসরায়েলি কারাগারে ভ্যাক্সিন নেয়ার পর ফিলিস্তিনি বন্দীর মৃত্যু

সম্প্রতি গত ২০ জানুয়ারি দখলদার ইসরায়েল কারাগারে দীর্ঘ ১৪ বছর ধরে জেলে থাকা ৪৫ বছরের এক ফিলিস্তিনি যুবক মারা যায়। মৃত্যুর আগে তাঁকে করোনার টিকা দেয়া হয়েছিল।

নিহত ফিলিস্তিনির নাম মাহের আল-সাসা। তিনি ২০০৬ সালে দখলদার সন্ত্রাসী ইসরায়েলি বাহিনী কর্তৃক গ্রেফতার হয়েছিল । পরে তাঁকে ২৫ বছর কারাদণ্ড দেয় সন্ত্রাসীরা। খবর কুদুস নিউজ নেটওয়ার্ক।

ঠিক কি কারনে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল সেটি অস্পষ্ট ছিল। গত ২০ জানুয়ারি ইসরায়েল কারা কর্তৃপক্ষ নিহতের পরিবারকে জানিয়েছিল যে সাসার মৃত্যুর কারণ ময়নাতদন্তের পর জানানো হবে।

পরবর্তীতে ফিলিস্তিনি বন্দি কমিশনের বিবৃতিতে জানা যায়, ইসরায়েলের কারাগারে মাহের আল সাসাকে করোনার টিকা দেয়া হয়েছিল। আর টিকা গ্রহনের পরই মারা যান তিনি। এ ব্যাপারে আরও তথ্য বিস্তারিত অনুসন্ধানের পর জানা যাবে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি।

সূত্র : কুদুস নিউজ নেটওয়ার্ক।

কাশ্মীরে প্রমাণ মিলেছে সেনা ক্যাপ্টেনের ভুয়া এনকাউন্টারের

গত জুলাইয়ে কাশ্মীরের সোপিয়ান জেলায় ভুয়া এনকাউন্টারে জড়িত সেনা ক্যাপ্টেন এবং আরও দু'জন বেসামরিকসহ তিনজনের বিরুদ্ধে তথ্য গোপন, প্রমাণাদি নষ্ট করা এবং আফস্পা লংঘনের প্রমাণ মিলেছে।

জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দলের (এসআইটি) দায়ের করা অভিযোগপত্রে প্রধান বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট বলেছে, ক্যাপ্টেন ভূপেন্দ্র সিংও তার উর্ধ্বতনদের এবং পুলিশকে সোপিয়ান এনকাউন্টার চলাকালীন তদন্তের বিষয়ে ভুল তথ্য সরবরাহ করেছিল।

ঘটনাটি ১৮ জুলাই ২০২০-এর সোপিয়ানের আমশিপুরার। যেখানে তিন যুবককে 'সন্ত্রাসবাদী' হিসাবে হত্যা করেছিল ভারতীয় মালাউন বাহিনী। পরে সোশ্যাল মিডিয়ায় তিন যুবক নির্দোষ বলে প্রতিবেদন প্রকাশের পরে সেনাবাহিনীর টনক নড়ে।

মৃতদের পরিবারের তরফে দাবি করা হয় নিহতরা রাজৌরির বাসিন্দা ও পেশায় শ্রমিক। ভুয়ো এনকাউন্টারের অভিযোগ আনা হয় সেনার বিরুদ্ধে। প্রাথমিক তদন্তের পর ভারতীয় সেনারাও জানিয়েছে অভিযুক্তরা বিশেষ ক্ষমতা আফস্পা লংঘন করেছে। (আফস্পা বা [আর্মড ফোর্সেস (স্পেশাল পাওয়ার্স) অ্যাক্ট] সেনাবাহিনীর জন্য একটি বিশেষ কুখ্যাত আইন।)

সিরিয়ায় ইসরায়েলি হামলায় একই পরিবারের ৪ জন নিহত

সিরিয়ার মধ্যাঞ্চল হামায় বিমান থেকে নিক্ষেপ করা ইসরায়েলি ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় অন্তত ৪ বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছে।

গত শুক্রবার (২২ জানুয়ারি) সকালে হতাহতের এ ঘটনা ঘটে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সামরিক বাহিনীর এক কর্মকর্তার বরাতে দেশটির রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা সানা জানায়, শুক্রবার ভোর হওয়ার কিছুক্ষণ আগে ওই হামলা চালায় ইসরাইল। ওই সময় প্রতিবেশী লেবাননের আকাশে উড়ছিল ইসরাইলি যুদ্ধবিমান।

সামরিক সূত্র আরও জানায়, স্থানীয় সময় রাত ৪টায় লেবাননের ত্রিপোলী শহরের দিক থেকে একগুচ্ছ ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ে আগ্রাসন চালায় ইসরায়েলি শত্রুরা। হামার গভর্নরের ভবনসহ আরও কিছু সরকারি স্থাপনা লক্ষ্য করে তারা হামলা চালায়।

পরে সানা জানায়, ইসরায়েলি নৃশংসতায় এক পরিবার সব সদস্য নিহত হয়েছে। যাদের মধ্যে বাবা-মা এবং তাদের দুই সন্তান রয়েছে।

গেল কয়েক বছর ধরে সিরিয়ায় বিমান হামলা চালাচ্ছে ইসরায়েল। তাদের দাবি, ইরান সমর্থিত মিলিশিয়াদের অবস্থান লক্ষ্য করে হামলা চালাচ্ছে। এসব হামলার কথা কদাচিৎ স্বীকার করে ইসরায়েল। অধিকাংশ সময় হামলা নিয়ে কোনো মন্তব্যই করে না। ইরান এবং তাদের লেবাননের মিত্র হিজবুল্লাহ সিরিয়ায় গৃহযুদ্ধের সময় প্রেসিডেন্ট মুরতাদ বাশার আল আসাদকে সামরিক সরঞ্জাম এবং যোদ্ধা দিয়ে সহযোগিতা করে।

সিরিয়ার যুদ্ধ পর্যবেক্ষণকারী ব্রিটিশ মানবাধিকার সংস্থা সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইট জানায়, ২০২০ সালে সিরিয়ার ১৩৫টি স্থাপনা লক্ষ্য করে রেকর্ড ৩৯ বার হামলা চালিয়েছে ইসরাইল। অস্ত্রের গুদাম, সামরিক বহর এবং তাদের অবস্থান লক্ষ্য করে এ হামলা চালানো হয়।

ইজরাইলি সেনাদের বিষাক্ত টিয়ার গ্যাসে ফিলিস্তিনি নারীর গর্ভপাত

ইজরাইলি সৈন্যদের ছোঁড়া টিয়ার গ্যাসে অসুস্থ হয়ে সাত মাসের গর্ভবতী ফিলিস্তিনি এক নারীর গর্ভপাত হয়েছে।

ফিলিস্তিনি সংবাদ সংস্থা ওয়াফা নিউজের খবরে বলা হয়, এক সপ্তাহ আগে অধিকৃত পশ্চিম তীর ভূখণ্ডের রামাল্লার কাছাকাছি আল-মুগাইইয়ার গ্রামে ৩৭ বছর বয়সী আরিজ আবু আলিয়ার বাড়িতে ইজরাইলি সৈন্যরা টিয়ার গ্যাস ছুঁড়লে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় আরিজকে তার স্বামী ইয়াদ হাসপাতালে নিয়ে যান। প্রচুর রক্তক্ষরণের ফলে গর্ভপাত হওয়া এই মাকে বেশ কিছুদিন হাসপাতালের নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাকে বেশ কয়েকবার রক্তদান করা হয়েছে।

এই দম্পতির আরো আট সন্তান রয়েছে। আরিজের স্বামী ইয়াদ জানান, প্রতিরাতেই ঘুমানোর সময় তাদের ঘরের জানালা দিয়ে টিয়ার গ্যাস আসে। টিয়ার গ্যাস নেয়ার কারণে ফুসফুসে জ্বালাপোড়া, বমি, বুক ব্যথ্যা ও প্রচণ্ড কাশির সংক্রমণে তারা সবাই ভুগছে তার সন্তানরা।

উল্লেখ্য, ফিলিস্তিনি ডাক্তাররা ইজরাইলের বিরুদ্ধে টিয়ার গ্যাসের বদলে রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহারের অভিযোগ করে আসছেন। একইসাথে তারা ইজরাইলি বাহিনীকে নতুন নতুন অস্ত্র তৈরি করে মানবদেহে প্রতিক্রিয়ার পরীক্ষা চালাতে অধিকৃত ভূখণ্ডের বাসিন্দাদের ব্যবহারের জন্য অভিযুক্ত করেন।

খোরাসান | আপন রবের ডাকে সাড়া দিয়ে চলে গেলেন তালেবান মুখপাত্র

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের প্রাক্তন তালিবান মুখপাত্র ও আমিরুল মু'মিনিন মোল্লা মোহাম্মদ ওমর (রহ.)এর ঘনিষ্ঠ সহযোগী মোল্লা আবদুল হাই মুতমাইন ইন্তিকাল করেছেন।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান গত ২৩ জানুয়ারি শনিবার, অফিসিয়াল এক বার্তায় জানিয়েছে যে, ইমারতে ইসলামিয়ার প্রাক্তন মুখপাত্র, কান্দাহার প্রদেশের তথ্যমন্ত্রী ও সংস্কৃতি বিভাগের পরিচালক মোল্লা আবদুল হাই মুতমাইন (রহিমাহুল্লাহ) দীর্ঘ অসুস্থতার পর আপন প্রভুর ডাকে সাড়া দিয়ে ক্ষণস্থায়ী এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন।
إِنَّا لِلّٰهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

মোল্লা আবদুল হাই রহ. তালেবানের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যহতে অন্যতম একজন এবং তিনি আমিরুল মু'মিনিন মোল্লা ওমর মুজাহিদ (রহ.) এর মুখপাত্র ছিলেন। তিনি 'মোল্লা মোহাম্মদ ওমর, আফগানিস্তান এবং তালিবান' নামে একটি জনপ্রিয় বইয়ের লেখকও ছিলেন। যা ইংরেজিসহ অনেক ভাষায় অনুবাদ হয়েছিল এবং খুব জনপ্রিয় হয়েছিল।

ইমারতে ইসলামিয়া মরহুমের ইন্তেকালে তাঁর পরিবার, প্রিয়জন এবং আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে মহান রবের দরবারে দো'আও করে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে ক্ষমা ও জান্নাত দান করুন, তাঁর সকল খেদমত, জিহাদ ও হিজরতকে কবুল করুন এবং তাঁর পরিবারকে ধৈর্য ও পুরষ্কার দান করুন। আমীন।

সোমালিয়া | মুজাহিদদের হামলায় ২৩ মুরতাদ সৈন্য হতাহত

আফ্রিকার পূর্বাঞ্চলীয় দেশ সোমালিয়ায় সামরিক বাহিনীর উপর ৪টি হামলা চালিয়েছে আল-কায়েদা। এতে দুই সংসদ সদস্যসহ কমপক্ষে ২৩ মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সী কর্তৃক প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, গত ২৩ জানুয়ারি শনিবার, সোমালিয়ার শাবেলী সুফলা রাজ্য, মাদাক রাজ্য ও রাজধানী মোগাদিশুতে দেশটির মুরতাদ সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে পৃথক ৪টি অভিযান পরিচালনা করেছে আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

এর মধ্যে রাজধানী মোগাদিশুর আবদুল আজিজ ও হিডেন শহরে সোমালীয় মুরতাদ সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের টার্গেট করে ২টি পৃথক হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। যার ফলে কর্নেল 'হাসান নূর' নিহত এবং সংসদ সদস্য মাহদীন হাসান আফরাহ ও হুসাইন ইরালী গুরুতর আহত হয়েছে। এছাড়াও নিহত হয়েছে ৮ মুরতাদ সৈন্য এবং আহত হয়েছে আরো ২ মুরতাদ সৈন্য।

এমনিভাবে শাবেলী সুফলা রাজ্যের মারাকা শহর এবং মাদাক রাজ্যের জালাকায়ো শহরে এদিন আরো ২টি অভিযান পরিচালনা করেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। যার একটিতে ৬ পুলিশ সদস্য হতাহত এবং একটি গাড়ি ধ্বংস হয়ে যায়। অপর হামলায় ৪ মুরতাদ সৈন্য আহত হয়।

ইয়ামান | মুরতাদ বাহিনীর সামরিক ঘাঁটিতে আল কায়েদার ভারী ক্ষেপণাস্ত্র হামলা

ইয়ামানে মুরতাদ সরকারি বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটিতে ভারী ক্ষেপণাস্ত্র হামলার ঘটনা ঘটেছে।

বিস্তারিত রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ২২ জানুয়ারি শুক্রবার, দক্ষিণ ইয়ামানের শাবওয়াহ রাজ্যে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটিতে ভারী ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানো হয়েছে। যা সরাসরি মুরতাদ বাহিনীর ঘাঁটিতে আঘাত হানে।

আল-কায়েদা আরব উপ-দ্বীপ শাখা জামা'আত আনসারুশ শরিয়াহ্'র জানবাজ মুজাহিদগণ উক্ত সফল ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছেন। এতে মুরতাদ বাহিনীর হতাহত ও ক্ষয়ক্ষতির প্রবল ধারণা করা হচ্ছে।

সোমালিয়া | মুজাহিদদের হামলায় ১৯ সৈন্য হতাহত, আত্মসমর্পণ আরো ৪ সৈন্যের

সোমালিয়ায় দেশটির মুরতাদ সামরিক বাহিনীর উপর পৃথক ২টি হামলা চালিয়েছে আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এতে ৭ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং ১২ মুরতাদ সৈন্য আহত হয়েছে।

বিস্তারিত রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ২২ জানুয়ারি শুক্রবার সোমালিয়ার যুবা রাজ্যের দুটি শহরে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে ২টি পৃথক অভিযান পরিচালনা করেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

যার একটি পরিচালনা করা হয়েছিল কাসমায়ো শহরের আবদুল্লাহ বারুলী এলাকায় অবস্থিত মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটিতে। সেখানে মুজাহিদদের হামলায় ৫ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং আরো ১০ মুরতাদ সৈন্য আহত হয়েছে। হামলার শিকার এই বাহিনীটিকে মুজাহিদদের হাত থেকে উদ্ধারের ব্যার্থ চেষ্টা করে ক্রুসেডার কেনিয়ান সৈন্যরা। কিন্তু মুজাহিদদের তীব্র হামলার ফলে ক্রুসেডার সৈন্যরা মুরতাদ বাহিনীর আগেই ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যায়। এসময় ক্রুসেডার বাহিনীরও জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি হয়।

ঐদিন মুজাহিদগণ তাদের ২য় অভিযানটি পরিচালনা করেন একই শহরের বার্সাঞ্জুনী নামক এলাকায়। এতে মুরতাদ বাহিনীর ২ সৈন্য নিহত এবং অপর ২ সৈন্য আহত হয়।

অপরদিকে একইদিন, যুবা রাজ্যেরই জালব শহর থেকে ৪ সোমালীয় সেনা তাদের সামরিক বাহিনী ত্যাগ করে। অতঃপর নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের কাছে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করে।

২৩শে জানুয়ারি, ২০২১

৪ শতাধিক হিন্দুকে ফিরিয়ে নিতে চায় মিয়ানমার

২০১৭ সালে বাংলাদেশে আসা রোহিঙ্গাদের মধ্যে শুধু চার শতাধিক হিন্দুকে ফিরিয়ে নিতে চায় মিয়ানয়ামার। দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক মুখপাত্র রেডিও ফ্রি এশিয়াকে এ তথ্য জানিয়েছে। গত মঙ্গলবার মিয়ানমার, বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে একটি ভার্চুয়াল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেখানেই বাংলাদেশকে বিষয়টি জানায় মিয়ানমার।
২০১৭ সালে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে দেশটির সেনাবাহিনীর নৃশংস গণহত্যার মুখে বাংলাদেশে পালিয়ে আসে প্রায় ৭ লাখ ৪০ হাজার রোহিঙ্গা। তারা বর্তমানে কক্সবাজারের ৩৪টি শিবিরে বাস করছে।

রেডিও ফ্রি এশিয়াকে মিয়ানমার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক অং কো জানিয়েছে, আমরা যত দ্রুত সম্ভব হিন্দুদের ফিরিয়ে আনতে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছি। ২০১৯ সালে মিয়ানমার জানিয়েছিল, উদ্বাস্তুদের সঙ্গে কক্সবাজারের শিবিরে ৪৪৪ হিন্দু আশ্রয় নিয়েছে। এখন তারা দেশে ফিরতে চায় বলে জানিয়েছেন রাখাইনের হিন্দু নেতারা। তারা তাদের ইচ্ছার কথা বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষকেও জানিয়েছে।

এদিকে ইয়াংগুনভিত্তিক রাখাইন হিন্দু হিউম্যানিটেরিয়ান গ্রুপ রেডিও ফ্রি এশিয়াকে জানিয়েছে, এই প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া হবে সম্মতির ভিত্তিতে। যারা ফিরতে চায় তারা ফিরবে এবং যারা ফিরতে চান না তাদের না ফেরার অধিকার রয়েছে। আমরা শুধু বলতে চাই, তাদের মিয়ানমারে ফেরার সুযোগ উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে।

সূত্র: মানবজমিন

কাশ্মীরে ভুয়া এনকাউন্টারে নিহত ছেলের জন্য কবর খুঁড়ছেন বাবা

ভারতীয় মালাউন সেনাবাহিনীর ভুয়া এনকাউন্টারে নিহত ছেলে। নিয়মমাফিক এবারও নিহতদের ‘জঙ্গি’ দাবি করে দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেয়নি প্রশাসন। তা পুতে ফেলা হয়েছে ‘অজানা’ কোনও স্থানে। কিন্তু ছেলের দেহের অপেক্ষায় দিন গুনছেন বাবা। চোখের জল মুছে পারিবারিক সমাধিস্থলে সন্তানের জন্য খুঁড়ে রেখেছেন কবর। সেখানেই পেতে দিতে চান এক মাত্র পুত্রের শেষশয্যা।

গত বুধবার শ্রীনগর লাগোয়া লইয়াপোরা এলাকায় সন্ত্রাসী বাহিনীর হাতে নিহত হয় আতার মুস্তাক, জুবের আহমেদ এবং আজাজ আহমেদ নামে ৩ তরুণ।

‘ বরাবরের মতই তাদের দাবি ওই ৩ ‘জঙ্গি’ শ্রীনগর-বারামুলা হাইওয়েতে বড়সড় হামলার পরিকল্পনা করছিল।’

কিন্তু সেনার ওই দাবি মানতে নারাজ নিহতের আত্মীয়রা। তাঁদের দাবি, ওই ৩ তরুণ নির্দোষ। ভুয়ো সংঘর্ষে তাদের হত্যা করা হয়েছে বলে পাল্টা অভিযোগ উঠেছে। নিহত ৩ জনের মধ্যে আতার একাদশ শ্রেণির ছাত্র। এনকাউন্টারের পর ৪ দিন কেটে গেলেও ৩ তরুণের দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়নি। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, সোনমার্গের অজানা কোনও জায়গায় দেহগুলি সমাধিস্থ করা হয়েছে।

কিন্তু ছেলের দেহ ফেরত দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন নিহতদের পরিবারের সদস্যরা। পুত্রের জন্য কবর খুঁড়ছেন নিহত আতারের বাবা মুস্তাক আহমেদ ওয়ানি। গর্তের মাটি সরাতে সরাতে তিনি বললেন, ‘‘আমি ছেলের দেহ ফেরতের অপেক্ষায় থাকব যাতে পারিবারিক সমাধিস্থলে ওর দেহ রেখে দেওয়া যায়।’’

ওয়ানির দাবি, ‘‘আমার ছেলে নির্দোষ। ওকে ঠান্ডা মাথায় খুন করা হয়েছে।’’ নিজের খোঁড়া কবরেই শেষবারের মতো ছেলেকে শুইয়ে দিতে চান তিনি। ছেলের দেহ ফেরতের দাবি নিয়ে দেখা করতে চান পুলিশদের সঙ্গেও। চোখের জল চেপে তিনি বললেন, ‘‘যদি দেহ ফেরত না পাই, তাহলে আত্মহত্যা করব।’’ওয়ানির সুর শোনা গেল নিহত জুবের এবং আজাজের পরিবারের সদস্যদের গলাতেও।

উল্লেখ্য, কাশ্মীরে ভারতীয় মালাউন বাহিনী অসংখ্য নিরপরাধ যুবকদের সন্ত্রাসী সাজিয়ে হত্যা করছে। এ ঘটনার আগেও ভুয়া এনকাউন্টারে হত্যার বিভিন্ন ঘটনা প্রকাশিত হয়েছে।

সূত্র: আনন্দবাজার পত্রিকা

এবার গ্যাস–সংকটে চুলা বন্ধ

প্রতিবছরই শীতে ঢাকায় তিতাসের লাইনে সরবরাহ করা গ্যাসের কমবেশি সমস্যা হয়। এ বছর এ সমস্যা প্রকট হয়েছে। গত দু-তিন বছরে কখনো সমস্যা হয়নি, এমন এলাকাতেও দেখা দিয়েছে গ্যাসের সংকট।

কোনো কোনো এলাকায় সারা দিন রান্নার চুলাই জ্বলছে না। এতে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন ওই সব এলাকার বাসিন্দারা।

ঢাকা শহরে গ্যাস সরবরাহ করে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড। শীতে সরবরাহ লাইনে সমস্যার পাশাপাশি জাতীয় গ্রিডে গ্যাসের সরবরাহ কমে যাওয়ায় এমন অবস্থা হয়েছে বলে প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে।

গ্যাসের সংকটে স্বাভাবিক জীবন ব্যাহত হচ্ছে খিলগাঁও সিপাহীবাগ এলাকার নীলু মমতাজের। তিনি জানিয়েছেন, প্রায় সাত বছর ধরে পরিবারসহ এ এলাকায় থাকেন। প্রতিবছরই নভেম্বরের শেষ দিকে গ্যাসের সমস্যা শুরু হতো। এ বছরও তাই হয়েছে। কিন্তু দেড় সপ্তাহ ধরে ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত একদমই গ্যাস থাকে না। ফলে সারা দিনের খাবার রান্না করতে হয় গভীর রাতে অথবা ভোরে উঠে।

আবার গত সাড়ে তিন বছরে কখনো গ্যাসের সমস্যা দেখেননি ধানমন্ডি ৭/এ–এর বাসিন্দা দীপিকা রহমান। কিন্তু গত এক সপ্তাহ থেকে এখানেও সমস্যা হচ্ছে। তিনি বলেন, বেলা ১১টা থেকে ২টা পর্যন্ত গ্যাসের চাপ খুবই কম থাকে। এক পাতিল পানি গরম করতেও আধ ঘণ্টার বেশি সময় লাগে।

সংকট আরও তীব্র গুলশান ৯০ নম্বর সড়কের বাড়িগুলোতে। এ সড়কের এক বাসিন্দা জানিয়েছেন, গত এক বছর থেকে গ্যাসের সমস্যা হচ্ছে। প্রথম ছয় মাস সকাল ১০টায় গ্যাস চলে যেত, আসত দুপুরে। এরপর সকাল আটটায় গ্যাস চলে যাওয়া শুরু হয়, আসতে থাকে বেলা দুইটার দিকে। এখনো সকাল আটটায় গ্যাস চলে যায়। কিন্তু সারা দিন আর গ্যাস থাকে না, আসে সন্ধ্যায়।

এ তিন এলাকা ছাড়াও রাজধানীর জিগাতলা, হাতিরপুল, কাঁঠালবাগান, সেন্ট্রাল রোড, মোহাম্মদপুরের কাটাসুর, আদাবর ১০ নম্বর, মগবাজারের মধুবাগ, মিরপুর ১৩, আজিমপুরের একাংশ, যাত্রাবাড়ীর রসুলপুর, উত্তরার ৩ ও ১০ নম্বর সেক্টর এবং তুরাগের হরিরামপুরসহ বিভিন্ন এলাকায় গ্যাস–সংকটের তথ্য পাওয়া গেছে।

কাটাসুরের কাদেরাবাদ হাউজিংয়ের বাসিন্দা নিপুল ম্রং বলেন, সকাল ৯টায় তাঁর কর্মস্থলে যেতে হয়। অন্য সময় সকাল ৮টার দিকে ভাত চুলায় বসাতেন। কিন্তু গত দুই সপ্তাহ থেকে ভোর সোয়া ৬টা থেকে সাড়ে ৬টার মধ্যে গ্যাস চলে যায়। এরপর সারা দিন আর গ্যাসের দেখা নেই। গ্যাস আসে রাত সাড়ে ৯টার দিকে।

হঠাৎ গ্যাসের এমন সংকট সম্পর্কে জানতে দায়িত্বশীল কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, শীতে সরবরাহ লাইনে একধরনের ‘আর্দ্রতা’ জমে। এতে গ্যাসের চাপ একটু কমে যায়। ফলে চুলাতেও গ্যাসের চাপ কমে। কিন্তু এখন যে সংকট চলছে, তার মূলে রয়েছে গ্যাসের জোগানে ঘাটতি।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানিয়েছেন, দেশে এখন দিনে গ্যাসের চাহিদা প্রায় ৩ হাজার ৭০০ মিলিয়ন ঘনফুট। চাহিদার বড় একটি অংশ আসে দেশে উৎপাদিত প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে। বাকি অংশের জোগান দেওয়া হয় বিদেশ থেকে আমদানি করা তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসের (এলএনজি) মাধ্যমে।

চাহিদা মেটাতে দেশের খনিগুলো থেকে গ্যাস উত্তোলনের লক্ষ্য নির্ধারিত আছে প্রায় ২ হাজার ৭০০ মিলিয়ন ঘনফুট (প্রতিদিন) এবং আমদানি করা এলএনজি থেকে আসার কথা আরও এক হাজার মিলিয়ন ঘনফুট। গত নভেম্বরেও দুই উৎস থেকে প্রায় ৩ হাজার ২০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস পাওয়া গেছে। কিন্তু এখন এটি ২ হাজার ৯০০ মিলিয়ন ঘনফুটের মতো নেমে এসেছে। ফলে গ্যাস সরবরাহে সমস্যা হচ্ছে।

খোলাবাজারে (স্পট মার্কেট) গ্যাসের দাম বৃদ্ধিও জোগান কমার কারণ বলে জানিয়েছে একটি সূত্র। এই সূত্রের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, কাতার ও বাহরাইন থেকে এলএনজি আমদানির জন্য দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি আছে। তবে সরবরাহ বাড়াতে গত সেপ্টেম্বর মাসে খোলাবাজার থেকে দৈনিক ৪৫০ থেকে ৫৫০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস কেনার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। সে অনুযায়ী, অক্টোবর-নভেম্বরে দুবার ওই পরিমাণ এলএনজি কেনাও হয়। কিন্তু এখন খোলাবাজারে গ্যাসের দাম (অক্টোবর-নভেম্বরের তুলনায়) প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। ফলে খোলাবাজার থেকে গ্যাস কেনা বন্ধ রয়েছে। এরও প্রভাব রয়েছে চলমান গ্যাস–সংকটে। প্রথম আলো

ঢাকার বাতাস খুবই অস্বাস্থ্যকর

বায়ুর মানদণ্ডে সারা বিশ্বের মধ্যে ঢাকা খুব বাজে অবস্থানে আছে। বৈশ্বিক র‍্যাঙ্কিংয়ে কখনো প্রথম, কখনো দ্বিতীয় অবস্থানে থাকছে ঢাকা। র‍্যাঙ্কিংয়ে পাল্লা দিচ্ছে পাকিস্তানের সঙ্গে। বায়ুর দূষিত অবস্থা সহনীয় মাত্রার চেয়ে কখনো কখনো সাড়ে ছয় গুণ ছাড়িয়ে যায়।
বিশ্বের বায়ুদূষণ পর্যবেক্ষণকারী যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা এয়ার ভিজ্যুয়ালের পর্যবেক্ষণ (এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স) অনুযায়ী, আজ শনিবার দুপুর আড়াইটার দিকে রাজধানীর বায়ুর মান ছিল ২৩৫, যাকে বায়ুমান সূচকে অস্বাস্থ্যকর বলা হয়। বায়ুদূষণের দিক থেকে এখন বিশ্বে দ্বিতীয় অবস্থানে বাংলাদেশ। দিনভর প্রথম অবস্থানে আছে পাকিস্তানের লাহোর, তৃতীয় অবস্থানে ভারতের দিল্লি। চতুর্থ ও পঞ্চম অবস্থানে ছিল ভিয়েতনামের হেনয় শহর।

গবেষকেরা বলছেন, ঢাকার এমন বায়ু স্বাস্থ্যের ওপর নানাভাবে প্রভাব ফেলছে। ফুসফুসের নানা রোগ, নিউমোনিয়া, অ্যাজমা, শ্বাসকষ্টসহ বিভিন্ন জটিলতায় পড়ছে ঢাকাবাসী।

এয়ার ভিজ্যুয়ালের বায়ুদূষণ পর্যবেক্ষণ যন্ত্র দিয়ে বায়ুর মান মাপা হয়। মূলত বাতাসে অতি সূক্ষ্ম বস্তুকণা পিএম-২.৫–এর পরিমাণ পরিমাপ করে বায়ুর মান নির্ধারণ করা হয়। এয়ার ভিজ্যুয়ালের হিসাবে, বায়ুর মান ০ থেকে ৫০ থাকলে ওই স্থানের বায়ু ভালো। আর মান ২০০ থেকে ৩০০–এর মধ্যে থাকা মানে খুবই অস্বাস্থ্যকর। বায়ুর মান ৩০০–এর বেশি থাকা মানে ওই স্থানের বায়ু 'বিপজ্জনক'। এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্সের হিসাবে, ঢাকার বায়ুর মান শুক্রবার রাত নয়টার দিকে ৩৩২ উঠেছিল।

বায়ুদূষণ নিয়ে কাজ করা গবেষক ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো বলছে, ঢাকার বায়ুদূষণের অন্যতম উৎস হচ্ছে ধুলাবালি। এসব ধূলিকণা মুখে গেলে মানুষ যত্রতত্র থুতু ও কফ ফেলে। তা আবার ধুলার সঙ্গে মিশে নানা

মাধ্যমে মানুষের শরীরে ঢুকতে পারে। আরেকটি উৎস হচ্ছে কয়লা ও জৈব জ্বালানি পোড়ানোর পাশাপাশি শহুরে যান্ত্রিকসহ নানা উৎস থেকে সৃষ্ট ধোঁয়া ও ধুলা। এসব বাতাসে ক্ষুদ্র কণা ছড়ায়, যা মানবস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

ঢাকার ধুলা-দূষণ নিয়ে স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়ুমণ্ডলীয় দূষণ অধ্যয়ন কেন্দ্রের (ক্যাপস) একটি গবেষণা আছে। তাতে দেখা গেছে, ঢাকা শহরের গাছপালায় প্রতিদিন ৪৩৬ মেট্রিক টন ধূলিকণা জমে। সেই হিসাবে প্রতি মাসে ১৩ হাজার মেট্রিক টন ধুলা জমার হিসাব পেয়েছেন গবেষকেরা। এই জমে থাকা ধুলা দিনের বেলা বাতাসের সঙ্গে মিশে যেমন দূষণ বাড়ায়, তেমনই রাতে গাড়ির অতিরিক্ত গতির সঙ্গে বাতাসে উড়তে থাকে। ফলে দিনের বেলার চেয়ে রাতের বেলায় বায়ুদূষণের মাত্রা বেড়ে যায়। ঢাকার চারটি পার্ক ও উদ্যানে বিভিন্ন প্রজাতির ৭৭টি গাছের পাতা সংগ্রহের পর বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে এই গবেষণা পরিচালনা করে ক্যাপসের গবেষক দল।

ক্যাপসের গবেষকেরা বলছেন, ঢাকার বায়ুর মান ডিসেম্বর মাসজুড়েই খারাপ অবস্থায় ছিল। আর জানুয়ারিতে এটি আরও খারাপ হয়েছে। ২০১৬ থেকে ২০২১ সালের জানুয়ারি, এই পাঁচ বছরের জানুয়ারি মাসের তুলনামূলক চিত্রে এ বছরই ঢাকার বায়ুর মান সর্বনিম্নে। চলতি বছরের প্রথম ২২ দিনের মধ্যে ১৬ দিনই ঢাকার বায়ুর মান বিপজ্জনক ছিল। এমন অবস্থা চলতে থাকলে বায়ুদূষণ নিয়ে যেসব দেশ চিন্তিত, তারা জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে।

ক্যাপসের পরিচালক আহ্মদ কামরুজ্জামান মজুমদার আজ দুপুরে প্রথম আলোকে বলেন, দুই কারণে ঢাকার বায়ু বেশি দূষিত। প্রথমটি হচ্ছে বাতাসের দূষিত উপাদান বাতাসেই রয়ে যাচ্ছে। শহরে বড় প্রকল্পের কাজ, নির্মাণাধীন ভবনের কাজ, যানবাহনের ধোঁয়ায় ঢাকার বায়ুর চাপ বেশি। এই দূষিত অংশ বায়ুর নিম্নস্তরে ২০০–৩০০ ফুট ওপরে অবস্থান করছে। ফলে বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে এখনই জরুরি পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রথম আলো

করোনার টিকা না নিতে পালিয়ে বেড়াচ্ছে ভারতের স্বাস্থ্যকর্মীরা

ভারতে প্রায় এক সপ্তাহ আগে করোনাভাইরাস টিকাদান কর্মসূচি শুরু হয়েছে। এর আগে কোভিশিল্ড ও কোভ্যাক্সিন নামে দুটি টিকার অনুমোদন দেয় ভারত সরকার। এরপর ১৬ জানুয়ারি থেকে ভারতব্যাপী করোনা টিকাদান কর্মসূচি শুরু হয়।

কিন্তু এরই মধ্যে দেশটিতে টিকা নেয়ার পর তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। এতেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে দেশটির স্বাস্থ্যকর্মীরা। এখন টিকা না নিতে রীতিমতো পালিয়ে বেড়াচ্ছেন তারা। অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকার করোনা টিকা ভারতে কোভিশিল্ড নামে প্রস্তুত করেছে সিরাম ইন্সটিটিউট।

টাইমস অব ইন্ডিয়া জানিয়েছে, দিল্লির ডাক্তারদের কোভ্যাক্সিন নিতে খুব একটা আগ্রহ নেই। কারণ এই টিকা কতটুকু কার্যকর তা নিয়ে ডাটা এখনও পর্যাপ্ত নয়। যাদের প্রতিরোধ ব্যবস্থা দুর্বল বা ওষুধ ব্যবহার করছেন তাদের কোভ্যাক্সিন না গত ১৯ জানুয়ারি ভারত বায়োটেক একটি ফ্যাক্টশিট প্রকাশ করে।

এমনকি কোনও স্বাস্থ্যগত সমস্যা বা অ্যালার্জি আছে কিনা তাও আগে থেকে জানাতে বলেছে তারা। এদিকে দিল্লিতে কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত মাত্র ছয়টি হাসপাতালে কোভ্যাক্সিন দেয়া হচ্ছে।

যেখানে রাজ্যের সব সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে কোভিশিল্ড দেয়া হচ্ছে। এর ফলে স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে দ্বিধা ও অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। বিহারের অনেক ডাক্তার এবং মেডিকেল শিক্ষার্থী তো কোভ্যাক্সিন নিতে চায় না বলে জানিয়েছে। কারণ এই টিকার তৃতীয় পর্যায়ের ট্রায়াল এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে।

পুলিশের ভুলে বিনা অপরাধে ৫ বছরে জেল খাটল আরমান

বিনা অপরাধে পাঁচ বছর কারাগারে আটক থাকা রাজধানীর পল্লবী এলাকার বেনারসি কারিগর মো. আরমান কাশিমপুর কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২ থেকে মুক্তি দেওয়ার পর তাকে পরিবারের লোকজন বাড়ি নিয়ে গেছেন। ওই কারাগারের জেল সুপার আব্দুল জলিল বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

আরমানের মুক্তিলাভের খবরে তার মা, স্ত্রী, সন্তান ও আত্মীয়-স্বজনরা কারা ফটে অপেক্ষায় থাকেন। দুপুরের দিকে কারাগার থেকে বের হয়ে আসলে আরমানের দুই সন্তান ও স্বজনরা ফুল দিয়ে বরণ করে নেন। এ সময় স্বজনরা আরমানকে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়েন।

জানা গেছে, ২০০৫ সালে রাজধানীর মোহাম্মদপুর থানায় বিস্ফোরক আইনে এক মামলা দায়ের করা হয়। সেই মামলায় ককটেল ও দেশীয় অস্ত্রসহ সাতজনকে গ্রেপ্তার করে গোয়েন্দা পুলিশ। আসামিদের দেওয়া তথ্যে তাদের সহযোগীদের ধরতে ডিবির এসআই নূরে আলম সিদ্দিকী পল্লবীর বিহারি ক্যাম্পের এক বাসায় অভিযান চালিয়ে ৪০ বোতল ফেনসিডিলসহ শাহাবুদ্দিন বিহারি ও তার দুই সহযোগীকে আটক করে।

এ ঘটনায় পল্লবী থানায় মামলা হয় মাদক দ্রব্য আইনে। পরে ২০০৫ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর শাহাবুদ্দিনসহ গ্রেপ্তার তিন জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র জমা দেয় পুলিশ। ২০০৭ সালের ৫ মার্চ জামিনে মুক্ত হন শাহাবুদ্দিন।

২০১২ সালের ১ অক্টোবর মামলায় শাহাবুদ্দিন ও তার দুই সহযোগীর প্রত্যেককে ১০ বছরের জেল ও ৫ হাজার টাকা জরিমানার রায় দেন জননিরাপত্তা বিঘ্নকারী ঢাকার অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক। এরপর পলাতক শাহাবুদ্দিনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়।

এ ঘটনার দীর্ঘদিন পর ২০১৬ সালের ২৭ জানুয়ারি সকাল সাড়ে ৯টার দিকে পল্লবীর ব্লক-এ, সেকশন ১০ নম্বর এলাকায় অভিযান চালায় পল্লবী থানার পুলিশ। এ অভিযানে ছিলেন তৎকালীন ওই থানার এসআই রাসেল, যিনি বর্তমানে মিরপুর মডেল থানায় কর্মরত। আরমান বাসায় নাশতা করে চা পানের জন্য পাশের একটি চায়ের দোকানে যান।

সেখান থেকে শাহাবুদ্দিনের বাবার নামের সাথে মিল থাকায় আরমানকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এর পর থেকে আরমানকে কাশিমপুর কারাগার-২ এ রাখা হয় ।

পরে আইনজীবী হুমায়ূন কবির পল্লবের এক রিট আবেদনের প্রেক্ষিতে গত ৩১ ডিসেম্বর বিচারপতি মো. মজিবুর রহমান মিয়া ও বিচারপতি মহি উদ্দিন শামীমের হাইকোর্ট বেঞ্চ দীর্ঘ ৫ বছর পর আরমানকে মুক্তি দেওয়া হয়।

২২শে জানুয়ারি, ২০২১

আ.লীগের দুই পক্ষের সভায় ১৪৪ ধারা জারি

নাটোরের লালপুরে একই স্থানে আওয়ামী লীগের দুই পক্ষ সভা আহ্বান করায় ১৪৪ ধারা জারি করেছে উপজেলা প্রশাসন। উপজেলার কদিমচিলান ইউনিয়নের শেখচিলান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, কদিমচিলান ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মাজেদুল ইসলাম আজ বেলা ২টায় শেখচিলান প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক কাউন্সিল আহ্বান করেন। সকাল থেকে সেখানে প্যান্ডেল নির্মাণের জন্য মাইক, শামিয়ানা ও চেয়ার জড়ো করা হয়। একই মাঠে বর্তমান কমিটির ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সেলিম রেজা দলের বিশেষ বর্ধিত সভা আহ্বান করেন। যদিও মাঠে তাঁদের কোনো তৎপরতা ছিল না।

এই পরিস্থিতিতে ইউএনও উম্মুল বানীন বিদ্যালয় মাঠে ১৪৪ ধারা জারি করে সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। দুপুরে এ ব্যাপারে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে মাইকিং করা হয়। এ বিষয়ে ইউএনও বলেন, উভয় পক্ষ একই মাঠে সম্মেলন করলে শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা আছে। তাই সেখানে ১৪৪ ধারা মোতাবেক নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।

আওয়ামী লীগ নেতা মাজেদুল ইসলাম বলেন, তিনি ইউএনওর কাছে ওই মাঠে কাউন্সিল আয়োজনের অনুমতি নিয়েছেন। প্রস্তুতিও শেষ করেছেন। হঠাৎ সেখানে আওয়ামী লীগের আরেকটি অংশ বর্ধিত সভা আহ্বান করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করছে। তাঁরা বর্তমান কমিটিতে থাকায় নতুন কমিটি গড়তে অনীহা প্রকাশ করছেন। এ জন্য এই ঝামেলা সৃষ্টি হয়েছে। তাঁরা কাউন্সিল না করে নেতৃত্ব টিকিয়ে রাখতে চাচ্ছেন।

বর্ধিত সভার আহ্বায়ক সেলিম রেজা বলেন, কাউন্সিল করার দায়িত্ব ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের। অথচ সংশ্লিষ্টদের না জানিয়ে বহিষ্কৃত এক নেতা সম্মেলন আহ্বান করেছেন। তাঁর সম্মেলন করার এখতিয়ার নেই। প্রথম আলো

অন্তরঙ্গ মুহূর্তের ভিডিও ধারণ: ছাত্রলীগ নেতা আটক

টাঙ্গাইলের মির্জাপুর উপজেলায় ছাত্রলীগের এক নেতাকে গোপন ক্যামেরায় গোসলের দৃশ্য ধারণ এবং অন্তরঙ্গ মুহূর্তের ভিডিও ধারণের কারণে আট করা হয়েছে।

গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তি হল হিমেল সিকদার (২৩)। তিনি ফতেপুর ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক। তাঁর বাড়ি থলপাড়া গ্রামে।

হিমেল ঘটনা স্বীকার করেছে। তাঁর তিনটি মুঠোফোন ও গোপন ক্যামেরা জব্দ করা হয়েছে।

স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, হিমেল আট মাস আগে বিয়ে করে। পরিবার তা মেনে না নেওয়ায় তাঁরা ইউনিয়নপাড়া এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকতে। হিমেল কয়েক দিন ধরে গোপন ক্যামেরার মাধ্যমে বাসার মালিকের মেয়ের গোসলের দৃশ্য ধারণ করেন। সর্বশেষ তিনি ওই বাসায় আসা নতুন ভাড়াটিয়া দম্পতির অন্তরঙ্গ মুহূর্তের দৃশ্য ধারণের লক্ষ্যে গত মঙ্গলবার দিবাগত রাত দুইটার দিকে ঘরের আড়ায় গোপন ক্যামেরা বসান।

ওই দম্পতি দেখে ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে হিমেলকে কক্ষের দরজা খুলতে বলেন। দরজা না খুলতে চাইলে ওই দম্পতি মালিকপক্ষকে ডাকেন। মালিকের মেয়ে এলে হিমেল দরজা খোলেন। প্রথমে তিনি গোপন ক্যামেরার কথা অস্বীকার করলেও পরে স্বীকার করেন। পরদিন বুধবার দুপুরে তাঁর মুঠোফোনে বাড়ির মালিকের মেয়ের গোসলের পাঁচটি ভিডিও পাওয়া যায়।

ভারতে টিকা নেওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরেক স্বাস্থ্যকর্মীর মৃত্যু

ভারতের তেলেঙ্গানা রাজ্যে করোনাভাইরাসের টিকা নেওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই এক স্বাস্থ্যকর্মীর মৃত্যু হয়েছে। গত বুধবার ভোরে ৪২ বছর বয়সী ওই স্বাস্থ্যকর্মীর মৃত্যু হয়।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়, গত মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে নির্মলা জেলার একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ওই স্বাস্থ্যকর্মীকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়। এরপর এদিন দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে তার বুকে ব্যথা শুরু হয়। পরে ভোর সাড়ে ৫টার দিকে তাকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন।

জেলার টিকাদান সংক্রান্ত কমিটি মৃত্যুর কারণ জানতে ইতিমধ্যে ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ মর্গে পাঠানো হয়েছে। রাজ্যের কমিটিকে এই ময়নাতদন্তের রিপোর্ট জমা দেওয়া হবে। সেই রিপোর্ট দেখার পর তা পাঠানো হবে কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে।

গত শনিবার থেকেই ভারতে শুরু হয়েছে করোনাভাইরাসের ভ্যাকসিন প্রদান। এরপর উত্তরপ্রদেশের মোরাদাবাদে সরকারি হাসপাতালের ৪৬ বছরের এক ওয়ার্ড বয়ের মৃত্যু হয় টিকা নেওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে। তার পরিবারেরও দাবি, টিকা নেওয়ার আগে থেকেই অসুস্থ ছিলেন তিনি।

এছাড়াও কর্ণাটকের ৪৩ বছরের এক ব্যক্তিও মারা গেছেন ভ্যাকসিন নেওয়ার পরে। আমাদের সময়

ইসরায়েলের কারাগারে দুই ফিলিস্তিনি নিহত

দখলদার ইসরায়েলের কারাগারে আবারও এক বন্দী ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। দীর্ঘ ১৪ বছর যাবৎ ইসরায়েলের কারাগারে বন্দী থাকা অবস্থায় মারা যান তিনি।

প্যালেস্টাইন প্রিজনার সোসাইটি এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, গত ২০ জানুয়ারি সন্ত্রাসী ইসরায়েলের কারাগারে মারা যান তিনি।

৬ সন্তানের পিতা 'সাসা' বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত ছিলেন। তবে,তিনি ঠিক কি কারণে মারা যান তা এখনও স্পষ্ট জানা যায়নি।

তাঁকে ২০০৬ সালে সন্ত্রাসী ইসরায়েল গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। পরে ২৫ বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়।

এ ঘটনার মাত্র তিন দিন পূর্বে 'আব্দুর রাহমান' নামে এক বন্দী ফিলিস্তিনি কিশোর মারা যান। ১৬ বছরের কিশোর আব্দুর রাহমান ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিলেন।

ইসরায়েল সন্ত্রাসীরা তাঁকে কোন প্রকার চিকিৎসা করতে অনুমতি দেয়নি। ফলে বিনা চিকিৎসায় মরতে হল তাঁকে।

সূত্র : কুদুস নিউজ নেটওয়ার্ক।

বৃষ্টি ও বন্যায় বিপর্যস্ত সিরিয়া, শরণার্থীদের করুণ হাহাকার

করুণ অবস্থার মধ্য দিয়ে কাটছে উত্তর সিরিয়ার শরণার্থীদের দিনগুলো। তীব্র শৈত্য প্রবাহ, ঝড়ো-হাওয়া ও অবিরাম বৃষ্টিতে সৃষ্ট বন্যায় ধ্বসে পড়েছে তাদের একমাত্র আশ্রয়ের শত শত তাবু। মাথা গুঁজার মতো সামান্য ঠাঁইটুকু পাচ্ছে না সেখানকার বাসিন্দারা।

স্থানীয় সূত্র আল-কুদস কে জানায়, অবিরাম বৃষ্টিপাত এবং বন্যার ফলে ইদলিব পল্লীতে ভেঙে পড়েছে শরণার্থীদের শিবিরগুলো। এর ফলে একটি শিশু মারা যায় এবং তিনজন গুরুতর আহত হয়। পানি আর কাদায় শরণার্থীদের চলাচল দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। তাবুর সাথে সংযুক্ত ৮ কিলোমিটারেরও বেশি রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে তাবু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

ফলে আহত ও অসুস্থ রোগীদের হাসপাতালে নেয়ার জন্য কোনো গাড়ি তাবু পর্যন্ত পৌঁছাতে পারছে না। সেদিন এক বৃদ্ধা মহিলা প্রচন্ড অসুস্থ হয়ে পড়লে কম্বলে পেচিয়ে কাঁধে করে কাদা-পানির দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে তাকে হাসপাতালে নিতে হয়েছিল।

সূত্রটি আরো জানায়, ইদলিবের উত্তরের পল্লীতে 'নাগরিক প্রতিরক্ষা' দলগুলি তাঁবুগুলোর ধ্বংসস্তূপ অপসারণে কাজ করছে। আহতদের কাছাকাছি মেডিকেল সেন্টারে ভর্তি করার চেষ্টা করেছে।

তাদের বিবৃতি অনুসারে, গত তিনদিন ধরে লাগাতার বৃষ্টিপাতের ফলে শুধু ইদলিব এবং আলেপ্পো গ্রামাঞ্চলেই ১৬৯ টিরও বেশি তাঁবু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। লেবাননেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে শতশত আশ্রয় শিবির।

আল-জাজিরার তথ্যমতে ৫০ হাজারেরও বেশি মানুষ এই দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ও বস্তিচ্যুত হয়।

সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলীয় শিবিরগুলির একজন কর্মী 'রামি আল-আসাদ' 'আল-কুদস আল-আরবী' কে জানান, কাদা আর পানিতে তাঁবুগুলির অবস্থা অত্যন্ত পর্যদুস্ত। আর্থিক সংকটের কারণে ৩ বছরেরও বেশি সময় ধরে তাঁবুর কোনো পরিবর্তন ও উন্নতি করা সম্ভব হয়নি। প্রতি বছরই রোদ বৃষ্টি ও ঝড়-বাতাসে তারা প্রচন্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এই তাঁবুগুলো প্রবল বর্ষণ ও ঝড়ো হাওয়ার মোকাবেলায় টিকে থাকতে সক্ষম নয়।

তিনি আরো জানান, উত্তর সিরিয়ার আবহাওয়া অনেক অঞ্চল থেকে একদম ভিন্ন। তিন-চার দিন যাবত এখানে লাগাতার মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। এর সঙ্গে প্রচন্ড শৈত্য প্রবাহ। শীতবস্ত্র ও উষ্ণ উপকরণের অভাবে সেখানে বিভিন্ন রোগ ছড়িয়ে পড়েছে(আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছায়) । সেই সাথে রয়েছে পানি ও খাদ্যর সংকট।

রামি আসসায়্যিদ বলেন, লোকেরা নাইলনের ব্যাগ, জাইতুনের ডাল ও পরিত্যাক্ত জীর্ণ কাপড় দিয়ে শীত থেকে বাঁচার চেষ্টা করছে।

তিনি আরো বলেন, আজ ১০ বছর হলো সিরিয়া জ্বলছে। লক্ষ লক্ষ গৃহচ্যুত মানুষ খাদ্য ও নিরাপত্তার অভাবে চরম দুর্ভোগ ও দুর্দিনের মধ্যে দিয়ে কালাতিপাত করছে। অতি শীঘ্রই এর একটা স্থায়ী সমাধান বের করা অত্যন্ত জরুরী।

আলবালাদ আরবী সংবাদপত্রের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইদলিবের পল্লিগুলোতে "সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্থ তাঁবুর সংখ্যা ২৭৮ টিরও বেশিতে গিয়ে পৌঁছেছে। আর ৫১৩ টি তাঁবু আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

এদিকে 'শরণার্থী অধিকার সংস্থা' আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় সংস্থাগুলি, পাশাপাশি আরব স্টেটস লিগ এবং মানবাধিকার বিষয়ে কর্মরত সকল পক্ষকে উত্তর-পশ্চিম সিরিয়ার শিবিরগুলি সহ অন্য সকল বিপদগ্রস্ত শরণার্থীদের সহায়তায় অতি দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।

জেরুসালেমকে ইসরায়েলের রাজধানী মনে করে আমেরিকার নতুন পররাষ্ট্রমন্ত্রী

ক্রুসেডার আমিরিকার নতুন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্থনি ব্লিংকেন বলেছে, সে পবিত্র আল-কুদস বা জেরুসালেম শহরকে অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েলের রাজধানী মনে করে।

গত ১৯ জানুয়ারি সিনেটের এক শুনানিতে তাকে জিজ্ঞেস করা হয় সে জেরুসালেম শহরকে ইসরায়েলের রাজধানী মনে করেন কিনা এবং ট্রাম্পের বিদায়ের পর জেরুসালেম শহরেই মার্কিন দূতাবাস রাখা হবে কিনা। জবাবে ব্লিংকেন দুইবার হ্যাঁ বলে।

দীর্ঘদিনের অনুসৃত নীতি উপেক্ষা করে লম্পট ট্রাম্প ফিলিস্তিনের জেরুসালেম শহরকে ইহুদিবাদী সন্ত্রাসীদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইলের রাজধানী হিসেবে অবৈধভাবে স্বীকৃতি দেয় এবং তেল আবিব থেকে মার্কিন দূতাবাস জেরুসালেম শহরে স্থানান্তর করে।

আমেরিকার নতুন সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এই ঘোষণার পর ফিলিস্তিনের ইসলামি প্রতিরোধ আন্দোলন হামাস বলেছে, আন্তর্জাতিক যে সমস্ত আইন ও প্রস্তাবনার মাধ্যমে জেরুসালেম শহরকে ইহুদিবাদী ইসরায়েলের হাতে দখল হয়ে যাওয়া শহর হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, ব্লিংকেনের বক্তব্য তার সাথে সম্পূর্ণভাবে সাংঘর্ষিক। হামাসের মুখপাত্র হাজেম কাসেম বলেছেন, এটি সমস্ত আরব জাতির জন্য আরেকটি প্রকাশ্য অপমান।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যেসব দেশ বাইডেন প্রশাসনের কাছে নতুন কিছু প্রত্যাশা করছিল এই বক্তব্যের মধ্যদিয়ে মার্কিন প্রশাসন তাদের মুখে থাপ্পড় মেরেছে। ব্লিংকেনের এই বক্তব্যের মধ্যদিয়ে আবার পরিষ্কার হলো যে, তারা দখলদার ইহুদিবাদী ইসরায়েল সরকারকে সমর্থন করছে এবং তাদের নেতৃত্বে কোনো পরিবর্তন আসবে না। এও পরিষ্কার হলো যে, ফিলিস্তিনকে উদ্ধারের একমাত্র পথ জিহাদ-ফি-সাবিলিল্লাহ্।

২১শে জানুয়ারি, ২০২১

আলজেরিয়ায় পৈশাচিক গণহত্যা : ক্ষমা চাইবে না ফ্রান্স

ফরাসী রাষ্ট্রপতি ম্যাক্রন আলজেরিয়ায় উপনিবেশিক নির্যাতনের জন্য সরকারী ক্ষমা চাওয়ার বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করেছে, বুধবার তার অফিস এ তথ্য জানিয়েছে। খবর আলজাজিরা।

ম্যাক্রনের অফিস জানিয়েছে, আলজেরিয়ায় আট বছরের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের জন্য কোন অনুশোচনা বা ক্ষমা প্রার্থনা করা হবে না।

ফ্রান্স উপনিবেশিক আমলের পরে জন্ম নেওয়া প্রথম ফরাসী রাষ্ট্রপতি ম্যাক্রন আলজেরিয়ায় ফরাসী অপরাধকে স্বীকৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর পূর্বসূরীদের চেয়ে আরও বেশি এগিয়ে গিয়েছে।

নির্বাচনের আগে, ফেব্রুয়ারী ২০১৭ সালে, ম্যাক্রন আলজেরিয়ান টিভি চ্যানেলের সাথে একটি সাক্ষাৎকারে আলজেরিয়ায় ফ্রান্সের উপনিবেশকে "মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ" হিসাবে স্বীকার করেছিল।

এক বছর পরে, সে স্বীকার করেছে যে ফ্রান্স আলজেরীয় যুদ্ধের সময় নির্যাতনের এমন একটি ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিল, যা ১৩২ বছরের ফরাসী শাসনের অবসান ঘটিয়েছে।

গণতন্ত্রের ধূয়া তুলে যে ইউরোপীয় দেশগুলোর মুখ ফেনিয়ে গেছে, এক সময় এরাই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছলে বলে কৌশলে উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল। সম্পদের পাহাড় গড়তে এরা নির্বিচারে মানুষ হত্যা করতেও দ্বিধা করেনি। তাদের উপনিবেশের বাসিন্দারা ছিল ‘ ইতর প্রাণী’ । আর তারা ছিল ত্রাতা।

বিখ্যাত ফরাসী ঐতিহাসিক ও রাজনীতিবিদ অ্যালেক্সিস দ্য তকিউভিলে ১৮৩৫ সালে প্রকাশিত তাঁর ‘Democracy in America’ গ্রন্থে এ বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে বলেছে, ‘আমরা যদি আমাদের চিন্তাধারার প্রতি লক্ষ্য করি, আমাদেরকে প্রায় এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় যে, ইউরোপীয়রা মানবজাতির এক ভিন্ন গোত্রভুক্ত সম্প্রদায়, যেমন ইতর প্রাণীর বিপরীতে মানব সম্প্রদায়। সে তার নিজের প্রয়োজনে তাদেরকে বশীভূত করে এবং যখন তা করতে ব্যর্থ হয় তার বিনাশ সাধন করে।’

এই বিনাশের মাত্রাটা বেশি ছিল আফ্রিকা মহাদেশে। আফ্রিকার প্রাকৃতিক সম্পদ কুক্ষিগত করতে হেন অপকর্ম নেই যা করেনি ইউরোপীয়রা। তাদের কাছে আফ্রিকার মানুষ ছিল ওরাং ওটাং। ইউরোপের গোত্রভুক্ত ফ্রান্স ১৯ শতকের শুরুতে উপনিবেশ বিস্তার করতে শুরু করে। বর্তমানে ফ্রান্সের আয়তন ৬ লাখ ৭৪ হাজার ৮৪৩ বর্গ কিলোমিটার। অথচ ১৯৬০ সাল পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদী এ দেশটির অধিভুক্ত এলাকা ছিল ১ কোটি ১৬ লাখ ৭২ হাজার ১৫৭ বর্গকিলোমিটার। এর মধ্যে বড় একটি অংশ ছিল আফ্রিকা মহাদেশে।

১৮৩০ সালে আলজেরিয়া দখলের মধ্য দিয়ে আফ্রিকায় প্রবেশ করে ফ্রান্স। তারা দেশটি শাসন করে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত। আলজেরীয় তথ্যসূত্র মতে প্রায় ১৩০ বছরের 'সভ্যতার মিশনে' তারা ২০ লাখের বেশি আলজেরীয়কে হত্যা করেছে। ফ্রান্সের হিসাব অনুযায়ী দশ লাখ আলজেরীয় এবং এক লাখ ফরাসি নিহত হয়েছে।

এবার আসি আলজেরিয়ায় পরিচালিত ফ্রান্সের সেই গণহত্যার ইতিহাসের দিকে। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে জেনারেল শার্ল দ্য গলের আহ্বানে আলজেরিয়ার তরুণরা ফ্রান্সের পক্ষে অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দেয়।১৯৪৫ সালে নাৎসি বাহিনীর বিরুদ্ধে ফ্রান্স ও মিত্র বাহিনী জয় লাভ করে। বিজয় উদযাপনের জন্য ৮ মে আলজেরিয়ার সেফিত শহরে জমায়েত হয় তরুণরা। সেখানে সাল বোউজিত নামে এক কিশোর স্বাধীন আলজেরিয়ায় পতাকা নিয়ে এলে আলজেরীয়দের অনেকেই স্বাধীনতার স্বপক্ষে স্লোগান দেয়া শুরু করে। এসময় সেখানে জেনারেল দুঁভালের নেতৃত্বে ফরাসি সেনারা গুলি চালালে ওই কিশোর নিহত হয়। মুহূর্তে পুরো এলাকায় তাণ্ডব শুরু করে ফরাসি সেনারা। ওই দিন সেতিফে এক হাজার আলজেরীয় নিহত হয়। সেতিফের পাশের শহর গুয়েলমাতে একই দিন বিক্ষোভ মিছিল বের করে আলজেরীয়রা। সেখানেও গুলি চালায় ফরাসি সেনারা।

এর ফলে শহর দুটিতে ফরাসি বসতি স্থাপনকারীদের সঙ্গে দাঙ্গায় জড়িয়ে পড়ে আলজেরীয়রা। ইউরোপীয় ইতিহাসবিদদের মতে, দাঙ্গায় ১০৩ জন ফরাসি নাগরিক নিহত হয়েছে। তবে আলজেরীয়রা বলেছে, নিহত ফরাসির সংখ্যা সর্বসাকুল্যে ১২। এর প্রতিক্রিয়ায় আলজেরিয়া জুড়ে হত্যার উৎসবে মেতে ওঠে ফরাসি সেনারা। আলজেরীয়দের দমনের জন্য তাৎক্ষণিক যে গণহত্যা চালানো হয়, তাতে নিহত হয় প্রায় ৪৫ হাজার লোক। কতোটা নৃশংস হত্যাকাণ্ড ছিলো তা ফুটে ওঠে এক ফরাসি সেনা কর্মকর্তার মন্তব্যে।

আলজেরীয়দের লাশ গুম করার দায়িত্বে নিয়োজিত ওই সেনা কর্মকর্তা তার সঙ্গের অফিসারকে বলে, তুমি এত দ্রুতগতিতে তাদেরকে কচুকাটা করে চলেছো যে, আমি মাটিচাপা দিয়ে শেষ করতে পারছি না।

মুসলমানদের এলাকাগুলোতে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হয়ে ফরাসি সশস্ত্র বাহিনী কারাটা ও বুগি এলাকায় বিমান হামলা চালায়। ফরাসি সেনারা জাইলস শহরে আলজেরীয় বন্দিদের নির্বিচারে হত্যা করে। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের দাবি নিহত আলজেরীয়দের সংখ্যা ৬ হাজার। তবে নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকদের দাবি পাঁচ দিনে ফরাসি সেনারা পুরো আলজেরিয়ায় ৪৫ হাজার লোককে হত্যা করেছে।

ব্রিটিশ ঐতিহাসিক অ্যালিস্টার হর্ন তার বিখ্যাত অ্য সেভেজ ওয়্যার অব পিস বইতে লিখেছে, অভিযান চলাকালে নৃশংসভাবে আলজেরীয় নারীদের ধর্ষণ করে ফরাসি সেনারা। ধর্ষণ শেষে অনেক নারীর স্তন তারা কেটে ফেলে। হত্যার পর অনেকের মৃতদেহ বিকৃত করতেও কসুর করেনি সেনারা। এই গণহত্যার পর আলজেরিয়ার জনগণের স্বাধীনতার আন্দোলন জোরদার হয়। ১৯৫৪ সালে ফরাসি ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে আলজেরীয়দের গণজাগরণ শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত ১৯৬২ সালে ফরাসিরা আলজেরিয়াকে স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হয়। তবে এই সময়ের মধ্যে অভিযান ও বিচারের নামে দেশটির অন্তত ১০ লাখ মুসলমানকে হত্যা করা হয়।

একটি প্রজন্ম ভুল করলে আরেকটি প্রজন্ম ক্ষমা চাইবে- সভ্যতার আলো মানুষকে তাই শিক্ষা দিয়েছে। কিন্তু নিজেদের স্বার্থ রক্ষার বেলায় যারা মানবাধিকারের তুবড়ি ছোটাতে দক্ষ সেই ফরাসিরা কিন্তু আজও আলজেরিয়ায় চালানো গণহত্যার বিষয়ে ক্ষমা চায়নি। ২০১২ সালে ফরাসি প্রেসিডেন্ট ফ্রাঁসোয়া ওঁলাদ আলজেরিয়ার জনগণের ওপর চালানো 'হত্যাযজ্ঞের' কথা স্বীকার করেছে। তবে ওই নির্মমতার জন্য ফ্রান্সের পক্ষ থেকে ক্ষমা চাইবে না!

তথ্যসূত্র :

জেনোসাইড সিক্স নাইনটিন ফরটি ফাইভ : ফিলিপ স্পেন্সার

দ্য গার্ডিয়ান

উইকিপিডিয়া

আলজেরিয়া ডটকম

ভারতের সেরাম ইনস্টিটিউটে ভয়াবহ আগুন, নিহত ৫

বৃহস্পতিবার (২১ জানুয়ারি) বেলা ৩টার দিকে পুনেতে সেরাম ইনস্টিউটের ওই ভবনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

বিশ্বের বৃহত্তম টিকা প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান ভারতের সেরাম ইনস্টিটিউটের নির্মাণাধীন একটি ভবনে অন্তত পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে।

দক্ষিণ মহারাষ্ট্রের পুনে শহরের ফায়ার সার্ভিস জানায়, আগুন লাগার কারণ তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।

দমকল কর্মীরা আগুন নেভানোর সময় প্রচুর ধোঁয়া দেখা যাচ্ছিল।

বাংলাদেশ সেরাম ইনস্টিউটের কাছ থেকেই তিন কোটি ডোজ টিকা কিনেছে, যার প্রথম চালান ২৫ জানুয়ারির মধ্যে দেশে পৌঁছানোর কথা।

এছাড়া, ভারত সরকার উপহার হিসেবে বৃহস্পতিবার (২১ জানুয়ারি) যে ২০ লাখ ডোজ টিকা পাঠিয়েছে, সেটিও সেরাম ইনস্টিউটেরই টিকা।

আফগানিস্তানে মুজাহিদগণের হামলায় হতাহত ৪৪, গ্রেফতার ৫

আফগানিস্তানে ইসলামি ইমারতের মুজাহিদগণ আল ফাতাহ অপারেশন অব্যাহত রেখেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় কুন্দুস এবং বাগলান প্রদেশে মুরতাদ বাহিনীর বিভিন্ন সামরিক পোস্ট এবং ঘাঁটি সমূহে হামলা চালিয়েছেন।

তালেবানদের আল ইমারাহ সাইটের খবরে জানা যায়, সোম ও মঙ্গলবারের দিবাগত রাত্রে মুজাহিদীনরা কুন্দুস প্রদেশের দাস্তে আর্চি জেলার সংলগ্ন এলাকাযর দুটি ফাঁড়িতে তীব্র আক্রমণ চালিয়েছেন। মহান আল্লাহ তায়ালার নুসরতে বরকতময় হামলায় সেই ফাঁড়িটি দখল করে নেন।আর সেখানে অবস্থানরত মুরতাদ বাহিনীর কমান্ডার আহমদ শাহসহ ২১ নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরো ৬ জন । এছাড়াও ৩টি সামরিক ট্যাঙ্ক ধ্বংস হয়েছে।

এদিকে, মুজাহিদিন গুল তপ্পা জেলার বাঘ শিরকত সামরিক ঘাঁটির প্রতিরক্ষামূলক চৌকিতে অনুরূপ আক্রমণ চালিয়ে তা দখল করে নিয়েছেন।সেখানে অবস্থানরত ১৮ জন কর্মীকে হত্যা করেছেন।একটি ট্যাঙ্ক ও ধ্বংস করা হয়েছে।

সূত্রের খবরে জানা গেছে, ঐ সমস্ত চেকপোস্ট থেকে মুজাহিদিনরা বিপুল পরিমাণে হালকা ও ভারী অস্ত্র গনিমত লাভ করেছেন।

অন্যদিকে, মুজাহিদীনরা বাঘলান প্রদেশের পুল-এ-খুমরি জেলার বাবা নাজার অঞ্চলে একটি সামরিক ঘাঁটি আক্রমণ করেন এবং দখল করেন। সেখানে অবস্থানরত ৪ মুরতাদ কর্মীকে হত্যা ও ৫ জনকে গ্রেপ্তার করেন। আর অন্যরা পালিয়ে যায়।

কুরআনী অনুশাসন ছাড়া দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়: আল্লামা বাবুনগরী

হাটহাজারী মাদরাসার শায়খুল হাদীস ও শিক্ষা পরিচালক আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী বলেছেন, কুরআনুল কারীম মানবজাতির জন্য একমাত্র সংবিধান। যতদিন পর্যন্ত দেশে কুরআনের অনুশাসন কায়েম হবে না এবং

কুরআনের বিধান অনুযায়ী দেশ পরিচালিত হবে না, ততদিন পর্যন্ত দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হবে না। কুরআনের অনুশাসন ছাড়া কস্মিনকালেও দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভবও নয়।

গতকাল বুধবার (২০ জানুয়ারি) হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ নোয়াখালী জেলার উদ্যোগে বেগমগঞ্জ স্টেডিয়াম মাঠে আয়োজিত ইসলামি মহাসম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

আল্লামা বাবুনগরী বলেন, হযরত ওমর ইবনুল আব্দুল আজিজ রহ. কুরআনের বিধান অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করেছিলেন তাই তাঁর শাসনামলে সর্বত্র শান্তি-শৃঙ্খলা, ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা হয়েছিলো। মানুষের মধ্যে ইনসাফ কায়েম হওয়ার পাশাপাশি পশুপাখির মধ্যেও ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ রহ. এর শাসনামলে বাঘ ছাগল একঘাট থেকে পানি পান করতো। বাঘ কখনো ছাগলের উপর হামলা করেনি। কুরআনের অনুশাসন চালু ছিলো বলে হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ রহ. এর শাসনকাল ছিলো শান্তিতে ভরপুর।

সুশিক্ষা জাতীর মেরুদণ্ড উল্লেখ করে আল্লামা বাবুনগরী বলেন, ডারউইনের বিবর্তনবাদ সহ ইসলাম বিরোধী শিক্ষানীতি প্রণয়নের মাধ্যমে আজ শিক্ষাব্যবস্থাকে পঙ্গু করে দেওয়া হচ্ছে। শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামকে মাইনাস করার সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্র চলছে। তবে মনে রাখতে হবে ইসলামকে বাদ দিয়ে কোন শিক্ষানীতি এ দেশে বাস্তবায়ন হতে দেওয়া হবে না। দেশপ্রেমিক ও সুনাগরিক তৈরী করতে প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত ইসলামি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে।

আল্লামা বাবুনগরী আরও বলেন, ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিমণ্ডল সহ সর্বক্ষেত্রে কুরআনের অনুশাসন চালু হলে দেশে শান্তির বাতাস বইবে। কুরআনের অনুশাসন ছাড়া মানব রচিত কোন আইন, তন্ত্রমন্ত্র আর থিওরী দ্বারাই দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা যাবে না।

ভারতের ভূখণ্ডে নতুন গ্রাম তৈরি করছে চীন

ভারতের ভূখণ্ডে নতুন গ্রাম তৈরি করেছে চীন। অরুনাচল প্রদেশে সীমান্তের অন্তত সাড়ে চার কিলোমিটার অভ্যন্তরে ১০১টি বাড়ি তৈরি করা হয়েছে। ২০২০ সালের নভেম্বরে তোলা ছবিতে এ গ্রামের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। এ ঘটনায় উদ্বেগ বেড়েছে নয়া দিল্লির।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি স্যাটেলাইট ছবি প্রকাশ করে দাবি করেছে, ২০১৯ সালেও ওই এলাকাটিতে কোনো প্রকার বসতি ছিল না। তবে ২০২০ সালের নভেম্বরের ছবিতে গ্রামের অস্তিত্ব ধরা পড়ে। এতে দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা আরও তীব্র হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

তাসরি চু নদীর তীরে ওই গ্রামটি চীনের সেনাবাহিনী বানিয়েছে। দীর্ঘ দিন ধরে ওই অঞ্চলটি নিয়ে ভারত ও চীনের মধ্যে বিরোধ চলে আসছে।

ভারতের সঙ্গে চীনের সীমান্ত নিয়ে কয়েক দশক ধরে উত্তেজনা চলে আসছে। সর্বশেষ গত বছরের জুনে লাদাখ উপত্যাকায় প্রতিবেশী দুই দেশের সেনাদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এতে ২০ ভারতীয় সেনা নিহত হয়। তবে চীনের পক্ষ থেকে হতাহতের খবর প্রকাশ করা হয়নি।

অরুনাচলে চীনের নতুন গ্রাম নিয়ে দিল্লির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে বলা হয়েছে, গত কয়েক বছরে চীন নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর পরিকাঠামো তৈরি করে চলছে। সম্প্রতি কিছু প্রমাণ পাওয়া গেছে।

সূত্র: যুগান্তর

‘আলেমদের কণ্ঠরোধ করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে সন্ত্রাসী পুলিশ’

ওয়াজ মাহফিলে আলেমদের বক্তব্যকে নিয়ন্ত্রণ করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে সন্ত্রাসী পুলিশ।

পুলিশের কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) ইউনিটের প্রধান মনিরুল ইসলাম জানায়, আলেমদের নিয়ে পুলিশ ভাবছে।

সে বলেছে, ‘আমরা লক্ষ্য করেছি যে সম্প্রতি ওয়াজ মাহফিলে কিছু বক্তা ইসলামের পাঁচ স্তম্ভ নিয়ে আলোচনা না করে নারীদের নিয়ে বক্তৃতা দেন।’

ঢাকার আগারগাঁওয়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ‘সহিংসতা ও চরমপন্থা প্রতিরোধে ইসলামিক বিজ্ঞজনদের ভূমিকা’ শীর্ষক এক সেমিনারে প্রধান বক্তা হিসেবে সে এসব বলেছে।

গতকাল সুপ্রিম কোর্টের এক আইনজীবী ওয়াজ মাহফিল ও ধর্মীয় বক্তৃতায় ‘রাষ্ট্রবিরোধী’ বক্তব্য নিষিদ্ধ করে।

আইনজীবী মো. মাহমুদুল হাসান আইনি নোটিশে বলেন, ৩০ দিনের মধ্যে ব্যবস্থা না নিলে তিনি এ বিষয়ে নির্দেশনা চেয়ে হাইকোর্টে রিট করবে।

রোহিঙ্গা ক্যাম্পে দ্বিতীয় দফায় ভয়াবহ অগ্নিকান্ড

সাতদিনের ব্যবধানে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে দ্বিতীয় দফা আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেছে বেশকিছু লার্নিং সেন্টার।

সোমবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে আগুনের সূত্রপাত হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ক্যাম্পে রাত ৩টার সময় আগুন লাগে। সবাই মিলে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেছে কিন্তু পানি না থাকায় তারা ব্যর্থ হন। তবে রাত ৩টা

৪৫ মিনিটে ফায়ার সার্ভিস স্থানীয় ও রোহিঙ্গাদের সহযোগিতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ততক্ষণে চার শিশু শিক্ষা কেন্দ্র (লার্নিং সেন্টার এল সি) পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

ভয়াবহ ওই আগুনে পুড়ে লার্নিং সেন্টারের ১০ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে।
সূত্র: মানবজমিন

ভারতে ঘুমন্ত শ্রমিকদের ওপর উঠে গেল ট্রাক, নিহত ১৫

ভারতের গুজরাট রাজ্যের সুরাটে গত মঙ্গলবার সকালে এক দুর্ঘটনায় ১৫ জন শ্রমিক নিহত হয়েছে। তারা একটি রাস্তার কাছে ঘুমিয়ে ছিল। সে সময় দ্রুত গতির একটি ট্রাক ওই শ্রমিকদের ওপর উঠে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই নিহত হন ১২ জন এবং হাসপাতালে নেয়ার পর আরও তিনজনের মারা যান। খবর এনডিটিভির।

মঙ্গলবার সকালে সুরাট থেকে ৬০ কিলোমিটার দূরের কোসাম্বা গ্রামের কাছে ওই দুর্ঘটনা ঘটেছে। মালামাল বহনকারী একটি ট্রাক ঘুমিয়ে থাকা শ্রমিকদের ওপর দিয়ে চলে গেছে। কিম মান্দভি রাস্তার ধারে ওই শ্রমিকরা ঘুমিয়ে ছিল।

দুর্ঘটনায় ৮ শ্রমিক আহত হন। তাদের হাসপাতালে ভর্তির পর আরও তিনজনের মৃত্যু হয়। পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনায় মোট নিহত হয়েছেন ১৫ জন।

২০শে জানুয়ারি, ২০২১

রামমন্দিরের জন্য চাঁদা সংগ্রহের নামে মুসলিমদের উপর গেরুয়া সন্ত্রাসীদের হামলায় নিহত ১

অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণের চাঁদা সংগ্রহের নামে গুজরাতে মুসলিমদের উপর গেরুয়া সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়েছে।

মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশে হামলার পর এবার মোদির রাজ্য গুজরাট। রবিবার রাম মন্দিরের জন্য অর্থ সংগ্রহের নামে মিছিল বের করে সন্ত্রাসবাদী সংস্থা বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। এই মিছিল বরাবরের মতো অন্যান্য মিছিলের মতোই তার স্বরূপ এবং জঘন্য উদ্দেশ্য প্রকাশ করে তাদের মূল টার্গেট মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় গিয়ে। সেখানে গিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয় মুসলিমদের বাড়িঘর এবং দোকানে, জ্বালিয়ে দেয়া হয় বহু যানবাহন,

হামলা করা হয় মুসলিমদের উপরে। উগ্র গেরুয়া সন্ত্রাসবাদীদের হামলায় এখনো পর্যন্ত ১ ব্যক্তির মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে আহত হয়েছেন বহু মানুষ।

https://twitter.com/i/status/1350891162295406593

গত রবিবার গুজরাটের উত্তর-পশ্চিম অংশের কচ্ছ অঞ্চলের কিদানা গ্রামে রাম মন্দিরের জন্য অর্থ সংগ্রহের নামে মিছিল বের করে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। পুলিশের অনুমতি ছাড়াই বের করা এই মিছিলে বাধা দেয়নি মালাউন পুলিশ। মিছিল বহু পথ অতিক্রম করে তাদের মূল নিশানা মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় এসে মসজিদের সামনে জোরে জোরে "জয় শ্রীরাম" স্লোগান সহ অনেক আপত্তিকর এবং উত্তেজনা সৃষ্টিকারী স্লোগান দিতে থাকে। তারপর হামলা চালানো হয় মুসলিমদের ঘরবাড়িতে। মিছিলকারীদের হাতে ছিল লাঠি তরোয়ালসহ বিভিন্ন মারামারি করার সামগ্রী।

স্থানীয়দের অভিযোগ, তলোয়ার, লাঠিসোটা নিয়ে রথযাত্রায় পা মিলিয়েছিল অনেকেই। কিন্তু এলাকায় মসজিদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় জোরে জোরে স্লোগান দিতে শুরু করে তাঁরা। তাতেই এলাকাবাসীর সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ বেধে যায়। এলোপাথাড়ি তরোয়াল, লাঠি যেমন চলতে থাকে, তেমনই পরস্পরকে লক্ষ করে শুরু হয় ইটবৃষ্টি।

পরে রাতের দিকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলে ঘটনাস্থল থেকে ২০০ মিটার দূরে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয়। কচ্ছ (ইস্ট) পুলিশের সুপারিন্টেনডেন্ট ময়ূর পাটিল জানিয়েছে, ওই এলাকা দিয়ে রথযাত্রা নিয়ে যাওয়ার অনুমতি নেয়নি ভিএইচপি।

তবে গুজরাতেই নয়, রামমন্দির নির্মাণের জন্য চাঁদা তোলা ঘিরে মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনী, ইন্দোর এবং মন্দসৌর-সহ দেশের আরও অনেক জায়গায় মুসলমানদের উপর হামলার খবর পাওয়া গিয়েছে।

সূত্র: আনন্দ বাজার, এনডিটিভি

গণধর্ষণের শিকার প্রতিবন্ধী কিশোরীও

ফরিদগঞ্জে শ্রবণ প্রতিবন্ধী কিশোরীকে গণধর্ষণ করা হয়েছে। উপজেলার সুবিদপুর পশ্চিম ইউনিয়নের সৈয়দপুর গ্রামে এ গণধর্ষণের ঘটনা ঘটে।

থানায় দায়েরকৃত অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, গত ১৮ জানুয়ারি বিকেলে শ্রবণ প্রতিবন্ধী কিশোরী বুকের ব্যথার ওষুধ কেনার জন্য বাড়ি থেকে বের হন। এ সময় একই বাড়ির জামাল হোসেনের ছেলে ইজি বাইকচালক টিটু কৌশলে তাকে ইজিবাইকে তুলে পাশের একটি বাগানে নিয়ে যান এবং ধর্ষণ করেন। পরে সেখান থেকে ইজি

বাইকে করে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ ভবনের পাশে আরেকটি বাগানে নিয়ে যান। রাত হয়ে গেলে টিটু ও তার সহযোগীরা পালাক্রমে গণধর্ষণ করেন। ধর্ষণ শেষে তাকে বাগানের পাশে ফেলে রেখে যায় তারা। পরে আশপাশের লোকজন টের পেয়ে তাকে উদ্ধার করে বাড়িতে পৌঁছে দেয়। বাড়ি ফিরে তিনি পরিবারের লোকজনকে এ ঘটনা জানান। এ দিকে বিষয়টি স্থানীয়ভাবে মীমাংসার জন্য চেষ্টা করেন কিছু প্রভাবশালী।

আমাদের সময়

ডিআইজি মিজানের বিরুদ্ধে আরও একজনের সাক্ষ্য

জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের মামলায় পুলিশের উপমহাপরিদর্শক (ডিআইজি) মিজানুর রহমানের বিরুদ্ধে আরও একজন আদালতে সাক্ষ্য দিয়েছেন। তাঁর নাম কাজী ইয়াদ। তিনি কর অঞ্চল ১৪–এর প্রধান সহকারী হিসেবে কর্মরত। ২৬ জানুয়ারি মামলার পরবর্তী সাক্ষ্য গ্রহণের দিন ঠিক করেছেন আদালত।

আজ মঙ্গলবার ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৬–এর বিচারক আল আসাদ মো. আসিফুজ্জামান এই দিন ঠিক করেন। এই সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণের মধ্য দিয়ে মামলার ৩৩ জন সাক্ষীর মধ্যে ৫ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ হয়েছে।

এ মামলায় জব্দ তালিকার সাক্ষী কাজী ইয়াদ আদালতকে বলেন, ২০১৯ সালের ৯ জুলাই দুদকের কর্মকর্তা মঞ্জুর মোর্শেদের চাহিদা অনুযায়ী তিনি কাগজপত্র উপস্থাপন করেন। সেই কাগজপত্র তিনি (মঞ্জুর) জব্দ করেন। ওই সব কাগজপত্র ছিল মিজানুর রহমানের আয়কর বিবরণীর দলিল।

অনুসন্ধানে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে ডিআইজি মিজান তাঁর অপরাধলব্ধ অর্থ দিয়ে নিকটাত্মীয়দের নামে সম্পদ কিনে তা কৌশলে নিজে ভোগদখল করেন।

এর আগে এই মামলার বাদী দুদক পরিচালক মঞ্জুর মোর্শেদ আদালতকে বলেন, দুর্নীতির মাধ্যমে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে ডিআইজি মিজানুর রহমানের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান শুরু হয়। প্রাথমিক অনুসন্ধানে দুর্নীতির মাধ্যমে সম্পদ অর্জনের অভিযোগ পাওয়ার পর তাঁকে সম্পদের হিসাব দেওয়ার জন্য নোটিশ দেওয়া হয়। তিনি ২০১৮ সালের ১ আগস্ট দুদকে সম্পদের হিসাব জমা দেন। সেখানে তিনি মোট ১ কোটি ১০ লাখ ৪২ হাজার ২৬০ টাকার স্থাবর সম্পদ এবং ৪৬ লাখ ২৬ হাজার ৭৫২ টাকার অস্থাবর সম্পদের হিসাব দেখান। জমা দেওয়া সম্পদের হিসাব যাচাই করার জন্য ২০১৮ সালের ১৩ জুন তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়।

অনুসন্ধানে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে ডিআইজি মিজান তাঁর অপরাধলব্ধ অর্থ দিয়ে নিকটাত্মীয়দের নামে সম্পদ কিনে তা কৌশলে নিজে ভোগদখল করেন।

পরে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে ২০১৯ সালের ২৪ জুন মিজানসহ চারজনের বিরুদ্ধে মামলা করেন দুদকের পরিচালক মঞ্জুর মোর্শেদ।

মামলার অন্য আসামিরা হলেন মিজানের স্ত্রী সোহেলিয়া আনার রত্না, তাঁর ছোট ভাই মাহবুবুর রহমান এবং ভাগনে মাহমুদুল হাসান। মামলায় আসামিদের বিরুদ্ধে ৩ কোটি ২৮ লাখ ৬৮ হাজার টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জন ও ৩ কোটি ৭ লাখ ৫ হাজার টাকার সম্পদের তথ্য গোপনের অভিযোগ আনা হয়। মামলাটি তদন্ত করে গত বছরের ৩০ জানুয়ারি ডিআইজি মিজানসহ চারজনের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দেওয়া হয়।

৪০ লাখ টাকা ঘুষ লেনদেনের অভিযোগে মিজানের বিরুদ্ধে আরও একটি মামলার বিচার ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৪–এ চলমান। মামলার অন্য আসামি হলে দুদকের বরখাস্ত হওয়া পরিচালক খন্দকার এনামুল বাছির। ওই মামলার বাদী দুদক পরিচালক শেখ মো. ফানাফিল্যা আদালতে বলেছিলেন, আসামি খন্দকার এনামুল বাছির দুদকের কর্মকর্তা হয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার করে ডিআইজি মিজানুর রহমানকে অবৈধ সুবিধা দেওয়ার জন্য ৪০ লাখ টাকা ঘুষ নেন। প্রথম আলো

‘নৌকার প্রার্থীকে ভোট দিলে কেন্দ্রে আসবে, না দিলে আসার দরকার নাই’

বগুড়ার গাবতলী পৌরসভা নির্বাচনে নৌকার প্রার্থীকে ভোট না দিলে কেন্দ্রে আসার দরকার নেই বলে ‘হুমকি’ দিয়েছেন জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি সাজেদুর রহমান। এ জন্য তিনি নেতা–কর্মীদের ভাগ হয়ে প্রতিটি কেন্দ্রে দায়িত্ব পালনের ‘নির্দেশ’ বলেছেন, ধানের শীষ নিয়ে যে কথা বলবে তাঁর ওপর গজব হবে।

সাজেদুর রহমান জেলার শাজাহানপুর উপজেলার খড়না ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানও। তিনি ভিপি সাহিন নামেও পরিচিত। গত শনিবার সন্ধ্যায় গাবতলী পৌরসভা নির্বাচন উপলক্ষে দাঁড়াইল বাজারে অনুষ্ঠিত নৌকা প্রতীকের মেয়র প্রার্থী মোমিনুল হকের নির্বাচনী কর্মিসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এমন নির্দেশ দেন। ঘরোয়া ওই সভায় উপস্থিত কর্মীরা সাজেদুর রহমানের বক্তব্যের ভিডিও মুঠোফোনে ধারণ করেন। সেই ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।

এ ঘটনার পর গাবতলী পৌরসভায় বিএনপির সমর্থিত মেয়র প্রার্থী সাইফুল ইসলাম সুষ্ঠু নির্বাচন হওয়া নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করে ভোটারদের হুমকি দেওয়ার ভিডিওর সিডিসহ আজ মঙ্গলবার রিটানিং কর্মকর্তার কাছে লিখিত অভিযোগ করেছেন।

রিটার্নিং কর্মকর্তা ও গাবতলী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোছা. রওনক জাহান ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, মেয়র প্রার্থী মোমিনুল হকের নির্বাচনী সভায় তাঁর পক্ষে একজন নেতার ভোটারদের হুমকি দিয়ে বক্তব্যের সিডিসহ লিখিত অভিযোগ পেয়েছেন। নির্বাচনী আচরণ বিধিমালা ভঙ্গের দায়ে নৌকার প্রার্থীসহ বক্তব্যদাতাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ পাঠানো হবে।

২ মিনিট ১৬ সেকেন্ডের ওই ভিডিওতে দেখা গেছে, বগুড়ার আঞ্চলিক ভাষায় নেতা–কর্মীদের উদ্দেশে সাজেদুর রহমান বলেন, 'আপনারা প্রত্যেকটা ইউনিটের নেতা-কর্মীদের আনে সেন্টার ভাগ করে দিবেন। সেখানে একজনকে কমান্ডার ব্যানা (বানিয়ে) দিবেন। সেই কমান্ডারের নেতৃত্ব চলবে, সেখানে শিলুক (নৌকার প্রার্থীর ডাক নাম শিলু) ভোট দিলে সেই লোক আসবে, শিলুক ভোট না দিলে তাঁর আসার দরকার নাই।' এ সময় নেতা-কর্মীরা 'ঠিক ঠিক' বলে সমস্বরে চিৎকার করেন। এরপর সাজেদুর রহমান বলেন, 'ঘরের লোক ঘরতই থাক।'

এরপর সাজেদুর রহমান বলেন, 'কথাটা যেহেতু ঘরের ভিতর, সবাই আমার কর্মী, কর্মীদের এই কথাটা ম্যাসেজ দিলাম। এটা করবেন আপনারা?' এ সময় নেতা-কর্মীরা সমস্বরে 'হ্যা' ও 'অবশ্যই' বলে উত্তর দিলে সাজেদুর প্রশ্ন করেন, 'এখন কী মার খাওয়ার সময় আছে?' নেতা-কর্মীরা 'না' বলে জবাব দিলে তিনি বলেন, 'মার দেওয়ার সময় আছে। আমরা মারব ধানের শীষের মার্কা লিয়্যা যে কথা বলবে, তাঁর ওপর গজব হবে। কথাটা বুঝাতে পারছি?'

নেতা–কর্মীদের উদ্দেশে এই নেতা আরও বলেন, যেভাবে গাবতলী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান করেছেন, সেভাবেই পৌরসভার মেয়রও করা হবে। তাঁরা মেয়রে দাঁড়িয়েছেন, মেয়র নেবেন। কথা একটাই। তারেক জিয়া এখানে দাঁড়াল, না খালেদা জিয়া দাঁড়াল, সেটা দেখার বিষয় না। নেতা–কর্মীরা যদি তাঁর নির্দেশমতো কাজ করতে পারেন তাহলে মেয়র হবে। না হলে এই গাবতলীতে কোনো প্রতিনিধি (আ. লীগ থেকে) হওয়ার সুযোগ নেই। প্রথম আলো

ইসরায়েলে টিকা নিয়ে ১৩ জনের মুখমণ্ডল বিকৃত

ইসরায়েলে করোনার টিকা নেওয়ার পর অন্তত ১৩ জনের মৃদু ফেসিয়াল প্যারালাইসিস হয়েছে। টিকা নেওয়ার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে এমন হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, করোনার টিকা নেওয়ার পর এ ধরনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া পাওয়া ব্যক্তির সংখ্যা হয়তো আরও বেশি। খবর এএফপির।

এর ফলে ওইসব লোকদের করোনা টিকার দ্বিতীয় ডোজ দিতে বিশেষজ্ঞরা শঙ্কিত। যদিও দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় তাদের মুখমণ্ডল ঠিক হতে আবার করোনার টিকা দিতে চাইছে।

এক ব্যক্তি ইসরায়েলের সংবাদমাধ্যম ইয়নেটকে বলেন, অন্তত ২৮ ঘণ্টা আমার মুখমণ্ডল বিকৃত ছিল। তবে এরপর সেরে গেছে। নরওয়েতে ফাইজারের টিকা নেয়া ২৩ জনের মৃত্যুর ঘটনার পর নতুন করে আবারও শংকাজনক খবর এলো।

দামেস্কে ৯০ বছর বয়সে উসমানীয় সিংহাসনের শেষ উত্তরাধিকারীর ইন্তেকাল

অবলুপ্ত উসমানীয় খেলাফতের শেষ উত্তরাধিকারী শাহজাদা দুনদার আবদুল করিম ওসমানওলু ইন্তেকাল করেছেন। সোমবার রাতে সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে ৯০ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন বলে পরিবার এক বিবৃতিতে জানিয়েছে।

এ দিকে উসমানীয় পরিবারের সদস্য ওরহান ওসমানওলু এক টুইট বার্তায় জানান, 'আমাদের পরিবার ও উসমানীয় বংশের প্রধান, চাচা শাহজাদা দুনদার আবদুল করিম ওসমানওলু সিরিয়ার দামেস্কে ইন্তেকাল করেছেন।'

বিবৃতিতে তিনি মরহুমের জন্য সবার কাছে দোয়ার আবেদন জানান।

১৯২৪ সালে উসমানীয় খেলাফত ধ্বংস করে তুরস্ক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর দেশটি থেকে পুরো উসমানীয় রাজপরিবারকে নির্বাসন দেয়া হলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পরিবারের সদস্যরা ছড়িয়ে পড়েন। ১৯৩০ সালে সিরিয়ার দামেস্কে দুনদার ওসমানওলু জন্মগ্রহণ করেন এবং নির্বাসিত পরিবারের সাথে দামেস্কেই তিনি বসবাস করে আসছিলেন।

শাহজাদা দুনদার ওসমানওলু শাহজাদা মোহাম্মদ সেলিম এফেন্দির নাতি। শাহজাদা সেলিম এফেন্দি সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদের সন্তান। ১৯ শতকে উসমানীয় খেলাফত পতনের যুগে সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ খেলাফতকে নতুন করে পুনরুজ্জীবিত করে।

১৯২৪ সালে নির্বাসনের পর উসমানিয় বংশধররা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েন। ১৯৫২ সালে পরিবারের নারী সদস্যদের দেশে ফেরার অনুমতি দেয়া হয়। পরে ১৯৭৪ সালে পুরুষ সদস্যদেরও তুরস্কে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হয়।

সূত্র: ডেইলি সাবাহ

১৯শে জানুয়ারি, ২০২১

অবরুদ্ধ গাজায় ফের হামলা

গতকাল ভোরে ইজরাইলের সেনারা গাজা উপত্যকার রাফায় এলাকায় রকেট নিক্ষেপ করেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জায়নবাদী সন্ত্রাসীরা খান ইউনুস ও রাফার মধ্যবর্তী অঞ্চলের কৃষিজমি এবং খান ইউনুসের পূর্বাঞ্চলীয় আল-কারারাহ এলাকার কৃষিজমিতে এসকল রকেট নিক্ষেপ করেছে।

ইজরাইলের সেনাবাহিনীর এক মুখপাত্র দাবি করেছে যে, রাত আড়াইটার দিকে গাজা উপত্যকা থেকে দুটি রকেট আসুদুদ উপকূলীয় অঞ্চলে আঘাত হানে। তবে এতে কোনও হতাহত বা ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।

শনিবার, জায়নিস্ট বাহিনী খান ইউনুসের পূর্বাঞ্চলীয় আল-ফখারি অঞ্চলে কৃষিজমিতে গুলি চালায়।

দখলদার ইহুদিরা প্রতিদিন ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকার উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত ফার্মগুলিতে হামলা চালিয়ে ফিলিস্তিনি কৃষকদের ক্ষতি করছে।

অধিকার রক্ষার দাবিতে নির্মাণ শ্রমিকদের সমাবেশ

নির্মাণশ্রমিকদের বাসস্থান, পেশা ও স্বাস্থ্যগত সুবিধা এবং মজুরি বৃদ্ধিসহ ১২ দফা দাবিতে সমাবেশ করেছে ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন (ইনসাব)। আজ সোমবার রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে ইনসাব নির্মাণশ্রমিকদের দাবি দিবস উপলক্ষে মানববন্ধন ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, দেশে এবং প্রবাসীসহ ৮০ লাখ শ্রমিক নির্মাণ খাতে কাজ করেন। শ্রমিকদের বঞ্চনা দিন দিন বাড়ছে। মজুরি বৈষম্যের কারণে শ্রমিকেরা কষ্টকর জীবন কাটাচ্ছেন।

সমাবেশ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর বাজেটে অর্থ বরাদ্দ করে ১২ দফা দাবি জানানো হয়। দাবিগুলো হচ্ছে নির্মাণশ্রমিকদের বাসস্থান নিশ্চিত করা, উপযুক্ত কর্মপরিবেশ ও পেশাগত এবং স্বাস্থ্যগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, দুর্ঘটনায় নিহত শ্রমিকের পরিবারকে ১৫ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ, নারী নির্মাণশ্রমিকদের সমমজুরি, জেলা–উপজেলায় শ্রম আদালত স্থাপন, মাসে একবার শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের বোর্ড সভা, শিল্প স্বাস্থ্য কাউন্সিল গঠনে ইনসাবের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা, কর্মস্থলে শ্রমিকদের নিরাপত্তা, ঋণ ও প্রশিক্ষণ দিয়ে শ্রমিকদের বিদেশে কর্মসংস্থান, জেলা–উপজেলায় শ্রম নির্মাণ ছাউনি, রেজিস্টার খাতা রাখা এবং মজুরি বৃদ্ধি। প্রথম আলো

সশস্ত্র ট্রাম্প সমর্থকদের বিক্ষিপ্ত বিক্ষোভ

যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের অভিষেক সামনে রেখে দেশটির রাজ্যপরিষদগুলোর কাছে বিক্ষিপ্ত বিক্ষোভ হয়েছে। প্রতিবাদকারীদের কিছু অংশকে সশস্ত্রসহ ছোট ছোট দলে জড়ো হতে দেখা যায়।

রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসির ক্যাপিটলে সৃষ্ট দাঙ্গায় পাঁচজন নিহত হওয়ার ঘটনায় গতকাল রোববার রাজ্যপরিষদগুলো ঘিরে সশস্ত্র প্রতিবাদের ডাক দেয় প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কট্টর সমর্থকরা। এ নিয়ে তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছিল।

বিবিসির খবরে বলা হয়েছে, গতকাল রোববার টেক্সাস, ওরেগন, মিশিগান, ওহাইও ও অন্যান্য স্থানে রাজ্য ক্যাপিটল ভবন বা আইনপরিষদগুলোর সামনে বিক্ষোভ হয়। আমাদের সময়

ভ্যাকসিন নেওয়ার ২৪ ঘণ্টা পর স্বাস্থ্যকর্মীর মৃত্যু

ভারতে করোনা ভ্যাকসিন নেওয়ার ২৪ ঘণ্টা পর এক স্বাস্থ্যকর্মীর মৃত্যু হয়েছে। নিহত মহিপাল সিং (৪৬) দেশটির উত্তর প্রদেশের মোরাদাবাদ জেলার বাসিন্দা। গতকাল রোববার সন্ধ্যায় তার মৃত্যু হয় বলে আজ সোমবার এক খবরে জানিয়েছে দেশটির সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি।

মোরাদাবাদের প্রধান মেডিকেল কর্মকর্তা বলেন, 'তাকে শনিবার দুপুরে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়। রোববার দুপুরে তিনি বুকে চাপ বোধ করেন এবং শ্বাসকষ্ট অনুভব করেন। তার মৃত্যুর কারণ আমরা অনুসন্ধান করছি। পোস্টমর্টেম হয়েছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, তার মৃত্যু ভ্যাকসিনের কারণে হয়েছে বলে মনে হয়নি। তিনি শনিবার ডিউটি করেছেন, কোনো সমস্যাও ছিল না।'

মহিপাল সিংয়ের ছেলে বিশাল বলেন,' বাবা হয়তো আগে থেকেই খারাপ বোধ করছিলেন কিন্তু ভ্যাকসিন নেওয়ার পর থেকে তার অবস্থা বেশ খারাপ হয়ে যায়। বাবা দেড়টার দিকে ভ্যাকসিন সেন্টার থেকে বের হন। আমি তাকে বাসায় নিয়ে আসি। তার শ্বাসকষ্ট হচ্ছিলো এবং অনেক কাশছিলেন। তার কাশি ছিল, কিন্তু বাসায় ফেরার পর অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে যায়। '

উল্লেখ্য, ভারতব্যাপী করোনা ভ্যাকসিন দেওয়া শুরুর প্রাক্কালে দিল্লির ছয়টি সরকারি হাসপাতালের ৭০ শতাংশের বেশি স্বাস্থ্যকর্মী ভারতীয় কোম্পানি ভারত বায়োটেক উদ্ভাবিত ভ্যাকসিন নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। আর ভ্যাকসিন প্রয়োগের পর অন্তত ৫৬ জন স্বাস্থ্যকর্মী পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার অভিযোগ তুলেছেন। আমাদের সময়

এক যুবলীগকে কোপালো আরেক যুবলীগ

মৌলভীবাজারের কুলাউড়া উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক ময়নুল ইসলামকে (৪০) কুপিয়েছে একই সংগঠনের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কামরুল হাসান বখস। গত রোববার রাতে জেলা যুবলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি বিকাশ ভৌমিক ও সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ রেজাউর রহমান স্বাক্ষরিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়।

স্থানীয় সূত্র জানায়, ১৬ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত কুলাউড়া পৌরসভার নির্বাচনে মেয়র পদে আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থীর পক্ষে কাজ করা না–করা নিয়ে ময়নুল ও কামরুলের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। এর জের ধরে

গতকাল বেলা ১১টার দিকে কুলাউড়া পৌর শহরের উছলাপাড়া এলাকায় কামরুলের নেতৃত্বে তাঁর সহযোগীরা প্রথমে ময়নুলদের মালিকানাধীন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে গিয়ে হামলা চালান।

এ সময় ওই প্রতিষ্ঠান থেকে তাঁরা নগদ প্রায় ১৫ লাখ টাকা লুট করে নেন। বাধা দিলে তাঁরা ময়নুলকে ধাওয়া করেন। আত্মরক্ষার্থে তিনি পাশের একটি দোকানে আশ্রয় নিলে সেখানে তাঁর ওপর হামলা চালানো হয়। তাঁর শরীরের আটটি স্থানে ধারালো অস্ত্রের কোপ লাগে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে প্রথমে কুলাউড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ভর্তি করা হয়। অবস্থার অবনতি ঘটায় পরে সিলেটের ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

এ ব্যাপারে ময়নুলের বড় ভাই আমিনুল ইসলাম বাদী হয়ে কামরুলসহ সাতজনের নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাতনামা আরও পাঁচ থেকে ছয়জনকে আসামি করে কুলাউড়া থানায় মামলা করেন। এজাহারে বলা হয়, কামরুল হাসান বখস নির্বাচনে পরাজিত স্বতন্ত্র প্রার্থী শাজান মিয়ার পক্ষে ছিলেন। এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে ময়নুলের বিরোধের সৃষ্টি হয়।

অভিযোগ সম্পর্কে বক্তব্য জানতে গতকাল বিকেলে মুঠোফোনে যোগাযোগ করলে কামরুল হাসান বখস দাবি করেন, পৌরসভা নির্বাচনে তিনি আওয়ামী লীগ প্রার্থীর পক্ষে ছিলেন। ময়নুলসহ তাঁর পরিবারের সদস্যরা নির্বাচনের দুই দিন আগে থেকে দলের 'বিদ্রোহী' প্রার্থী বর্তমান মেয়র শফি আলমের পক্ষে কাজ শুরু করেন। গতকাল সকালে তিনিসহ আরও কয়েকজন উছলাপাড়া এলাকায় ময়নুলদের দোকানের সামনে যান। এ সময় তাঁদের লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছোড়া শুরু হয়। তাঁরাও পাল্টা ইটপাটকেল ছোড়েন। এ সময় ইটের আঘাতে মইনুলের মাথা ফেটে যায়।

নেদারল্যান্ডসে ভ্যাকসিন বিরোধী বিক্ষোভ, পুলিশের সাথে সংঘর্ষ ও গ্রেফতার

লকডাউন ও ভ্যাকসিন-বিরোধীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ ঘটেছে নেদারল্যান্ডসের আমস্টারডামে। বিক্ষোভ সামাল দিতে এই শীতেও জলকামান ব্যবহার পুলিশের।

করোনা-লকডাউন ও ভ্যাকসিনেরবিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে হাজার হাজার বিক্ষোভকারী জমায়েত হয়েছিলেন আমস্টারডামে। ভ্যান গখ মিউজিয়ামের সামনের চত্বরে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন তারা। অনেকের হাতে ধরা পোস্টারে লেখা ছিল, 'কোভিড ভ্যাকসিন= বিষ'। সরকার যে করোনা ঠেকাতে কড়া লকডাউন চালু করেছে, তারও প্রতিবাদ জানাচ্ছিলেন তারা।

বিক্ষোভকারীরা সামাজিক দূরত্ব রাখেননি। তাঁদের মুখে মাস্কও ছিল না।

পুলিশ এই বিক্ষোভের অনুমতি দেয়নি। অনুমতি না থাকা সত্ত্বেও হাজার হাজার মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিক্ষোভ মিছিলে অংশগ্রহণ করেন।

স্থানীয় সংবাদপত্রের খবর, বিক্ষোভকারীরা জমায়েত হলে পুলিশ তাদের বাধাদান করে। ফলে বিক্ষোভকারীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে পাথর মারতে থাকে। বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে জলকামান চালানো হয়। এবং বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে।

এপি, রয়টার্স

শ্রীলঙ্কা | দু'মাস বয়সী মুসলিম শিশুর লাশ জোর করে পুড়িয়ে দেয়ার হৃদয় বিদারক কাহিনী

এটি দুই মাস বয়সী শিশু মুহাম্মদের গল্প - শ্রীলঙ্কান প্রশাসন শিশুটির মৃত দেহ জোর করে পুড়িয়ে দিয়েছে। গত বছর ৩০ অক্টোবর শিশুটির জন্ম। দিনটি মিলাদ-উন-নবী (মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মদিন) হওয়ায় পিতা-মাতা আদর করে নবীজির নামেই নামকরণ করেন।

শিশুটির পিতা নিয়াস জানান, শিশু মুহাম্মদ তাঁর দ্বিতীয় সন্তান। নয় বছর পরে তাঁর জন্ম হয়েছিল। তাঁর স্ত্রী শিহানা ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপের কারণে গর্ভাবস্থায় খুব অসুস্থ ছিলেন।

জন্মের পর থেকেই শিশুটি শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় ভুগছিল। গত দু'মাস ধরে কলম্বোর লেডি রিজওয়ে হাসপাতাল এবং গ্যালির কারাপিতিয়া হাসপাতালে চিকিৎসা করাচ্ছিলেন।

একই সময়ে শিশুটির মা শিহানা উচ্চ রক্তচাপের কারণে ২৫ ডিসেম্বর মাতারা হাসপাতালে ভর্তি হোন। হাসপাতাল থেকে ফেরার পর তারা জানতে পারেন যে, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সকল রোগীদের করোনা পরিক্ষা করিয়েছিলেন। পরিক্ষায় শিহানার করোনা পজিটিভ এসেছে। যদিও তারা পরীক্ষার ফলাফল হাতে পাননি। তাই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ শিহানাকে পরিবার থেকে আলাদা থাকতে পূণরায় হাসপাতালে নিয়ে যায়।

গত ১৩ জানুয়ারি সন্ধ্যায় শিশু মুহাম্মদের পেটের সমস্যায় অসুস্থ হলে ১৪ জানুয়ারি সকালে শিশুটিকে উলিগামার একটি হাসপাতালে নেয়া হয়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ শিশুটিকে মাতারা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে। এবং নিয়াসকে পৃথক অবস্থায় বাড়িতে থাকতে বলা হয়।

এদিন দুপুর ২ টার দিকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ নিয়াসকে ফোনে জানায় যে, তাঁর বাচ্চা মারা গেছেন। শিশুটি করোনায় মারা গেছেন বলে জানানো হয়। কিন্তু কোন প্রকার রেফারেন্স জানানো হয়নি। তিনি কোয়ারেন্টিনে থাকার কারণে তাঁর আত্মীয়স্বজনদের হাসপাতালে যেতে বলেছিলেন।

তার স্বজনরা হাসপাতাল থেকে ফিরে জানায় যে, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ মৃত শিশুটির পিসিআর পরীক্ষা করেছে। পরীক্ষায় করোনা নেগেটিভ এসেছে। তবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ পরীক্ষাটি গ্যালির একটি হাসপাতালে যাচাইয়ের জন্য পাঠিয়েছে।

কয়েক ঘন্টা পরে, তার স্বজনরা হাসপাতাল থেকে ফিরে জানায় যে গ্যালিতে যে পিসিআর পরীক্ষা পাঠানো হয়েছিল সেটিতে করোনা পজিটিভ দেখানো হয়েছে ।

স্বজনেরা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে পূণরায় পিসিআর করতে বলেছিলেন। কর্তৃপক্ষ আশ্বাস দিয়েছিল যে শিগগিরই আরও একটি পরীক্ষা করা হবে।

কিন্তু, সন্ধ্যা সাড়ে ৪টার দিকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ শিশুটির মা-বাবা বা আত্নীয় স্বজন কাউকে কোন কিছু না জানিয়েই এম্বুলেন্সে লাশ তুলে দেয়। সেই সময় স্বজনরা হাসপাতালেই ছিলেন। তারা লাশকে এম্বুলেন্সে তুলতে নিষেধ করেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ নিষেধ অমান্য করে শিশুর লাশ শ্মশানে নিয়ে যায়।

স্বজনরা শ্মশানে প্রশাসন কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেন যে লাশটিকে পূণরায় পিসিআর পরীক্ষা করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। এবং শিশুটি মুসলিম বিধায় লাশটি পুড়ানোর জন্য তার পরিবারের পক্ষ থেকে কোন অনুমতি নেই। উপস্থিত কর্তৃপক্ষ স্বজনদের কথায় পাত্তা না দিয়ে লাশটি পুড়ানোর জন্য প্রস্তুতি নেয়।।

উপস্থিত স্বজনরা মরিয়া হয়ে আর্জি জানায় শিশুটিকে যে অন্তত জানাযার নামাজটুকু আদায় করতে দেন। শেষপর্যন্ত স্বজনরা তড়িঘড়ি করে জানাযার নামাজ আদায় করেন। এর পর লাশটিকে পুড়িয়ে দেয় ছাই করে দেয়া হয়।

নিয়াস গভীর দুঃখের সাতে জানায়, তিনি এবং তাঁর কন্যা করোনা নেগেটিভ থাকলে তাঁর শিশু কীভাবে করোনায় পজিটিভ হতে পারে । তদুপরি, হাসপাতালের পিসিআর ফলাফল কীভাবে প্রথমে নেগেটিভ এবং পরে পজিটিভ আসে এটি নিয়ে প্রশ্ন তুলেন তিনি। কেন হাসপাতাল আশ্বাস দিয়েছিল যে তারা আরও একটি পিসিআর করবে।

উপরন্তু মুসলিম শিশুকে ইসলামি নিয়ম নীতির পরোয়া না করে জোর করে শ্মশানে নিয়ে পুড়িয়ে দেয়ায় তিনি অত্যন্ত মর্মাহত।

তার স্ত্রী এখনও জানেন না যে তাঁর ছেলের কী হয়েছে। তাঁর বাচ্চা মারা গিয়েছে বা তার সন্তানের লাশ দাফন করা হয়েছে কিনা?

সূত্র : ডকুমেন্টিং অপরেশন এগিনেস্ট মুসলিম।

আল-আকসার কুব্বাতুস সাখরাহ মসজিদ ভেঙ্গে ফেলার পরিকল্পনা ইহুদিদের

ফিলিস্তিনের পবিত্র মসজিদুল আকসার পার্শ্ববর্তী ঐতিহাসিক ডোম অফ দা রক খ্যাত কুব্বাতুস সাখরাহ মসজিদ ভেঙ্গে ফেলার ঘোষণা দিয়েছে দখলদার ইহুদি সন্ত্রাসীরা।

গত ১৫ জানুয়ারি পবিত্র আল আকসার পরিচালক শাইখ ওমর আল কিসওয়ানী এই বিষয়ে একটি বিবৃতি দেন।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, ফিলিস্তিনে অবৈধ বসতি স্থাপনকারী ইহুদিবাদীরা ডোম অফ দা রক খ্যাত কুব্বাতুস সাখরাহ ধ্বংসের ডাক দিয়েছে। অপরদিকে ইহুদিবাদী ইসরায়েলের কর্তৃপক্ষও তাদের সাথে তাল মিলিয়ে ডোম অফ দা রক খ্যাত কুব্বাতুস সাখরাহ'র মাপঝোঁক করে যায়!

মসজিদুল আকসা এবং কুব্বাতুস সাখরাহ'র (রক অফ দা ডোম) ভিতরে ইহুদিবাদী সন্ত্রাসীদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইল যা কিছু করে গেছে, তাকে শাইখ ওমর আল কিসওয়ানী ইহুদিবাদীদের ভয়ংকর পদক্ষেপ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

এই বিষয়ে কিসওয়ানীর কাছে ব্যাখ্যা চাওয়া হলে ফিলিস্তিনের আল কুদস রেডিওকে তিনি বলেন, আমরা চরম উৎকণ্ঠার সাথে মসজিদুল আকসার ভিতরে ইহুদিবাদী ইসরাইলের এধরণের আচরণ পর্যবেক্ষণ করেছি। এই মাপঝোঁকের পিছনে কি কারণ থাকতে পারে, আমরা সত্যিই তা জানি না। তবে আমাদের বিশ্বাস, কোনো বিদেশি প্রতিষ্ঠানের জন্য হয়তোবা মাপঝোঁক করে দিয়েছে তারা।

এছাড়াও আল কিসওয়ানী বলেন, করোনা অজুহাতে ফিলিস্তিনিদের উপর কঠোর নিয়মনীতি চাপিয়ে দেওয়া সহ ইহুদিবাদী ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনে অবৈধ বসতি স্থাপনাকারী ইহুদিবাদী সংস্থাগুলো আল আকসা মসজিদ নিয়ন্ত্রণকারী আওকাফ মন্ত্রণালয়ের ক্ষমতা খর্ব করতে কাজ করে যাচ্ছে।

তাছাড়া, মসজিদুল আকসা দায়ভার শুধুমাত্র ফিলিস্তিনি কিংবা জর্ডানিদের ঘাড়ে নয়, বরং বিশ্বের সকল মুসলিমের ঘাড়ে এর দায়দায়িত্ব রয়েছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

এসময়, বিশ্বের সকল মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতি উদ্দেশ্য করে আল কিসওয়ানী বলেন, পবিত্র মসজিদুল আকাসার জুডাইজেশন বা ইহুদিকরণ ঠেকাতে মুসলিম বিশ্বকে এখনই সম্মিলিতভাবে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

সূত্র: মিডল ইস্ট মনিটর

'লাভ জিহাদ' আইনের আড়ালে ভারতে মুসলমানদের হয়রানি করা হচ্ছে: আরশাদ মাদানি

উত্তর প্রদেশের সীতাপুর থেকে লাভ জিহাদের নামে গ্রেপ্তার হওয়া দুই নারীসহ দশ অভিযুক্তকে মামলা থেকে অব্যাহতি দেয়ার দাবি জানিয়েছে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ।

এক বিজ্ঞপ্তিতে জমিয়ত উলামায়ে হিন্দ অভিযোগ করেছে, ভারত সরকার লাভ জিহাদের নামে মুসলমানদের হয়রানি করছে । সরকারের এই বৈষম্যমূলক ও নিষ্ঠুর আচরণের বিরুদ্ধে জামায়াত ওলামা-ই-হিন্দ এখন আইনী লড়াই শুরু করেছে।

আবেদনের শুনানি মঙ্গলবার বা বুধবার হওয়ার কথা রয়েছে। জমিয়তে ওলামা মহারাষ্ট্র আইনী সহায়তা কমিটির প্রধান গুলজার আজমি বলেছেন যে আসামির পরিবার মাওলানা ওয়াকিল আহমদ কাসেমীর মাধ্যমে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সভাপতি মাওলানা সৈয়দ আরশাদ মাদানীর কাছ থেকে আইনী সহায়তা চেয়েছিল। আসামিদের মুক্তির জন্য হাইকোর্টে যোগাযোগ করা হয়েছে এবং আসামির মুক্তির জন্য একটি আবেদন করা হয়েছে। এডভোকেট আরিফ আলী, অ্যাডভোকেট মুজাহিদ আহমেদ, অ্যাডভোকেট ফুরকান খান দায়ের করা পিটিশনে বলা হয়েছে যে ইউপি সরকার ক্ষমতার অপব্যবহার করছে।

আবেদনে আরও অভিযোগ করা হয়েছে যে, উত্তর প্রদেশ পুলিশ মুসলমানদের হয়রানি করছে এবং লাভ জিহাদ নিষিদ্ধকারী আইন অবলম্বন করে তাদেরকে কারাগারে ঠেলে দিচ্ছে। এর সবচেয়ে খারাপ উদাহরণটি হল, মামলার মুসলিম ছেলের বাবা-মা এবং নিকটাত্মীয়দের এই মামলার সাথে কোনও সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মুসলমান ছেলে এবং হিন্দু মেয়েটি তাদের নিজস্ব ইচ্ছায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে এবং তারা এই মুহূর্তে কোথায় তা কেউ জানে না। কিন্তু মেয়ের বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে স্থানীয় পুলিশ দুই মহিলা সহ দশ জনকে গ্রেপ্তার করেছে।

গুলজার আজমী আরও বলেছিলেন যে লখনৌ হাইকোর্টে শুনানির জন্য প্রবীণ আইনজীবীদের সেবা চাওয়া হবে, কারণ ইলাহাবাদ হাইকোর্ট সম্প্রতি রায় দিয়েছিলেন যে প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে-মেয়েদের তাদের পছন্দমতো বিবাহ এবং ধর্ম নির্বাচন করা উচিত। এটি করার সাংবিধানিক অধিকার থাকা সত্ত্বেও, ইউপি সরকার প্রতিনিয়ত লাভ জিহাদের নামে মুসলমানদের টার্গেট এবং হেনস্থা করছে।

খোরাসান | ৭৩ সরকারি কর্মকর্তার তালেবানের কাছে আত্মসমর্পণ

কাবুল প্রশাসনের ৭৩ সেনা সদস্য বালখের বিভিন্ন জেলা থেকে তালেবান মুজাহিদদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

তালেবানের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ এক বিবৃতিতে বলেছেন যে, আফগানিস্তানের বলখ প্রদেশের ৬টি অঞ্চল থেকে কাবুল প্রশাসনের ৭৩ সেনা সদস্য নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে কাবুল সরকারের সামরিক পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন এবং তাওবার মাধ্যমে ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদদের কাছে এসে সেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করেছে।

ইমারতে ইসলামিয়ার দাওয়াহ্ ও আমন্ত্রণ বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত মুজাহিদগণ আত্মসমর্পণকারী সৈন্যদের আন্তরিকভাবে স্বাগত জানিয়েছেন।

আফগানিস্তানের তখর ও কান্দাহার প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শতাধিক সরকারী কর্মকর্তার তালেবানে যোগদানের একদিন পরে এই ঘটনা ঘটলো।

পাকিস্তান | মুজাহিদদের হামলায় ১০ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য নিহত

পাকিস্তানের উত্তর ওয়াজিরিস্তানে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর একটি গাড়িতে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এতে কমপক্ষে ১০ মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

বিস্তারিত রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ১৮ জানুয়ারি সোমবার, ওয়াজিরিস্তানের খাইসুর সীমান্তের তারকাই এলাকায় পাকিস্তানী মুরতাদ সেনাবাহিনীর একটি গাড়ি লক্ষ্যবস্তু করে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছিল। বোমা বিস্ফোরণে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর গাড়িটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়, এসময় গাড়িতে থাকা কমপক্ষে ১০ সৈন্য নিহত ও আহত হয়।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী (হা.) ঘটনার দায় স্বীকার করেছেন।

এদিকে পাক সংবাদ সংস্থাগুলোর তথ্যমতে, এদিন উত্তর ওয়াজিরিস্তানের নার্গোসা এবং দাতা-খাইল সীমান্তেও পাকিস্তানি মুরতাদ সেনাবাহিনী ও তালেবানদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এসময় টিটিপি পাক মুরতাদ বাহিনীর নতুন নির্মিত একটি পুলিশ পোস্ট বোমা মেরে উড়িয়ে দেন। যার ফলে বেশ কিছু মুরতাদ সেনা সদস্য নিহত হয়। তবে এখন পর্যন্ত টিটিপি এদুটি সংঘর্ষের দায় স্বীকার করেনি।

সোমালিয়া | মুজাহিদদের হামলায় ৭ মুরতাদ সৈন্য হতাহত

সোমালিয়ায় দেশটির মুরতাদ বাহিনীর অবস্থানে হামলা চালিয়েছে আশ-শাবাব, এতে ৪ সৈন্য নিহত এবং ৩ সৈন্য আহত হয়েছে।

বিস্তারিত রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ১৮ জানুয়ারি সোমবার, দক্ষিণ সোমালিয়ার শাবেলী সুফলা রাজ্যের ওনলাউইন শহরে দেশটির মুরতাদ সরকারি বাহিনীর অবস্থানে সফল বোমা হামলা চালানো হয়েছে। যার ফলে দেশটির ৪ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং আরো ৩ মুরতাদ সৈন্য আহত হয়েছে।

অপরদিকে সোমালিয়ার যুবা রাজ্যের কাসমায়ো শহরে অবস্থিত ক্রুসেডার কেনিয়ান বাহিনী ও সোমালীয় মুরতাদ বাহিনীর ২টি ঘাঁটিতেও পৃথক হামলা চালানো হয়েছে। যার ফলে ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনীর জান-মালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন উভয় হামলার দায় স্বীকার করেছে।

পাকিস্তান | টিটিপির স্নাইপার হামলায় ২ মুরতাদ সৈন্য নিহত

পাকিস্তানের মাহমান্দ এজেন্সিতে পৃথক দুটি স্নাইপার হামলার ঘটনায় পাকিস্তানী মুরতাদ সেনাবাহিনীর দুই সৈন্য নিহত হয়েছেন।

সূত্রমতে, মাহমান্দ এজেন্সির বাইজাই সীমান্তের তোড়খেল গ্রামে অবস্থিত পাক মুরতাদ বাহিনীর একটি চেকপোস্টে দায়িত্বরত মুরতাদ সৈন্যদের টার্গেট করে অজানা দিক থেকে স্নাইপার হামলা চালানো হয়। যার ফলে ঘটনাস্থলেই এক মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়।

একই এলাকায় অপর এক সৈন্যকেও টার্গেট করে স্নাইপার হামলা চালানো হয়েছে, যখন ঐ সেনা সদস্য খচ্চরে করে পোস্টের দিকে সরঞ্জামাদি সরবরাহ করে যাচ্ছিল। এসময় স্নাইপার হামলায় এই সৈন্যও নিহত হয়।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী (হাফিজাহুল্লাহ্) উভয় ঘটনার দায় স্বীকার করেছেন।

https://ibb.co/djcKPsx

১৮ই জানুয়ারি, ২০২১

এমপি আসবে’বলে বন্ধ সেতু, এক ঘণ্টা যন্ত্রণায় কাতরাল দগ্ধ শিশু

স্থানীয় সংসদ সদস্য (এমপি) একটি মতবিনিময় সভায় অংশ নিতে চট্টগ্রাম নগর থেকে বোয়ালখালীতে আসবে। তাই কালুরঘাট সেতুতে প্রায় এক ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ রাখা হয়। এ সময় সেতুর পূর্ব পাড়ে আটকা পড়ে উপজেলা সদরের মীর পাড়ার এনামুল হক। কোলে তখন যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিল তার ছয় বছরের দগ্ধ কন্যা। অটোরিকশায় বসে দগ্ধ মেয়েকে কোলে নিয়ে তাকে এক ঘণ্টারও বেশি সময় কাটাতে হয়। এ সময় আকুতি-মিনতি করেও ‘কর্তাদের’ মন গলাতে পারেননি তিনি; মেলেনি সেতু পার হওয়ার অনুমতি।

রোববার (১৭ জানুয়ারি) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে এ ঘটনার সাক্ষী হন সেতু পারাপারে অপেক্ষায় থাকা হাজারও মানুষ।

প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয়রা জানান, রোববার সকাল ১০টার দিকে উপজেলা সদরের মীর পাড়ার এনামুল হকের শিশুকন্যা তানজিলা হকের শরীর ঘরে হাড়িতে রাখা গরম পানিতে ঝলসে যায়। দ্রুত উপজেলা স্বাস্থ্য

কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে নেয়ার পরামর্শ দেন। তখন সিএনজিচালিত অটোরিকশায় নগরের চমেক হাসপাতালের উদ্দেশ্যে শিশুটিকে নিয়ে রওনা দেন স্বজনরা। কিন্তু ততক্ষণে চট্টগ্রাম-৮ (বোয়ালখালী) আসনের এমপি মোসলেম উদ্দিন আসার খবরে সেতুতে যান চলাচল বন্ধ করে দেয়া হয়। তখন বেলা প্রায় সাড়ে ১০টা।

কালুরঘাট সেতু পার হওয়ার জন্য টোল অফিসের সামনে দগ্ধ শিশুটিকে নিয়ে অটোরিকশাটি দাঁড়িয়ে ছিল। যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকা শিশুকে কোলে নিয়ে অসহায় হয়ে পড়েন স্বজনরা। এভাবে এক ঘণ্টারও বেশি সময় কেটে যায়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা আরও জানান, রোববার সকালে প্রতিদিনের মতোই সেতুর পশ্চিম পাড়ে পারাপারের জন্য অপেক্ষায় থাকা দীর্ঘ যানজট স্থায়ী হয় প্রায় এক ঘণ্টা। এরপর পূর্ব পাড় থেকে গাড়ি ওঠার মুহূর্তে আবারও সেতু বন্ধ করে দেয় টোল কর্তৃপক্ষ। ওই সময় গাড়ি পারাপার বন্ধের কারণ জানতে চাইলে 'এমপি পার হবেন' বলে জানান টোল অফিসে দায়িত্বরত কর্মকর্তা। এদিকে যন্ত্রণায় কাতর সিএনজিতে থাকা তানজিলার চিৎকার ও মা-বাবার আহাজারিতে উপস্থিত জনতার মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়। পরে এমপি মোসলেম উদ্দিন ১১টা ৪৫ মিনিটে বোয়ালখালী থানা পুলিশের প্রটোকলে পার হলে পূর্ব পাড় থেকে সেতু চালু হয়।

জানা গেছে, এমপি মোসলেম উদ্দিন আহমদ বেলা ১১টা ৪৫ মিনিটে সেতু পার হয়ে ১২টার দিকে উপজেলা সদরে উপজেলা কৃষি অধিদফতর আয়োজিত বোরো আবাদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে জনপ্রতিনিধি, স্কিম ম্যানেজার ও কৃষকদের অংশগ্রহণে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশ নেয়।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে টোল অফিসে কর্মরত ম্যানেজার নিজাম উদ্দীন জানান, তিনি সকালের শিফটে দায়িত্বে ছিলেন না। তাই এ বিষয়ে কিছু জানেন না। তবে সকালের দায়িত্বে থাকা ম্যানেজার নুর উদ্দীন তাকে জানান, বোয়ালখালী থানা পুলিশ পরিচয় দিয়ে 'এমপি পার হবেন' জানিয়ে সেতু বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল।

থানার সেকেন্ড অফিসার মো. জাহাঙ্গীর আল আমান বিষয়টি অস্বীকার বলেন, 'এমপি স্যারের সাথে থাকা লোকজনরাই সেতু বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয়।

জাগো নিউজ

কাশ্মীরে ২০ লক্ষ টাকা পুরস্কার পাওয়ার জন্য 'জঙ্গি' তকমা দিয়ে খুন

দক্ষিণ কাশ্মীরের শোপিয়ানে আমশিপোরায় ভুয়া অভিযান চালিয়ে নিরপরাধ তিন যুবককে খুন করেছে মালাউন সেনা অফিসার ক্যাপ্টেন ভূপেন্দ্র সিংহ।

শোপিয়ানের আদালতে পেশ করা চার্জশিটে জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ জানিয়েছে, ২০ লক্ষ টাকা নগদ পুরস্কার পাওয়ার জন্যই তিন যুবককে 'জঙ্গি' তকমা দিয়ে খুন করে ভূপেন্দ্র। সেই ষড়যন্ত্রে দুই স্থানীয় বাসিন্দাও শামিল ছিল।

উল্লেখ্য, জম্মু- কাশ্মীরে মালাউন বাহিনী 'জঙ্গি' তকমা দিয়ে ভুয়ো অভিযান চালিয়ে অনেক মুসলিম যুবকদের হত্যা করছে। এই তিন যুবককের ক্ষেত্রেও 'জঙ্গি' হিসেবে চালিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু পরে সবকিছু প্রকাশ হয়ে যায়।

যদিও চাপের মুখে এখন সেনা বাহিনীর মুখপাত্র কর্নেল রাজেশ কালিয়া বলছে সংঘাতের পরিস্থিতি বা অন্য কোথাও মোতায়েন সেনাদের নগদ পুরস্কার দেওয়ার কোনও ব্যবস্থা নেই।

বাৎসরিক ইনফোগ্রাফি | টিটিপির হামলায় পাক মুরতাদ বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতির পরিসংখ্যান

পাকিস্তানভিত্তিক অন্যতম জিহাদি সংগঠন তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের (টিটিপি) জানবায মুজাহিদিন গত ২০২০ ঈসায়ী পাকিস্তানজুড়ে মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রায় ১৭৭টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন। এতে হতাহত হয়েছে পাকিস্তানের মুরতাদ সামরিক বাহিনীর প্রায় ৪১৯ সদস্য।

বিস্তারিত জানতে দেখুন বাৎসরিক ইনফোগ্রাফি-

https://alfirdaws.org/2021/01/18/46184/

ভারতে টিকা নেয়ার পর ২ দিনে সাড়ে ৪০০ জনের শরীরে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া

ভারতে করোনার টিকা নেয়ার পর ৪৪৭ জনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে বলে জানিয়েছে ভারতীয় পত্রিকা আনন্দবাজার। শনিবার দেশটিতে কোভিড টিকাদানের কর্মসূচি হয়।

রবিবার দেশটির কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানায়, দুই দিনে টিকা দেওয়ার পর সাড়ে চার শ'র মানুষের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। দিল্লিতে টিকা নিয়ে এক ব্যক্তি গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে।

রবিবার সন্ধ্যায় দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ভারতে টিকা পেয়েছে প্রায় ২ লাখ ২৪ হাজার মানুষ। অন্ধ্রপ্রদেশ, অরুণাচল প্রদেশ, কর্ণাটক, কেরল, মণিপুর এবং তামিলনাড়ুতে শনিবার টিকার ডোজ দেওয়া হয়।

তারা জানায়, তবে দু'দিনে এখন পর্যন্ত মোট ৪৪৭ জনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার রিপোর্ট সরকারিভাবে নথিবদ্ধ হয়েছে। তার মধ্যে ৫১ জনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হয়েছে দিল্লিতে। দিল্লির হাসপাতালের নিরাপত্তারক্ষী (২২) এক যুবককে গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে ভর্তি করা হয়েছে।

রবিবার দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, টিকা নেয়ার পর কোনোরকম শারীরিক সমস্যা দেখা দিলে তার মোকাবিলা কীভাবে করা হবে, তা নিয়ে নির্দিষ্ট গাইডলাইন রয়েছে। সেই অনুযায়ী চিকিৎসক নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

তারা জানায়, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার মধ্যে যে সব উপসর্গ দেখা দিয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে টিকা নেয়ার জায়গায় সামান্য ফুলে যাওয়া, সামান্য ঘুম ঘুম ভাব অথবা অ্যালার্জির প্রবণতা। ৪৪৭ জনের মধ্যে তিনজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। তাদের মধ্যে আবার দু'জনকে দিল্লির এইমস ও রেলওয়ে হাসপাতাল থেকে চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। অন্যজন হাসপাতালে পর্যবেক্ষণে রয়েছেন।

অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকার তৈরি টিকা 'কোভিশিল্ড' ভারতে উৎপাদন করে সিরাম ইনস্টিটিউট। ভারতীয় সংস্থা তৈরি করেছে 'কোভ্যাক্সিন'। এ দুই টিকাকেই জরুরি ভিত্তিতে ব্যবহারের অনুমোদন দিয়েছে ভারত।

---

৪ দফা দাবিতে পলিটেকনিক শিক্ষার্থীদের শাহবাগে অবস্থান

অতিরিক্ত ফি প্রত্যাহার করাসহ চার দফা দাবিতে রাজধানীর শাহবাগে অবস্থান করছেন পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের শিক্ষার্থীরা।

সোমবার সকালে জাতীয় জাদুঘরের সামনে এ কর্মসূচি শুরু হয়।

শিক্ষার্থীদের চার দফা দাবির মধ্যে রয়েছে- সব ধরনের অতিরিক্ত ফি প্রত্যাহার, বেসরকারি পলিটেকনিকের সেমিস্টার ফি প্রত্যাহার, সেশনজট নিরসন, প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম ও সপ্তম পর্বের ক্লাস চালু করে শর্ট সিলেবাসে পরীক্ষা নেওয়া এবং ২০২১ সালের মধ্যে ডুয়েটসহ অন্যান্য প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন বৃদ্ধি করা।

আবু রাইহান নামের এক শিক্ষার্থী বলেন, করোনা মহামারীর মধ্যে অনেক শিক্ষার্থী আর্থিক সমস্যায় আছেন। কিন্তু অধিকাংশ বেসরকারি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটগুলো সেটি বিবেচনা করছে না। বরং তারা অতিরিক্ত ফি আদায় করছে।

নারী-শিশুসহ সড়কে ১৩ জনের প্রাণহানি

রাজধানীর গুলশানে পথচারী, বগুড়ায় ট্রাকচালকসহ ২ জন, পাবনার চাটমোহর ও খুলনায় ২ বৃদ্ধ, চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর ও চট্টগ্রামের মীলসরাইয়ে ২ জন, সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় নারী, শেরপুরে ছেলে, ঢাকার আশুলিয়ায় পথচারী ও ডেমরায় নারী, নীলফামারীর কিশোরগঞ্জে গৃহবধূ, নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন।

রাজধানীতে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় আহত হয়েছেন পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের সদস্য (সিনিয়র সচিব) ও একুশে পদকপ্রাপ্ত অর্থনীতিবিদ ড. শামসুল আলম।

রাজধানী : গুলশানে পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় নিহত পথচারী সাইফুল ইসলাম চট্টগ্রামের সন্দ্বীপ উপজেলার মুছাপুর গ্রামের নুরুল হকের ছেলে। বাড্ডা প্রগতি সরণি সুবাস্তু নজরভ্যালি শপিংমলের সামনে রোববার ভোরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতের বড় ভাই মোস্তফা জানান, সাইফুল রমনায় একটি মাংসের দোকানে কাজ করতেন। অপরদিকে শনিবার সন্ধ্যায় জগিং শেষে বাসায় ফেরার সময় সংসদ ভবন ও চন্দ্রিমা উদ্যানের মাঝের সড়কে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় আহত হয়েছেন পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের সদস্য (সিনিয়র সচিব) এবং একুশে পদকপ্রাপ্ত অর্থনীতিবিদ ড. শামসুল আলম।

বগুড়া ও শেরপুর : বগুড়ায় মহাসড়কে ট্রাক উল্টে নিহত চালক রাসেল দিনাজপুর সদরের সিংড়ি এলাকার খোকন আলীর ছেলে। শহরতলির বাঘোপাড়া এলাকায় রোববার দুপুরে ঢাকা-রংপুর মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। অপরদিকে ঢাকা-বগুড়া মহাসড়কের শেরপুরের কাঁঠালতলা এলাকায় ট্রাকের পেছনে পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় আব্দুল খালেক নামের এক যুবক নিহত হন।

চাটমোহর (পাবনা) : চাটমোহরে সিএনজি অটোরিকশার ধাক্কায় নিহত আনোয়ার হোসেন ফেলা মূলগ্রাম ইউনিয়নের চকউথূলী গ্রামের বাসিন্দা। পাবনা-টেবুনিয়া সড়কের রেলবাজার মোহাম্মদপুর কওমি মাদ্রাসা এলাকায় শনিবার রাতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। তিনজন আহত হন।

গোমস্তাপুর (চাঁপাইনবাবগঞ্জ) : গোমস্তাপুরে ট্রলির সঙ্গে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে ২ জন নিহত হয়েছেন। তারা হলেন উপজেলার বোয়ালিয়া ইউনিয়নের কাঞ্চনতলা গ্রামের রবিউল ইসলামের ছেলে বাদশা ও মোটরসাইকেল চালক রাধানগর ইউনিয়নের কায়েমপুর গ্রামের আলতাসউদ্দিনের ছেলে সোহেল। রহনপুর-যাতাহারা সড়কের ডোবারমোড়ে রোববার দুপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে তিনজন আহত হন।

উল্লাপাড়া (সিরাজগঞ্জ) : উল্লাপাড়ায় প্রাইভেট কারচাপায় নিহত বেজারী রানী উপজেলার রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নের উত্তর কালিকাপুর গ্রামের মৃত কমল কুমারের স্ত্রী। নলকা-বনপাড়া মহাসড়কের দবিরগঞ্জ বাজারে রোববার দুপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

শেরপুর : শেরপুরের নকলা উপজেলায় ট্রলির ধাক্কায় নিহত তানভির সদর উপজেলার আন্ধারিয়া এলাকার আব্দুল হালিমের ছেলে। দুর্ঘটনায় তার বাবা আহত হয়েছেন। শেরপুর-ঢাকা মহাসড়কের নকলা উপজেলার জালালপুরে রোববার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

আশুলিয়া (ঢাকা) : আশুলিয়ায় পিকআপচাপায় নিহত পথচারী মিজানুর রহমান মিজান রাজশাহীর বাঘমারার শ্রীপতিপাড়ার বাসিন্দা। বাইপাইল-আব্দুল্লাহপুর মহাসড়কের আশুলিয়ার নিশ্চিন্তপুর ইটখোলা এলাকায় শনিবার রাতে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

কিশোরগঞ্জ (নীলফামারী) : কিশোরগঞ্জে ট্রলির ধাক্কায় নিহত গৃহবধূ খদিজা বেগম উপজেলার দক্ষিণ বাহাগিলি হুরকাপাড়া গ্রামের আবুল কাশেমের স্ত্রী। কিশোরগঞ্জ থেকে তারাগঞ্জ সড়কের বিএম কলেজ সংলগ্ন স্থানে তিনি দুর্ঘটনায় পড়েন।

ডেমরা (ঢাকা) : ডেমরায় ভেকু মেশিনের (মাটি কাটার যন্ত্র) নিচে চাপা পড়ে নিহত ব্যক্তির পরিচয় মেলেনি। রোববার বিকালে ডেমরা-যাত্রাবাড়ী সড়কের বামৈল বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

সোনারগাঁ (নারায়ণগঞ্জ) : কার্ভাডভ্যান ও মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে নিহত মোটরসাইকেল আরোহী সাগর মিয়া ময়মনসিংহের নান্দাইলের কারারহাট গ্রামের মাহতাব মিয়ার ছেলে। রোববার সকালে এশিয়ান হাইওয়ের উপজেলার জামপুর ইউনিয়নে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

খুলনা : নগরীর ফুলবাড়ীগেট এলাকায় কাভার্ডভ্যানের ধাক্কায় নিহত গফফার হাওলাদার মাত্তমডাঙ্গা গ্রামের আজিজ হাওলাদারের ছেলে। রোববার সকালে ফুলবাড়ীগেট এলাকার গ্যারিসনের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দুর্ঘটনায় পড়েন।

মীরসরাই (চট্টগ্রাম) : ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে মীরসরাইয়ের সোনাপাহাড়ে বাসের ধাক্কায় নিহত লেগুনযাত্রীর নাম হোসনে আরা (৫৫)। ঢাকামুখী সিডিএম বাস লেগুনাটিকে চাপা দেয়। গুরুতর আহত হোসনে আরা পরে হাসপাতালে মারা যান।

সূত্র: যুগান্তর

মালাউন নরেন্দ্র মোদির ঢাকা সফর চূড়ান্ত করতে দিল্লি যাচ্ছে পররাষ্ট্র সচিব

আগামী ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ঢাকা সফর চূড়ান্ত করতে আগামী ২৭ জানুয়ারি দিল্লি যাচ্ছে পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন। একইসঙ্গে সে সেখানে ফরেন অফিস কনসালটেশন বৈঠকে যোগ দিবে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, আগামী ২৭-২৯ জানুয়ারি দিল্লি সফর করবে পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন। আগামী ২৬ মার্চ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে স্বশরীরে ঢাকা সফরের আমন্ত্রণ জানাবে। করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলে আগামী ২৬ মার্চ ঢাকা আসতে পারে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মুসলিম হত্যাকারী মালাউন নরেন্দ্র মোদী।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মধ্যে গত ১৭ মার্চ ভার্চুয়াল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। গত ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসেও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ঢাকা সফরের পরিকল্পনা ছিল। তবে করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়ায় ঢাকা সফর সম্ভব হয়নি। সে কারণে দুই প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে ভার্চুয়ালি বৈঠক হয়েছে।

পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন দিল্লিতে দু'দেশের মধ্যে ফরেন অফিস কনসালটেশন বৈঠক করবে।

বাৎসরিক রিপোর্ট | তালেবানে যোগ দিয়েছে ১৩ হাজার ৪৪ জন কাবুল সৈন্য

আফগানিস্তানে গত এক বছরে মুরতাদ কাবুল সরকারি বাহিনী ত্যাগ করে তালেবানের সাথে যোগ দিয়েছে ১৩ হাজার ৪৪ জন কাবুল সেনা ও পুলিশ সদস্য।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের "দাওয়াতুল ইরশাদ" কর্তৃক সম্প্রতি একটি বাৎসরিক রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে। রিপোর্টটিতে গত ২০২০ সালে আফগানিস্তান জুড়ে তালেবান মুজাহিদদের কাছে আত্মসমর্পণকারী কাবুল সৈন্যদের একটি পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়েছে। যেখানে দেখা যায়, গত বছর আফগানিস্তানের ৩৫টি প্রদেশ থেকে ১৩ হাজার ৪৪ জন কাবুল সেনা, পুলিশ ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা তালেবানে যোগ দিয়েছে।

আফগানিস্তানের ৩৫ প্রদেশ থেকে তালেবানে যোগদানকারী সেনাদের পরিসংখ্যানটি মাস ভিত্তিক ভাগ করা হয়েছে। সে হিসাবে নভেম্বর মাসে সর্বোচ্চ ১৬৫৭ সৈন্য তালেবানে যোগ-দিয়েছে এবং জানুয়ারি মাসে সর্বনিম্ন ৬৮২ সৈন্য তালেবান মুজাহিদদের সাথে যোগ-দিয়েছে।

প্রদেশ হিসাবে কুন্দুজ থেকে সর্বোচ্চ ১৮৯৩, বলখ থেকে ১৬৫৪ এবং বাগলান থেকে ১৪৯৭ সৈন্য মুজাহিদদের সাথে যোগ-দিয়েছে। এভাবেই পালাক্রমে দেশের ৩৫টি প্রদেশ থেকে ১৩০৪৪ জন কাবুল সৈন্য ইমারতে ইসলামিয়ার জানবায তালেবান মুজাহিদদের সাথে যোগ-দিয়েছেন।

সোমালিয়া | মুজাহিদদের হামলায় মার্কিন কমান্ডারসহ ৮ কুফ্ফার সৈন্য হতাহত

আফ্রিকার পূর্বাঞ্চলীয় দেশ সোমালিয়ায় মার্কিন ও সোমালীয় স্পেশাল ফোর্সের উপর হামলা চালিয়েছে আল-কায়েদা। এতে ৪ সৈন্য নিহত এবং আরো ৪ সৈন্য আহত হয়েছে।

বিস্তারিত রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ১৭ জানুয়ারি রবিবার, দক্ষিণ সোমালিয়ার শাবেলী সুফলা রাজ্যের বালদুকলি বিমানবন্দরে আমেরিকান সামরিক ঘাঁটির কাছে ক্রুসেডার মার্কিন বাহিনী ও সোমালি স্পেশাল ফোর্সের একটি সামরিক কনভয়কে টার্গেট করে শক্তিশালী বোমা হামলা চালানো হয়েছে।

এতে এক মার্কিন কমান্ডারসহ সোমালীয় স্পেশাল ফোর্সের ৪ সৈন্য নিহত হয়েছে। এছাড়াও 'ডিএনএবি' নামে পরিচিত সোমালি স্পেশাল ফোর্সের ২ সিনিয়র কমান্ডারসহ আরো ৪ মুরতাদ সৈন্য গুরতর আহত হয়েছে।

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন উক্ত বরকতময়ী সফল হামলার দায় স্বীকার করেছেন।

শ্রীপুরে বিনা কারণে মসজিদের ইমামকে জুতা পেটা করলো আ.লীগ সন্ত্রাসী, মুসল্লিদের প্রতিবাদ

গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার মাওনা উত্তর চকপাড়া বায়তুন নূর জামে মসজিদের মুসুল্লীরা ইমামকে বিনা কারণে জুতাপেটার মতো জঘন্য আচরণ করার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন। বিক্ষোভ মিছিল শেষে অভিযুক্তের বিচার দাবী করে বক্তব্য রাখেন মুসুল্লিরা।

তাদের দাবী মসজিদের ইমামকে মারধর করেছে, জুতা দিয়ে পিটিয়েছে মাওনা ইউনিয়ন ২ নং ওয়ার্ড আওয়ামীগ সাধারণ সম্পাদক মোঃ রফিকুল ইসলাম।

মসজিদের সভাপতি মোঃ আবু সায়েম বলেন, গত শুক্রবার দিবাগত রাত ১১ টার সময় হুজুর তাঁর রুমেই ঘুমিয়ে ছিলেন। পাশের বাড়িতে গরু জবেহ করার জন্য ইমাম সাহেবকে ডাকছিলেন এক যুবক। হুজুর ঘুমিয়ে থাকায় উঠছিলেন না, কোনো সাড়া শব্দও করছিলেন না। এমন সময় পাশের রুমেই শুয়ে থাকা ওয়ার্ড আ.লীগ সাধারণ সম্পাদক মোঃ রফিকুল ইসলাম হুজুরকে চিৎকার করে অকথ্য ভাষার গালি-গালাজ শুরু করেন।

এক পর্যায়ে হুজুরের ঘুম ভাঙলে তিনি বলেন, দেখুন সারাদিন অনেক পরিশ্রম করেছি তাছাড়া গতরাতেও অনুষ্ঠানের কারণে ঘুমাতে পারিনি। কেনো ডাকছেন বলুন। রফিক গালি দিচ্ছে আর বলছে আপনাকে টাকা দিয়ে রাখিনি,ডাকলে উঠেন না কেনো? তখন হুজুর বলেন, আমি শুনিনি, কিভাবে উঠবো? আর আপনি এভাবে গালিগালাজ করছেন কেনো? আমি আপনার কাছে জবাব দিতে রাজি নই, প্রয়োজনে আমার মসজিদ কমিটির কাছে জবাব দিবো, দয়া করে এভাবে গালি দিবেন না।

এটুকু বলতেই রফিক পায়ের জুতা খুলে ইমাম সাহেব কে পিটাতে শুরু করেন। পরে হুজুর নিজেকে বাঁচাতে দৌড়িয়ে নিরাপদ স্থানে চলে যান। তিনি আরো বলেন, এই ঘটনা এলাকার অনেকেই দেখেছে এবং রাতেই আমাকে ফোনে জানিয়েছে। ফজরের নামাজ পরে আমি মুসুল্লিদের সাথে বসি এবং হুজুর কে মারার সত্যতা পাই। আমরা এই অন্যায়ের কঠোর বিচার দাবী করছি। হুজুর অনেকদিন ধরেই আমাদের মসজিদের ইমাম হিসেবে রয়েছেন। তিনি খুব ভালো মানুষ। এ ব্যাপারে আইনী ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে জানান তিনি।

মসজিদের ইমাম, মুফতি মাওলানা মোঃ আব্দুল মজিদ জানান, কোনো অপরাধ না করে এভাবে কেউ আমাকে জুতা দিয়ে পিটাবে, কিভাবে সহ্য করবো? রফিক আমাকে শুধু জুতা দিয়ে মেরেই শান্ত হয়নি আজকে সকালেও হুমকি দিয়েছে, আমাকে নাকি জুতার মালা গলায় পরিয়ে রাস্তায় ঘুরাবে।

মসজিদে ইমামতির পাশাপাশি স্থানীয় মারকাযু সুন্নাতিন্নাবী (সাঃ) মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করি। অনেক শিক্ষার্থীদের পবিত্র গ্রন্থ আল কুরআন শিক্ষা দিই। আমি কিভাবে মুখ দেখাবো? প্রথমে ঘটনাটি আমি কাউকে বলিনি, যারা ঘটনাস্থলে ছিলো তারাই সভাপতিকে জানিয়েছে।

আলেম সমাজ ও আমার ছাত্রদের কাছে আমি কিভাবে মুখ দেখাবো? আল্লাহর রাসূলকে ভালোবেসে মুখে দাঁড়ি রেখেছি, সেই দাঁড়ি রাখা মুখে কিভাবে জুতা মারলো,বলতে পারবেন?

এ বিষয়ে রফিকুল ইসলাম জানান, গতরাতে হুজুরের সাথে আমার কথা কাটাকাটি হয়েছে। আমি তার গায়ে হাত দেইনি। তাছাড়া এর জন্য রাতেই হুজুরের কাছে দুঃখ্য প্রকাশ করে বিষয়টি মিটিয়ে নিয়েছি।

হুজুরকে কিছু করেননি বা মারেননি তাহলে দুঃখ্য প্রকাশ করেছেন কেনো? এমন প্রশ্নের উত্তরে রফিক বলেন, এইতো একটু খারাপ ব্যবহার করেছিলাম তাই ক্ষমা চেয়েছি।

সিরিয়া | মুজাহিদদের স্নাইপার হামলায় ৩ তুর্কি সৈন্য হতাহত

ইদলিবে তুরস্কের সশস্ত্র বাহিনীর (টিএসকে) উপর স্নাইপার হামলা চালিয়েছে একটি মুজাহিদ গ্রুপ। এতে সেকুলার তুর্কি বাহিনীর ৩ সৈন্য হতাহত হয়েছে।

বিস্তারিত রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ১৭ জানুয়ারি রবিবার, সিরিয়ার ইদলিব সিটির উত্তরাঞ্চলীয় বাতবু গ্রামে সেকুলার তুর্কি সৈন্যদের একটি কেন্দ্রে আক্রমণ করা হয়েছে। স্নাইপার দ্বারা চালানো এই হামলায় দখলদার তুর্কি বাহিনীর ৩ সৈন্য হতাহত হয়।

"জামা'আত আবু বকর আস-সিদ্দীক (রাঃ)" নামক একটি মুজাহিদ গ্রুপ এই অঞ্চলে সেকুলার তুর্কি সৈন্যদের লক্ষ্য করে চালানো আক্রমণটির দায় স্বীকার করেছে।

ইদলিব সিটিতে দখলদার তুর্কি এবং রাশিয়ার যৌথ সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক একাধিক হামলা চালানো হয়েছে। এখন পর্যন্ত এসব হামলায় তিনটি মুজাহিদ গ্রুপের নাম প্রকাশিত হয়েছে। গ্রুপগুলো হল- ১) জামা'আত আবু বকর আস-সিদ্দীক।

২) কাতায়েব আশ-শিশানী

৩) আবদুল্লাহ্ বিন উয়নূস

বলা হচ্ছে যে, আল-কায়েদা শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন ইদলিবে প্রকাশ্যে নিজেদের কার্যক্রম বন্ধ করার পর থেকেই এই তিনটি গ্রুপকে ক্রুসেডার রাশিয়া ও তুর্কি যৌথবাহিনীর উপর হামলা চালাতে সক্রিয় দেখা যাচ্ছে। যার ফলে অনেক তুর্কি পন্থীরা সন্দেহের তীর ছুড়ে দিয়ে বলে থাকে যে, এই দলগুলো একে অপরের সাথে সম্পর্ক রেখেই সাম্প্রতিক অভিযানগুলো পরিচালনা করছে।

১৭ই জানুয়ারি, ২০২১

দিল্লিতে ভ্যাকসিন নেয়ার প্রথম দিনেই৫২ জনের শরীরে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া

ভারতের রাজধানী দিল্লিতে ভ্যাকসিন নেয়ার প্রথম দিনই ৫২ জন স্বাস্থ্যকর্মীর শরীরে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে বলে জানিয়েছে ভারতীয় সংবাদ সংস্থা এএনআই। এদের মধ্যে একজনের শরীরে গুরুতর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এছাড়া তেলেঙ্গানায় ১১ জনের শরীরে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দেয়ার খবর পাওয়া গেছে।

গতকাল শনিবার (১৬ জানুয়ারি) থেকে দেশটিতে শুরু হয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় কোভিড টিকাদান কর্মসূচি। দেশটির সংবাদ মাধ্যমগুলো জানিয়েছে, দুয়েকটি ছোট ঘটনা ছাড়া দেশজুড়ে নির্বিঘ্নেই প্রথমদিনের টিকাদান শেষ হয়েছে। তবে রাত বাড়তেই বেশ কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার খবর আসতে শুরু করে। কলকাতায়ও ভ্যাকসিন নেয়ার পর এক নার্স অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়।

দিল্লি থেকে প্রথমে জানা যায় টিকা নেয়ার পর ২ স্বাস্থ্যকর্মীর শরীরে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। চরক পালিকা হাসপাতালে টিকা নেয়ার পর তারা বুকে চাপ অনুভব করেন। ৩০ মিনিটের জন্য তাদের পর্যবেক্ষণে রাখা হয়। পরে দিল্লি সরকার জানায়, দিল্লিতে ৫২ জন স্বাস্থ্যকর্মীর শরীরে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল।

এদিকে কো-উইন অ্যাপের সমস্যায় দেশটির কয়েকটি রাজ্য সমস্যায় পড়েছে। এই সমস্যার জেরে ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত টিকা দেয়ার প্রক্রিয়া স্থগিত করেছে মহারাষ্ট্র।

তবে ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমসের খবরে বলা হয়, শুধু মহারাষ্ট্রে নয়, পশ্চিমবঙ্গ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান এবং উত্তরাখণ্ডের কয়েকটি জেলায়ও কো-উইন অ্যাপ ব্যবহারের সময় সমস্যার মুখে পড়তে হয়েছে। সূত্র- এনডিটিভি।

ইসলামি শাসনব্যবস্থা অস্পষ্ট কিংবা অবাস্তব কোনো ধারণা নয়

আফগানিস্তান এখন এক বিশেষ সময় অতিক্রম করছে। কেননা, আমেরিকার সাথে স্বাক্ষরিত হওয়া চুক্তির আওতায় বিদেশি বাহিনীগুলো আমাদের মাতৃভূমি ছেড়ে চলে যাচ্ছে। আর আমাদের জনগণ দখলদারিত্বের অবসানের পর আফগানিস্তানে ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রতীক্ষায় রয়েছে। ইসলামি শাসনব্যবস্থা যেমনিভাবে আল্লাহর নির্দেশ এবং মুসলিমদের উপর ফরজ হলো ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করা, তেমনিভাবে আমাদের জাতির সম্মিলিত দাবিও এটি। আর দোহায় আমেরিকার সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তির একটি ধারাও এটি ছিল যে—আফগানিস্তানের ভবিষ্যৎ সরকার হবে ইসলামি। সুতরাং কেউ জোর গলায় বলতেই পারেন, আফগানিস্তানে ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠিত করা এমন এক অবহেলিত সিদ্ধান্ত, যার ধর্মীয়, জাতীয় এবং সার্বজনীন সমর্থন ও সাহায্য রয়েছে।

তবে একদিকে যখন আমাদের মুমিন জনগণ ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে, অন্যদিকে তখন ইসলামি শাসনব্যবস্থার বিরোধিতাকারীরা সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করছে; প্রবাদ অনুযায়ী একে বলা যায় ‘ঘোলা পানিতে মাছ শিকার’-এর চেষ্টা চালাচ্ছে।
এই কিছুদিন ধরে কাবুল প্রশাসনের মিডিয়াগুলোতে একটি বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা হচ্ছে। তারা বলছে, ‘ইসলামি শাসনব্যবস্থা একটি অস্পষ্ট ও অবাস্তব ধারণা; এ ব্যাপারে অনেক আলোচনা ও সংশোধনের প্রয়োজন আছে। তাছাড়া, বর্তমান সময়ে ইসলামি শাসন কায়েম করা কঠিন।’

ইসলামি শাসনব্যবস্থার বিরোধিতাকারী এসব লোকদেরকে আমরা মনে করিয়ে দিতে চাই, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা তাঁর দ্বীনকে মানবজাতির জন্য পূর্ণাঙ্গ ও চিরন্তন জীবনব্যবস্থা হিসেবে পাঠিয়েছেন। মানবজাতি যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে, আল্লাহর দ্বীন ইসলাম ঐসবগুলোরই সমাধান করতে সক্ষম। এমনকি মানবজীবনের প্রতিটি মুহূর্ত কীভাবে কাটাতে হবে—সে বিষয়েও ইসলামের সুস্পষ্ট নীতিমালা আছে। রাজনৈতিক নীতিমালা সম্বন্ধে ইসলামের বিধান খুবই স্পষ্ট ও স্বচ্ছ; এর মধ্যে কিছু সামাজিক জীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচিত। ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে, এই পৃথিবীতে নববী মানহাজ অনুযায়ী ইসলামি সরকার প্রতিষ্ঠিত করা মানবজাতির অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। আর ইসলামের পুরো ইতিহাসজুড়েই রয়েছে ইসলামি সরকার ও ধর্মীয় কিতাব দ্বারা শাসনের দৃষ্টান্ত। এ-সবকিছু কাবুল সরকারের মিডিয়ায় প্রচারিত সকল সংশয়ের অপনোদন করে।

যেসব লোকেরা ইসলামি শাসনব্যবস্থাকে এই যুগের সাথে বেমানান বলে ঘোষণা দিয়েছে, তারা আসলে ইসলামের প্রকৃতি সম্পর্কে অজ্ঞাত ও মূর্খ। ইসলাম কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত মানবজাতির জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা; এরপর আর কোনো ধর্ম আসবে না।

তাছাড়া মাত্র দুই দশক আগেও আফগানিস্তান ইসলামি ইমারত প্রয়োগিকভাবে দেখিয়েছে যে, ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে আধুনিক যুগের সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ। আফগানিস্তান ইসলামি ইমারতের ইসলামি শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করার অভিজ্ঞতা রয়েছে। ইসলামি ইমারত বিশ্বাস করে যে, আফগান সংকট নিরসনে প্রধান সমাধান হলো একটি প্রকৃত ইসলামি সরকার প্রতিষ্ঠিত করা। আমাদের জাতি ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠার

জন্যই এত এত ত্যাগ স্বীকার করেছেন। ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনোকিছুই তারা মেনে নিবেন না। তাই দেশি ও বিদেশি সকল পক্ষের জন্য জরুরি হলো, আফগান জাতির এই সার্বজনীন আকাঙ্ক্ষাকে গ্রহণ করে নেওয়া এবং আরো কোনো অজুহাত ও বাধা সৃষ্টি করা থেকে বিরত থাকা।

[আফগানিস্তান ইসলামি ইমারতের অফিসিয়াল ইংরেজি ওয়েবসাইট থেকে এই আর্টিকেলটি অনুবাদ করা হয়েছে।]

পূর্বাচলে নামাজের সময় উস্তাদ, ছাত্র ও মুসল্লীদের উপর সন্ত্রাসী হামলা, মামলা নেয়নি পুলিশ

রাজধানীর পূর্বাচলে মারকাযুস সুন্নাহ মাদরাসার মসজিদে নামাজরত অবস্থায় মাদরাসার উস্তাদ, ছাত্র ও মুসল্লীদের উপর সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা ঘটেছে। মসজিদে নামাজের সময় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে মাদরাসাটিতে এই সন্ত্রাসী হামলা চালানো হয়েছে। এতে মাদরাসার ৩ জন উস্তাদ ও ৬ জন ছাত্র গুরুতর আহত হয়েছেন।

গতকাল শনিবার (১৬ জানুয়ারি) মাগরিবের নামাজের সময় মাদরাসায় এ হামলা চালানো হয় বলে *ইসলাম টাইমস*কে জানিয়েছেন মাদরাসার মুহতামিম মুফতি সফিকুল ইসলাম আবদুল্লাহ।

এঘটনায় মাদরাসা কর্তৃপক্ষ থানায় মামলা করতে গেলে এখনো পুলিশ মামলা গ্রহণ করেননি।

মাদরাসার মুহতামিম মুফতি সফিকুল ইসলাম আবদুল্লাহ *ইসলাম টাইমস*কে জানান, গতকাল শনিবার মাদরাসায় সন্ত্রাসী হামলা চালানোর আগে গত পরশু শুক্রবার (১৫ জানুয়ারি) পূর্বাচলে একটি নির্মাণাধীন বিল্ডিং এলাকায় মাদরাসার মাদানী নেসাব ১ম বর্ষের এক শিশু শিক্ষার্থীকে মারধর করে সেখানকার কর্তব্যরত একজন সিকিউরিটি গার্ড।

সূত্র জানিয়েছে, গত পরশু শুক্রবার (১৫ জানুয়ারি) পূর্বাচলে নির্মাণাধীন একশো বিয়াল্লিশ তলা বহুতল ভবন এলাকায় ছাত্ররা খেলার সময় মাদানী নেসাব ১ম বর্ষের এক শিশু শিক্ষার্থী একটি পাখিকে লক্ষ্য করে ছোট্ট একটি ঢিল ছুঁড়ে মারে। অনাকাঙ্ক্ষিত ভাবে ঢিলটি বিল্ডিং-এর কর্তব্যরত একজন সিকিউরিটি গার্ডের শরীরে লাগে।

অনাকাঙ্খিত ভুলের জন্য শিশু শিক্ষার্থীটি গার্ডের কাছে ক্ষমা চাইলেও তিনি ক্ষমা না করে সেই শিশু শিক্ষার্থীকে উপর্যুপুরি কিল, ঘুষি ও থাপ্পর মারেন। এসময় শিশুটি নিজেকে রক্ষা করতে দৌড় দিলে সিকিউরিটি গার্ড তার কোমরে লাথি মারে। শিশুটি পড়ে গিয়ে আবার দৌড়াতে শুরু করলে সেই গার্ড শিশুটিকে লক্ষ্য করে ইট মারে যা শিশুটির কোমরে লেগে সে প্রচণ্ড ব্যথা পায়।

সূত্র জানায়, এসময় পাশে থাকা আরো এক শিশু শিক্ষার্থীকে কোন অপরাধ ছাড়া মারধর করে তার পাঞ্জাবিরে কলার ছিঁড়ে দিয়ে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করে সেই গার্ড। অন্যান্য ছাত্ররা শিশুটিকে রক্ষা করতে এলে তাদেরকেও রড দিয়ে মারার চেষ্টা করেন এবং পরবর্তীতে কোনো সময় তার সামনে দেখলে হাত পা ভেঙে হত্যা করার হুমকি দেন সেই গার্ড।

ঘটনাটি ছাত্ররা মাদরাসা কর্তৃপক্ষকে অবহিত না করে পরদিন (গতকাল ১৬ জানুয়ারি শনিবার) বিকালে সেখানে খেলতে গেলে মারধরের শিকার শিশু শিক্ষার্থীকে দেখে তার দিকে তেড়ে এসে গালাগাল শুরু করেন সেই গার্ড।এসময় অন্যান্য ছাত্ররা প্রতিবাদ করে মাদরাসায় মাদরাসায় ফিরে আসে।

সুত্র জানায়, ছাত্ররা মাঠের ঘটনা কোন শিক্ষককে না জানিয়ে মাদরাসার মসজিদে নামাজে অংশ নেন। এদিকে মাগরিব নামায চলাকালীন সময়ে সেই গার্ডের ১০-১২ জন লোকজন রড, লাঠি-সোঠা নিয়ে মাদরাসার উপর চড়াও হয়।

নামায চলাকালীন সময় বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ করে দিয়ে উস্তাদ এবং ছাত্রদের উপর সন্ত্রাসী হামলা চালায়। ছাত্ররাও তাদেরকে প্রতিহতের চেষ্টা চালায়।

নামাজরত অবস্থায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন করে মাদরাসায় হামলার ব্যাপারে মাদরাসা কর্তৃপক্ষ থানায় মামলা করতে গেলে মাদরাসায় জি এম বি আছে বলে থানায় পাল্টা অভিযোগ আনে হামলাকারীরা। হামলাকারীদের অভিযোগের কারণে পুলিশ কারো মামলা গ্রহণ করেননি।

ইসরায়েলে বিমান ফ্লাইট উড়তে অস্বীকার করায় আমিরাতে পাইলট বরখাস্ত

ইসরায়েলে বিমান ফ্লাইট পরিচালনা করতে অস্বীকার করায় আমিরাতের বিমান সংস্থা তিউনিসিয় একজন পাইলটকে সাময়িক বরখাস্ত করেছে।

বরখাস্ত পাইলটের নাম মুনেম সাহেব তাবা। তিউনিসিয় এই বীর দখলদার ইসরাইলের সাথে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর কূটনৈতিক সম্পর্ককে মেনে নিতে পারেন নি। তাই তিনি ইসরায়েলে বিমান ফ্লাইটে অস্বীকৃতি জানান। ফলে ত্বগুত আমিরাতি সরকার তাকে বরখাস্ত করে।

বরখাস্তকৃত পাইলট তাঁর ফেসবুক পেজে এই বরখাস্তের বিয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, 'আল্লাহ তায়ালা'ই আমার সাহায্যকারী, চাকরি থেকে দরখাস্তের বিষয়টি আমি পরোয়া করি না'। খবর মিডল ইস্ট মনিটর।

বরখাস্তের বিষয়টি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে অনেকই আরব আমিরাতের তীব্র সমালোচনা করেন। ইসরায়েল ও আরব রাষ্ট্রেগুলোর মধ্যে কুটনৈতিক সম্পর্ক চুক্তির বিরোধিতায় পাইলটের অবস্থানের জন্য অনেকেই তাঁর প্রশংসা করেছেন।

সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন, সুদান এবং সম্প্রতি মরক্কো দখলদার সন্ত্রাসী ইসরায়েলের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে।

উল্লেখ্য যে, তিউনিসিয়া এবং আলজেরিয়া উভয়ই ইসরায়েলি বিমানকে তাদের বিমানবন্দর ও আকাশপথ ব্যবহার করতে দেন না। ফলে ইসরায়েল বাধ্য হয়ে ইউরোপের বিমানবন্দর ও আকাশপথ ব্যবহার করে।

সম্প্রতি ইসরায়েল এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত সৌদি আরবে আকাশপথ ব্যবহার করে সরাসরি ফ্লাইট পরিচালনা শুরু করেছে। যা স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্পষ্ট বিরোধিতা বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

সিরাজগঞ্জে বিজয়ী কাউন্সিলকে কুপিয়ে হত্যা

সিরাজগঞ্জে পৌরসভায় নির্বাচনী সহিংসতায় নিহত হয়েছেন বিএনপি সমর্থিত কাউন্সিলর পদে বিজয়ী তারিকুল ইসলাম (৪৫)। পরাজিত কাউন্সিলর প্রার্থীর সমর্থকদের হামলায় তিনি আহত হন। শনিবার (১৬ জানুয়ারি) রাত ৮টার দিকে শহরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়।

তারিকুল ইসলাম শহরের নতুন ভাঙাবাড়ি মহল্লার আব্দুল কুদ্দুসের ছেলে। তিনি পৌরসভার ৬নং ওয়ার্ডের সাধারণ কাউন্সিলর পদে ডালিম প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ৮৫ ভোটে জয়লাভ করেন।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বাহাউদ্দিন ফারুকী তার মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

স্থানীয়রা জানান, নির্বাচনে ভোট গণনায় ৮৫ ভোটে বিজয়ী হন তরিকুল। ফলাফল ঘোষণা হওয়ার পরপরই পরাজিত শাহাদত হোসেন বুদ্দিনের (উটপাখি) সমর্থকদের সঙ্গে বিজয়ী প্রার্থীদের সংঘর্ষ হয়। এ সময় পরাজিত প্রার্থীর সমর্থকদের ছুরিকাঘাতে বিজয়ী কাউন্সিলর তারিকুল গুরুতর আহত হন।

আশংকাজনক অবস্থায় তাকে শহরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. জাহিদুল ইসলাম মৃত ঘোষণা করেন। এদিকে নবনির্বাচিত কাউন্সিলর নিহত হওয়ার পর দু’পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ চলছে।

ফ্রান্সে নজরদারির পর ৯টি মসজিদ বন্ধ ঘোষণা

গভীর নজরদারির পর গত কয়েক সপ্তাহে প্যারিসের একাধিক মসজিদ বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। গত শনিবার এক টুইট বার্তায় ফ্রান্সের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জেরাল্ড ডারমানিয়ান এ খবর জানান। খবর টিআরটির।

জানা গেছে, বিশেষ নজরদারিতে থাকা ফ্রান্সের ১৮টি মসজিদের ৯টি মসজিদ ও ইবাদতের স্থান গত কয়েক সপ্তাহে বন্ধ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে ফ্রান্সের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, ইসলামী 'বিচ্ছিন্নতাবাদ' প্রতিরোধে আমরা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করছি।

উল্লেখ্য, এর আগে গত ২ ডিসেম্বর ফরাসি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ফ্রান্সের ৭৬টি মসজিদের ওপর নজরদারির খবর জানায়। এরপরই আজ দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ৯টি মসিজদ বন্ধের বিষয়টি সামনে এনেছে।

পটুয়াখালীতে ব্রিজ ভেঙে পড়ে মাদরাসার শিক্ষক নিহত

পটুয়াখালীর মির্জাগঞ্জে একটি ব্রিজ হঠাৎ ভেঙে পড়ে গিয়ে এক মাদরাসার শিক্ষক নিহত হয়েছেন। এতে আহত হয়েছেন চারজন। শুক্রবার (১৫ জানুয়ারি) রাত ৮টার দিকে শ্রীমন্ত নদীর মহিষকাটায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, নিহত শিক্ষকের নাম আইয়ুব আলী (৫৫)। তিনি স্থানীয় কলাগাছিয়া আসমতিয়া দাখিল মাদরাসার সুপার ছিলেন। দুমকী উপজেলার বদরপুর এলাকার বাসিন্দা তিনি।

মির্জাগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম আর শওকত আনোয়ার বলেন, রাতে কলাগাছিয়া মাদরাসার সুপার আইয়ুব আলী মাদরাসার সভাপতিকে এগিয়ে নিতে মহিষকাটা-আন্দুয়া ব্রিজের ওপর অপেক্ষা করছিলেন। তখন ব্রিজে একটি যাত্রীবোঝাই অটোরিকশা, একটি মোটরসাইকেল ও মাওলানা আইয়ুব আলী ছিলেন।

‘হঠাৎ ব্রিজটি শ্রীমন্ত নদীতে ধসে পড়ে। তখন আইয়ুব আলী নিখোঁজ হন। বাকিদের উদ্ধার করা হয়। পরে রাত সাড়ে ১০টার দিকে আইয়ুব আলীকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নিয়ে গেলে, কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

খোরাসান | তালেবান কর্তৃক ২০০ সেনা বিশিষ্ট সামরিক ঘাঁটিতে শহিদী হামলা

আফগানিস্তানের কান্দাহারে মুরতাদ কাবুল প্রশাসনের একটি বিশেষ সামরিক ঘাঁটিতে ইস্তেশহাদী হামলা চালিয়েছে তালেবান, এতে কয়েক ডজন মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

বিস্তারিত রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ১৬ জানুয়ারি শনিবার সকাল বেলায়, আফগানিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলীয় কান্দাহার প্রদেশের বিমানবন্দরের কাছে মুরতাদ কাবুল প্রশাসনের বিশেষ ইউনিট 'এনডিএস' এর গুরুত্বপূর্ণ একটি সামরিক ঘাঁটিতে শহিদী হামলা চালিয়েছেন একজন তালেবান মুজাহিদ। হামলাটি এমন সময় চালানো হয়েছে যখন ঘাঁটিতে ২০০ এনডিএস সদস্য মৌজুদ ছিল।

ইস্তেশহাদী হামলাটি সফলভাবে চালানোর পর হালাকা ও ভারী অস্ত্র সজ্জিত ৩ জন মুজাহিদ সামরিক কেন্দ্রটিতে প্রবেশ করেন, এসময় তারা বাকি সৈন্যদের টার্গেট করে করে হত্যা করতে থাকেন। যারা দীর্ঘ ৬ ঘন্টা যাবৎ ঘাঁটির ভিতরে অবস্থান করে মুরতাদ সৈন্যদের হত্যা করেন। যার ফলে কয়েক ডজন মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং আহত হয়েছে। এছাড়াও মুরতাদ বাহিনীর অনেক সামরিক যানবাহন ধ্বংস হয়ে গেছে।

তালেবান মুখপাত্র মুহতারাম ক্বারী ইউসূফ আহমাদী হাফিজাহুল্লাহ্ জানান যে, এই আক্রমণটি সম্প্রতি কান্দাহার ও আরঘান্ডাবে কাবুল বাহিনীর নৃশংস বিমান ও স্থল অভিযানের প্রতিশোধ নিতে চালানো হয়েছে।

https://ibb.co/HTxj9fT

মালি | মিশরীয় সেনাদের উপর আল-কায়েদার হামলা, হতাহত ৩ এরও অধিক

মালির উত্তরাঞ্চলে মিশরীয় মুরতাদ সেনাদের উপর দুটি পৃথক বোমা হামলা চালিয়েছে 'জিএনআইএম' মুজাহিদিন। যার একটিতেই ১ সৈন্য নিহত ও আরো ২ সৈন্য আহত হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে প্রদত্ত তথ্য মতে, গত দু'দিনে জাতিসংঘের কথিত 'শান্তিরক্ষী' বাহিনীর সাথে যুক্ত মিশরীয় মুরতাদ সৈন্য ও মিনোসুমা জোট বাহিনীকে লক্ষ্য করে বেশ কয়েকটি আক্রমণ চালানো হয়েছে।

এর মধ্যে প্রথম আক্রমণটি গত ১৫ জানুয়ারী সকাল সাড়ে ৯ টার দিকে, উত্তর মালির কাইদাল শহরে আন্তর্জাতিক ক্রুসেডার মালিকানাধীন একটি বিমান সংস্থাকে টার্গেট করে চালানো হয়েছিল। হামলাটি হস্তনির্মিত কয়েকটি বিস্ফোরক যন্ত্র দিয়ে চালানো হয়েছিল বলে জানা গেছে। এই হামলায় এখন পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতির কোন পরিসংখ্যান জানা যায় নি।

দ্বিতীয় আক্রমণটি মালিতে ক্রুসেডার জাতিসংঘ মিশনের সাথে যুক্ত মিশরীয় মুরতাদ সেনাবাহিনীকে লক্ষ্যবস্তু করে চালানো হয়েছিল। (জাতিসংঘের আর্থিক বহুমাত্রিক স্থিতিশীল মিশন / মিনোসুমা)। গত ১৫ জানুয়ারীর বিকাল ৫ টার দিকে, টেসালিট শহরের একটি সড়কে মিশরীয় বাহিনীর একটি লজিস্টিক কনভয়কে লক্ষ্যবস্তু করে বিস্ফোরক দ্বারা উক্ত হামলাটি চালানো হয়েছিল।

সর্বশেষ আক্রমণটিও গাও শহরে মিশরীয় উক্ত কাফেলার সেনা সদস্যদের বহনকারী একটি সামরিকযান লক্ষ্য করে চালানো হয়েছিল। গত ১৬ জানুয়ারি শনিবার এই হামলাটি চালানো হয়। স্থানীয় গণমাধ্যমগুলোর তথ্যমতে, উপরুক্ত ৩টি অপারেশন আল-কায়েদা (জিএনআইএম) যোদ্ধারা পরিচালনা করেছে।

এসব হামলায় মোট হতাহত ও ক্ষয়ক্ষতির বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য এখনো প্রকাশ করা হয়নি। তবে মালিতে জাতিসংঘ মিশন 'মিনোসুমা' শুক্রবার পরিচালিত একটি হামলার বিষয়ে বিবৃতি দিয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে

যে, টেসালিট শহরের কাছে লজিস্টিক কাফেলার উপর চালানো হামলায় এক মিশরীয় সৈন্য নিহত এবং আরো ২ মিশরীয় মুরতাদ সৈন্য গুরুতর আহত হয়েছে।

এটি লক্ষণীয় যে, সম্প্রতি মালির গাও, মুপ্তি ও কাইদাল রাজ্যে আক্রমণের সংখ্যা বাড়িয়েছে আল-কায়েদা শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন। আর এসব অঞ্চলে আল-কায়েদা শাখাটির (জিএনআইএম) সম্প্রতি পরিচালিত কয়েকটি হামলায় ক্রুসেডার ফ্রান্স এবং জাতিসংঘের 'মিনোসুমা' জোট বাহিনীর বহু সেনা সদস্য নিহত ও আহত হয়েছে।

https://ibb.co/DtP9qZs

পাকিস্তান | মুরতাদ সেনাবাহিনী ও তালিবানদের মধ্যে সংঘর্ষ, নিহত ৩ সৈন্য

পাকিস্তানের উত্তর ওয়াজিরিস্তানে দেশটির মুরতাদ বাহিনী তালেবানের (টিটিপি) দুটি আস্তানায় গোপন অভিযান চালিয়েছে। এসময় টিটিপির পাল্টা হামলায় ৩ পাকিস্তানী সৈন্য নিহত হয়েছে।

পাকিস্তানী মুরতাদ সেনাবাহিনীর 'আইএসপিআর' সূত্রে জানা গেছে, দেশটির উত্তর ওয়াজিরিস্তানে এক অভিযানের সময় তেহরিক-ই-তালেবানের হামলায় তাদের ৩ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে। সূত্রটি আরো জানিয়েছে, নিহত সেনাদের মধ্যে কারাকের বাসিন্দা আরিব আহমেদ, বান্নার বাসিন্দা জিয়া-উল-ইসলাম এবং ওড়কজাই এজেন্সির বাসিন্দা ল্যান্স নায়েক আব্বাস খান রয়েছে।

এটি লক্ষ করা উচিত যে, গত বেশ কয়েক বছর ধরে তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি) উত্তর ওয়াজিরিস্তানিসহ উপজাতীয় ও জনবসতিপূর্ণ এলাকাগুলোতে পাক মুরতাদ বাহিনীর উপর হামলা চালিয়ে আসছে। তবে স্পষ্ট গত কয়েকমাসে তা কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

https://ibb.co/Gt1ZpzG

ফটো রিপোর্ট | তালেবানের শহীদ ব্যাটালিয়ন থেকে একদল যুবকের স্নাতক ডিগ্রি অর্জন

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের সালাহউদ্দিন আইয়ুবি মু'আস্কার ক্যাম্পের শহীদ ব্যাটালিয়ন থেকে নতুন একদল যুবক সামরিক প্রশিক্ষণ ও শরয়ী জ্ঞান লাভের মাধ্যমে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেছেন।

এই নতুন প্রশিক্ষিত তরুণ মুজাহিদদেরকে ইসলামী ব্যবস্থার বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতা দূর করতে দেশের বিভিন্ন স্থানে ইসলামিক আমিরাতের বিশেষ কমান্ডোদের পদে নিয়োগ দেওয়া হবে।

https://alfirdaws.org/2021/01/17/46118/

১৬ই জানুয়ারি, ২০২১

দুই সপ্তাহে ৩০ শিশুসহ ২৫০ ফিলিস্তিনিকে গ্রেফতার দখলদার ইসরায়েলের

গত দুই সপ্তাহে ৩০ জন শিশুসহ ২৫০ জন ফিলিস্তিনকে গ্রেফতার করেছে দখলদার জালিম ইসরায়েল। 'প্যালেস্টাইন সেন্টার ফর প্রিজনার'স স্টাডিজ' এর বরাতে এ সংবাদ দিয়েছেন ফিলিস্তিনি সংবাদ মাধ্যম কুদুস নিউজ নেটওয়ার্ক।

সংস্থাটির প্রধান রিয়াদ আল আশকার জানিয়েছেন, 'সম্ভবত গত বছরের চেয়ে এবছর ফিলিস্তিনিদের ভাগ্য ভালো হবে না। কারণ দখলদার ইসরায়েল এবছর গ্রেফতারের সংখ্যা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। মাত্র জানুয়ারি মাসেই ফিলিস্তিনিদের ২৫০ জনকে গ্রেফতার করেছে। যা খুবই ভয়াবহ এবং চিন্তার বিষয়'।

তিনি আরও বলেছেন, 'ইহুদিরা ১৮ বছরের কম বয়সী শিশুদের লক্ষ্যবস্তু করেছে। এদের মধ্যে কনিষ্ঠতম শিশুর বয়স মাত্র ১৮ বছর। প্রতিদিনই ফিলিস্তিনিদের গ্রেফতার ও নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েল। এমন কোন দিন নেই যেদিন ইসরায়েল ফিলিস্তিনিদের উপর আগ্রাসন ও গ্রেফতার অভিযান চালাচ্ছেনা'।

ইসরায়েলের কারাগারে ফিলিস্তিনিদের চিকিৎসার অবহেলার বিষয়টি নতুন নয়। এ মাসেই ইসরায়েলের কারাগারে ৩৭ বছরের যুবক হোসেন মাসালমেহ বিনা চিকিৎসায় ক্যান্সার আক্রান্ত হয়ে মারা যান, উল্লেখ করেন রিয়াদ আল আশকার।

খোরাসান | তালেবান কর্তৃক কাবুল বাহিনীর উপর বিমান হামলা, হেলিকপ্টার ধ্বংস

তালেবান মুজাহিদিন আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলে মুরতাদ কাবুল সরকারী বাহিনীকে লক্ষ্য করে সফল বিমান হামলা চালিয়েছে। এতে কাবুল বাহিনীর একটি হেলিকপ্টার ধ্বংস এবং বেশ কিছু সৈন্য হতাহত হয়েছে।

আফগান ভিত্তিক একাধিক সংবাদ সূত্রে জানা গেছে, ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদিন গত ১৫ জানুয়ারি শুক্রবার, আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলীয় কুন্দুজ প্রদেশে কাবুল বাহিনীর ২১৭তম কর্পস সামরিক ঘাঁটিটিতে ড্রোন দ্বারা বোমা ফেলেছিল। যার ফলে কাবুল সরকারী বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত একটি হেলিকপ্টার ধ্বংস হয়ে যায়।

কাবুল সরকারের প্রাদেশিক মুখপাত্র এই ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছে। সরকারি বাহিনীর ভাষ্যমতে, তালেবান ২টি ড্রোন বিমান দ্বারা একাধিক বোমা হামলা চালিয়েছে, যার ফলে একটি হেলিকপ্টার ধ্বংস হয়েছে। বেসামরিক কয়েকটি সংবাদ মাধ্যম জানায়, এতে কাবুল সরকারের অনেক সেনা সদস্য নিহত ও আহতও হয়েছে।

২০২০ সালের নভেম্বরের শুরুতে তালেবান মুজাহিদিন কুন্দুজ-এর গভর্নরশীপ ভবনেও একইভাবে ড্রোন দ্বারা হামলা চালিয়েছিল। এই আক্রমণে কুন্দুজ প্রদেশের গভর্নর এবং অন্যান্য সরকারী বাহিনীকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছিল। যার ফলে ৪ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছিল এবং আরো ৮ সেনা আহত হয়েছিল।

তালেবান ইতিপূর্বে যুদ্ধের ময়দান পর্যবেক্ষণ এবং ভিডিও ক্যাপচার ধারণ করতে ড্রোন ব্যবহার করত। তবে সম্প্রতি তালেবান ড্রোন দিয়ে হামলা চালানো শুরু করেছে।

ইয়ামান| প্রায় ৩০ মিলিয়ন জনসংখ্যার ৮০ শতাংশের জন্যই খাদ্য সহায়তা প্রয়োজন

"জাতিসংঘের রিপোর্ট অনুসারে, ইয়েমেনের প্রায় ৩০ মিলিয়ন জনসংখ্যার ৮০ শতাংশ লোক এবং ১২ মিলিয়ন শিশুর জন্য জরুরী ভিত্তিতে খাদ্য সরবরাহের প্রয়োজন রয়েছে।"

দেশটিতে গৃহযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ এবং কোভিড -১৯ প্রাদুর্ভাবের কারণে ২০২০ সালে ইয়েমেনে মানবিক সংকট আগের বছরগুলোর তুলনায় আরও খারাপ হয়েছে। ২০১৪ সালে দেশে শুরু হওয়া গৃহযুদ্ধের কারণে ইয়েমেনের জনগণের মানবিক সঙ্কট জটিল পর্যায়ে পৌঁছেছে। জাতিসংঘের রিপোর্ট অনুসারে, ইয়েমেনের প্রায় ৩০ কোটি জনসংখ্যার ৮০ শতাংশ লোকের জন্যই এখন সাহায্যের প্রয়োজন।

ইউএন এবং মানবিক সংস্থাগুলি ২০২০ সালে ইয়েমেনকে পর্যাপ্ত পরিমাণে সহায়তাও করেনি। তারা আর্থিক সংকটের কথা বলে নিজেদের দায় এড়িয়ে চলছে। ২০২০ সালে দেশে মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের জন্য ৩ বিলিয়ন ২০০ মিলিয়ন ডলারের প্রয়োজন থাকলেও ইয়েমেনে মাত্র ১ বিলিয়ন ৬৫০ মিলিয়ন ডলারে দেওয়া হয়েছিল।

সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের এক বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছিল যে ইয়েমেনের ৩০০ এরও বেশি স্বাস্থ্যকেন্দ্রিক খাদ্য ও স্বাস্থ্য সহায়তা কেন্দ্র হ্রাস করা হয়েছে এবং ৪৫ টি সহায়তা কেন্দ্রের মধ্যে ১৫ টি সহায়তা কেন্দ্র তাদের কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়েছে। যার ফলে এখানে দুর্ভিক্ষ রোধের সম্ভাবনা দিন দিন কমছেই।

২০২০ সালে সংঘাত বৃদ্ধি এবং দেশে মানবিক সহায়তা হ্রাস হওয়ার কারণে ক্ষুধা ও অপুষ্টিজনিত সমস্যা নজিরবিহীন পর্যায়ে পৌঁছেছে। এতে ইয়েমেনে দুর্ভিক্ষ রোধের সম্ভাবনা দিন দিন কমছে।

এদিকে ২০২১ সালের প্রথমার্ধে অপুষ্টিতে আক্রান্ত ইয়েমেনিদের সংখ্যা ৫ মিলিয়নে উন্নীত হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে, ইতিমধ্যে দেশের অর্ধেকেরও বেশি লোক খাদ্য সংকটে পড়েছে। এবিষয়ে এখনই জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে অপুষ্টির কারণে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হবে। ২০২১ সালের মধ্যে গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটাতে অগ্রগতি না হলে ইয়ামানের জন্য একটি খারাপ বছর অপেক্ষা করছে।

https://ibb.co/88HfG4w

নরওয়ে ফাইজারের ভ্যাকসিন নিয়ে ২৩ নাগরিকের মৃত্যু

বহুল আলোচিত ফাইজার-বায়োনটেক কোম্পানি উদ্ভাবিত করোনাভাইরাসের ভ্যাকসিন গ্রহণের পর নরওয়ের ২৩ জন নাগরিকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে।

ফাইজার-বায়োনটেক কোম্পানির টিকা গ্রহণের পর যে ২৩ জন নরওয়ের নাগরিক মারা গেছে তাদের ১৩ জনের বয়স ৮০ বছরের বেশি। টিকা গ্রহণের পর তাদের জ্বর-সহ আরও বেশ কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। নরওয়ের মেডিসিন এজেন্সি জানিয়েছে, ধারণা করা হচ্ছে ফাইজার-বায়োনটেক কোম্পানির এই টিকা বয়স্ক মানুষের জন্য মারাত্মক রকমের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে।

নরওয়ের ইনস্টিটিউট ফর পাবলিক হেলথ বলছে, এই টিকা গ্রহণের পর ২৩ জনের মৃত্যুর ঘটনার মধ্যদিয়ে এই ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, ফাইজার-বায়োনটেক কোম্পানির ভ্যাকসিন গ্রহণের পর সামান্য পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও মারাত্মক পরিণতি বয়ে আনতে পারে। সূত্র: দ্য সান

‘শহীদ আবরার ফাহাদের নামে নির্মিত হচ্ছে জামে মসজিদ ও মাদরাসা’

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বুয়েটে ছাত্রলীগ কর্তৃক নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার আবরার ফাহাদের নামে কুষ্টিয়ায় তাদের নিজ গ্রামে নির্মিত হচ্ছে একটি মসজিদ। আবরার ফাহাদের ভাই আবরার ফাইয়াজ তার ফেসবুক পোস্টে বিষয়টি জানিয়েছেন। প্রতিষ্ঠানটির নাম ‘শহীদ আবরার ফাহাদ জামে মসজিদ ও মাদরাসা’।

আবরার ফাহাদের ভাই আবরার ফাইয়াজ বলেছেন – ‘ভাইয়ার নামে আমাদের গ্রামে কুষ্টিয়ার কুমারখালির অন্তর্গত রায়ডাঙ্গাতে একটি মসজিদ ও মাদ্রাসা নির্মাণ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ২০১৯ সাল থেকে নিয়মিত নামাজ পড়ার পাশাপাশি বাচ্চাদের জন্য কুরআন শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। পরিকল্পনা রয়েছে মসজিদ ও মাদ্রাসাটি পাকা করা এবং সম্প্রসারণ করার।’

তিনি মসজিদের কাজ সম্প্রসারণ করতে সকলের সহযোগিতা চেয়ে বলেছেন, ‘সেক্ষেত্রে হয়তো সকলের এই কাজে অংশগ্রহণ করে সহযোগিতার ব্যবস্থা করা হবে। সবাই দোয়া করবেন আল্লাহ যেন সকল ব্যবস্থা সহজ করে দেন। মসজিদটিকে কবুল করে নেন। আর আমার ভাইয়ার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ যেন ওকে শহীদ হিসেবে কবুল করেন।’

উল্লেখ্য, ২০১৯ সালের ৬ অক্টোবর রাতে আবরার ফাহাদকে নৃশংসভাবে পিটিয়ে পিটিয়ে হত্যা করে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কিছু কর্মী। সেই হত্যাকাণ্ডের পর বুয়েট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ শিক্ষাঙ্গন উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। উত্তপ্ত হয়ে উঠে সারাদেশ। জাতীয় থেকে আন্তর্জাতিক গণমাধমে উঠে আসে এ হত্যাকাণ্ড নিয়ে প্রচুর বিশ্লেষণ ও সংবাদ। দেশব্যপী শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে বুয়েটে নিষিদ্ধ করা হয় ছাত্র রাজনীতিও।

তবে এখনো খুনি ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীদের তেমন কোনো বিচার হয়নি।

চালের বাজার অস্বাভাবিক, তেলের দাম ‘লাগামহীন’

চালের দাম বেড়েছে অস্বাভাবিক। ভোজ্যতেলের দাম ছুটছে ‘লাগামহীন’ পাগলা ঘোড়ার মত।

বিশ্ববাজারে সয়াবিন ও পাম তেলের মূল্যবৃদ্ধির কারণে দেশের বাজারে দাম বাড়াতে হচ্ছে বলে আমদানিকারক ও মিল মালিকদের দাবি।

মিরপুর বড়বাগ বাজারের মুদি দোকান রাসেল ট্রেডার্সের বিক্রেতা রহমতউল্লাহ শুক্রবার বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমকে বলেন, গত ১০ দিনে সয়াবিন তেলের দাম কেজিতে ১৫ টাকা বেড়ে ১৩০ টাকায় অবস্থান করছে, যা আগে কখনও দেখা যায়নি। পাম তেলও বিক্রি হচ্ছে প্রতি কেজি ১১৫ টাকায়।

বিশ্ববাজারে দাম বৃদ্ধির কথা বলে আমদানিকারকরা অতিরিক্ত দাম বাড়াচ্ছে বলে মনে করেন তিনি।

শুক্রবার কারওয়ানবাজারে খোলা সয়াবিন তেল প্রতিকেজি ১৩০ টাকায় ও পাম তেল ১১২ টাকায় বিক্রি হতে দেখা গেছে।

পাল্লা দিয়ে বেড়েছে বসুন্ধরা, তীর, পুষ্টি, ফ্রেশ, রূপচাঁদা ব্রান্ডের বোতলজাত সয়াবিন তেলের সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যও।

তীর ও বসুন্ধরা ব্র্যান্ডের পাঁচ লিটার সয়াবিন তেলের বোতলের গায়ে খুচরা দাম লেখা হয়েছে ৬৩০ টাকা। কারওয়ানবাজারে এই তেল ৫৮০ টাকায় বিক্রি হলেও পাড়া-মহল্লায় ৬৩০ টাকায়ই বিক্রি হচ্ছে। এসব ব্রান্ডের দুই লিটারের বোতলের খুচরা মূল্য ২৫২ টাকা।

এদিকে সরকার দেশের বাজার নিয়ন্ত্রণে ভারত থেকে বেসরকারি পর্যায়ে চাল আমদানির সুযোগ করে দিলেও এখনও বাজারে ভারতীয় চালের উপস্থিতি দেখা যায়নি। তবে আমদানির খবরে চালের দাম বস্তায় ৩০ থেকে ৪০ টাকা করে কমেছে বলে ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন।

মিরপুর শাহ আলী মার্কেটে চালের আড়ৎদার হাজী মহিউদ্দিন হারুন বলেন, মিরপুর বাজারে ভারতীয় চাল দেখা যায়নি। কোনো আমদানিকারকও তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেনি।

"রশিদ মিনিকেটের বস্তা ২৯৫০ টাকায় নেমেছে, একইভাবে পাইজাম চালের বস্তা ২৪০০ টাকা হয়েছে। ডলফিন, মোজাম্মেল, জোড়া কবুতরসহ বিভিন্ন ব্র্যান্ডের চালের দাম একই হারে কমেছে। গত দুই-তিন সপ্তাহ ধরে চালের বাজার অস্থির ছিল।"

কারওয়ানবাজারে চাল বিক্রেতা আবু রায়হান জগলু বলেন, "ভারতীয় চাল বাজারে আসলে দাম কমবে, এই আশায় নতুন করে দেশি চাল তুলছি না। ১০ জানুয়ারির মধ্যে আমদানি করা চাল আসার কথা শুনলেও এখনও কোনো খবর নেই।"বেশি দাম পাওয়ার আশায় ভারতীয় চালের বস্তা বদলে দেশি চাল হিসেবে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে কিনা প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "এমন শঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবে সে ধরনের কোনো কিছু এখনও হয়েছে বলে মনে হয় না। এমনটি হলে আমরা চাল দেখেই চিনতে পারব। যেহেতু চাল আসতে দেরি হচ্ছে তাই প্রশাসনকে এখনই এ বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।"

দেশে চালের দাম বেড়ে যাওয়ায় আমদানি শুল্ক ৬২ দশমিক ৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২৫ শতাংশ করে বেশ কিছু শর্তসাপেক্ষে আমদানির সুযোগ করে দিয়েছে সরকার।

বেসরকারি পর্যায়ে গত ৬ জানুয়ারি থেকে তিন ধাপে ১৮৫টি প্রতিষ্ঠানকে চার লাখ ৮৭ হাজার টন চাল আমদানির অনুমতি দেওয়া হয়। সরকারিভাবেও ৩৪ টাকা কেজি দরে প্রায় সাড়ে তিন লাখ টন চাল আমদানির প্রক্রিয়া চলছে।

চাল আমদানি ও বিপণন পর্যবেক্ষণ করতে একটি মনিটরিং সেলও গঠন করেছে খাদ্য মন্ত্রণালয়।

ভারত রপ্তানির নিষেধাজ্ঞা তুলে দেওয়ার পর দেশের বাজারে ঢুকতে শুরু করেছে আমদানি করা পেঁয়াজ। এর প্রভাবে এক সপ্তাহের ব্যবধানে দেশি মুড়িকাটা পেঁয়াজের দাম কেজিতে ১০ টাকা কমে ৩৪ টাকায় অবস্থান করছে।

অবশ্য শুক্রবার মিরপুর ও কারওয়ানবাজারে ঘুরে ভারতীয় পেঁয়াজ দেখা যায়নি। কারওয়ানবাজারে মাত্র একটি দোকানে ভারতীয় বড় আকারের ক্রস জাতের পেঁয়াজ দেখা গেলেও এর দাম চাওয়া হচ্ছিল প্রতিকেজি ৪২ টাকা।

ঢাকায় পেঁয়াজের সবচেয়ে বড় পাইকারি বাজার শ্যামবাজারের আমদানিকারক আব্দুল মজিদ জানান, গত দুই সপ্তাহ ধরে স্বল্পপরিসরে বাজারে ভারতীয় পেঁয়াজ রয়েছে, তবে দাম প্রতিকেজি ৩৮ টাকা থেকে ৪০ টাকা। দেশি পেঁয়াজের দাম কমে যাওয়ায় ভারতীয় পেঁয়াজের চাহিদাও কিছুটা কম।

কারওয়ান বাজারে দেশি পেঁয়াজের পাল্লা (পাঁচ কেজি) ১৭০ টাকা আর ভারতীয় পেঁয়াজ ২১০ টাকায় বিক্রি হয়েছে।

সূত্র: বিডি নিউজ টুয়েন্টিফোর

পাটগ্রামে সীমান্তসন্ত্রাসী বিএসএফের গুলিতে বাংলাদেশি নিহত

লালমনিরহাটের পাটগ্রাম উপজেলার শ্রীরামপুর ইউনিয়নের ঝালঙ্গী সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তসন্ত্রাসী বাহিনীর (বিএসএফ) ছোড়া রাবার বুলেটের আঘাতে বাংলাদেশি যুবক আবুল কালাম আজাদ নিহত হয়েছেন। সীমান্ত, পুলিশ ও বিজিবি সূত্র জানায়, শুক্রবার (১৫ জানুয়ারি) ভোর সাড়ে ৫টার দিকে শ্রীরামপুর ইউনিয়নের ঝালঙ্গী গ্রামের জয়নুল আবেদীনের ছেলে আবুল কালাম আজাদসহ ৫/৬ জনের একটি দল সীমান্তের ৮৪৮ নম্বর মেইন পিলারের ৭ নম্বর সাব পিলারের নিকট দিয়ে ভারতীয় গরু ব্যবসায়ীদের সহায়তায় গরু আনতে যায়। এ সময় ভারতের কোচবিহার জেলার ১৪০ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের ডোরাডাবরী ক্যাম্পের টহল দলের সদস্যরা লক্ষ্য করে রাবার বুলেট ছুড়লে আবুল কালাম আজাদের গলা ও মাথায় ছোড়া রাবার বুলেটে জখম হয়ে আহত হয়। তার সঙ্গীরা উদ্ধার করে রংপুরে চিকিৎসার জন্য নেয়ার পথে অতিরিক্ত রক্ত ক্ষরণে পথেই তার মৃত্যু হয়। তার লাশ বর্তমানে পাটগ্রাম থানায় রয়েছে বলে পাটগ্রাম থানা অফিসার ইনচার্জ সুমন মোহন্ত জানায়। ওদিকে, ৬১ বিজিবি ব্যাটালিয়নের ঝালঙ্গী বিজিবি ক্যাম্পের নায়েক সুবেদার জালাল সর্দার ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছে।

সূত্র: মানবজমিন

ইন্দোনেশিয়ায় ভূমিকম্পে নিহত বেড়ে ৪২

ইন্দোনেশিয়ার সুলাওয়েসি দ্বীপে শক্তিশালী ৬ দশমিক ২ মাত্রার ভূমিকম্পে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৪২ জনে দাঁড়িয়েছে। এতে আট শতাধিক মানুষ আহত হয়েছে। বহু বাড়িঘর বিধ্বস্ত হয়েছে। ভূমিকম্পে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লে মানুষজন ছোটাছুটি করে নিরাপদ স্থানে যায়।

স্থানীয় সময় শুক্রবার ভোরের ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল ছিল সুলাওয়েসি দ্বীপের ম্যাজেনে শহরের ছয় কিলোমিটার উত্তরপূর্ব এলাকায় ভূগর্ভের ১০ কিলোমিটার গভীরে। ইন্দোনেশিয়ার দুর্যোগ নিয়ন্ত্রণ সংস্থার বরাত

দিয়ে কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আলজাজিরা ও বার্তা সংস্থা রয়টার্স এসব তথ্য জানিয়েছে। এই ভূমিকম্পে অন্তত ৬০টি বাড়ি ভেঙে পড়েছে বলে জানা গেছে।

গণমাধ্যমের তথ্য মতে, ম্যাজেনে শহরে ২৬ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং আহত হয়েছে ৬০০ জন। আর সুলাওয়েসির পশ্চিমাঞ্চলীয় এলাকায় আরো আটজনের মৃত্যু হয় এবং দুই ডজন মানুষ আহত হয়েছে।

মামুজুর দুর্যোগ প্রশমন সংস্থার প্রধান আলি রহমান এএফপিকে বলেছেন, 'নিহতের সংখ্যা বাড়তে পারে, তবে আমরা আশা করি তা হবে না। অনেকেই ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়েছেন।'

ভূমিকম্পের ফলে অন্তত ১৫ হাজার মানুষ ঘরবাড়ি ছাড়া হয়েছেন। এর কয়েক ঘণ্টা আগে ইন্দোনেশিয়ার একই এলাকায় ৫ দশমিক ৯ মাত্রার এক ভূমিকম্পে বেশকিছু বাড়ি ঘর ধসে যায়।

মালি | আল-কায়েদার শহিদী হামলায় ফ্রান্সের ২০ এরও অধিক সৈন্য নিহত, হতাহত অনেক

মালিতে ক্রুসেডার ফ্রান্সের একটি সামরিক ঘাঁটির নিকটে শহিদী হামলা চালিয়েছে আল-কায়েদা, এতে ২০ এরও অধিক ক্রুসেডার সৈন্য নিহত এবং অনেক সৈন্য হতাহত হয়েছে। এছাড়াও আরো ২টি বীরত্বপূর্ণ হামলা চালিয়েছি দলটি। এসব হামলায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয় ফ্রান্সের।

আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকা শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন সম্প্রতি লিখিত আকারে ৪ পৃষ্ঠার নতুন একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছে। আয-যাল্লাকা মিডিয়া ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত উক্ত বিবৃতিতে সম্প্রতিক সময়ে ক্রুসেডার ফ্রান্সের সামরিক কাফেলার উপর মুজাহিদদের কয়েকটি বীরত্বপূর্ণ হামলা ও একটি বিবাহ অনুষ্ঠানে ক্রুসেডার ফ্রান্সের বিমান হামলা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

বিবৃতিটিতে বলা হয় যে, ক্রুসেডার আফ্রিকার দেশগুলোতে দিনের পর দিন যুদ্ধপরাধ চালিয়েই যাচ্ছে, আর ত্বাগুতী মিডিয়াগুলোর মাধ্যমে তাকে ঢাকার চেষ্টা করে যাচ্ছে। মালিতে ক্রুসেডার ফ্রান্সের সর্বশেষ অপরাধগুলির মধ্যে একটি হ'ল বুন্টি শহরে মুসলিমদের একটি বিবাহ অনুষ্ঠানে ফরাসী সৈন্যদের নৃশংস বিমান হামলা, যা গত রবিবার ৩ জানুয়ারী 2021 খ্রিস্টাব্দে দুপুর বেলায় সংঘটিত হয়েছিল, যাতে কয়েক ডজন (প্রায় ১০০) বেসামরিক লোক মারা গিয়েছিল এবং আহত হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা নিহতদের শহীদদের মধ্যে গ্রহণ করুন এবং আহতদের অতি দ্রুত সুস্থতার নিয়ামত দান করুন, আমিন।

বার্তাটিতে আল-কায়েদা ক্রুসেডার ফ্রান্সের এমন নৃশংস বিমান হামলার কঠোর নিন্দা জানায় এবং এর জন্য ফ্রান্সকে কঠিন মূল্য দিতে হবে বলেও হুশিয়ারী উচ্চারণ করে দলটি।

এরপর ক্রুসেডার ফ্রান্সের এমন নৃশংস হামলা ও রাসূলুল্লাহ্ (সা:) কে অবমাননা করার প্রতিশোধ নিতে সম্প্রতি মালিতে ক্রুসেডার ফ্রান্সের বিরুদ্ধে মুজাহিদদের পরিচালিত কয়েকটি অভিযানের কথা উল্লেখ করা হয়।

যেখানে বলা হয়েছে, গত ৮ জানুয়ারি মুজাহিগণ মালির কাইদাল রাজ্যের 'আমশান' অঞ্চলের ২টি স্থানে ক্রুসেডার ফ্রান্সের 'বোরখান' ফোর্স ও জাতিসংঘের 'মিনোসুমা' ক্রুসেডার জোট বাহিনীর বিরুদ্ধ সফল হামলা চালিয়েছেন JNIM মুজাহিদগণ। এসময় মুজাহিদগণ 130mm ক্ষেপণাস্ত্র এবং 120mm মর্টার শেল দ্বারা ক্রুসেডার বাহিনীর অবসান লক্ষ্য করে আক্রমণ করেছিলেন, যা ক্রুসেডার বাহিনীর অবস্থানে সরাসরি আঘাত হানে। যার ফলে ক্রুসেডার ফ্রান্স ও মিনোসুমা বাহিনীর সমারিকযান ও সরঞ্জামাদি ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং বেশ কিছু ক্রুসেডার সৈন্য হতাহত হয়।

একইদিন ভোর বেলায় কাইদাল রাজ্য থেকে ২০০ কি.মি. দূরে ক্রুসেডার ফ্রান্সের গুরুত্বপূর্ণ একটি সামরিক বিমান ঘাঁটির নিকট সবাচাইতে সফল অভিযানটি চালানো হয়। JNIM এর 'আব্দুল আজিজ আল-আনসারী' নামক একজন জানবায মুজাহিদ একটি গাড়ি বোমার মাধ্যমে উক্ত সফল ও শক্তিশালী ইস্তেশহাদী হামলাটি পরিচালনা করেন। স্থানীয় গণমাধ্যমগুলোর বরাত দিয়ে জানানো হয়েছে যে, উক্ত হামলায় ক্রুসেডার ফ্রান্সের অন্ততপক্ষে ২০ সৈন্য নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে আরো অনেক। এছাড়াও ক্রুসেডার বাহিনীর সামরিক সরঞ্জামাদির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ঘটেছে।

এই অপারেশন সম্পর্কে ফরাসিদের কাছ থেকে এখন পর্যন্ত কোনও বিবৃতি পাওয়া যায়নি, আর এটি তাদের চিরাচরিত অভ্যাস। কেননা ফরাসিরা সবসময়ই তাদের প্রকৃত ক্ষয়ক্ষতির গোপন করতে অভ্যস্ত।

বার্তাটির উপসংহারে বলা হয়, আমরা ফরাসী সরকার এবং এর জনগণকে বলতে চাই যে, মালি ভূমিতে তোদের দেশের সৈন্যরা দীর্ঘদিন বেঁচে থাকবে এমন ধারণা করাটা বোকামি। দখলদার ফ্রান্স এবং তার সামরিক বাহিনী যতই শক্তিশালী হোক না কেন, তাদের দখলদারিত্ব থেকে জনগণের স্বাধীনতার ইচ্ছাকে পরাস্ত করতে পারবে না। দখলদারিত্বের অবসানের ইচ্ছার এই আগুন দিন দিন আরো প্রজ্বলিত হতে থাকবে, ইনশাআল্লাহ্।

ফ্রান্স মালির কাছ থেকে এখনো পর্যন্ত কোনও আক্রমণ প্রত্যক্ষ করেনি। আমরা এই ভূমি থেকে সর্বশেষ দখলদার সৈন্যেটি চলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাব, আর যদি এখান থেকে দখলদাররা সরে না যায়, তবে ফ্রান্স মালির ভূমি থেকে আরও কঠোর, তীব্র এবং আরও সুনির্দিষ্ট আক্রমণ দেখতে পাবে। যা তোদের পরাজয়কে আরো নিকটবর্তী করবে। بِإِذْنِ الله

https://ibb.co/2ZQ8F4H

https://ibb.co/ftvpC5X

১৫ই জানুয়ারি, ২০২১

ওয়াজ মাহফিলের অনুমতির ক্ষেত্রে ত্বগুত প্রশাসনের কড়াকড়ি আরোপ

বাংলাদেশে ওয়াজ বা ধর্মীয় সমাবেশের বক্তাদের বিভিন্ন সংগঠন অভিযোগ করেছে, এবার শীত মৌসুমে দেশের বিভিন্ন জায়গায় তাদের ওয়াজ মাহফিল করার অনুমতি দেয়ার ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসন কড়াকড়ি আরোপ করছে। তারা আরও বলেছেন, অনেক জায়গায় ওয়াজ করার অনুমতিও দেয়া হচ্ছে না।

ওয়াজ মাহফিলে বক্তাদের কয়েকটি সমিতি বা সংগঠন রয়েছে। একটি সংগঠনের মহাসচিব মাওলানা হাসান জামিল জানিয়েছেন, গত মাসে দেশের আটটি জায়গায় অনুমতি না পাওয়ায় তার ওয়াজ মাহফিল করা সম্ভব হয়নি।

তিনি বলেছেন, "কোথাও কোথাও কোন বিশেষ ব্যক্তির কারণে ওয়াজ করতে দেয়া হচ্ছে না। কোথাও প্রশাসনের হস্তক্ষেপ অথবা কোথাও জনপ্রতিনিধিদের হস্তক্ষেপের কারণে প্রোগ্রাম করতে দেয়া হচ্ছে না। নানান জায়গা থেকে এরকম অভিযোগ আমাদের কাছে আসছে। "

"বিশেষ করে বড় প্রোগ্রাম যেগুলো জেলা পর্যায়ে হয় বা বড় জমায়েত হয়, অধিকাংশ জায়গায় এমন প্রোগ্রাম করতে দেয়া হচ্ছে না" বলে তিনি মন্তব্য করেন।

মাওলানা হাসান জামিল জানিয়েছেন, অনুমতি না দেয়ার ক্ষেত্রে স্পষ্ট কারণ বলা হয় না।

মাহফিলে বক্তাদের আরও দু'জন অভিযোগ করেছেন, ওয়াজ মাহফিল করার সময় তাদের গোয়েন্দা সংস্থার কড়া নজরদারিতেও রাখা হয়।

শীতের সময়েই দেশের মহানগরী, জেলা-উপজেলা এবং একেবারে গ্রাম পর্যায়ে ওয়াজ মাহফিল বা ধর্মীয় সমাবেশ হয়ে থাকে।

ওয়াজ মাহফিলের বক্তাদের বিভিন্ন সংগঠন অভিযোগ তুলেছে, এবার তাদের ওয়াজ করার অনুমতি পাওয়ার ক্ষেত্রে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের কাছে বক্তাদের তালিকা দিতে হচ্ছে।

তারা বলেছেন, তালিকার কোন বক্তার কোন রাজনৈতিক পরিচয় আছে কিনা, এছাড়া ইউটিউবসহ সামাজিক মাধ্যমে এবং অন্য কোন এলাকায় আগে গরম বক্তব্য দিয়েছেন কিনা – এসব বিষয়ে খতিয়ে দেখা হচ্ছে । তারা আরও অভিযোগ করেছেন, অনেক ক্ষেত্রে অনুমতি মিলছে না।

মাহফিলে বক্তাদের মধ্যে অন্যতম একজন মাওলানা হাবিবুল্লাহ কাসেমী বলেছেন, বিতর্কিত বা উস্কানিমূলক বক্তব্য দেয়ার বিচ্ছিন্ন দু'একটি ঘটনা ঘটতে পারে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে বক্তারা সতর্ক থাকেন বলে তিনি মনে করেন।

"যারা দায়িত্বশীল বা ভাল আলোচক আছেন এবং শীর্ষ আলোচক যারা আছেন, তারা অবশ্যই অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বাক্য এবং শব্দ চয়ন করে থাকেন। তাদের আলোচনাগুলো গঠনমূলক হয়ে থাকে। তবে কোন কারণে যদি কোন ব্যক্তির ব্যাপারে বিতর্কিত বা উস্কানিমূলক বক্তব্য দেয়ার অভিযোগ আসে, সেটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা" বলে তিনি মনে করেন।

মালি | মুজাহিদদের হামলায় জাতিসংঘের ১১ ক্রুসেডার সৈন্য হতাহত

মালিতে জাতিসংঘের কথিত শান্তিরক্ষী বাহিনীর উপর পৃথক ২টি হামলা চালিয়েছে আল-কায়েদা, এতে ৪ সৈন্য নিহত এবং ৭ সৈন্য আহত হয়েছে।

বুধবার (১৩ জানুয়ারী) আফ্রিকার পশ্চিমাঞ্চলীয় দেশ মালিতে দখলদার জাতিসংঘের কুফরি মিশনে অংশগ্রহণকারী আইভরিয়ান সৈন্যদের একটি কাফেলায় হামলা চালিয়েছে আল-কায়েদা শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইমলাম ওয়াল মুসলিমিন। এতে ৩ আইভরিয়ান সৈন্য নিহত হয়েছে।

এই হামলার মাত্র কয়েকদিন আগে, জাতিসংঘের মুখপাত্র 'স্টাফেন দুজারিক' মালির টিম্বুক্টু অঞ্চলে কথিত শান্তিরক্ষী বাহিনীর উপর অপর একটি হামলার কথাও জানিয়েছিল। তার ভাষ্যমতে আল-কায়েদা যোদ্ধাদের উক্ত হামলায় জাতিসংঘের ১ ক্রুসেডার সৈন্য নিহত ও আরো ৭ সৈন্য আহত হয়েছে।

https://ibb.co/SKTF6gy

শাম | মুজাহিদদের হামলায় ১১ রাশিয়ান ও নুসাইরী সৈন্য হতাহত

ইদলিবে দখলদার রুশ ও নুসাইরী শিয়াদের উপর সফল বোমা হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদিন। এতে ৩ সৈন্য নিহত ও ৮ সৈন্য আহত হয়েছে।

বিস্তারিত রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ১৩ জানুয়ারি বুধবার, সিরিয়ার (শাম) ইদলিব সিটির আয-যাইতুন অঞ্চলে দখলদার রাশিয়ান বাহিনী ও কুখ্যাত শিয়া নুসাইরী মুরতাদ বাহিনীর উপর সফল বোমা হামলা চালিয়েছে একটি ছোট মুজাহিদ গ্রুপ। আনসারুত তাওহীদের অনুগত ঐ মুজাহিদ দলটির সফল বোমা হামলায় ৩ রুশ ও নুসাইরী সৈন্য নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে আরো ৮ ক্রুসেডার ও মুরতাদ সৈন্য।

খোরাসান | তালেবান মুজাহিদদের হামলায় ১০১ মুরতাদ সৈন্য নিহত

আফগানিস্তানে মুরতাদ কাবুল বাহিনীর উপর পৃথক ৬টি অভিযান পরিচালনা করেছে তালেবান। মুরতাদ বাহিনীর ৭৩ সৈন্য নিহত এবং ২৮ সৈন্য আহত হয়েছে।

বিস্তারিত রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ১৩ জানুয়ারি বুধবার রাতে, আফগানিস্তানের জাউজান প্রদেশের আকচাহ্ জেলায় অবস্থিত মুরতাদ কাবুল বাহিনীর একটি সেনা ঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন। মহান আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্যে মুজাহিদগণ এই অভিযানের মাধ্যমে ঘাঁটিটি বিজয় করতে সক্ষম হন। এসময় মুজাহিদদের হামলায় ৩ সেনা কমান্ডারসহ ৭ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং আরো ৫ মুরতাদ সৈন্য আহত হয়েছে। এছাড়াও মুজাহিদগণ গনিমত লাভ করেছেন অনেক অস্ত্রশস্ত্র ও গোলা-বারুদ।

একইদিন হেলমান্দ প্রদেশের নাওয়াহ জেলায় দখলদার মার্কিন বিমান বাহিনীর তত্ত্বাবধানে আক্রমণ পরিচালনাকারী কাবুল সরকারের কমান্ডো বাহিনীর উপর হামলা চালান তালেবান মুজাহিদিন। যার ফলে ১৫ কমান্ডো নিহত এবং আরো ১১ কমান্ডো গুরতর আহত হয়। এছাড়াও মুজাহিদগণ ধ্বংস করেন মার্কিন বাহিনীর দেওয়া ৫টি সাঁজোয়া ট্যাঙ্ক।

একইভাবে ঐদিন রাতে কান্দাহার প্রদেশের মাইওয়ান্দ জেলায় মুরতাদ কাবুল বাহিনীর ২টি সেনা চৌকিতে হামলা চালান তালেবান মুজাহিদিন। যা অভিযানের মাধ্যমে মুজাহিদগণ বিজয় করেন। এসময় মুজাহিদদের হাতে ১৩ সৈন্য নিহত এবং ১ সৈন্য বন্দী হয়।

এর আগে অর্থাৎ গত মঙ্গলবার রাত ৯ টার দিকে লাগবাগের প্রাদেশিক রাজধানীর একটি এলাকায় কাবুল সরকারের একটি সেনা ইউনিটে মর্টার হামলা চালান মুজাহিদগণ। যার ফলে মুরতাদ বাহিনীর ২০ সৈন্য নিহত এবং কতক সৈন্য আহত হয়।

একইদিন আসরের সময় নাওয়াহ জেলায় তালেবান নিয়ন্ত্রিত দুটি এলাকা ক্রুসেডার মার্কিন বিমান বাহিনীর নেতৃত্বাধীন কাবুল সরকারের কমান্ডো বাহিনী হামলা চালাতে শুরু করে। এসময় মুজাহিদগণও পাল্টা আক্রমণ শুরু করলে কাবুল সরকারের ১৩ কমান্ডো নিহত এবং আরো ৭ কমান্ডো আহত হয়, ধ্বংস করা হয় মুরতাদ বাহিনীর ৩টি সাঁজোয়া ট্যাঙ্ক।

অপরদিকে নানগারহার প্রদেশের শেরজাদ জেলায় মুরতাদ বাহিনীর একটি সেনা কাফেলায় হামলা চালান। যার ফলে ৫ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং আরো ৫ মুরতাদ সৈন্য আহত হয়।

https://ibb.co/kSBQ85y

পাকিস্তান | টিটিপির হামলায় এক অফিসারসহ ৫ মুরতাদ সৈন্য নিহত

পাকিস্তানের মাহমান্দ ও বাজৌর এজেন্সীতে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর উপর দুটি ভিন্ন ধরণের আক্রমণ চালানো হয়েছে। এতে এক অফিসারসহ পাঁচ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে।

বিস্তারিত রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ১৩ জানুয়ারি বুধবার পাক মুরতাদ বাহিনীর উপর উক্ত হামলা দুটি চালানো হয়। প্রথম আক্রমণটি ঐদিন সকালে বাজৌর এজেন্সির চারমং সীমান্তে একটি লাইন মাইন বিস্ফোরণ আকারে ঘটেছিল।

সূত্র জানায়, রাতে বিস্ফোরকটি মুরতাদ বাহিনীর সামরিক পোস্টের ভিতরে লাগানো হয়েছিল। পরে সকাল বেলায় বিস্ফোরকটি বিস্ফোরিত হলে ৪ সেনা সদস্য নিহত হয়।

দ্বিতীয় আক্রমণটি মাহমান্দ এজেন্সির বাইজাই সীমান্তে হয়, যেখানে অভিযান পরিচালনাকারীরা স্নাইপার রাইফেল দিয়ে গুলি চালায়। যার ফলে মুরতাদ বাহিনীর এক সেনা অফিসার নিহত হয়েছে।

পাকিস্তানের জনপ্রিয় জিহাদী গ্রুপ তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ উভয় হামলার দায় স্বীকার করেছেন।

উল্লেখ্য যে, নতুন বছরের শুরু থেকেই টিটিপি-র আক্রমণ বেড়েছে। এখন পর্যন্ত দলটি পাকবাহিনীর উপর প্রায় ১১ টি আক্রমণ চালিয়েছে।

https://ibb.co/WpkSxZJ

ফাইজারের টিকা নেওয়ার পর মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণে চিকিৎসকের মৃত্যু

ফাইজারের টিকা নেওয়ার ১৬ দিন পর মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণে মারা গেছে যুক্তরাষ্ট্রের একজন চিকিৎসক। এ ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে ফাইজার কর্তৃপক্ষ।

নিউ ইয়র্ক টাইমস জানিয়েছে, গ্রেগরি মাইকেল (৫৬) নামের ওই ধাত্রীবিদ্যাবিশারদ (গাইনোকলজিস্ট) ফ্লোরিডার মায়ামিতে কর্মরত ছিল।

২০২০ সালের ১৮ ডিসেম্বর তিনি ফাইজারের করোনা টিকা গ্রহণ করেছিল। তার স্ত্রী হিদি নেকলম্যান ফেসবুকে একটি পোস্ট দিয়ে দাবি করে, টিকা নেওয়ার সময় সুস্থ ছিল গ্রেগরি। এমনকি তার কোনো রোগ প্রতিরোধ বিষয়ক বিশৃঙ্খলাও ছিল না। তবে টিকা নেওয়ার পর তিনি ইডিওপ্যাথিক থ্রোমবোসাইটোপেনিক পারপুরা (আইটিপি) জনিত স্ট্রোকে আক্রান্ত হন। এ সময় তার রক্তে প্লেটিলেটসের ঘাটতিও দেখা দেয়।

হিদি নেকলম্যানের দাবি, এই টিকার কারণেই তার স্বামীর মৃত্যু হয়েছে। এই মৃত্যুর পেছনে আর অন্য কোনো কারণ থাকতে পারে না।

একই সঙ্গে গ্রেগরির মৃত্যুর বিষয়ে তদন্ত করছে ফ্লোরিডার স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও ফেডারেল সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি)।

এদিকে গত বুধবার মাইকেলের দেহ থেকে ময়নাতদন্তের সময় নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। তা এদিনই পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে সিডিসিতে।

উল্লেখ্য যে, এর আগে ফাইজারের টিকা নেওয়ার পর পর্তুগালে এক স্বাস্থ্যকর্মীরও মৃত্যু ঘটেছিল।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ডেইলি মেইল জানিয়েছিল, নতুন বছরের প্রথমদিন ঘরে আচমকা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন স্বাস্থ্যকর্মী সোনিয়া অ্যাকেভেডো। টিকা নেওয়ার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে এ ঘটনা ঘটেছিল।

দুই সন্তানের মা সোনিয়া পোর্তো শহরের পর্তুগিজ ইনস্টিটিউট অব অনকোলজিতে শিশুরোগ বিভাগে কর্মরত ছিলেন। এ জন্য শুরুতেই করোনার টিকা নিতে হয় তাকে।

সোনিয়ার বাবা অ্যাবিলিও অ্যাকেভেডো স্থানীয় সংবাদ পত্রিকাকে বলেন, ‘আমার মেয়ে একেবারে ঠিকঠাক ছিল। তার কোনো ধরনের শারীরিক সমস্যা ছিল না।’

তিনি আরও বলেন, ‘সে করোনার টিকা নিয়েছিল। তার কোনো ধরনের উপসর্গ ছিল না। আমি জানি না কী হয়েছে আসলে। আমি শুধু কারণ জানতে চাচ্ছি। আমার মেয়ে কীভাবে মারা গেলে সেটি আমি জানতে চাই।’

পরপর দু'জন টিকা গ্রহণকারী ব্যাক্তির একই কায়দাই মৃত্যুর বিষয়টি ভাবিয়ে তুলেছেন সচেতন মহলকে।

এ ব্যাপারে আরো জানতে পড়তে পারেন...

https://alfirdaws.org/2021/01/05/45736/

https://alfirdaws.org/2020/12/26/45385/

https://alfirdaws.org/2021/01/03/45646/

১৪ই জানুয়ারি, ২০২১

রোহিঙ্গা ক্যাম্পে আগুন, ৪৩৫ ঘর পুড়ে ছাই

কক্সবাজারের টেকনাফের নয়াপাড়া রেজিস্টার্ড রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পে অগ্নিকাণ্ডে হোস্ট কমিউনিটির দু'টি ঘর ও কমিউনিটি সেন্টারসহ ৪৩৫ টি পরিবারের সমন্বয়ে একটি ব্লক সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

এই ঘটনায় কারো মৃত্যুর ঘটনা না ঘটলেও ১৫-২০ জন নারী-পুরুষ আহত হয়েছেন।

জানা যায়, বুধবার দিবাগত রাত ১ টা ২৯ মিনিটে টেকনাফ নয়াপাড়া রেজিষ্টার্ড রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পের ই-ব্লকে বুইগ্নানীর ঘর থেকে আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়। প্রত্যেক বাড়িতে গ্যাস সিলিন্ডার থাকার কারণে তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং এক ঘণ্টার মধ্যে পুরো ব্লকে ছড়িয়ে পড়ে।

অগ্নিকাণ্ডে রোহিঙ্গা ক্যাম্পের ই-ব্লকের ৪৩২টি রোহিঙ্গা বসতির রোম, ১ টি ইউএনএইচসিআরের কমিউনিটি সেন্টার এবং পার্শ্ববর্তী ২টি স্থানীয় জনবসতির ঘরসহ ৪৩৫ টি ঘর আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

এছাড়া পার্শ্ববর্তী ভাসমান আরও কিছু ঝুপড়ি ঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে বেশ কয়েকজন দাবি করেন। এই অগ্নিকাণ্ডে আগুনের উৎস সম্পর্কে কেউ নিশ্চিত হতে পারেনি। তবে অনেকে ধারণা করছেন রোহিঙ্গাদের ব্যবহৃত গ্যাস সিলিন্ডার থেকে এই অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হতে পারে।

এই ব্যাপারে নয়াপাড়া শরণার্থী ক্যাম্পের ক্যাম্প ইনচার্জ আব্দুল হান্নান জানান, হঠাৎ অগ্নিকাণ্ডে ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং উৎস সম্পর্কে এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

ভারতে রামমন্দিরের চাঁদা সংগ্রহ করতে মুসলমানদের বাড়িঘরে গেরুয়া সন্ত্রাসীদের লুটপাট

ভারতের মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় আযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণের জন্য চাঁদা সংগ্রহকে কেন্দ্র করে মুসলমানদের বাড়িঘর লুট করা হচ্ছে।

ইন্দোর, মান্দসৌর, উজ্জয়িনী-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় মুসলিম সমাজের নেতারা অভিযোগ করছেন, রামমন্দিরের চাঁদা তোলার মিছিল ইচ্ছে করে তাদের মহল্লা দিয়ে নিয়ে গিয়ে হিংসায় প্ররোচনা দেওয়া হচ্ছে এবং মসজিদেও ভাঙচুর চালানো হচ্ছে।

রাজ্য পুলিশের বিরুদ্ধেও এই সব ঘটনায় হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি পক্ষপাত দেখানোর অভিযোগ উঠেছে।

বস্তুত সুপ্রিম কোর্টের রায়ে অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণের পথ প্রশস্ত হওয়ার পর গত আগস্টেই সেই মন্দিরের ভূমিপূজা সম্পন্ন হয়েছে, এখন চলছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সেই মন্দির নির্মাণের জন্য চাাঁদাবাজি করে অর্থসংগ্রহের কাজ।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মতো বিভিন্ন সন্ত্রাসী সংগঠন বাইক মিছিলের আয়োজন করে মন্দিরের জন্য সাধারণ মানুষের কাছ থেকে চাঁদা তুলতেও শুরু করেছে। মধ্যপ্রদেশের বেশ কয়েকটি জেলায় এই সব মিছিল যখন মুসলিম মহল্লা দিয়ে যায় তখন মুসলমানদের বাড়িঘর লুটপাট চালায়।

মুসলমানদের উপর দোষ চাপাতে হিন্দুত্ববাদীরা অভিযোগ তুলেছে এলাকাবাসী মিছিল লক্ষ্য করে পাথর বা ইট-পাটকেল ছুঁড়েছে।

মুসলিম সমাজের নেতারা পাল্টা বলছেন, মিছিল থেকেই হিংসায় প্ররোচনা দেওয়া হচ্ছে, এমন কী মসজিদের মাথায় উঠে মিনার ভাঙার চেষ্টা পর্যন্ত হয়েছে। গত ২৯ ডিসেম্বর এই ধরনেরই তীব্র সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সাক্ষী ছিল ইন্দোরের কাছে চন্দন খেড়ি গ্রাম। ওই গ্রামের সরপঞ্চ বা মোড়ল দিলনওয়াজ প্যাটেল বলছিলেন, "রামমন্দিরের নামে চাঁদা তোলার মিছিল বের করে আসলে গোটা রাজ্যেই মুসলমানদের জীবনযাপনের পরিবেশকে বিষিয়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে।

এই সব মিছিলের উদ্দেশ্যই হল মুসলিমদের ভয় দেখানো।" "বিভিন্ন মুসলিম পরিবারের ওপর হামলা হয়েছে, অথচ পুলিশ এই সব ঘটনায় শুধু মুসলিমদেরই আটক করছে – হিন্দুদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থাই নেওয়া হচ্ছে না।" "প্রত্যক্ষদর্শীদের তোলা ভিডিওতে পরিষ্কার দেখা গেছে মসজিদের মাথায় চড়ে মিনার ভাঙার চেষ্টা করা হচ্ছে, অথচ তাদের বিরুদ্ধে কিছুই করা হচ্ছে না।" একই সময়ে অবিকল প্রায় একই ধরনের ঘটনা ঘটার অভিযোগ এসেছে মান্দসৌর বা উজ্জয়িনী জেলা থেকেও।

বিজেপির নেতা-মন্ত্রীদের উসকানিমূলক বক্তব্যেই পরিস্থিতি আরও বিষিয়ে উঠছে। মধ্যপ্রদেশের ক্যাবিনেট মন্ত্রী বিশ্বাস সারং। সে জানিয়েছে রামমন্দিরের জন্য চাঁদা সংগ্রহে কোনও বাধা দেওয়া হবে না।

কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের জালিয়াতি, ভর্তি না হয়েই শিক্ষার্থী পরীক্ষা না দিয়েও পাস

কল্পকাহিনীকেও হার মানিয়েছে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের জালিয়াতি। নাম-রেজিস্ট্রেশন রিপ্লেসমেন্ট করে যে কাউকেই দেয়া হয় ছাত্রত্ব। আবার পরীক্ষা না দিয়েও পাওয়া যাচ্ছে ভালো রেজাল্ট। এমনি অনেক অবাস্তব ঘটনা ঘটছে এখানে। বিগত তিন বছরের বেশি সময় ধরেই চলছে এইসব আজগুবিকাণ্ড। আর এসব অনিয়মের মূল হোতা বোর্ডের সিস্টেম অ্যানালিস্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলেও তিনি এখনো রয়েছেন বহাল তবিয়তে। যদিও কারিগরি শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যান বলছেন অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ার আগে আইনানুগভাবেই আমাদের কিছু করার নেই। তবে অভিযোগের তদন্ত সুষ্ঠুভাবে চলছে বলেও জানান বোর্ড চেয়ারম্যান।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও শিক্ষার্থীদের সাথে কথা বলে জানা গেছে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের একটি সিন্ডিকেট দীর্ঘ দিন থেকেই নানাভাবে জালিয়াতির মাধ্যমে বিশাল অঙ্কের অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে। এর সাথে কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও জড়িত। এই সিন্ডিকেটটি কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি না হলেও টাকার বিনিময়ে একজনকে ছাত্র বানিয়ে দিচ্ছে। আবার পরীক্ষায় অংশ না নিলেও পাস করিয়ে দিচ্ছে যে কাউকে। বিশাল অঙ্কের টাকা গুনলেই এভাবে পাস ও সনদও মিলছে। ২০১৯ ও ২০২০ সালের এসএসসি ভোকেশনালে ছাত্রভর্তি ও ফলাফলে এমন জাল-জালিয়াতিরও সত্যতা মিলেছে।

সংশ্লিষ্টরা জানান, কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে ভয়াবহ এই জালিয়াতি ও দুর্নীতির সাথে যারা জড়িত তারা এখনো চাকরিতে বহাল তবিয়তে রয়েছেন। বিশেষ করে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের ঊর্ধতন কিছু কর্মকর্তার ছত্রছায়ায় এমন জালিয়াতির ঘটনা ঘটছে। সম্প্রতি এমন অভিযোগে বোর্ডের দু’জন কম্পিউটার অপারেটরকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। সেই সাথে শিক্ষার্থীদের সাথে অনিয়ম করার অভিযোগে চারটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অনুমোদনও বাতিল করা হয়েছে। কিন্তু মূল হোতা বোর্ডের সিস্টেম অ্যানালিস্ট সামসুল আলম ও প্রোগ্রামার ওমর ফারুকের বিরুদ্ধে এখনো দৃশ্যমান কোনো আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের কয়েকজন কর্মকর্তার এসব অনিয়মের বিষয়ে অনুসন্ধান ও তদন্ত করতে দুদকে অভিযোগ দাখিলের পর দুর্নীতি দমন কমিশন বিভাগের সহকারী পরিচালক নূরজাহান পারভিন স্বাক্ষরিত একটি আদেশ দেয়া হয়। আদেশে বলা হয়, ২০১৭ শিক্ষাবর্ষের এসএসসি ভোকেশনাল শিক্ষাক্রমের নবম শ্রেণীর ভর্তিকৃত বা রেজিস্ট্রেশনকৃত শিক্ষার্থীর তালিকার কপি ও ২০১৭ সালের নবম শ্রেণী সমাপনী পরীক্ষা এবং ২০১৯ সালের দশম শ্রেণী এসএসসি পরীক্ষা এর প্রবেশপত্র কপি, অ্যাকাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট, সনদপত্র, ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রমের ভর্তিকৃত বা রেজিস্ট্রেশনকৃত শিক্ষার্থীর তালিকার কপি, ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম পর্বের পর্ব সমাপনী পরীক্ষা পরীক্ষার্থীর প্রবেশপত্র কপি, অ্যাকাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট এবং সনদপত্র, পরীক্ষায় অংশগ্রহণের হাজিরা সিট দাখিল করার জন্য বোর্ড চেয়ারম্যান ড. মোরাদ হোসেন মোল্লার কাছে একটি বার্তা অনুলিপি প্রেরণ করেন। এসব প্রতিষ্ঠানে কোডগুলো হলো এসএসসি ভোক : ৫৩০৯৫, ৫২০৮৭, ৫২০৬৯, ৫৯০৫৬, ৫৯০৯৭, ৫৩০৮৮, ৫২০৮২, ১২০১৬, ৫৯০৩৮, ৫২১১২, ৫৪১১৩ ও ৪৭০১৮। ডিপ্লোমা প্রতিষ্ঠানে কোডগুলো হলো- ১৬০৫৭, ২৪১৬০, ৩১০৩৬, ৪৮০৩৫, ৫০০৯৪, ৫০০৯৭, ৫০১১৪ ও ৫৩০৮২।

অন্য দিকে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বিশাল অঙ্কের টাকা নিয়ে ভর্তি ও পরীক্ষা ছাড়াই অন্য শিক্ষার্থীদের নাম রেজিস্ট্রেশন রিপ্লেসমেন্ট দেখিয়ে ফলাফল বিক্রির অভিযোগও রয়েছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে। ভুক্তভোগী কয়েকজন শিক্ষার্থী জানান, তারা ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত এইচএসসি (বিএম) প্রথম বর্ষ পরীক্ষা অংশগ্রহণ করেন এবং ২০২০ সালে দ্বিতীয় বর্ষ পরীক্ষার জন্য ফরম ফিলাপ করেন। বিটিইবির ওয়েবসাইটে ফরম ফিলাপের লিস্টে তাদের নামও আছে কিন্তু পরীক্ষার্থীরা প্রবেশপত্র পায়নি এমনকি তারা প্রথম বর্ষের অ্যাকাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্টও পায়নি।

সূত্র: নয়া দিগন্ত

ঝিনাইদহে নসিমনকে ট্রাকের ধাক্কা, নিহত ৭

ঝিনাইদহের শৈলকূপায় নসিমনের সঙ্গে ট্রাকের সংঘর্ষে ছয়জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও কয়েকজন। বুধবার সন্ধ্যায় মদনডাঙ্গায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতদের নাম পরিচয় এখনো জানা যায়নি। নিহতরা সকলেই নসিমনের যাত্রী ছিলেন।

পুলিশ বলেছে, মদনডাঙ্গায় শ্যালো ইঞ্জিন চালিত তিন চাকার এ যানটির সঙ্গে ঝিনাইদহ থেকে কুষ্টিয়াগামী একটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে হতাহতের ঘটনা ঘটে।

পুলিশ আরো জানায়, শৈলকুপা শেখপাড়া এলাকা থেকে নসিমন যোগে বেশ কিছু নির্মাণ শ্রমিক কাজ শেষে ঝিনাইদহ শহরের দিকে আসছিলেন। এ সময় একটি ট্রাক নসিমনটিকে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই ছয়জন মারা যান। পরে আরও একজনের মৃত্যু হয়।

ভারতের চেয়ে দেড়গুণ বেশি দামে টিকা কিনছে বাংলাদেশ

অক্সফোর্ডের করোনাভাইরাস টিকার প্রতি ডোজ চার ডলার মূল্যে বাংলাদেশকে সরবরাহ করবে ভারতের সেরাম ইনস্টিটিউট (এসআইআই)। বাংলাদেশি মুদ্রায় এর দাম পড়বে প্রায় ৩৪০ টাকা। একাধিক সূত্রের বরাতে ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স বলছে, সেরামের কাছে ভারত যে মূল্যে এই টিকা পাচ্ছে বাংলাদেশের জন্য সেই মূল্য প্রায় দেড়গুণ (৪৭ শতাংশ) বেশি।

বিশাল পরিসরে ব্রিটিশ ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান অ্যাস্ট্রাজেনেকা ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভাবিত করোনার টিকা উৎপাদন করছে ভারতের সেরাম ইনস্টিটিউট। ওই টিকার তিন কোটি ডোজ কিনতে গত নভেম্বরে ভারতীয় প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করে বাংলাদেশ। সোমবার বাংলাদেশের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা রয়টার্সকে জানিয়েছেন, কোভিশিল্ড নামের এই টিকাটির প্রথম চালান আগামী ২৫ জানুয়ারি পৌঁছাবে।

সংশ্লিষ্ট অন্তত ৩টি সূত্র রয়টার্সকে জানিয়েছে, বাংলাদেশ সেরাম ইন্সটিটিউট থেকে প্রতিটি ভ্যাকসিন কিনছে ৪ ডলারে। ভারত যে দামে টিকা পাচ্ছে, এই মূল্য তার থেকে ৪৭ শতাংশ বেশি। এই ৩ সূত্রের একটি রয়টার্সকে বলেছে, বাংলাদেশের জন্য টিকাটির প্রতি ডোজের গড় মূল্য তিন ডলার করে হওয়া উচিত ছিল।

তবে বাংলাদেশ সরকারের আনুষ্ঠানিক ঘোষণার আগে কোনও সূত্রই নাম প্রকাশ করে কোনও কিছু জানাতে রাজি হননি। বাংলাদেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং স্বাস্থ্য সচিব কেউই এই বিষয়ে মন্তব্য করতে রয়টার্সের ফোন কলে সাড়া দেয়নি।

ভারতকে প্রতি ডোজ ২০০ রুপি দামে সরবরাহ করছে সেরাম ইনস্টিটিউট।

ফিলিস্তিনে শহীদদের কবরস্থান ভেঙে 'তাওরাত উদ্যান' বানাচ্ছে ইসরাইল

আল-কুদসের হাজার বছরের ঐতিহ্য ও স্মৃতি একের পর এক ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিচ্ছে ইজরাঈলি দখলদার কর্তৃপক্ষ। গ্রামের পর গ্রাম, শহরের পর শহর দখল করার পর এবার শহীদ ফিলিস্তিনের কবরস্থানের দিকে কুনজর দিয়েছে সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র ইসরাঈল।

গতকাল অধিকৃত জেরুজালেমের পুরাতন শহর এবং আল-আকসা মসজিদের সাথে সংযোগের সিঁড়িগুলো গুড়িয়ে দিচ্ছে বলে জানিয়েছে ফিলিস্তিনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র দাইফুল্লাহ আল ফায়েজ।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, দখলদার সৈন্যদের লক্ষ্য হলো আরবদের পরিচয় মিটিয়ে দিয়ে ইহুদী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা।

এদিকে ইসলামী অনুদান বিভাগের সাথে সম্পর্কিত কবরস্হান রক্ষণাবেক্ষণ কমিটির চেয়ারম্যান মোস্তফা আবু জুহরা এক বিবৃতিতে বলেন, শহীদদের কবরস্হানের আয়তন প্রায় ৪ হাজার বর্গমিটার। এতে শহীদানের কবর সহ বহু প্রাচীন স্মৃতিও রয়েছে। দখলদার ইসরাঈল কর্তৃপক্ষ কবরস্থানের দিকে যাওয়ার সিঁড়িগুলো ভেঙে দিয়েছে। এখন তারা শহীদদের কবরস্হানের জমিতে " তাওরাত উদ্যান " বানানোর পরিকল্পনা করছে।

গত(১১ জানুয়ারি২০২১) জর্ডানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র বলেন, দখলদার দেশটির এই পদক্ষেপ আন্তর্জাতিক মানবিক আইন এবং জাতিসংঘের শিক্ষামূলক ও সাংস্কৃতিক সংস্থার সিদ্ধান্তগুলির সুস্পষ্ট লঙঘন।

তিনি দখলদারদের কর্তৃক এই ধ্বংস ও সহিংস কর্মকান্ডের তীব্র নিন্দা জানিয়ে অনতিবিলম্বে এই কর্মকান্ড বন্ধ করার জোর আহ্বান জানান।

সূত্র: আল-জাজিরা

১৩ই জানুয়ারি, ২০২১

'আর কত বয়স হইলে বয়স্ক ভাতা পামু'?

মাফিয়া খাতুনের (৭৮) স্বামী মারা গেছেন ৪০ বছর আগে। দীর্ঘ দিন ধরে অসুস্থ হয়ে কষ্টে দিন কাটালেও বয়স্ক ভাতা পাচ্ছেন না তিনি। তাই আক্ষেপ করে মাফিয়া বলেছেন, 'আর কত বয়স হইলে বয়স্ক ভাতা পামু'।

মাফিয়া খাতুনের বাড়ি ভোলার বোরহানউদ্দিন উপজেলার টবগী ৫ নম্বর ওয়ার্ডে। তিনি ওই এলাকার মফিজ ব্যাপারী বাড়ীর মৃত কাদেরের স্ত্রী।

এই বৃদ্ধা বলেন, 'আমার স্বামী মরছে ৪০ বছর। এহনো কোনো দিন সরকারি কোনো ভাতা পাই না। খেয়ে না খেয়ে দিন কাটাইছি। আর কত বয়স হইলে বয়স্ক ভাতা পামু। আর কত বছর হলে বিধবা ভাতা পামু। কেউ মোগো খবর নেয় না।'

মাফিয়া খাতুন আরও বলেন, '২৫ বছর প্যারালাইসিসে ডান হাতসহ ডান পাশ বোধ শক্তি পাই না। হাটা চলা করতে অনেক কষ্ট লাগে। লাটি দিয়া হাটি। পোলা দুটা নদীতে মাছ ধরে। পোলারা আমার চিকিৎসার জন্য অনেক টাকা খরচ কইরা সব হারাইছে। বুড়া বয়সে মনে চায় একটু ভালা কিছু খাই কিন্তু টাকার জন্য তাও খেতে পারি না। '

মাফিয়া আরও বলেন, 'স্বামী মারা যাওয়ার পর থেকে অনেক কষ্ট করে পোলাপাইন বড় করছি। অভাবের সংসারে পোলাইন পড়াইতে পারি নাই। মরার আগে যদি একটু শান্তি পাইতাম। সরকার মানুষের ঘর দেয়, বয়স্ক ভাতা দেয়, বিধবা ভাতা দেয়। আর আমরা গরিব মানুষ কিছু পাই না।'

মাফিয়ার ছেলে আলম মাঝি বলেন, এলাকার মেম্বার-চেয়াম্যানের পেছনে অনেক ঘুরছি, কোনো ভাতা দেয় না আমাগো রে। মা বুড়া বয়সে অনেক কষ্ট পায়। নদীতে মাছ ধরে যেই টিয়া পাই, হেই টিয়া দিয়া মার লইগা ওষুধ আনি চাউল ডাইল আনি। আর ভালো কিছু মারে খাওইতে পারি না।'

বোরহানউদ্দিন উপজেলা সমাজসেবা অফিসার মো. বাহাউদ্দিন বলেন, 'ভাতা সংক্রান্ত বিষয়ে ইউনিয়ন কমিটি রয়েছে। তারা যে সকল নাম দেন, আমরা ওই নাম নিয়ে কাজ করি। যদি এরকম বয়স্ক লোক হয়ে থাকে, ওই ইউনিয়ন চেয়ারম্যানের সাথে আলাপ করে তার নামে ভাতা দেওয়ার চেষ্টা করব।' আমাদের সময়

বেপরোয়া আ.লীগ নেতা পেটালো পুলিশ সদস্যকে

পুলিশের এক সদস্যকে মারধর করেছে যশোর শহর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এস এম মাহমুদ হাসানসহ পাঁচজনকে আটক করা হয়েছে। ওই নেতাদের মুক্তির দাবিতে আজ মঙ্গলবার যশোর-চুকনগর আঞ্চলিক মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে কেশবপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা।

এদিন সকাল ৯টা থেকে কেশবপুর শহরেও সড়ক অবরোধ করে রাখেন নেতাকর্মীরা। উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এস এম রুহুল আমিনের নেতৃত্ব দুই ঘণ্টা সড়ক অবরোধ করে রাখায় দুই পাশে শত শত যানবাহন আটকা পড়ে। পরে বেলা সাড়ে ১১টার দিকে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল সোমবার রাত সাড়ে আটটার দিকে যশোর শহরের পুরোনো কসবা এলাকার শহীদ মিনারে সাদাপোশাকে পুলিশের দুই সদস্য ও তাদের বন্ধুরা বসে গল্প করছিলেন। এ সময় স্থানীয় কয়েক যুবক তাদের সেখান থেকে উঠে যেতে বললে তাদের মধ্যে তর্কবিতর্ক হয়। একপর্যায়ে এক পুলিশ সদস্য বেদম মারধরের শিকার হন। এ ঘটনায় পুলিশ রাতেই মাহমুদ হাসানসহ পাঁচজনকে আটক করে।

এ ব্যাপারে যশোরের পুলিশ সুপার মুহাম্মদ আশরাফ হোসেন বলেন, 'বিষয়টি নিয়ে এখনই কোনো মন্তব্য করা যাচ্ছে না।'

জানা গেছে, রাত আটটার দিকে পুলিশ লাইনসে কর্মরত কনস্টেবল ইমরান পুরোনো কসবা এলাকার শহীদ মিনারে বসে এক নারীর সঙ্গে গল্প করছিলেন। এ সময় ক্ষমতাসীন দলের কতিপয় নেতাকর্মী সেখানে গিয়ে তাদের ওপর চড়াও হন। নিজের পরিচয় ও পরিচয়পত্র দেখিয়ে পুলিশ কনস্টেবল ইমরান এর প্রতিবাদ করেন। কিন্তু এতেও তারা নিবৃত্ত না হয়ে ইমরানকে শহীদ মিনার থেকে ধরে নিয়ে যান আবু নাসের ক্লাবে। সেখান থেকে রিকশার পাদানিতে বসিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় কাঁঠালতলায়। সেখানে নিয়ে ইমরানকে বেদম প্রহার করা হয়।

জেলা পুলিশের বিশেষ শাখার একজন সদস্য বলেন, ওই ঘটনার সময় সেখানে আসেন শহর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ হাসান। তিনি এ সময় পুলিশ কনস্টেবলকে কোনো কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে দলবলসহ তাকে কাঁঠালতলায় নিয়ে যান। সেখানে নিয়ে পুলিশ কনস্টেবল ইমরানকে মারধর করা হয় বলে শোনা যায়।

আমাদের সময়

নারীকে বিবস্ত্র করে ভিডিও সন্ত্রাসী যুবলীগ নেতার

যশোরের অভয়নগরে এক প্রবাসীর স্ত্রীকে (৩০) অস্ত্রের মুখে জোর করে বিবস্ত্র করে মুঠোফোনে ভিডিও ধারণ করেছে যুবলীগ নেতা মো. ইমাদুল ওরফে ইবাদ। এ ছাড়া ওই নারীকে গুলি করার ভয় দেখিয়ে ইমাদুল দীর্ঘদিন ধরে ধর্ষণ করে।

ওই যুবলীগ নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ, ওই নারীকে অস্ত্রের মুখে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে একটি ঘরে বিবস্ত্র করে আপত্তিকর ভিডিও ধারণ করেন। এরপর তা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি

দিয়ে তাঁর সঙ্গে অনৈতিক সম্পর্কে নিয়মিত হতে বলেন। পরে ওই নারী ও তাঁর মায়ের মামলার পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ গত সোমবার ওই যুবলীগ নেতাকে গ্রেপ্তার করে। এ সময় তাঁর বাড়ি থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র, দুটি গুলি এবং ধারণ করা আপত্তিকর ভিডিওসহ মুঠোফোনটি জব্দ করা হয়।

গ্রেপ্তার ইমাদুল উপজেলার শুভরাড়া ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতি পদে রয়েছেন। তিনি শুভরাড়া ইউনিয়নের গোপীনাথপুর গ্রামের হামিদ শেখের ছেলে। তাঁর বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন ও অস্ত্র আইনে মোট তিনটি মামলা দায়ের হয়েছে।

গ্রেপ্তার ইমাদুল উপজেলার শুভরাড়া ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতি পদে রয়েছেন। তিনি শুভরাড়া ইউনিয়নের গোপীনাথপুর গ্রামের হামিদ শেখের ছেলে।

ওই নারীর বাবার বাড়ি উপজেলার একটি গ্রামে। ৬ জানুয়ারি সকালে বাবার বাড়ি থেকে ওই নারী তাঁর শিশুসন্তানকে নিয়ে স্বামীর বাড়িতে ফিরছিলেন। সকাল ১০টার দিকে তিনি উপজেলার নওয়াপাড়া বাজারের নূরবাগে একটি রেস্তোরাঁর সামনে এলে যুবলীগ নেতা ইমাদুল হক সেখানে উপস্থিত হন। তিনি এ সময় ওই নারীকে তাঁর সঙ্গে যেতে জবরদস্তি শুরু করেন, নইলে তাঁর সামনে তাঁর শিশুসন্তানকে খুন করার হুমকিসহ বিভিন্ন ধরনের ভয়ভীতি দেখাতে থাকেন। একপর্যায়ে ইমাদুল তাঁকে নওয়াপাড়া রেলবস্তির একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে জোরপূর্বক বিবস্ত্র করে মুঠোফোনে ভিডিও ধারণ করেন। পরে তিনি নিয়মিত অনৈতিক সম্পর্ক না রাখলে ওই আপত্তিকর ভিডিও ফেসবুকে ছড়িয়ে দেবে বলে হুমকি দেয়।

ভুক্তভোগী নারীর মা বাদী হয়ে পৃথক একটি ধর্ষণের মামলা করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে, তাঁর মেয়ের জামাই দীর্ঘদিন প্রবাসে ছিলেন। চার মাস আগে তিনি দেশে ফেরেন। তিনি প্রবাসে থাকাকালীন ইবাদুল ইসলাম তাঁর মেয়েকে গুলি করার ভয় দেখিয়ে অনেকবার ধর্ষণ করেন। সর্বশেষ গত ৩১ ডিসেম্বর বিকেল তিনটার দিকে বাড়িতে ঢুকে তাঁর মেয়েকে জোর করে ধর্ষণ করেন ইবাদুল। বিষয়টি সবাইকে জানিয়ে বিচার চাওয়ার কথা বলায় ইবাদুল তাঁর মেয়ের ওপর ক্ষিপ্ত হন। এরপর গত বুধবার (৬ জানুয়ারি) সকালে তাঁর মেয়ে উপজেলার নওয়াপাড়া বাজারে গেলে সে সময় ইবাদুল মেয়ের মাথায় অস্ত্র ঠেকিয়ে জোরপূর্বক বিবস্ত্র করে মুঠোফোনে ভিডিও ধারণ করেন।

প্রথম আলো

আফগানিস্তানে কাবুল বাহিনীর বিমান হামলায় ১৮ বেসামরিক নাগরিক নিহত

আফগানিস্তানের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় নিমরোজ প্রদেশে বিমান হামলায় নারী ও শিশুসহ মোট ১৮ জন বেসামরিক মানুষ নিহত হয়েছে। আহত হয়েছেন আরও অসংখ্য বেসামরিক মানুষ।

বার্তা সংস্থা ডকুমেন্টিং অপরেশন এগিনেস্ট মুসলিমসহ আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমগুলো জানায়, মুরতাদ কাবুল বাহিনী গত ৯ জানুয়ারি গভীর রাতে এ হামলা চালায়।

হামলার সময় নিহতের সকলেই ঘুমিয়ে ছিলেন। মর্মান্তিক এ হামলায় একই পরিবারের ১৫ জন সদস্য নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন আল-জাজিরা। এছাড়াও আশেপাশের বেশ কয়েকটি স্থানে বিমান হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন আরও কিছু পরিবার।

এসব নিরীহ মুসলিম ও বেসামরিক এলাকায় উপর নির্বিচারে হামলার মধ্য দিয়ে আফগান শান্তি চুক্তি বার বার লঙ্ঘন করে যাচ্ছে মুরতাদ কাবুল বাহিনী।

https://ibb.co/ZLzVy9J

পশ্চিম তীরে আরো ৮০০ বাড়ি নির্মাণের ঘোষণা দখলদার ইসরায়েলের

অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড পশ্চিম তীরে ইহুদি বসতিস্থাপনকারীদের জন্য নতুন করে ৮০০ ঘর তৈরির ঘোষণা দিয়েছে। সোমবার আনুষ্ঠানিক এক বিবৃতিতে এ ঘোষণা দেয় সন্ত্রাসী নেতানিয়াহু।

বিবৃতিতে বলা হয়, বেইত এল, তাল মেনাশি, রেহেলিম, শাভেই শমরন, বারকান, কারনেই শমরন ও গিভাট জিভে ইহুদি বসতি স্থাপনকারীদের জন্য নতুন এই ঘর তৈরি করা হবে। তবে কবে থেকে নতুন এই বসতিগুলোর নির্মাণকাজ শুরু হবে, বিবৃতিতে তা জানানো হয়নি।

ইসরায়েলের বসতি নির্মাণের এই কার্যক্রমকে নিন্দা জানিয়ে আসছে ফিলিস্তিনিরা। ১৯৬৭ সালের ছয়দিনের আরব-ইসরাইল যুদ্ধের পর পুরো ফিলিস্তিন ভূখণ্ড দখল করে নেয়ার পর কুখ্যাত ইহুদি সন্ত্রাসীরা অব্যাহতভাবে ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে বসতি নির্মাণ করে চলেছে।

অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে ইসরায়েলের বসতি নির্মাণের এই কার্যক্রমকে বেশিরভাগ দেশই অবৈধ হিসেবে বিবেচনা করে।

বর্তমানে পশ্চিম তীর ও পূর্ব জেরুসালেমে ইসরায়েলের নির্মিত এক শ'র বেশি বসতিতে প্রায় সাত লাখ ইহুদি বসবাস করছে।

সূত্র: রয়টার্স

পাকিস্তান | পুলিশ গাড়িতে টিটিপির বোমা হামলা, একাধিক পুলিশ সদস্য হতাহত

পাকিস্তানের চামান জেলায় মুরতাদ পুলিশ বাহিনীর গাড়িতে হ্যান্ড গ্রেনেড হামলা চালিয়েছে টিটিপির মুজাহিদিন। এতে এক সদস্য নিহত কতক পুলিশ আহত হয়েছে।

বিস্তারিত রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ১১ জানুয়ারি সোমবার দুপুরে, বেলুচিস্তান প্রদেশের চামান জেলার কাচারি সীমান্তে একটি পুলিশ গাড়ি টার্গেট করে হ্যান্ড গ্রেনেড দ্বারা হামলা চালানো হয়েছে। তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) জানবায মুজাহিদদের দ্বারা পরিচালিত উক্ত হ্যান্ড গ্রেনেড বোমা বিস্ফোরণে এক পুলিশ সদস্য ঘটনাস্থলেই মারা গিয়েছিল এবং বেশ কিছু সড়ন্য আহত হয়েছিল।

এছাড়াও বোমা হামলায় টার্গেটি পরিণত হওয়া পুলিশ গাড়িটি ছাড়াও আশেপাশে পার্ক করা অন্যান্য কয়েকটি সরকারী যানবাহনও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল।

কেনিয়া | মুজাহিদদের হামলায় ১৪ ক্রুসেডার সৈন্য হতাহত

কেনিয়ায় ক্রুসেডার সৈন্যদের কাফেলায় সফল বোমা হামলা চালিয়েছেন শাবাব মুজাহিদিন। এতে ৭ ক্রুসেডার নিহত এবং আরো ৭ ক্রুসেডার আহত হয়েছে।

বিস্তারিত রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ১১ জানুয়ারি সোমবার, সোমালিয়া ও কেনিয়ার মধ্যবর্তী দোবালী শহরের একটি সড়কে ক্রুসেডার কেনিয়ান সৈন্যদের লক্ষ্যবস্তু করে সফল বোমা হামলা চালানো হয়েছে। আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের পরিচালিত উক্ত সফল বোমা হামলায় ক্রুসেডার বাহিনীর "হোলেন" নামে এক অফিসার সহ ৭ সৈন্য নিহত এবং আরো ৭ সৈন্য গুরুতর আহত হয়, এছাড়াও মুজাহিদদের বোমার আঘাতে ধ্বংস হয়ে যায় ক্রুসেডার বাহিনীর একটি সামরিযান।

সোমালিয়া | মুজাহিদদের হামলায় ক্যাপ্টেনসহ ১২ মুরতাদ সৈন্য হতাহত

সোমালিয়ায় দেশটির মুরতাদ বাহিনীর উপর সফল হামলা চালিয়েছে শাবাব মুজাহিদিন। যার ফলে ১২ মুরতদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

শাহাদাহ নিউজ এজেন্সীর রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ১২ জানুয়ারি মঙ্গলবার দুপুর বেলায়, সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর দার্কিনালী জেলা মহাসড়কে সোমালীয় মুরতাদ বাহিনীর একটি কাফেলা টার্গেট করে হামলা চালানো হয়েছে। যার ফলে ক্যাপ্টেন পদমর্যাদার কর্মকর্তা সহ মুরতাদ সরকারী বাহিনীর ১২ সেনা সদস্য নিহত ও আহত হয়েছে। এছাড়াও ধ্বংস হয়েছে মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিকযান।

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন উক্ত সফল হামলার দায় স্বীকার করেছে।

১২ই জানুয়ারি, ২০২১

হোয়াটসঅ্যাপ প্রাইভেসি নীতির পরিবর্তন, তথ্য চলে যাচ্ছে ফেসবুকে

বিতর্কের কেন্দ্রে হোয়াটসঅ্যাপ। চলতি সপ্তাহের গোড়ার দিকে, ইউজারদের নোটিফিকেশন পাঠিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ জানিয়ে দেয়, তারা পরিষেবা সংক্রান্ত শর্তাবলী ও গোপনীয়তা রক্ষা নীতিতে পরিবর্তন করেছে। এরফলে ইউজারদের তথ্য ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে পেরেন্ট সংস্থা ফেসবুকের সঙ্গে শেয়ার করবে হোয়াটসঅ্যাপ। তবে এর ফলে ইউজারদের কোনো তথ্য স্টোর বা সংরক্ষিত করা হবে না বলে জানানো হয়েছে।

হোয়াটসঅ্যাপের এই ঘোষণার পর থেকেই সোশাল মিডিয়ায় বিতর্কের ঝড়। গ্রাহকদের কাছে যে কারণে হোয়াটসঅ্যাপ সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়, সেই এন্ড টু এন্ড এনক্রিপশন-কেই হোয়াটসঅ্যাপ বদলে ফেলতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

তবে হোয়াটসঅ্যাপ প্রধান টুইট করে আশ্বাস দিয়েছেন, হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারকারীদের তথ্য ফেসবুককে দেয়ার বিষয়ে নীতিতে কোনো বদল হচ্ছে না।

হোয়াটসঅ্যাপের প্রধান উইল ক্যাথকার্ট জানিয়েছেন, 'ব্যক্তিগত গোপনীয়তা সংক্রান্ত নীতিতে আমরা যে বদল আনার কথা ঘোষণা করেছি, সে বিষয়ে গত কয়েক দিন ধরে অনেক আলোচনা হচ্ছে। তার পরিপ্রেক্ষিতেই আমি কিছু কথা জানাতে চাই। সারা বিশ্বে ২০০ কোটি মানুষের ব্যক্তিগত আলাপচারিতা গোপনীয় রাখার বিষয়ে দায়বদ্ধ হোয়াটসঅ্যাপ। আপনারা প্রিয়জনের সঙ্গে যে বার্তার আদানপ্রদান করছেন বা হোয়াটসঅ্যাপ কল করে যে কথাবার্তা চালাচ্ছেন, তা আপনাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। এ বিষয়ে আমাদের নীতিতে কোনো পরিবর্তন আসছে না। 'এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপশন'-এর ফলে আমরা আপনাদের ব্যক্তিগত মেসেজ বা কল দেখতে ও জানতে পারি না। ফেসবুকও এ বিষয়ে কোনো তথ্য পাচ্ছে না। আমরা সারা বিশ্বে এই প্রযুক্তি বজায় রাখার বিষয়ে দায়বদ্ধ।'

নয়া দিগন্ত

কালোবাজারে চাল বিক্রি করে ধরা আওয়ামী লীগ নেতা

রংপুরের পীরগঞ্জের ভেন্ডাবাড়ি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান মঞ্জুর হোসেন মন্ডল চাল চোরাচালান করে ধরা খেয়েছে। তার বিরুদ্ধে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির (ওএমএস) চাল কালোবাজারে বিক্রির মামলায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছিল। সোমবার সকালে ভেন্ডাবাড়ি থেকে তাকে ধরা হয়।

গত বছরের ৯ এপ্রিল ট্রলিযোগে পাচারের সময় ৯০ বস্তা ওএমএসের চালসহ রবিউল ইসলাম নামে একজনকে আটক করা হয়। ওই চাল গ্রেপ্তার আওয়ামী লীগ নেতার বাবা মনোয়ার হোসেন মন্ডলের। ওএমএস চাল বিক্রির ডিলার ছিলেন তিনি। এ ঘটনায় পীরগঞ্জ থানায় একটি মামলা হলে তদন্তে আওয়ামী লীগ নেতা মঞ্জুর হোসেন মন্ডলের নাম উঠে আসে। কালের কণ্ঠ

যুবককে কুপিয়ে হত্যা, খুনিকে এখনো গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ

কক্সবাজারের দ্বীপ উপজেলা মহেশখালীতে এক যুবককে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। পাওনা টাকার বিরোধে স্থানীয় একটি বাজারে আবদুল গফুর (৩৫) নামের ওই যুবককে হত্যা করা হয় বলে জানিয়েছেন স্বজনেরা।

আজ সোমবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার বড় মহেশখালী ইউনিয়নের মুন্সিরডেইল এলাকার রুইন্যা বাজারে এ ঘটনা ঘটে। নিহত গফুর একই এলাকার ফিরোজ মিয়ার ছেলে। তবে এ ঘটনায় এখনো জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ।

নিহত ব্যক্তির পরিবার সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে পাওনা টাকা নিয়ে এলাকার মোহাম্মদ ইউসুফের সঙ্গে আবদুল গফুরের বিরোধ চলে আসছিল। এর জেরে আজ সকালে রুইন্যা বাজারে প্রতিপক্ষের লোকজনের সঙ্গে গফুরের কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে তারা ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি কোপালে গুরুতর আহত হন গফুর।

খবর পেয়ে স্বজনেরা ঘটনাস্থল থেকে গফুরকে প্রথমে মহেশখালী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগে নিয়ে যান। অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় কর্তব্যরত চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য কক্সবাজার সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। পথে দুপুর ১২টার দিকে মারা যান গফুর। প্রথম আলো

শ্রমিককে মারধর বহিরাগতদের, সহকর্মীদের বিক্ষোভ

গাজীপুরের টঙ্গীতে কারখানার এক শ্রমিককে মারধর ও হুমকির অভিযোগে টানা দুদিন বিক্ষোভ করেছেন তাঁর সহকর্মীরা। গতকাল রবি ও আজ সোমবার সকাল থেকে টঙ্গীর বিসিক এলাকার রেডিসন গার্মেন্টেসের সামনে

এ বিক্ষোভ করেন তাঁরা। এ সময় ঘটনার সঙ্গে জড়িতের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত বিক্ষোভ চালিয়ে যাওয়ার কথা জানান তাঁরা।

বিক্ষুব্ধ শ্রমিকেরা রেডিসন গার্মেন্টেসের। তাঁরা জানান, কারখানাটিতে কাজ করেন প্রায় ১ হাজার ৭০০ শ্রমিক। এর মধ্যে গত ডিসেম্বরের শুরুর দিকে রনি নামের এক অপারেটরকে মারধর করে কয়েকজন বহিরাগত। এ নিয়ে রনিসহ তাঁর সহকর্মীরা কারখানা কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানান। কিন্তু কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ নেয়নি। এর মধ্যেই গত বৃহস্পতিবার রাতে কারখানার মূল ফটকে আবার কয়েকজন শ্রমিককে মারধরের হুমকি দেয় বহিরাগতরা। পরবর্তী সময়ে বাধ্য হয়ে রোববার সকাল ও সোমবার সকাল থেকে পুনরায় বিক্ষোভে নামেন তাঁরা।

শ্রমিকদের দাবি, মারধর বা হুমকি দেওয়ার সঙ্গে সোলায়মান নামের এক কর্মকর্তা জড়িত। তাঁর ইশারায় বহিরাগতরা রনিকে মারধর করে। বিষয়টি কারখানা কর্তৃপক্ষকে জানানোর পরও তারা কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। এর মধ্যে বৃহস্পতিবার পুনরায় হুমকির ঘটনা ঘটলে তাঁরা আন্দোলনে নামেন।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে কয়েকজন শ্রমিক বলেন, রনি সুয়িং অপারেটর। তাঁর ইনচার্জ (লাইন চিপ) সোলায়মান। সোলায়মান বিভিন্ন সময় কাজ নিয়ে রনিকে চাপ দিতেন। এ নিয়ে সোলায়মান ও রনির মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। পরে গত ৭–৮ ডিসেম্বর কারখানা ছুটির পর হঠাৎ করেই হামলার শিকার হন রনি। তাঁকে বেদম মারধর করা হয়। বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে সোলায়মানের অপসারণ চান তাঁরা। কিন্তু তাতেও সোলায়মানের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এর মধ্যে গত বৃহস্পতিবার রাতে পুনরায় কয়েকজন শ্রমিককে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ তোলা হয়। এরপর রোববার থেকে ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিচার দাবিতে আন্দোলনে নামেন তাঁরা।

সকাল ১১টার দিকে সরেজমিন দেখা যায়, শ্রমিকেরা কারখানার সামনে ও বিসিক এলাকার বিভিন্ন সড়কে ছড়িয়ে–ছিটিয়ে অবস্থান করছেন। তাঁরা একসঙ্গে জড়ো হয়ে সড়ক অবরোধের চেষ্টা করছেন। এ সময় পুলিশ তাঁদের ধাওয়া দিয়ে ছত্রভঙ্গ করে দিচ্ছে। পরে আবার জড়ো হয়ে বিচারের দাবিতে বিক্ষোভ করছেন। বিকেল ৫টায় এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত শ্রমিকদের এ আন্দোলন অব্যাহত থাকার খবর জানা যায়। প্রথম আলো

তেহরিক-ই-তালেবানের সামরিক প্রশিক্ষণের হৃদয় প্রশান্তিকর ভিডিও প্রকাশ

সম্প্রতি পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় জিহাদী গ্রুপ তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান সামরিক প্রশিক্ষণের হৃদয় প্রশান্তিকর একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে। প্রায় ১৫ মিনিট ধরে চলা এই ভিডিওটি রিলিজ করা হয়েছে দলটির অফিসিয়াল 'উমর মিডিয়া'থেকে। ভিডিওটির প্রথম ও শেষভাগে মুজাহিদদের সামরিক প্রশিক্ষণ এবং মাঝে দলটির আমীর মুফতী নূর ওয়ালী মেহসুদ (আবু মানসূর আসেম) হাফিজাহুল্লাহ্ এর বক্তব্য ও শহিদ ব্যাটেলিয়নের জানবাজ মুজাহিদদের কণ্ঠে পুশ্তভাষী নাশিদ গাওয়ার দৃশ্য ধারণ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, ২০১৩-১৪ সালে নাপাক বাহিনীর সাথে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে পর মুজাহিদগণ তাদের নিয়ন্ত্রিত ওয়াজিরিস্তানসহ সীমান্ত অঞ্চলগুলো থেকে সরে পড়তে বাধ্য হন। এরপর থেকে পাক জিহাদী দলগুলো কোন সামরিক প্রশিক্ষণের ভিডিও প্রকাশ করেনি। অনেকেই মনে করছেন, সম্প্রতি টিটিপি নতুন এই ভিডিও প্রকাশের মাধ্যমে মূলত পাকিস্তানে নিজেদের শক্তি ও দেশটিতে পূণরায় নিজেদের অবস্থান মজবুত হওয়ারই জানান দিচ্ছে।

ভিডিও দেখুন-

https://alfirdaws.org/2021/01/12/45975/

খোরাসান | মুজাহিদদের হামলায় ৬৯ মুরতাদ সৈন্য হতাহত

আল-ফাতাহ্ অপারেশনের ধারাবাহিতায় মুরতাদ কাবুল বাহিনীর উপর ৪টি সফল হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন। এতে ৬৯ মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

বিস্তারিত রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ১১ জানুয়ারি সোমবার রাতে, আফগানিস্তানের ফরাহ প্রদেশের পাশ্তারদো শহরে মুরতাদ কাবুল বাহিনীর একটি চৌকিতে সফল হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন। আল্লাহ্ তা'আলার সাহয্যে তা বিজয় করতেও সক্ষম হয়েছেন মুজাহিদগণ। এসময় মুজাহিদদের হামলায় অন্ততপক্ষে ১০ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে। মুজাহিদগণ গনিমত লাভ করেছেন ৮টি যুদ্ধাস্ত্র।

একই রাতে লাশকারগাহ শহরের বাশরান এলাকায় অবস্থিত মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটিতেও সফল হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। যার ফলে ঘাঁটি ধ্বংস এবং ৩ কমান্ডারসহ ১০ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে আরো ৭ এরও অধিক।

অপরদিকে গত ১০ জানুয়ারি রবিবার, হেলমান্দ প্রদেশের নাওয়াহ জেলায় মুরতাদ সৈন্যদের একটি সামরিক বহরে হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন। যা প্রায় ১৩ ঘন্টা যাবৎ স্থায়ী হয়েছিল। এসময় মুরতাদ বাহিনীর ৫টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস হওয়া ছাড়াও ২৮ এরও অধিক সৈন্য নিহত-আহত হয়েছে। মুজাহিদগণ ২টি ট্যাঙ্কসহ অনেক অস্ত্রশস্ত্রও গনিমত লাভ করেছেন।

তবে এই অভিযানের সময় ৩ জন মুজাহিদ আহত এবং আরো ২ জন মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেছেন।

এমনিভাবে কান্দাহার প্রদেশের শাড্ডি জেলায় মুরতাদ বাহিনীর একাধিক অবস্থানেও ঐদিন হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। সকাল বেলায় শুরু করে এই অভিযান সন্ধ্যা পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। এতে ১৪ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে, ধ্বংস করা হয়েছে মুরতাদ বাহিনীর একটি ট্যাঙ্ক।

https://ibb.co/CByD0Dw

কেনিয়া | মুজাহিদদের হামলায় ১৯ ক্রুসেডার সৈন্য নিহত ও আহত

পূর্ব আফ্রিকায় ক্রুসেডার কেনিয়ান সৈন্যদের উপর পৃথক ২টি হামলা চালিয়েছে আল-কায়েদা। এতে ৭ সৈন্য নিহত এবং ১২ সৈন্য আহত হয়েছে।

বিস্তারিত রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ১১ জানুয়ারি সোমবার সন্ধ্যায়, কেনিয়া ও সোমালিয়ার সীমান্তবর্তী হোজনাকো শহরে ক্রুসেডার কেনিয়ান সৈন্যদের একটি কাফেলা টার্গেট করে সফল বোমা হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। যার ফলে ক্রুসেডার বাহিনীর ১টি যান ধ্বংস, ৫ সৈন্য নিহত এবং ৭ সৈন্য আহত হয়েছে।

একইদিন খুব ভোরে সোমালিয়ার যুবা রাজ্যের কাসমায়ো শহরে অবস্থিত দখলদার কেননিয়ান সৈন্যদের একটি সামরিক ঘাঁটিতে সফল হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এতে ক্রুসেডার বাহিনীর ২ সৈন্য নিহত এবং আরো ৫ সৈন্য আহত হয়েছে।

শাম | নুসাইরী ও রুশ বাহিনীর অবস্থানে ভারি আর্টিলারি হামলা

সিরিয়ায় দখলদার রাশিয়ান বাহিনী ও মুরতাদ নুসাইরী বাহিনীর অবস্থানে ভারি আর্টিলারি হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। এতে কতক কুফ্ফার সৈন্য হতাহত হয়েছে।

বিস্তারিত রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ১১ জানুয়ারি সোমবার, জামা'আত আনসার আল-তাওহীদের আর্টিলারি ব্যাটালিয়নের মুজাহিদিন দখলদার রাশিয়ান বাহিনী ও আসাদ সরকারের মুরতাদ নুসাইরী বাহিনীর অবস্থানে ভারি আর্টিলারি (কামান, আনসার-১) দ্বারা সফল হামলা চালিয়েছেন।

সিরিয়ার জবাল আজ-জাওয়াইয়াহ্ অঞ্চলের মারাত মুখাস গ্রামে নুসাইরি ও দখলকারীদের লক্ষ্য করে মুজাহিদদের পরিচালিত এসব কামানগুলো সরাসরি কুফ্ফার বাহিনীর অবস্থানে আঘাত হানে, এতে কুফ্ফার বাহিনীর কতক সৈন্য হতাহত হয়।

সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের পালনকর্তা মহান আল্লাহ্ তা'আলার জন্য।

পাকিস্তান | টিটিপি কর্তৃক মাইন হামলায় ৪ সেনা নিহত

পাকিস্তানের দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে নাপাক সেনাবাহিনীর উপর মাইন হামলা চালিয়েছে টিটিপি, এতে ৪ সেনা নিহত ও একটি যান ধ্বংস হয়েছে।

উমর মিডিয়া কর্তৃক প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়েছে, গত ৯ জানুয়ারি পাকিস্তানের দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের শাক্তাই এলাকায় দেশটির মুরতাদ সেনাবাহিনীর একটি গাড়ি টার্গেট করে সফল মাইন বোমা হামলা চালিয়েছেন তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের (টিটিপি) জানবাজ মুজাহিদিন। এর ফলে নাপাক বাহিনীর যানটি পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয় এবং ঘটনাস্থলেই ৪ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়।

---

৬ জনকে গুলি ও ২২ ফিলিস্তিনিকে গ্রেফতার করলো ইসরায়েল

দখলদার ইসরায়েল গতকাল অধিকৃত পশ্চিম তীরে অভিযান চালিয়ে ২২ ফিলিস্তিনিকে গ্রেফতার এবং অপর ৬ জনকে গুলি করে আহত করেছে।

প্যালেস্টাইন প্রিজনার সোসাইটি ও গোয়েন্দা সূত্রের বরাতে এ খবর দিয়েছে ফিলিস্তিন সংবাদ মাধ্যমগুলো।

কুদুস নিউজ নেটওয়ার্ক জানিয়েছেন, অধিকৃত পশ্চিম তীরে অবৈধ ইহুদি বসতি নির্মাণের প্রতিবাদে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় তাদের।

প্যালেস্টাইন প্রিজনার সোসাইটি জানিয়েছেন, পশ্চিম তীরের কাবাতিয়া, জেনিন, বেথেলহাম, নাবলোস, জেরুজালেম শহরসহ রামাল্লার বিভিন্ন এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয় তাদের।

ফিলিস্তিন | পশ্চিম তীরে ৬০টি জলপাই গাছ উপড়ে ফেলেছে ইহুদিরা

দখলদার ইসরায়েল সেনারা গতকাল পশ্চিম তীরের ৬০ টি জলপাই গাছ ও কয়েকটি বসতি গুড়িয়ে দিয়েছে।

অধিকৃত পশ্চিম তীরের নাবলোস শরের একটি গ্রামে অভিযান চালিয়ে গাছগুলো নষ্ট করে জালেম ইহুদি সেনাবাহিনী। খবর ওয়াফা নিউজ।

এ ঘটনার আগের দিনও পাশের অন্য একটি গ্রামে ১৩০ টি জলপাই গাছ এবং ৩০০০ হাজার জলপাই গাছেরও চারা নষ্ট করে দিয়েছিল ইহুদিরা।

উল্লেখ্য যে, প্রতিদিনই দখলদার ইসরায়েল অবৈধ বসতি নির্মাণের জন্য ফিলিস্তিনিদের বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, কৃষিজমিসহ বিভিন্ন ফলদ গাছগাছালি ধ্বংস করে যাচ্ছে।

১১ই জানুয়ারি, ২০২১

সিরিয়ায় ক্রুসেডার মার্কিন বাহিনীর গোলার আঘাতে শিশুর মৃত্যু, গুরুতর আহত মা

সিরিয়ায় মার্কিন বাহিনীর ছোড়া গোলার আঘাতে পূর্বাঞ্চলীয় ডেইর ইজ-জুর প্রদেশে শিশু নিহত হয়েছে। এতে তার মাও গুরুতর আহত হয়েছেন। মার্কিন বাহিনী প্রদেশটির আল-আজবা গ্রাম লক্ষ্য করে কামানের গোলা ছুড়লে ওই হতাহতের ঘটনা ঘটে। খবর সানার।

ডেইর ইজ-জুর প্রদেশের মার্কিন ঘাঁটি থেকে আল-আজবা গ্রাম লক্ষ্য করে গত শনিবার নির্বিচারে কামানের গোলা ছুড়তে থাকে।

এতে গ্রামটির বহু বাড়িঘর ধ্বংস হয় এবং অনেক বেসামরিক লোকজন আহত হন। সিরিয়ার আল-ওমর তেলকূপটির দখলদারিত্বে ওই মার্কিন বাহিনী নিয়োজিত আছে।

আইএস দমনের নাম করে দীর্ঘদিন ধরে সিরিয়ায় বেসামরিক লোকজনের ওপর এভাবে হামলা চালিয়ে আসছে মার্কিন বাহিনী।

আমেরিকার শিকাগোতে হামলা, নিহত ৪

শিকাগোতে চারঘণ্টা ধরে শহরের দুই এলাকায় হামলা চালিয়েছে এক বন্দুকধারী। এতে ঘটনাস্থলে নিহত হয় অন্তত তিনজন ও গুরুতর আহত হয়েছে আরও চারজন। এ ঘটনায় পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হয় ওই বন্দুকধারীর।

জানা যায় স্থানীয় সময় শনিবার দুপুর থেকে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে তাণ্ডব শুরু করে এক বন্দুকধারী । আচমকাই শহরের একাধিক এলাকায় গুলি চালায় সে। বিভিন্ন বয়স, পেশার মানুষজনকে আক্রমণ করে। প্রথমে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে হামলায় চালায় এক বন্দুকধারী। তার ছোড়া গুলিতে এক ছাত্রের মৃত্যু হয়। পুলিশ জানায়, পার্কিং লটে নিজের গাড়িতে বসেছিলেন ওই ছাত্র। তাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় ওই বন্দুকধারী । ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

এরপর একটি অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকে পড়ে ওই হামলাকারী। সেখানকার নিরাপত্তারক্ষীকে জখম করে এবং এক বৃদ্ধাকে লক্ষ করে গুলি ছুড়লে তাঁর ঘাড়ে গুলি লাগে। গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হন তিনি। হাসপাতালে আনার পর নিরাপত্তারক্ষীরও মৃত্যু হয়। এরপর ঘটনাস্থল থেকে এক পরিচিত ব্যক্তির গাড়ি চুরি করে চম্পট দেয় হামলাকারী। তখন থামেনি তার হত্যাযজ্ঞ। পরে এক নাবালিকা, রেস্তরাঁর কর্মীকে নিশানা করে গুলি ছোড়ে। পরে গাড়ি নিয়ে পালানোর দেওয়ার চেষ্টা করে সে। গাড়ি নিয়ে পৌঁছে যায় শিকাগো সীমান্তে।

শিকাগো সীমান্তে পার্কিং লটে পুলিশের সঙ্গে গুলি বিনিময়ে তার মৃত্যু হয়। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, নিহত বন্দুকধারীর নাম নাইটেঙ্গেল।

নেতানিয়াহুর পদত্যাগ দাবিতে আবারও ইসরায়েলিদের বিক্ষোভ

ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর পদত্যাগের দাবিতে আবারও বিক্ষোভ শুরু করেছে দেশটির হাজারো জনতা। দুর্নীতি ও করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার দায়ে লকডাউনের মধ্যেই বিক্ষোভ করছে তারা। খবর আল জাজিরার।

রোববার হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে জনতা বিক্ষোভে নামে। এগুলোতে লেখা ছিল, 'যাও', 'বিবি (নেতানিয়াহুর ডাকনাম), আমাদের জনগণকে যেতে দাও।'

নেতানিয়াহুর বাসভবনের কাছাকাছি জেরুসালেম স্কয়ারে এই বিক্ষোভ কর্মসূচী পালিত হয়। ইসরায়েলে বর্তমানে তৃতীয় জাতীয় লকডাউন চলছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের মাধ্যমে লকডাউন সেখানে আরও কঠোর করা হয়েছে। এই পরিস্থিতির মধ্যেই বিক্ষোভ করছে ইসরায়েলিরা।

নেতানিয়াহুর বিচার কার্যক্রম এ সপ্তাহে আবার চালু হওয়ার কথা ছিল। তবে লকডাউনের কারণে তা আবার পিছিয়ে দেয়া হয়।

৭১ বছরের নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে ঘুষ গ্রহণ, প্রতারণা ও বিশ্বাস ভঙ্গের অভিযোগে তদন্ত চলছে। নেতানিয়াহুর পদত্যাগের দাবিতে ইসরায়েলে সাম্প্রতিক মাসগুলোতে প্রায় প্রতি সপ্তাহেই বিক্ষোভ হচ্ছে।

সোমালিয়া | মুজাহিদদের হামলায় ২০ কেনিয়ান ক্রুসেডার সৈন্য হতাহত

সোমালিয়ায় বিস্ফোরক ডিভাইস বিস্ফোরণে দখলদার কেনিয়ান ক্রুসেডার বাহিনীর ১৭ সৈন্য নিহত, আহত হয়েছে আরো ৩।

বিস্তারিত রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ৯ জানুয়ারি শনিবার, দক্ষিণ সোমালিয়ার যুবা রাজ্যের দুবালী শহর এবং ট্যাবটো শহরের মধ্যবর্তী সড়কে দুটি বিস্ফোরক ডিভাইস বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। বিস্ফোরণ ২টি ঘটানো হয়েছে দখলদার কেনিয়ান বাহিনীর একটি সামরিক কাফেলা টার্গেট করে। যার ফলে কেনিয়ান ক্রুসেডার বাহিনীর ২টি সামরিক সাঁজোয়া যান ধ্বংস হয়েছে, যার মধ্যে একটি বিএমবি যানও ছিল। এছাড়াও এই হামলায় ক্রুসেডার বাহিনীর ১৭ সৈন্য নিহত এবং ৩ সৈন্য আহত হয়েছে।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সীর বরাতে জানা যায় যে, আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন ইতিমধ্যে উক্ত সফল হামলার দায় স্বীকার করেছে।

শাম | নুসাইরী ও রাশিয়ান দখলদারদের অবস্থানে মিসাইল ও রকেট হামলার ঝড়

সিরিয়ার দু'টি স্থানে কুখ্যাত নুসাইরী ও দখলদার রাশিয়ান সৈন্যদের অবস্থানে একাধিক মিসাইল ও রকেট হামলার ঝড় তুলেছেন মুজাহিদগণ।

সিরিয়ান ভিত্তিক আল-কায়েদা মানহাযের জিহাদী দল 'আনসারুত তাওহীদ'র অফিসিয়াল চ্যানেলে কর্তৃক প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে যে, গত ১০ জানুয়ারি রবিবার, দলটির মিসাইল ব্রিগেডের মুজাহিদিন দারুল-কাবির এলাকায় কুখ্যাত শিয়া নুসাইরী ও রাশিয়ান দখলদার সৈন্যদের অবস্থানে সফল হামলা চালিয়েছেন। যা সরাসরি শত্রুদের অবস্থানে আঘাত করেছিল। যার ফলে দখলদার ও মুরতাদ বাহিনী হতাহতের শিকার হয়।

একইদিনে হাজারাইন ও দারুল-কাবীর এলাকায় কুখ্যাত নুসাইরী মুরতাদ বাহিনীর অবস্থান লক্ষ্য করে একাধিক রকেট হামলা চালান মুজাহিদগণ। এতে মুরতাদ বাহিনী বেশ ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়।

মুজাহিদদের রকেট হামলার কিছু দৃশ্য...

https://alfirdaws.org/2021/01/11/45940/

পাকিস্তান | টিটিপির স্নাইপার হামলায় নিহত এফসি কর্মী

পাকিস্তানের বেলুচিস্তানে মুরতাদ এফসি কর্মীদের টার্গেট করে সফল স্নাইপার হামলা চালিয়েছে তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান, এতে এক এফসি কর্মী ঘটনাস্থলেই নিহত হয়েছে।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানি হাফিজাহুল্লাহর বরাতে উমর মিডিয়া নিশ্চিত করেছে যে, গত ১০ জানুয়ারি রবিবার, টিটিপির জানবায মুজাহিদিন উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় বেলুচিস্তানের কালা-ই-আবদুল্লাহ অঞ্চলে মোতায়েন করা মুরতাদ ফ্রন্টিয়ার কনস্টাবুলারি (এফসি) কর্মকর্তাদের টার্গেট করে সফল হামলা চালিয়েছেন। এসময় মুজাহিদদের স্নাইপার হামলায় ঘটনাস্থলেই এক এফসি কর্মকর্তা নিহত হয়।

ব্যবসায়ীদের ওপর হামলার মামলায় যুবলীগ নেতার জামিন

রাজধানীর বঙ্গবাজারে ব্যবসায়ীদের ওপর হামলার মামলায় ওয়ার্ড যুবলীগ সাবেক সভাপতি শাহাব উদ্দিন ও তার সহযোগী মাসুদ ওরফে চায়না মাসুদকে রিমান্ডের আবেদন নামঞ্জুর করে জামিন দিয়েছে আদালত।

রোববার ঢাকার অতিরিক্ত মুখ্য মহানগর হাকিম হাসিবুল হক এ জামিনের আদেশ দিয়েছে।

শুনানিকালে আসামিদের কারাগার থেকে আদালতে হাজির করা হয়। আসামিদের পক্ষে অ্যাডভোকেট সাইফুল ইসলাম রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিন আবেদন করে।

শাহাব উদ্দিন ঢাকা দক্ষিণ সিটির ২০ নম্বর ওয়ার্ড যুবলীগের সাবেক সভাপতি। শাহাব উদ্দিনসহ তার অন্তত ১৫ জন সহযোগী বঙ্গবাজার কমপ্লেক্স, মহানগর মার্কেট ও আদর্শ মার্কেট অবৈধভাবে দখলে রাখে। গত ৩০ ডিসেম্বর লাঠি, রড, চাকু ও কাঠসহ তার লোকজন নিয়ে পূর্বপরিকল্পিতভাবে বঙ্গবাজার কমপ্লেক্স সমিতির অফিস ভাঙচুর করে এবং ব্যবসায়ীদের ওপর হামলা চালায়। এঘটনায় মাসুদ আলম নামে এক ব্যবসায়ী শাহবাগ থানায় মামলাটি দায়ের করেন। আমাদের সময়

ইয়াবা বড়িসহ ছাত্রলীগ নেতা আটক

ফেনীতে ইয়াবাসহ এক ছাত্রলীগ নেতা ধরা খেয়েছে। তাঁর নাম লুৎফুর রহমান ওরফে জিন্নাহ (২৮)। গতকাল শনিবার রাতে সদর উপজেলার পাঁচগাছিয়া বাজার থেকে আটক করা হয়েছে।

লুৎফুর রহমানের বাড়ি পাঁচগাছিয়া ইউনিয়নের নগরকান্দি গ্রামে। সে ফেনী সদর উপজেলা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক পদে আছে।

উপজেলার পাঁচগাছিয়া বাজারে মাদকদ্রব্য বেচাকেনার খবর পেয়ে ফেনী থানা–পুলিশের একটি টহল দল সেখানে যায়। পুলিশ সেখান থেকে লুৎফুর রহমান ওরফে জিন্নাহকে আটক করে। এ সময় পুলিশ তাঁর পকেট তল্লাশি করে চারটি ইয়াবা বড়ি উদ্ধার করে।

প্রথম আলো

১০ই জানুয়ারি, ২০২১

ইসলামোফোবিয়া: ইসলাম প্রতিহতকরণ মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠার নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি ডাচ নেতার

আসন্ন নির্বাচনে বিজয়ী হলে ইসলাম প্রতিহতকরণে মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করবে বলে জানিয়েছে নেদারল্যান্ডের ফ্রিডম পার্টির ইসলামবিদ্বেষী ডানপন্থী নেতা গির্ট ওয়াইল্ডার্স।

আগামী ১৭ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে ডানপন্থী দলটি। এতে অভিবাসন ও শরণার্থীদের বন্ধকরণ ও ইসলাম প্রতিহতকরণে মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করা হয়।

এছাড়া ইসলামকে একটি 'সর্বগ্রাসী আদর্শ' হিসেবে তুলে ধরবে বলে জানিয়েছে গির্ট ওয়াল্ডার্স।

অন্যদিকে, মুসলিম অভিবাসী ও শরণার্থীদের আবেদন অগ্রাহ্যকরণ, মসজিদ-মাদারাসা বন্ধকরণ, নারীদের হিজাব পরিধানে নিষেধাজ্ঞা ও ইসলামী চেতনা বিস্তার রোধে সর্বাত্মক কাজ করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এই ক্রুসেডার নেতা।

সূত্র : আল জাজিরা

খোরাসান | তালেবানের হামলায় ৮৮ মুরতাদ সৈন্য হতাহত, ১২টি যান ধ্বংস

আফগানিস্তানে মুরতাদ কাবুল সরকারি বাহিনীর উপর ৮টি পৃথক হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন। এতে কাবুল সরকারের ৮৮ সৈন্য নিহত এবং আহত হয়েছে। ধ্বংস করা হয়েছে মুরতাদ বাহিনীর ১২টি সামরিকযান। বিজয় করা হয়েছে কয়েকটি সামরিক চৌকি।

বিস্তারিত রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ৯ জানুয়ারি শনিবার রাত ৭টায় হেলমান্দ প্রদেশের গারশাক জেলায় মুরতাদ কাবুল বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘাঁটিতে সফল হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন। এসময় মুজাহিদদের শক্তিশালী বোমা হামলায় সামরিক ঘাঁটিটি পরিপূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গেছে। এসময় মুরতাদ বাহিনীর ২টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস, ৯ সৈন্য নিহত এবং ৮ সৈন্য আহত হয়েছে। বাকি সৈন্যরা ঘাঁটি ছেড়ে পলায়ন করেছে।

একইদিন সন্ধ্যা ৬টায় লাগবাগের জেলা সামরিক ঘাঁটিতেও বীরত্বপূর্ণ হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন। এতে একটি ট্যাংক, ৩টি গাড়ি এবং ১২ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়।

এর আগে গত ৮ জানুয়ারি শুক্রবার ভোর বেলায়, জালালাবাদ শহরে মুরতাদ বাহিনীর একটি কাফেলা টার্গেট করে হামলা চালান তালেবান মুজাহিদিন। যার ফলে মুরতাদ বাহিনীর ৫টি গাড়ি ধ্বংস এবং ১২ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়।

এমনিভাবে শুক্রবার রাত ১১টায় কুন্দজ প্রদেশের ইমাম-সাহেব জেলায় অবস্থিত মুরতাদ বাহিনীর একটি সেনা চৌকিতে হামলা চালান মুজাহিদগণ। যার ফলে চৌকিটি ধ্বংস এবং ১৩ সৈন্য নিহত হয়। এছাড়াও মুজাহিদগণ একটি ট্যাংকসহ বেশ কিছু অস্ত্রশস্ত্র ও গুলাবারোদ গনিমত লাভ করেন।

এদিকে বলখ প্রদেশের কালদার জেলায় একটি পুলিশ চৌকিতে হামলা চালিয়ে তা দখলে নেন মুজাহিদগণ, এসময় চৌকিতে অবস্থান নেওয়া ৭ পুলিশ সদস্য হতাহত হয়েছে।

অপরদিকে শুক্রবার রাত ১২টায় কান্দাহার প্রদেশের তাখতাহ-পুল জেলায় মুরতাদ কাবুল বাহিনীর একাধিক সেনা চৌকিতে সফল হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন। এসময় মুজাহিদগণ ৩টি চৌকি বিজয়, ১টি ট্যাঙ্ক ও ১টি গাড়ি ধ্বংস করেছেন। এছাড়াও মুজাহিদদের হামলায় হতাহত হয়েছে ১৪ মুরতাদ সৈন্য।

এমনিভাবে শুক্রবার বিকাল ৩টায় লাগবাগ জেলায় এবং সকাল বেলায় জাবুল শহরে পৃথক হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন। যার ফলে ১০ সৈন্য নিহত এবং ৩ সৈন্য আহত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, এসব অভিযানের সময় কাবুল বাহিনীর হামলায় শাহাদাত বরণ করেছেন ৩ জন তালেবান মুজাহিদ।

https://ibb.co/LZxZd82

ইয়ামান | মুজাহিদদের হামলায় ১ হুথী সৈন্য নিহত

ইয়ামানে হুথী বিদ্রোহীদের উপর হামলা চালিয়েছে আল-কায়েদা। এতে এক মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে।

সাবাত নিউজের তথ্যমতে, গত ৯ জানুয়ারি শনিবার, ইয়ামানের বায়াদা রাজ্যে ইরান সমর্থিত মুরতাদ হুথী বিদ্রোহীদের টার্গেট করে হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। আল-কায়েদা আরব উপদ্বীপ শাখা আনসারুশ শরিয়াহ্ (AQAP) মুজাহিদদের পরিচালিত উক্ত স্নাইপার হামলায় ঘটনাস্থলেই এক হুথী সৈন্য নিহত হয়েছে।

কেনিয়ান সৈন্যদের উপর আল-কায়েদার হামলা, নিহত ৮, ধ্বংস ২টি সামরিযান

সোমালিয়ায় ক্রুসেডার কেনিয়ান বাহিনীর সামরিক বহরে হামলা চালিয়েছে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন, এতে কমপক্ষে ৫ সৈন্য নিহত এবং ৩ সৈন্য আহত হয়েছে।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সীর রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ৯ জানুয়ারি রবিবার, আফ্রিকার পূর্বাঞ্চলীয় দেশ সোমালিয়ায় দখলদার কেনিয়ান ক্রুসেডার সৈন্যদের সামরিক কাফেলা টার্গেট করে সফল হামলা চালানো হয়েছে। যুবা রাজ্যের দুবালী শহরে বীরত্বপূর্ণ উক্ত অভিযানটি পরিচালনা করেন আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। যার ফলে ক্রুসেডার কেনিয়ান বাহিনীর ৫ সৈন্য নিহত এবং ৩ সৈন্য আহত হয়েছে। ধ্বংস হয়েছে ক্রুসেডার বাহিনীর বিএমবি সামরিকযানসহ ২টি গাড়ি।

নারায়ণগঞ্জে মদপানে ছাত্রলীগ নেতাসহ ৩ জনের মৃত্যু

নারায়ণগঞ্জে সোনারগাঁও উপজেলায় অতিরিক্ত মদপানে এক ছাত্রলীগ নেতা ও তার ব্যক্তিগত গাড়িচালকসহ তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন আরও পাঁচজন। নিহতরা হলেন সোনারগাঁও উপজেলার পিরোজপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মাসুদুর রহমান মাসুমের ছোট ভাই এবং উপজেলা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জাহিদ হাসান বাবু (৩২), তার ব্যক্তিগত গাড়িচালক জৈনপুর গ্রামের সিদ্দিকের ছেলে তোফাজ্জল (৪০) ও মেঘনা কাদিরগঞ্জ এলাকার মোক্তার মিয়ার ছেলে মোহসিন মিয়া (২৩)।

গতকাল শুক্রবার রাতে সোনারগাঁওয়ের মেঘনা শিল্পাঞ্চল এলাকায় বাবুর ব্যক্তিগত অফিসে ওই তিনজনসহ জিসান, রিফাত, রাহিম, সুমন ও সারোয়ার নামের আটজন একত্রিত হয়ে মদপান করেন। এরপর তারা অসুস্থ হয়ে পড়লে প্রথমে তাদের সোনারগাঁও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

পরে আজ শনিবার সকালে চিকিসাধীন অবস্থায় জাহিদ হাসান বাবু, তোফাজ্জল হোসেন ও মোহসীন মিয়া মারা যান।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছে সোনারগাঁ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম। সে জানায়, এ ঘটনায় এখনো চিকিৎসাধীন অবস্থায় আছেন মেঘনা শিল্পাঞ্চল এলাকার ইয়াসিনের ছেলে হৃদয়, মুক্তিযোদ্ধা ফজলুল হকের ছেলে সুমন আহমেদ, শাহাবুদ্দিন প্রধানের ছেলে রিফাত, বাহাউদ্দিনের ছেলে সারোয়ার ও কামাল মিয়ার ছেলে জিসানসহ পাঁচজন।

মাদ্রাসার কাজ বন্ধ করে দিলেন ইউপি চেয়ারম্যান

বাহুবলে উপজেলা চেয়ারম্যান সৈয়দ খলিলুর রহমানের বাধায় বন্ধ হয়ে গেছে লোহাখলা ইসলামিয়া মহিলা মাদ্রাসার নির্মাণ কাজ। এ নিয়ে এলাকাবাসীর মধ্যে ক্ষোভ বিরাজ করছে।

প্রতিকার চেয়ে গত শুক্রবার রাতে বাহুবল সার্কেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার বরাবর অভিযোগ করেছেন মাদ্রাসাটির পরিচালনা কমিটির সভাপতি ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান আবদুল কাদির চৌধুরী।

অভিযোগ সূত্রে প্রকাশ, সম্প্রতি বাহুবল উপজেলার লোহাখলা গ্রামে 'লোহাখলা ইসলামিয়া মহিলা মাদ্রা া' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এলাকাবাসীর সহায়তায় প্রতিষ্ঠানটির নির্মাণ কাজ চলছিল।

কিন্তু কাজ শুরুর পর থেকেই রাস্তায় চলাচলে বাধা-নিষেধ প্রদান করে আসছেন বাহুবল উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান সৈয়দ খলিলুর রহমান। অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে, এ ব্যাপারে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ বহুমুখী তৎপরতা চালিয়েও সফল হতে পারেননি।

ফলে নির্মাণাধীন মাদ্রাসাটির কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। বিষয়টিকে ঘিরে এলাকার লোকজনের মাঝে ক্ষোভ বিরাজ করছে। এ নিয়ে আইনশৃঙ্খলা অবনতি হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এ পরিস্থিতিতে শুক্রবার রাতে মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির সভাপতি ও বাহুবল উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল কাদির চৌধুরী প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে নির্মাণ কাজ চালিয়ে যেতে বাহুবল সার্কেলের সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার বরাবরে আবেদন করেছেন।

এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা হলে সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান আব্দুল কাদির চৌধুরী বলেন, মহিলা মাদ্রাসা স্থাপনের জন্য আমি আমার বাড়ির একটি অংশ দান করে দিয়েছি। কিন্তু বর্তমান উপজেলা চেয়ারম্যান সৈয়দ খলিলুর রহমান মাদ্রাসায় আসা-যাওয়ার রাস্তায় বাঁধা দিচ্ছেন। গ্রামবাসী অনুরোধ করলেও তিনি কারও কথা শুনছেন না।

তিনি সাফ জানিয়ে দিয়েছেন 'রাস্তা দেব না।' যার কারণে মাদ্রাসা নির্মাণের কাজ বন্ধ রয়েছে।

হজরত মুসা আ. মসজিদে জুমা আদায়ে ইসরায়েলি সেনাদের বাধা

ইসরায়েলি সেনাবাহিনী উত্তর পশ্চিম তীর থেকে আগত কয়েক ডজন নাগরিককে মুসা আ. এর মাজার মসজিদে জুমার নামাজ আদায়ে বাধা দেয়। এ উদ্দেশ্যে তারা মসজিদে যাওয়ার রাস্তা গুলোতে বেশ কয়েকটি সামরিকচৌকি স্থাপন করে।

গতকাল (শুক্রবার) জেরুসালেমের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নাবুলুসের পশ্চিমে আমাতিন গ্রামের বাসিন্দা আব্দুন-নাসির গানিম (আল-কুদস) কে জানান, আমরা এই প্রথম মুসা আ. এর পবিত্র সমাধি সৌধ পরিদর্শন ও সেখানকার মসজিদে জুমা আদায় উদ্দেশ্যে রওনা হই।

কিন্তু জেরিকো পার হওয়ামাত্রই ৯০ নম্বর রোডে ইসরায়েলি সেনাদের প্রথম চৌকিটির মুখোমুখি হই। সৈন্যরা আমাদেরকে কোনরকম কথা বা জিজ্ঞাসাবাদ ছাড়াই ফিরে যেতে বলে।

আবদুন নাসের বলেন, এ সময় আমরা বেশ কয়েকজন যুবককে দেখলাম। তারা পায়ে হেঁটে সেনাদের বাধা অতিক্রম করে জুমায় যাওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু দখলদার পুলিশ তাদেরকে তাড়া করছে। তাদের পরিচয়পত্র বাজেয়াপ্ত করছে। তাদেরকে ফিরে যেতে বলছে।

তিনি আরো বলেন, জুমার নামাজের উদ্দেশ্যে বের হওয়া নাগরিকদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতে পার্শ্ববর্তী পাহাড়গুলোতে সেনাটহলগুলিকে অবস্থান করতে দেখা যায়।তারা যে কোন উপায়ে মুসল্লিদের আগমণ ঠেকাতে বদ্ধপরিকর।

কুলকিল্লার বাসিন্দা ৫৮বছর বয়সী ওয়াসফি হামুদা বলেন, আমি আগে কখনো এ জায়গাটি ঘুরে দেখিনি। তাই জায়গাটি দেখার খুব আগ্রহ ছিল।সেমতে আমি আমার পরিকল্পনাটিও সাজিয়ে ছিলাম।

কিন্তু উক্ত স্থান থেকে তিন কিলোমিটার দূরের চৌকিতে পৌঁছামাত্রই আমার সকল প্ল্যান – পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। শেষমেষ ভারাক্রান্ত মনে ফিরে আসতে হয়। সূত্র: (আল কুদস)

নাটোরে গৃহবধূকে আওয়ামী লীগ নেতার ধর্ষণ ও ভিডিও ধারণ

নাটোরের নলডাঙ্গায় ভিজিএফ কার্ড করে দেওয়ার কথা বলে এক গৃহবধূকে ডেকে নিয়ে ধর্ষণ ও ভিডিও ধারণ করেছে আওয়ামী লীগ নেতা ইব্রাহিম দেওয়ান তার দুই সহযোগী।

জানা গেছে, গত বছরের ৩ অক্টোবর বিকালে এক দিনমজুরের স্ত্রীকে ভিজিএফের কার্ড করে দেওয়ার কথা বলে বাড়িতে ডেকে নেয় আওয়ামী লীগ নেতা ইব্রাহিম দেওয়ান। পরে ওই নারীকে পাশের একটি বাড়িতে নিয়ে ধর্ষণ করে।

এ সময় তার দুই সহযোগী বকুল ও রেজাউল ধর্ষণের ভিডিও ধারণ করে। পরে ঘটনাটি জানাজানি হলে গত শুক্রবার রাতে নলডাঙ্গা থানায় ওই গৃহবধু ইব্রাহিম দেওয়ান, বকুল হোসেন ও রেজাউল করিমকে আসামি করে একটি ধর্ষণ মামলা করে।

স্থানীয়রা জানান, আওয়ামী লীগ নেতা ইব্রাহিম দেওয়ানের নামে এলাকায় একাধিক অভিযোগ রয়েছে। সালিশের নামে প্রতারণা, ছিনতাই, সুদ ও মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগও রয়েছে তার বিরুদ্ধে।

এ ব্যাপারে পিপরুল ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কলিম উদ্দিন যুগান্তরকে জানান, বিষয়টি অত্যন্ত দুঃখজনক। ভিজিএফ ও ভিজিডি কার্ড দেওয়ার নামে ইব্রাহিম দেওয়ান যে নোংরামি করেছেন, তা ক্ষমার অযোগ্য এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

সূত্র: যুগান্তর

শত কোটি টাকা দুর্নীতি করছে মেয়র তাপস

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) মেয়র শেখ ফজলে নূর তাপসের বিরুদ্ধে শত কোটি টাকা বেআইনিভাবে স্থানান্তরের অভিযোগ তুলেছে সাবেক মেয়র সাঈদ খোকন। সিটি করপোরেশনের উচ্ছেদ অভিযানে ক্ষতিগ্রস্ত দোকানিদের পুনর্বাসনের দাবিতে আয়োজিত এক মানববন্ধনে অংশ নিয়ে এসব কথা বলেছে মোহাম্মদ সাঈদ খোকন।

শনিবার দুপুরে হাইকোর্ট এলাকায় কদম ফোয়ারার সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে সাঈদ খোকন অভিযোগ করেছে, 'তাপস দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের শত শত কোটি টাকা তার নিজ মালিকানাধীন মধুমতি ব্যাংকে স্থানান্তরিত করেছে এবং শত শত কোটি টাকা বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান বিনিয়োগ করার মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা লাভ হিসেবে গ্রহণ করছে। অন্যদিকে, অর্থের অভাবে দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের গরিব কর্মচারীরা মাসের পর মাস বেতন পাচ্ছেন না। সিটি করপোরেশনের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প অর্থের অভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। '

এ সময় দুর্নীতির ইস্যু টেনে মেয়র তাপসকে আক্রমণ করে সাঈদ খোকন বলেছে, 'তাপস মেয়র হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করার পর থেকেই দুর্নীতির বিরুদ্ধে গলাবাজি করে চলেছেন। আমি তাকে বলব, রাঘববোয়ালের মুখে চুনোপুঁটির গল্প মানায় না। দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন করতে হলে সর্বপ্রথম নিজেকে দুর্নীতিমুক্ত করুন। তারপর চুনোপুঁটির দিকে দৃষ্টি দিন। '

সাঈদ খোকন বলেন, ফুলবাড়িয়া মার্কেটে সিটি করপোরেশন কর্তৃক যে উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে, আমি আগেও বলেছি এটা সম্পূর্ণভাবে অবৈধ। সে জানায়, মানুষের জীবনমান উন্নয়ন ও বেকারত্ব দূর করতে এসব দোকানের বৈধতা দেওয়া হয়েছিল। তবে কোনো ধরনের নোটিশ ছাড়াই তাদের অবৈধভাবে উচ্ছেদ করা হয়েছে। আমাদের সময়

পুলিশের সঙ্গে আকিজ কারখানার শ্রমিকদের সংঘর্ষ, গুলিবিদ্ধসহ আহত ৫

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে আকিজ বিড়ি কারখানায় শ্রমিক-পুলিশে সংঘর্ষ হয়েছে। এ ঘটনায় এক শ্রমিক গুলিবিদ্ধসহ অন্তত পাঁচজন আহত হয়েছেন।

শনিবার (৯ জানুয়ারি) সকালে উপজেলার হোসেনাবাদে আকিজ বিড়ি কারখানার মূল ফটকের সামনে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকালে কারখানায় প্রবেশের নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর বেশ কিছু শ্রমিক জোর করে কারখানায় ঢোকার চেষ্টা করেন। এ সময় নিয়মানুযায়ী কারখানার নিরাপত্তাকর্মীরা বাধা দিলে উভয়পক্ষের মধ্যে বাক-বিতণ্ডা শুরু হয়। এক পর্যায়ে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠলে কারখানা ম্যানেজার আমিনুল ইসলাম দৌলতপুর থানায় খবর দেন। পরে পুলিশ এসে শ্রমিকদের সেখান থেকে জোর করে সরিয়ে দেয়ার

চেষ্টা করলে তারা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ শুরু করেন। তাদের মোকাবিলায় পুলিশ প্রথমে লাঠিচার্জ করে।

পরে পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ কয়েক রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছোড়ে। এতে শ্রমিকরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং এক শ্রমিক গুলিবিদ্ধসহ অন্ততপক্ষে পাঁচজন আহত হন। পরে কারখানার সব শ্রমিক কাজ বন্ধ করে হোসেনাবাদ বাজারে কুষ্টিয়া প্রাগপুর সড়ক অবরোধ করে রাখে। তাদের সঙ্গে উপজেলার ফিলিপনগর কারখানার শ্রমিকরাও যোগ দেন।

গুলিবিদ্ধ শ্রমিকের নাম শিপুল ইসলাম। শ্রমিকদের অভিযোগ, কারখানার ম্যানেজার আমিনুল ইসলামের নির্দেশে পুলিশ শ্রমিকদের ওপর গুলি চালিয়েছে। তারা অবিলম্বে ম্যানেজারের অপসারণ দাবি করেছেন।

চাকরিতে পুনর্বহালের দাবিতে শ্রমিকদের মানববন্ধন

চাকরিতে পুনর্বহালের দাবি ও ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছেন বাটা স্যু কোম্পানির ছাঁটাই হওয়া শ্রমিকেরা। আজ শনিবার সকালে ঢাকার ধামরাইয়ে প্রেসক্লাবের সামনে এ মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়।

বাটা স্যু কোম্পানির ধামরাই ও টঙ্গী কারখানা থেকে সম্প্রতি ছাঁটাই হওয়া শতাধিক শ্রমিক আজ সকালে ধামরাই প্রেসক্লাবের সামনে জড়ো হন। বেলা ১১টার দিকে তাঁরা প্রেসক্লাবের সামনে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের পাশে দাঁড়িয়ে হাতে হাত ধরে মানববন্ধনে অংশ নেন। ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদের পাশপাশি চাকরিতে পুনর্বহালের দাবি জানানো হয় মানববন্ধন থেকে।

মানববন্ধনে ধামরাই কারখানার ছাঁটাই হওয়া শ্রমিক মাহবুবুর রহমান অভিযোগ করেন, ১৩ বছর চাকরি করার পর তাঁকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। গত বছরের ২৪ সেপ্টেম্বর কর্তৃপক্ষ তাঁর কাছ থেকে জোর করে স্বেচ্ছায় চাকরি থেকে অবসরে যাওয়ার আবেদনে সই নিয়ে তাঁকে বিদায় করে দেয়। তিনি বলেন, তিনি স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে ধামরাইয়ে ভাড়া থেকে চাকরি করে কোনো রকমে খেয়ে-পরে বেঁচে ছিলেন। ছাঁটাই হওয়ার কারণে তাঁর পরিবার অর্থকষ্টে পড়েছে।

ধামরাই কারখানার ছাঁটাই হওয়া আরেক শ্রমিক কামুজ্জামান বলেন, তিনি মাত্র ১৩ বছর চাকরি করেছেন। তাঁর আরও ২৩ বছর চাকরি ছিল। তাঁকে ছাঁটাই করা হয়েছে।

বাটা স্যু কোম্পানির শ্রমিক ইউনিয়নের সাবেক সমাজ কল্যাণ ও প্রচার সম্পাদক কবিরুজ্জামান বলেন, কোনো কারণ ছাড়াই গত সেপ্টেম্বর মাসে ধামরাই ও টঙ্গী কারখানার দুই শতাধিক শ্রমিককে ছাঁটাই করা হয়। শ্রমিক ইউনিয়নের কতিপয় নেতার পরামর্শে কর্তৃপক্ষ এ সিদ্ধান্ত নেয় বলে তাঁর অভিযোগ। প্রথম আলো

সোমালিয়া | মুজাহিদদের হামলায় কর্নেলসহ ৪ ক্রুসেডার হতাহত

আফ্রিকার পূর্বাঞ্চলীয় দেশ সোমালিয়ায় ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনীর উপর পৃথক হামলা চালিয়েছে আল-কায়েদা। এতে কর্নেলসহ ৪ ক্রুসেডার হতাহত হয়েছে।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সীর রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ৯ জানুয়ারি শনিবার, মধ্য সোমালিয়ার হাইরান রাজ্যের জালাক্সী শহরে ক্রুসেডার জিবুতিয়ান বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। যার ফলে এক কর্নেল নিহত এবং আরো ২ সৈন্য আহত হয়েছে।

অপরদিকে রাজধানী মোগাদিশুর দানাইল জেলাতে সোমালীয় মুরতাদ বাহিনীর উপর অন্য একটি হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। যার ফলে মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে।

মাসিক রিপোর্ট | তালেবানের কাছে ১৩৪৬ কাবুল সরকারি কর্মকর্তার আত্মসমর্পণ

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান প্রতি মাসে কাবুল সরকারি কর্মকর্তাদের আত্মসমর্পণের বিষয়ে একটি মাসিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকে, সম্প্রতি প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, গত ডিসেম্বর মাসে ১৩৪৬ জন সরকারী কর্মকর্তা তালেবান মুজাহিদদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন।

তালেবান কর্তৃক জারি করা বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আফগানিস্তানে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনাগুলির সত্যতা উপলব্ধি করার পর গত মাসে কাবুল প্রশাসনের এসব কর্মকর্তারা তালেবান মুজাহিদদের সাথে যোগ দিয়েছিলো। এসময় সামরিক কর্মকর্তারা বিভিন্ন ধরণের অস্ত্র, রেডিও, যানবাহন ও গোলাবারুদ মুজাহিদদের কাছে হস্তান্তর করেছে।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, ইমারতে ইসলামিয়ার দাওয়াহ্ বিভাগের নেতৃস্থানীয় মুজাহিদগণ কাবুল বাহিনী হতে তালেবান মুজাহিদদের সাথে যোগদানকারী এসব সদস্যদের স্বাগত জানিয়েছেন, তাদেরকে পুরষ্কার ও আর্থিক সহায়তাও দিয়েছেন মুজাহিদগণ।

লক্ষণীয় যে গত কয়েক মাস যাবৎ, তালেবানরা প্রতি মাসে হাজারেরও অধিক সরকারী কর্মকর্তার আত্মসমর্পণের খবর প্রকাশ করে আসছে। যা রীতিমত কাবুল বাহিনীতে বড়ধরণের প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে।

০৯ই জানুয়ারি, ২০২১

মালি | ফ্রান্সের সামরিক কাফেলায় আল-কায়েদার হামলা, হতাহত ৬

মধ্য মালিতে ফের ফরাসি ক্রুসেডার সৈন্যদের সামরিক বহরে হামলা চালিয়েছে আল-কায়েদা। এতে কমপক্ষে ৬ ক্রুসেডার সৈন্য হতাহত হয়েছে।

বিস্তারিত রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ৯ জানুয়ারি শনিবার সকাল বেলায়, আফ্রিকার পশ্চিমাঞ্চলীয় দেশ মালির মধ্য মোপ্তি অঞ্চলে ফরাসি সেনাদের একটি কাফেলা লক্ষ্যবস্তু করে সফল বোমা হামলা চালানো হয়েছে। স্থানীয় সূত্রের বরাত দিয়ে কয়েকটি সংবাদ মাধ্যম জানিয়েছে, মোপ্তি অঞ্চলের সেরমা বন্দোবস্তর কাছে বোমা বোঝাই একটি মোটরসাইকেলের দ্বারা এই হামলাটি চালানো হয়েছে। যার ফলে ছয় ক্রুসেডার ফরাসী সেনা আহত হয়েছে, এছাড়াও আহতদের মধ্যে দুই সৈন্যের অবস্থা গুরুতর বলেও জানিয়েছে সংবাদ মাধ্যমগুলো।

লক্ষণীয় যে, সম্প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শানে কটূক্তি করার পর মালিতে ফরাসি ক্রুসেডার বাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমণ বাড়িয়েছে আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকান শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন (JNIM)। এর ধারাবাহিতায় (জেএনআইএম) আল-কায়েদা মুজাহিদিন গত ১৫ দিনে মালিতে কমপক্ষে ৮টি হামলা চালিয়েছে। এর মধ্যে মালিয়ান মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে ৩টি এবং ক্রুসেডার ফরাসি ও মিনোসুমা জোট বাহিনীর বিরুদ্ধে ৫টি হামলা চালিয়েছে।

মালি | মুজাহিদদের হামলায় দুই মালিয়ান সৈন্য নিহত, আহত আরো এক

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর চৌকিতে হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা। এতে ২ সৈন্য নিহত এবং ১ সৈন্য আহত হয়েছে।

বিস্তারিত রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ৮ জানুয়ারি শুক্রবার, ক্রুসেডার ফ্রান্সের গোলাম মুরতাদ মালিয়ান সৈন্যদের একটি চৌকিতে হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিনের (JNIM) জানবায মুজাহিদিন। যার ফলে মালিয়ান মুরতাদ বাহিনীর ২ সৈন্য নিহত এবং আরো ১ সৈন্য আহত হয়েছে।

মালির টিমবুক্টু রাজ্যের মুর্তানিয়ার সীমান্তবর্তী লীরা শহরে মালিয়ান সেনাদের একটি চৌকিতে এই সফল হামলাটি চালানো হয়েছিল।

গৌরনদীতে বিবাহ পণ্ড করে দিলো তাগুত প্রশাসন, বাড়ছে অনাচার

বরিশালের গৌরনদী উপজেলার খাঞ্জাপুর ইউনিয়নের একটি গ্রামে এক প্রাপ্তবয়স্কা মেয়ের বিয়ের আয়োজন চলছিল। সাজসজ্জা শেষে চলছিল বরযাত্রীসহ মেহমান আপ্যায়নের ধুমধাম রান্নাবান্না। বিবাহের খবর পেয়ে সেখানে হাজির হয় গৌরনদী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) বিপিন চন্দ্র বিশ্বাস। ইউএনও হাজির হতেই মুহূর্তেই সব পণ্ড হয়ে যায়। শরয়ী সম্মতভাবে বিবাহ আয়োজন হলেও আটক করা হয় কনের বাবাকে। পরে মুচলেকা দিয়ে ছাড়া পান তিনি। গতকাল শুক্রবার দুপুরের ঘটনা এটি।

স্থানীয় লোকজন সূত্রে জানা গেছে, পারিবারিকভাবে ওই প্রাপ্তবয়স্কা মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়েছিল পাশের মাদারীপুর সদর উপজেলার এক ছেলের (২৫) সঙ্গে। দুই পরিবারের সিদ্ধান্তে গতকাল ৫০ জন বরযাত্রী নিয়ে কনের বাড়িতে আসার জন্য রওনা করেছিলেন বর। বিয়েবাড়িতে একাধিক তোরণসহ সাজসজ্জা সম্পন্নের পর বরযাত্রীসহ মেহমানের জন্য রান্নাবান্না চলছিল। দুপুর ১২টায় খবর পেয়ে সেখানে একদল পুলিশসহ গৌরনদী ইউএনও ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মালাউন বিপিন চন্দ্র বিশ্বাস ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান চালিয়ে কনের বাবাকে আটক করে। এ সময় বিয়ের প্যান্ডেল অপসারণ ও রান্না বন্ধ করে দেওয়া হয়। কনের বাড়ি থেকে প্রায় আড়াই কিলোমিটার দূরে থাকা বরযাত্রীরা খবর পেয়ে গ্রেপ্তারের ভয়ে বরসহ পালিয়ে যান।

সমাজে বিবাহ বহির্ভূত বিভিন্ন অনাচার, ধর্ষণ, হত্যাকাণ্ড, চুরি-ডাকাতি বন্ধ করতে না পারলেও, বিয়ের মতো পবিত্র, বৈধ এবং জরুরি একটি সামাজিক কাজে বাধা দিচ্ছে শয়তানের অনুসারী তাগুত প্রশাসন। এই তাগুতগোষ্ঠী সমাজে অশ্লীলতা ছড়িয়ে দেওয়ার যে পরিকল্পনা নিয়ে এগুচ্ছে, এর শিকার হয়ে ধ্বংস হচ্ছে বহু তরুণ-তরুণী, দেশ পরিণত হয়েছে ধর্ষণরাজ্যে।

চাঁদপুরে 'জঙ্গি' তকমা দিয়ে ইমামকে মারধর করলো হিংস্র পুলিশ

চাঁদপুর জেলার পাইকপাড়া গ্রামে, বায়তুল মামুর মসজিদের ইমাম মাওলানা আবুল কালাম আজাদকে 'জঙ্গি' তকমা দিয়ে অশ্লীল গালাগাল করে মারধর করেছে হিংস্র পুলিশ মুস্তাফিজুর রহমান দুলাল।

এলাকার সবাই ইমাম সাহেবকে প্রচন্ড ভালবাসেন এবং শ্রদ্ধা করেন। কিন্তু পুলিশে চাকরি করা মুস্তাফিজুর রহমান দুলাল নামে এক অশিক্ষিত, বর্বর তার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে হুজুরের উপর হামলা চালায়, প্রতিবাদে এলাকার কিছু গণ্যমান্য লোক তার এহেন কর্মকান্ডের কারণ জানতে চাওয়ায় তাদের উপর ও হামলা করা হয়। তাদের আক্রমণে কয়েকজন খুবই গুরুতর আহত হয়েছে আর কয়েকজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

এক ভিডিও বার্তায় ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন নির্যাতনের শিকার বায়তুল মামুর মসজিদের ইমাম মাওলানা আবুল কালাম আজাদ।

নির্যাতনকারী উগ্র পুলিশটির নাম মুস্তাফিজুর রহমান দুলাল।

স্বীকারুক্তিমূলক ভিডিওবার্তায় ইমাম সাহেব বলেন, ‘আমি জুমা পড়ানোর পর যার মেয়ের বিয়ে, সে আমাকে বিয়ে পড়াতে যেতে বললো। আমি গেলাম। বাড়িতে ঢুকতে যাব, এমন সময় আমার পথ আটকে দাঁড়ালো দুলাল। সে পুলিশে চাকরি করে। সে আমাকে বললো, ‘তুই নাকি চান্দা করোস? আমি বললাম, কিসের চান্দা। তখন বুঝতে পারলাম, সকালে আমি বেতন তুলতে গিয়েছিলাম। মসজিদের বেতন যিনি তুলেন, সকালে আমাকে বললেন, আজ শুক্রবার, মকতব নেই, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের গণশিক্ষা কার্যক্রম নেই, তাই আমার সঙ্গে চলেন। আমি তার সঙ্গে গিয়েছিলাম।’

ইমাম সাহেব আরও বলেন, দুলাল আমাকে বললো, তুই আমাকে চিনিস? আমি পুলিশে চাকরি করি। মাদারচো!, তুই জঙ্গী।’ আমি বললাম, কী বলছেন এসব? প্রমাণ থাকলে থানায় নিয়ে যান। এরপর সে আমাকে এলোপাথাড়ি ঘুষি থাপ্পর দিতে লাগলো। আমার কানে দুটি থাপ্পর দিয়েছে, কানে শুনতে পাচ্ছি না।

ভিডিওতে বয়ান দেয়ার সময় ইমাম সাহেব কান্না করছিলেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশিত ছবিতে দেখা গেছে, প্রতিবাদকারী গ্রামবাসীর নাকে মুখে রক্ত। সাদা দাড়ি ও পাঞ্জাবিতেও রক্ত।

ঘটনার সূত্রপাত আজ থেকে প্রায় ১ বছর আগে।মসজিদের কমিটিতে অনেকটা অঘোষিতভাবে একটা অশিক্ষিত, বর্বর লোক স্থান করে নিয়েছে। ধর্মীয় কোন জ্ঞান না থাকা সত্রে¡ও সে মসজিদের সভাপতি হয়ে গিয়েছে।তারপর থেকে মসজিদের ইমাম সাহেব এবং অন্যন্য কমিটির মেম্বারদের সাথে তার স্বেচ্ছাচারীতা স্পষ্ট হয়ে উঠে।

এমতাবস্থায় কমিটির সকলে তার উপর অনাস্থা জ্ঞাপন করে।স্থানীয় মানুষদের প্রতিবাদের মুখে এলাকার চেয়ারম্যান এসে সকলের সম্মতিতে উনাকে সভাপতি পদ থেকে বাদ দেওয়া হয়। তারপর থেকে মসজিদের কমিটি এবং ইমাম সাহেব তার শত্রু হয়ে যায়।

তারপর আজ তার ভাতিজির বিয়েতে মসজিদের ইমামকে পূর্ব পরিকল্পিত ভাবে দাওয়াত দিয়ে ’জঙ্গী’ তকমা দিয়ে ইমাম সাহেবকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ এবং চড় থাপ্পর দিয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা বাবার কারণে পুলিশে চাকরী পেয়ে সে যেন বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল।গর্ব করে বলতো কেউ নাকি তার বা! ও ছিড়তে পারবে না।যখন তখন কারো গায়ে হাত তুলতে সে দ্বিধা করতো না।

তার বেপরোয়া আচরণের জন্য এলাকায় মানুষও তাকে খুব ভয় পেতো।নিয়মিত এলাকায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। তার ভয়ে কেউ কোন দিন মুখ খুলে নাই। কিন্তু ইমাম সাহেবের গায়ে হাত দেওয়ার মানুষ আর চুপ করে থাকতে পারে নাই। প্রতিবাদ করায় তাদের উপরও সে তার সন্ত্রাসী বাহিনী লেলিয়ে দিয়ে তাদের গুরুতর জখম করেছে।।

এমতাবস্থায় এলাকাবাসী তার এহেন কর্মকান্ডের বিচার চেয়েছে। তার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নিয়ে তার সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের লাগাম টেনে ধরার ও দাবি জানিয়েছেন।

জনতার জিজ্ঞাসা পুলিশে চাকরী করে সাধারণ মানুষের গায়ে অন্যায়ভাবে হাত তুলার সাহস সে পেলো কোথায়?

যুক্তরাষ্ট্রে চীনা দূতাবাসের ভয়ংকর টুইট: উইঘুর মুসলিম গণহত্যা সমর্থনযোগ্য

গত বৃহস্পতিবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত চীনা দূতাবাস একটি টুইটে ভয়ংকর তথ্য উল্লেখ করেছে। টুইটে দাবি করা হয়, 'চীনের জিনজিয়াং প্রদেশের বন্দী শিবিরে থাকা উইঘুর মুসলিম নারীদের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে তারা আর বাচ্চা তৈরির মেশিন নয়'।

টুইটে উল্লেখ করা হয়, উইঘুরদের চরমপন্থা হ্রাস পেয়েছে, 'নারীরা মানসিকভাবে মুক্তি পেয়েছে, লিঙ্গ বৈষম্য দূর হয়েছে, তাদের স্বাস্থ্যকে উন্নীত করা হয়েছে। ফলে তারা আর বাচ্চা জন্মদানের মেশিন হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছেনা। তারা আরও আত্মবিশ্বাসী এবং স্বাধীন'। খবর মিডলইস্ট আই।

কথিত 'জিনজিয়াং উন্নয়ন গবেষণা কেন্দ্রের' উদ্ধৃতি দিয়ে টুইটে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ অস্বীকার করে দাবি করা হয়, 'জন্মহার কমানোর জন্য কোন প্রকার পদ্ধতি নেয়া হয়নি, বরং "উগ্রবাদ" নির্মূল ও উইঘুর নারীদের সন্তান জন্মদানের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে পূর্বের চেয়ে আরও বেশি স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে'।

অথচ, বেশ কয়েকটি সংবাদ মাধ্যম জিনজিয়াংয়ে জোর করে নারীদের বন্ধ্যাকরণ করার প্রমাণ পেয়েছে।

গত বছর, একজন শিক্ষিকা কেলবিনূর সিদিক ব্রিটিশ সংবাদ মাধ্যম 'দ্য গার্ডিয়ান' কে বলেছিলেন যে, মুসলিম সংখ্যালঘু নারীদের জন্মহার দমনের জন্য একটি সরকারী প্রচারণার আওতায় তাকে স্টেরিলাইজ করা হয়েছিল।

কেলবিনূর গার্ডিয়ানকে বলেন, ২০১৭ সালে আমি একটি বিদ্যালয়ের অফিসিয়াল কর্মী ছিলাম। এ জন্য তারা আমাকে 'আইইউডি' বা 'স্টেরিলাইজেশন অপারেশন' করার জন্য বাধ্য করে। পরবর্তীতে ২০১৯ সালে তারা জানায় যে, সরকারের কাছ থেকে একটি নির্দেশ এসেছে, ১৮ বছর থেকে ৫৯ বছর বয়সী প্রতিটি মহিলাকে স্টেরিলাইজেশন অপারেশন করতে হবে।

প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে, চীন সরকার 'পুনঃশিক্ষা শিবির' নাম করে গত কয়েক বছরে প্রায় এক মিলিয়ন উইঘুরকে আটক করেছে। তাতে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছে বলে দাবি করা হয়।

নামাজ আদায় করা, রোজা রাখা, মদপান থেকে বিরত থাকা, দাড়ি বাড়ানো বা ইসলামী পোশাক পরিধান সহ - ইসলামি সংস্কৃতির সাথে সম্মতি প্রদর্শনকারী উইঘুরদের চীনা সরকার আটক করেছে এবং নাস্তিক্যবাদী সংস্কৃতি মেনে চলতে বাধ্য করা হচ্ছে।

গত বছর, বার্তা সংস্থা এপির তদন্তে দেখা গেছে যে, যাদের বেশি সন্তান রয়েছে তাদের 'জঙ্গি' হিসেব উল্লেখ করে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে বন্দী করা হয়েছে।

তদন্তে আরও দেখা গেছে যে, জিনজিয়াং প্রদেশে জন্মহার অভূতপূর্ব ও নাটকীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছে। এ প্রদেশটি চীনের অন্যতম দ্রুত বর্ধনশীল জনসংখ্যার অঞ্চল হিসেবে বিবেচিত হতো। প্রমাণ পাওয়া যায় যে, পরিবার পরিকল্পনা আইন লঙ্ঘনের জন্য মোটাদাগে জরিমানা করারও।

চীনা বিশেষজ্ঞ অ্যাড্রিয়ান জেনজের অপর একটি প্রতিবেদনে থেকে জানা যায়, জিনজিয়াংয়ে বন্দী নারীদের পিরিয়ড বন্ধে ইনজেকশন দেওয়া হতো। এর মাধ্যমে নারীদের সন্তান জন্মদানে অক্ষম করা হচ্ছে।

সরকারী রেকর্ড, সাক্ষাৎকার এবং ভিডিও চিত্রের উপর ভিত্তি করে গত বছর বুজফিড পরিচালিত এক তদন্তের বিষয়টিও প্রকাশ পেয়েছে যে, কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে বিভিন্ন কারখানা তৈরি করা হয়েছে। যেখানে মুসলিম বন্দীদের জোর করে কাজ করানো হচ্ছে এবং নারীদের বন্ধা করণ (স্টেরিলাইজেশন), শরীর থেকে অঙ্গ-প্রতঙ্গ সংগ্রহ করে আসছে।

কানাডিয়ান সিনেটর লিও হোসাকোস সহ অনেকেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের এ বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানান। এ সম্পর্কে অনেকেই মুসলিম বিশ্বের নেতাদের প্রতিক্রিয়াও জানাতে চেয়েছেন।

মধ্য প্রাচ্যের বসবাসকারী উইঘুররা এর আগে চিনে প্রত্যাবর্তনে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তারা বলেছেন চীনে ফিরলে তাদের আটক ও নির্যাতন করা হতে পারে।

সূত্র : মিডলইস্ট আই

ভারতে আগুনে পুড়ে ১০ শিশুর মৃত্যু

ভারতের মহারাষ্ট্রের একটি হাসপাতালে আগুনে পুড়ে কমপক্ষে ১০ শিশু নিহত হয়েছে। স্থানীয় সময় শুক্রবার দিবাগত আনুমানিক রাত ২টার দিকে ভান্ডারা জেলার জেনারেল হাসপাতালের নবজাতক কেয়ার ইউনিট আগুন লাগে।

ধোঁয়ায় ছেয়ে যায় আশপাশ। ঘটনাস্থলে দমকলর্মীরা পৌঁছানোর আগেই ১০ শিশুর মৃত্যু হয়। তবে সাত শিশুকে জীবিত উদ্ধার করা গেছে।

হাসপাতালের সিভিল সার্জন ভারতীয় গণমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডেকে জানায়, হাসপাতালে ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখতে পেয়ে আমাকে খবর দেয় নার্স। খবর পাওয়ামাত্রই ঘটনাস্থলে ছুটে আসি। এই হাসপাতালটি নবজাতক শিশুদের জন্য খুবই ভালো। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ১০ শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

খোরাসান | তালেবান মুজাহিদদের হামলায় ১০৪ মুরতাদ সৈন্য হতাহত

আফগানিস্তানে মুরতাদ কাবুল বাহিনীর উপর একাধিক সফল হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন। এতে কমপক্ষে ১০৪ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

বিস্তারিত রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ৭ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার, রোজগান প্রদেশের নাওয়াহপাই অঞ্চলে মুরতাদ কাবুল বাহিনীর একটি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটিতে সফল বোমা হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন। এতে উক্ত সামরিক ঘাঁটি ও ৭টি যান ধ্বংস হয়ে গেছে। এছাড়াও ৩৫ থেকে ৪০ কাবুল সৈন্য নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে আরো অনেক সৈন্য।

এর আগে গত বুধবার বিকাল ৪টায় লাগবাগ জেলায় অবস্থিত কাবুল বাহিনীর অন্য একটি সামরিক ঘাঁটিতেও বোমা হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। এতে সামরিক ঘাঁটি ধ্বংস হওয়ার পাশাপাশি ২৬ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে।

একইদিন ভোরে কান্দাহার প্রদেশের উরগান্দাব জেলায় কাবুল বাহিনীর একটি সেনা চৈকিতে হামলা চালিয়ে তা ধ্বংস করে দিয়েছেন মুজাহিদগণ। এসময় মুজাহিদদের হামলায় ১৫ সৈন্য নিহত হয়, বাকি সৈন্যরা চৌকি ছেড়ে পলায়ন করে।

এরপর ৭ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে কুন্দুজ প্রদেশের কেন্দ্রীয় শহরে কাবুল বাহিনীর একটি সেনা চৌকিতে হামলা চালান মুজাহিদগণ। এসময় আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্যে মুজাহিদগণ লড়ায়ের পর চৌকিটি বিজয় করতে সক্ষম হন। এসময় মুজাহিদদের হামলায় ৭ সৈন্য নিহত হয়েছে, এছাড়াও মুজাহিদগণ ২ কমান্ডারসহ ৯ সৈন্যকে বন্দী করেন।

ঐদিন প্রদেশের কামিনগাহ এলাকাতেও মুরতাদ বাহিনীর সাথে তীব্র লড়াই হয় মুজাহিদদের। যার ফলে মুরতাদ বাহিনীর ২টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস এবং ৮ সৈন্য নিহত হয়, আহত হয় আরো বেশ কিছু সৈন্য।

এমনিভাবে খুগিয়ান জেলায় মুজাহিদদের সাথে অপর একটি সংঘর্ষে কাবুল বাহিনীর ৬ সৈন্য নিহত এবং আরো ২ সৈন্য আহত হয়।

https://ibb.co/4pXw2pZ

০৮ই জানুয়ারি, ২০২১

জুয়া খেলায় মত্ত ৯ পুলিশ সদস্যকে আটক

জুয়া খেলায় মত্ত ৯ পুলিশ সদস্যকে আটক করা হয়েছে।

বুধবার গভীর রাতে পুলিশ লাইনের ৯ জন পুলিশ সদস্য রাজশাহী কলেজ মুসলিম ছাত্রাবাসের সামনে অবস্থিত একটি আবাসিক হোটেলে জুয়া খেলা অবস্থায় আটক করা হয়।

পরে তাদের পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার পর পুলিশ লাইনে নিয়ে যাওয়া হয়। এঘটনায় তাদের সবাইকে বৃহস্পতিবার নাম মাত্র সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

জুয়া খেলায় অংশ নিয়ে বরখাস্ত পুলিশ সদস্যরা হলেন- হাবিলদার বারেক, হাবিলদার মিজান, কনস্টেবল আফজাল, সালাম, ফরহাদ, শাহেদ, খগেন, রফিক ও করিম। এদের মধ্য ছয় জন নগর পুলিশের সদস্য। অপর তিনজন জেলা পুলিশের সদস্য।

এছাড়াও অন্যান্য অনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার প্রমাণ মিলেছে বোয়ালিয়া থানার এএসআই বকুল হোসেন এবং কাশিয়াডাঙ্গা পুলিশ বক্সের টিএসআই মনিরের বিরুদ্ধে।

গাজীপুরে কিশোর গ্যাং আতঙ্ক

গাজীপুরের বিভিন্ন এলাকায় স্কুল-কলেজ পড়ুয়া শিক্ষার্থীরা বিপজ্জনক কিশোর গ্যাং-এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ায় অভিভাবকদের মাঝে আতঙ্ক বিরাজ করছে। দিন দিন এদের তৎপরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। গাজীপুর মেট্রোপলিটন সদর, পূবাইল, টঙ্গী, বাসন, গাছা, কোনাবাড়ী, কাশিমপুর থানাসহ জেলার বিভিন্ন উপজেলায় রয়েছে কিশোর গ্যাং গ্রুপ। এসব গ্রুপ বিভিন্ন নামে পরিচিত। পশ্চিমা কালচারের অনুকরণে এসব গ্রুপ গড়ে উঠেছে।

মঙ্গলবার রাতে শহরের নীলের পাড়া সড়কে দুই পক্ষ কিশোর গ্রুপের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া ও গুলি বিনিময়ের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় এক কিশোরকে আটক করেছে। আটক কিশোরের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপকভাবে ভাইরাল হয়। ওই ভিডিও রেকর্ডি-এ কিশোর ছেলেটি বলেন, শাহীন ভাই দুটি অট্রো এবং একটি মাইক্রোবাসযোগে তাদের ২০-২৫ জন কিশোরকে দা-কাঁচি ও অস্ত্রসহ নিয়ে আসে। পরে প্রতিপক্ষ গ্রুপের সদস্যরাও কয়েকটি মোটরবাইকে এসে গুলি ছোড়ে। এতে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে ছোটাছুটি করে পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় একজন পায়ে গুলিবিদ্ধ হয়।

বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, জেলা শহরকেন্দ্রিক কিশোর গ্যাং গ্রুপের সদস্যরা জড়ো হয় রাজবাড়ি মাঠে ও বাউন্ডারীর দক্ষিণ পাশে, জোর পুকুরের উত্তর ও পূর্ব পাড়, দক্ষিণ ছায়াবিথী-হাড়িনাল রোডের কালভার্টে,

লালমাটি, শ্মশান ঘাটে, বারেকের টেক, ফুলস্টপের গলি, বরুদা, ছায়াবিথী, রথখোলা, ভোড়া, হাজীবাগ, কাজীবাড়ি, পূর্ব চান্দনা, নীলের পাড়া রোড, পশ্চিম জয়দেবপুর (লক্ষ্মীপুরা), মারিয়ালী, কলাবাগান, দেশীপাড়া, ভূরুলিয়ার ময়লার টেক, ডুয়েট ও রয়েল ইনস্টিটিউটকেন্দ্রিক আশপাশের এলাকা, এটিআই গেট, শিমুলতলী বাজারসংলগ্ন উত্তর পাশে, চতর স্কুল গেট, ফাউকাল রেলগেট এলাকা, কাউলতিয়া, চান্দনা, কোনাবাড়ী, কাশিমপুর, পূবাইল, গাছা ও টঙ্গীর বিভিন্ন এলাকায় ছোটো-বড়ো কিশোর গ্যাং গ্রুপ সক্রিয় রয়েছে। এদের মধ্যে আধিপত্য, মাদক, নারী, স্ট্যান্ড দখল, সিনিয়র-জুনিয়রসহ নানা ধরনের ছোটোখাটো বিষয় নিয়ে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া, মারামারি ও খুন খারাবির ঘটনাও ঘটছে।

এ ছাড়া বিভিন্ন স্কুল-কলেজের মোড়ে বা অলি-গলির চা দোকানের পাশে দাঁড়িয়ে প্রকাশ্য ইভটিজিং এবং বীরদর্পে সিগারেট ফুঁকালেও কেউ কিছু বলার সাহস করে না। এরা বিভিন্ন স্কুল কলেজের শিক্ষার্থী বা স্কুলছুট হওয়ায় এদের বয়স ১৩ থেকে ১৯-এর মধ্যে।

গত ৩ সেপ্টেম্বর গাজীপুর জেলা শহরের রাজদীঘির পাড় এলাকায় সামান্য ‘তুই’ বলা’কে কেন্দ্র করে সমবয়সী বন্ধুদের হাতে খুন হয় নুরুল ইসলাম নুরু (১৬) নামে এক কিশোর। পার্শ্ববর্তী সাহাপাড়ার ‘ভাই-ব্রাদারস’ গ্রুপের বেশ কয়েকজন সদস্য কিশোর নুরুকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে উপর্যুপরি কুপিয়ে হত্যা করে।

গত ৭ জুলাই গাজীপুর মহানগরীর টঙ্গী পূর্ব থানাধীন ফকির মার্কেট এলাকায় আধিপত্য বিস্তার কেন্দ্র করে স্থানীয় ফিউচার ম্যাপ স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্র শুভ আহাম্মেদকে (১৬) বুক, পিঠ ও মাথায় উপর্যুপরি কুপিয়ে হত্যা করা হয়। হত্যার কাজে ব্যবহৃত ধারালো অস্ত্র, সুইজ গিয়ার ও চাকু উদ্ধার করা হয়। নিহত শুভ ছিল বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান।

এ ঘটনার কয়েক দিন পর ২৪ জুলাই একই থানাধীন কাজী পাড়া চন্দ্রিমা এলাকায় বাসায় ঢুকে তৌফিজুল ইসলাম ওরফে মুন্না (১৫) নামে এক স্কুল শিক্ষার্থীকে খুন করা হয়। মুন্না রাজধানীর বিএফ শাহিন একাডেমির অষ্টম শ্রেণির ছাত্র ছিল। এ ঘটনায় পুলিশ মুন্নার ব্যবহৃত মোবাইল সেট উদ্ধার করলেও হত্যাকাণ্ডের মূল অপরাধীকে এখনো শনাক্ত করতে পারেনি।

গাজীপুর সরকারি মহিলা কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ প্রফেসর এমএ বারী বলেন, কিশোর গ্যাং দেশের অপরাধ জগতের নব আবির্ভূত এক অপরাধী চক্র। বখাটে কিছু কিশোর দলবদ্ধ হয়ে চুরি, ছিনতাই, ধর্ষণ এমনকি খুন খারাবির দিকে লিপ্ত হয়ে পড়ছে। যা অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়।

স্বাস্থ্য প্রকল্পে ব্যাপক অনিয়ম-দুর্নীতির পাঁয়তারা

প্রকল্প প্রস্তাবেই ব্যাপক অনিয়ম-দুর্নীতির পাঁয়তারা চালিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। এক্ষেত্রে একেকটি পালস অক্সিমিটারের (শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা নিরূপণ যন্ত্র) দাম ধরা হয়েছে ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা। যার বাজার মূল্য ১৫শ টাকা থেকে তিন হাজার টাকার মধ্যে।

এছাড়া প্রতিটি ফেসমাস্কের দাম ধরা হয়েছে ১৫ হাজার ৬০০ টাকা, যার বাজার দর ৫ থেকে ৫০০ টাকার মধ্যে। এছাড়া আরও বিভিন্ন ক্ষেত্রে ধরা হয়েছে অস্বাভাবিক দাম।

'কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পের দ্বিতীয় সংশোধনী প্রস্তাবে এমন আকাশছোঁয়া দাম প্রস্তাব করা হয়। যেটি 'পুকুরচুরির' পাঁয়তারা বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

এছাড়া প্রকল্পটির 'গোড়ায় গলদ' ছিল। কোনো প্রকার সম্ভাব্যতা যাচাই ছাড়াই এটি গ্রহণ করা হয়। ফলে তিন বছরের প্রকল্পে যাচ্ছে ১১ বছর।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, অবশ্যই দুর্নীতির সুযোগ হিসেবে এ ধরনের প্রস্তাব করা হয়েছে। যারা প্রকল্প তৈরি ও বাস্তবায়নের সঙ্গে যুক্ত তারা নিজেদের সম্পদ বৃদ্ধির কৌশল হিসেবে এ ধরনের কাজ করছেন।

যেহেতু মনিটরিং ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্বল এবং অতীতে এ ধরনের অপরাধে কারও বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তাই বারবার একই ঘটনা ঘটছে।

সূত্র জানায়, মূল প্রকল্পটি সম্পূর্ণ সরকারি অর্থায়নে মোট ২৭৫ কোটি ৪৩ লাখ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে হাতে নেয় স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের আওতায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

২০১২ সালের জানুয়ারি থেকে ২০১৪ সালের ডিসেম্বরে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০১২ সালের ৬ মার্চ প্রকল্পটি অনুমোদন দেয় একনেক। এরপর প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি ছাড়া প্রথম দফায় ২০১৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় দফায় ২০১৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছিল।

পরে ব্যয় বাড়িয়ে মোট ৬১১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য ২০১৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত (তিন বছর বৃদ্ধি) বৃদ্ধি করে প্রকল্পটির প্রথম সংশোধন করা হয়।

এর মধ্যে বাস্তবায়ন না হওয়ায় এখন দ্বিতীয় সংশোধনের মাধ্যমে প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় বাড়িয়ে ৭৪২ কোটি টাকা এবং মেয়াদ ২০১২ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত নির্ধারণ করে প্রস্তাব পাঠানো হয় পরিকল্পনা কমিশনে।

গত বছরের ১২ মার্চ প্রথম পিইসি (প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি) সভা অনুষ্ঠিত হয়। পুনর্গঠিত ডিপিপিতে প্রথম পিইসি সভার সিদ্ধান্ত সঠিকভাবে পালন না করায় গত বছরের ২৬ আগস্ট প্রকল্পটির ওপর দ্বিতীয় পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অবশেষে ৬৮২ কোটি ৪৬ লাখ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২০১২ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২৩ সালের জুনে বাস্তবায়ন মেয়াদ ধরে প্রকল্পের দ্বিতীয় সংশোধন প্রস্তাব করা হয়েছে। মেয়াদ শেষ হলেও প্রকল্পের বাস্তবায়ন হয়েছে মাত্র ৫৫ শতাংশ। আর্থিক অগ্রগতি আরও কম। অর্থাৎ ৩৬ দশমিক ৩৯ শতাংশ।

যুগান্তরের অনুসন্ধানে জানা যায়, মূল প্রকল্পে না থাকলেও প্রথম সংশোধনী প্রস্তাবে দুটি পালস অক্সিমিটার (এফডিএ অনুমোদিত) কেনার জন্য বরাদ্দ রাখা হয় ২ লাখ টাকা। প্রতিটির মূল্য ধরা হয় ১ লাখ টাকা করে।

এখন দ্বিতীয় সংশোধনী প্রস্তাবে একেকটি অক্সিমিটারের দাম ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা করে ধরে দুটির জন্য বরাদ্দ চাওয়া হয় ৫ লাখ টাকা। এক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধি পায় ৩ লাখ টাকা।

এ সূত্র ধরে অনলাইন মার্কেট প্লেস আলিবাবাতে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, চায়নার তৈরি একেকটি অক্সিমিটার পাওয়া যাচ্ছে ২ থেকে ১৬ ডলারের মধ্যে। এ হিসাবে স্থানীয় মুদ্রায় (প্রতি ডলার ৮৫ টাকা ধরে) দাঁড়ায় ১৭০ থেকে ১ হাজার ৩৬০ টাকা।

এছাড়া অপর মার্কেট প্লেস দারাজে ১ হাজার ৫৫০ থেকে ২ হাজার ৮০০ টাকার মধ্যে অক্সিমিটার পাওয়া যাচ্ছে। এর সঙ্গে ১৫ শতাংশ ভ্যাট, ৭ শতাংশ ট্যাক্স, কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স এবং সরবরাহকারীর লাভ যোগ করলেও কখনই সাড়ে ৪ থেকে ৫ হাজার টাকার বেশি হওয়ার কথা নয় বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

এছাড়া মূল অনুমোদিত প্রকল্পে অ্যানেসথেশিয়া বিভাগের জন্য ১১টি পালস অক্সিমিটারের দাম ধরা হয়েছিল প্রতিটি ৮৩ হাজার ১৬০ টাকা। এ হিসাবে মোট বরাদ্দ ধরা হয় ৯ লাখ ১৪ হাজার ৭৬০ টাকা।

প্রথম সংশোধিত প্রস্তাবে ১১টির জন্য একেকটির দাম ধরা হয় ৮৫ হাজার টাকা করে মোট ৯ লাখ ৩৫ হাজার টাকা। সর্বশেষ দ্বিতীয় সংশোধনী প্রস্তাবে ওই ১১টির জন্য প্রতিটির দামের প্রস্তাব করা হয় ২ লাখ ২১ হাজার টাকা করে মোট ২৪ লাখ ৩১ হাজার টাকা।

এক্ষেত্রে প্রথম সংশোধনীর তুলনায় বৃদ্ধি পায় ১৪ লাখ ৯৬ হাজার টাকা। এর বাইরে মূল অনুমোদিত প্রকল্পে না থাকলেও ডিপিপির (উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব) আরেক স্থানে প্রথম সংশোধনীতে দুটি অক্সিমিটারের দাম ধরা হয় ১০ লাখ টাকা। দ্বিতীয় সংশোধনীতে এসে ১০টি অক্সিমিটারের জন্য প্রস্তাব করা হয় ৯ লাখ টাকা।

এছাড়া অ্যানেসথেশিয়া বিভাগের জন্য মূল প্রকল্পে ৪০টি ফেসমাস্কের (১-৫ আকারের) দাম ধরা হয়েছিল প্রতিটি ১ লাখ টাকা করে ৪০ লাখ টাকা। পরে প্রথম সংশোধনীতে এসে ব্যয় কমিয়ে ৪০টি মাস্কের জন্য ধরা হয় প্রতিটির জন্য ৬ হাজার টাকা করে ২ লাখ ৪০ হাজার টাকা।

এখন দ্বিতীয় সংশোধনীতে এতে ধরা হয় ৪০টির জন্য প্রতিটি ১৫ হাজার ৬০০ টাকা করে ৬ লাখ ২৪ হাজার টাকা। কিন্তু বাজারে ৫ থেকে ৫০০ টাকার মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে।

এদিকে রাজস্ব খাতে আরও কিছু ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক ব্যয় ধরা হয়। এর মধ্যে- প্রথম সংশোধনী প্রস্তাবে রেজিস্ট্রেশন খাতে বরাদ্দ ছিল ৬ লাখ টাকা। সেটি বাড়িয়ে দ্বিতীয় সংশোধনীতে প্রস্তাব করা হয় ১ কোটি ১০ লাখ টাকা। মুদ্রণ ও বাঁধাই অঙ্গে ৩ লাখ টাকার স্থলে ধরা হয় ১৫ লাখ টাকা।

স্টেশনারি অঙ্গে ৬ লাখ টাকা স্থলে ধরা হয় ১২ লাখ ১৮ হাজার টাকা। ভ্রমণ অঙ্গে ৮ লাখ টাকার স্থলে ২০ লাখ টাকা। এক্ষেত্রে প্রকল্প প্রস্তাবটির ওপর গত ২৬ আগস্ট অনুষ্ঠিত পিইসি সভায় পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে বলা হয়, এসব খাতে অস্বাভাবিক অর্থ সংস্থান বৃদ্ধি করা হয়েছে।

তাই এসব অঙ্গের ব্যয় যৌক্তিকভাবে নির্ধারণ করতে হবে। সেই সঙ্গে অন্যান্য মনিহারি ক্রয় বাবদ ৪০ লাখ টাকার প্রস্তাব বাদ দিতে হবে। এছাড়া প্রচার ও বিজ্ঞাপন খাতে ৪০ লাখ টাকা, সাধারণ সরবরাহ খাতে ১৪ লাখ টাকা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা খাতে ১৩ লাখ ৪০ হাজার টাকার বরাদ্দ যৌক্তিকভাবে নির্ধারণ করতে হবে।

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের (আইএমইডি) সচিব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী বলেন, পরিকল্পনামন্ত্রী সার্কুলার জারি করলেই আগামী সপ্তাহে এ প্রকল্পটির তদন্ত শুরু হবে। এক্ষেত্রে শুধু যে বাস্তবায়ন বিলম্বের দিকটি দেখা হবে তা নয়।

এর সঙ্গে মূল প্রকল্পে বিভিন্ন অঙ্গে বরাদ্দ, এখন পর্যন্ত ব্যয় এবং কোন কোন খাতে বাজার দরের চেয়ে মাত্রাতিরিক্ত বা অস্বাভাবিক ব্যয় ধরা হয়েছে সেগুলো সবই তদন্তে আসবে। পাশাপাশি কে কখন প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন। কেনাকাটায় কোনো অনিয়ম বা দুর্নীতি হয়েছে কিনা সেসবও খতিয়ে দেখা হবে।

গত ২৬ আগস্ট অনুষ্ঠিত পিইসি সভার কার্যবিবরণীটি চলে এসেছে যুগান্তরের হাতে। সেটি পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, ২৫ কোটি টাকার অধিক ব্যয়ের প্রকল্প হাতে নেওয়ার আগে সম্ভাব্যতা যাচাই আবশ্যক। কিন্তু এ প্রকল্পটিতে কোনো সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়নি। ফলে ঘন ঘন মেয়াদ বাড়িয়ে সংশোধন করা হচ্ছে।

এছাড়া পিইসি সভায় আইএমইডির প্রতিনিধি জানান, প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের জন্য নির্ধারিত গাইডলাইন রয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক যে, প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ এ গাইডলাইন অনুসরণ করে না।

আরও বলা হয়েছে, বর্তমানে মহার্ঘ ভাতার প্রচলন নেই। কিন্তু প্রস্তাবিত প্রকল্পটিতে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য মহার্ঘ ভাতার সংস্থান রাখা হয়েছে। এটি বাদ দিতে হবে।

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতনভাতা অঙ্গে যোগফল ঠিক নেই। সেই সঙ্গে আছে ভুল-ত্রুটিও। প্রকল্পের দ্বিতীয় সংশোধনী প্রস্তাবে নতুন অঙ্গ হিসেবে কর্মচারী বা প্রতিষ্ঠান ব্যয় বাবদ ৩০ লাখ টাকা,

এছাড়া প্রথম সংশোধনীর তুলনায় দ্বিতীয় সংশোধনীতে সাকুল্য মজুরি (সরকারি কর্মচারী ছাড়া) বাবদ যে অর্থ সংস্থান রাখা হয়েছে তা ৮৬ শতাংশ বেশি। আউটসোর্সিং বাবদ যে বরাদ্দ রাখা হয়েছে তা ১২৭ শতাংশ বেশি।

এসব ব্যয় যৌক্তিকভাবে নির্ধারণের সুপারিশ দেওয়া হয়। এদিকে প্রকল্পের আওতায় ফ্লোর টাইলসের সংস্থান থাকা সত্ত্বে¡ও ফ্লোর ম্যাটের সংস্থান রাখা হয়েছে। এক্ষেত্রে আসবাবপত্রের তালিকা থেকে ফ্লোর ম্যাট বাদ দিতে হবে।

প্রকল্পের লেকচার ও অডিটোরিয়ামের জন্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতির জন্য ২ কোটি ৭২ লাখ টাকার সংস্থান রয়েছে। আবার যন্ত্রপাতি অংশেও এ ধরনের ব্যয় বাবদ ৮০ লাখ টাকা ধরা হয়। এ অসঙ্গতি দূর করতে বলা হয়েছে। পিইসি সভায় পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে বলা হয়, সম্প্রতি অনুমোদিত কোভিড-১৯ রেসপন্স ইমার্জেন্সি অ্যাসিসট্যান্স প্রকল্পের আওতায় দেশের সবগুলো মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আইসিইউ স্থাপনের সংস্থান রয়েছে।

এছাড়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৫০৯ শয্যার ও জেলা হাসপাতালে ১০ শয্যার কিডনি ডায়ালাইসিস সেন্টার স্থাপন প্রকল্পের আওতায় জেলা সদর হাসপাতালগুলোতে কিডনি ডায়ালাইসিস সেন্টার স্থাপনের সংস্থান রয়েছে।

এরপরও প্রস্তাবিত প্রকল্পে নতুন করে আইসিইউ সেন্টার স্থাপনে ১১ কোটি ৮৪ লাখ টাকা এবং কিডনি ডায়ালাইসিস সেন্টার স্থাপনে ১১ কোটি ৫ লাখ টাকা রাখা হয়েছে।

এর কোনো যৌক্তিকতা নেই। এসব অঙ্গ বাদ দিতে হবে। প্রকল্পের আওতায় প্রস্তাবিত মাল্টিপারপাস ভবনের প্রয়োজনীয়তা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়।

এর সঙ্গে যারা জড়িত তাদের অবশ্যই শাস্তির আওতায় আনতে হবে। কেননা এগুলো দুর্নীতির উপসর্গ বলা যায়।

পিইসি সভার কার্যবিবরণীতে পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে আরও বলা হয়েছে, প্রকল্পের আওতায় হাসপাতাল এবং মেডিকেল কলেজের যন্ত্রপাতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে পরিমাণ ও একক দর প্রাক্কলনের বিষয়টি প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে ভালোভাবে পর্যালোচনার জন্য এর আগে অনুষ্ঠিত পিইসি সভায় সুপারিশ করা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে পাঠানো পুনর্গঠিত ডিপিপিতে যন্ত্রপাতির ব্যয় প্রাক্কলনে যথেষ্ট অসঙ্গতি রয়েছে।

বিভিন্ন যন্ত্রের একক দর সংশোধিত ডিপিপির বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকম। কোনো কোনো পণ্যের একক দর বাজার দরের চেয়ে কয়েকশ গুণ বেশি ধরা হয়েছে। ফলে প্রকল্প প্রণয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের স্বচ্ছতার বিষয়ে প্রশ্ন দেখা দেওয়া অস্বাভাবিক নয়।

সূত্র: যুগান্তর

ক্যাপিটল হিলে হামলাকারী ট্রাম্প সমর্থকদের জমায়েতে ভারতীয় পতাকা নিয়ে বিতর্ক

বুধবার যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাপিটল হিল আক্রমণের সময় সেখানে ভারতীয় পতাকা দেখা গেছে। এ ধরনের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের বিদায়ী প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের একদল সমর্থক নিরাপত্তা বাহিনীকে পাশ কাটিয়েই ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত মার্কিন আইন পরিষদ ক্যাপিটল ভবনে ব্যাপক তাণ্ডব চালায়।

ট্রাম্পের হাজারো সমর্থক ক্যাপিটল ভবনে ঢুকে পড়ে। এ সময় তাদের হাতে ছিল ট্রাম্পের পতাকা ও আমেরিকার পতাকা। এসব পতাকার ভিড়ে ভারতের পতাকা ও দৃশ্যমান হয়।

ভিডিওতে দেখা যায়, লাল-নীল বেশকিছু পতাকার মাঝে একজন অজ্ঞাত ব্যক্তি ভারতীয় তেরঙ্গা পতাকা উড়াচ্ছে। সাংবাদিক আলেজান্দ্রো আলভারেজ ভিডিওটি টুইটারে শেয়ার করেছেন।

ভিডিওটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ায় অনেক ভারতীয় প্রশ্ন তুলেছে, মার্কিন ক্যাপিটল বিক্ষোভে ভারতীয় পতাকাটি কেন গেল?

এদিকে, ক্যাপিটলে হামলাকারী ট্রাম্প সমর্থদের জমায়েতে ভারতের জাতীয় পতাকার উপস্থিতির ‘প্রভাব’ নয়াদিল্লি-ওয়াশিংটন সম্পর্কে পড়তে পারে বলে মনে করেছে ভারতীয় কূটনীতিকদের একাংশ।

প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরে আমেরিকা সফরে গিয়ে হিউস্টনে অনাবাসী ভারতীয়দের ‘হাউডি মোদি’ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেখানে তার মুখে শোনা গিয়েছিল, ‘অব কি বার, ট্রাম্প সরকার’ স্লোগান। সে সময়ও আমেরিকার অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে মোদির ‘অংশগ্রহণ’ নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল।

সূত্র: *এনডিটিভি, আনন্দবাজার পত্রিকা*

‘ছেলে বন্ধু’র সাথে ব্যভিচার, অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে মারা গেল স্কুলছাত্রী

রাজধানীর কলাবাগান থানা এলাকায় ‘ও’ লেভেল পড়ুয়া এক কিশোরী তার ছেলে বন্ধুর বাসায় যিনা করার পর অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে মারা গেছে। মৃত কিশোরীর নাম আনুশকাহ নূর আমিন (১৮)। সে মাস্টার মাইন্ড স্কুলের ছাত্রী।

বৃহস্পতিবার দুপুরে কলাবাগানের ডলফিন গলিতে মেয়েটির কথিত বন্ধু দিহানের বাসায় এই ঘটনা ঘটে। পরে অসুস্থ হয়ে পড়লে দিহানসহ চার বন্ধু আনুশকাহকে ধানমন্ডির মডার্ন আনোয়ার খান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে। পরে বিকালে হাসপাতালে আনুশকাহ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

চিকিৎসকরা বলছেন, ছেলে বন্ধুর সাথে অবৈধ মিলনের পর আনুশকার শরীর থেকে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। তার পেটের ডান পাশে আঘাতের চিহ্ন ছিল। পরে কলাবাগান থানা পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠায়।

কলাবাগান থানার পরিদর্শক (অপারেশন্স) ঠাকুর দাস বলেন, ওই ছাত্রীর বাসা ধানমন্ডির সোবহানবাগে। বৃহস্পতিবার বেলা ১২টার দিকে ওই ছাত্রী তার বন্ধুর সঙ্গে দেখা করার কথা বলে বাসা থেকে বের হয়ে যায়। কলাবাগানের ডলফিন গলিতে বন্ধু দিহানের বাসায় যায় ওই ছাত্রী। দিহানের বাসা তখন ফাঁকা ছিল। সেখানে কথিত ঐ বন্ধুর সাথে অনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের পর অসুস্থ হয়ে পড়লে দিহান তার তিন বন্ধুকে ফোন করে ডেকে আনে। পরে তারা অসুস্থ আনুশকাকে চিকিৎসার জন্য মডার্ন আনোয়ার খান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে বিকালে তার মৃত্যু হয়।

এমন ঘটনা সমাজে এখন অহরহ ঘটছে। সমাজের সর্বস্তরে আজ যিনা-ব্যভিচারের বিস্তার হয়েছে; যৌন উন্মাদনায় মেতে ওঠছে কিশোর-কিশোরী। আর এর ফলাফলস্বরূপ কখনো রাস্তাঘাটে কিংবা স্কুল-কলেজের বাথরুমে পাওয়া যাচ্ছে জীবিত বা মৃত নবজাতক, কখনো আবার শোনা যাচ্ছে ধর্ষণ কিংবা গণধর্ষণের ঘটনা। দেশের সংবিধানে ইসলামবিরোধী ও অযৌক্তিক আইন করে বিয়েকে কঠিন করা হলেও, বৈধতা দেওয়া হয়েছে যিনা-ব্যভিচারের, এমনকি রাষ্ট্রের হর্তাকর্তারা এসব ঘৃণিত কাজে উৎসাহিত পর্যন্ত করছে। আজ আনুশকার মতো মেয়েদের মৃত্যুতে তার পরিবার, তার কথিত ছেলে বন্ধু এবং সে নিজে যেমন দায়ী, তেমনি দেশের সংবিধান, দেশের সরকারও দায়ী। দেশের কথিত সুশীল-বুদ্ধিজীবীরাও এর দায় কোনোভাবে এড়াতে পারবে না বলে মনে করেন ইসলামি ব্যক্তিত্বগণ। কেননা, কথিত এই বুদ্ধিজীবীগোষ্ঠী সমাজে অশ্লীলতা ছড়িয়ে দিতে প্রধান ভূমিকা পালন করছে। প্রতিটি ধর্ষণের পেছনে এসব গোফওয়ালা বুদ্ধিজীবীদের হাত রয়েছে।

০৭ই জানুয়ারি, ২০২১

সোমালিয়া | পুলিশ মুখপাত্র ও কারারক্ষী প্রধানসহ ৬ মুরতাদ নিহত

সোমালীয় মুরতাদ বাহিনীর উপর পৃথক ২টি অভিযান চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এতে পুলিশ বাহিনীর মুখপাত্র ও কারারক্ষী প্রধানসহ ৬ মুরতাদ সদস্য নিহত ও আহত হয়েছে।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সীর রিপোর্ট অনুযায়ী, আজ ৭ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার, সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর ওয়াবারী জেলায় মুরতাদ বাহিনীর গাড়ি লক্ষ্য করে একটি সফল বোমা হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এতে দেশটির প্রধান কারারক্ষী জেনারেল মাহাদ আবদুর রহমান আদম সহ তার ২ দেহরক্ষী আহত এবং আরো ২ দেহরক্ষী নিহত হয়। ধ্বংস হয় তাদের গাড়িটি।

এর আগে একই জেলায় দেশটির পুলিশ বাহিনীর মুখপাত্র, আদম আলীর গাড়ি লক্ষ্য করেও বোমা হামলা চালান শাবাব মুজাহিদিন। এতে তার গাড়িটি ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং সে এবারের মত বেঁচে যায়।

খোরাসান | মুজাহিদদের হামলায় ৬৬ মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত, ঘাঁটি ধ্বংস

আফগানিস্তানে মুরতাদ কাবুল বাহিনীর উপর পৃথক কয়েকটি হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন, এতে কমপক্ষে ৬৬ মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

বিস্তারিত রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ৬ জানুয়ারি বুধবার আসরের সময় লাগবাগ অঞ্চলের পাঞ্জাওয়ী জেলায় অবস্থিত কাবুল বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন। এতে কাবুল বাহিনীর সামরিক ঘাঁটি ও কয়েকটি ট্যাঙ্ক ধ্বংস হয়ে যায়, নিহত হয় কমপক্ষে ২৬ মুরতাদ সৈন্য, যাদের মৃতদেহ ঘাঁটিতেই ফেলে রেখে অন্য সৈন্যরা পলায়ন করে। মুজাহিদগণ এই অভিযান শেষে অনেক অস্ত্রশস্ত্র গনিমতও লাভ করেছেন।

একইদিন ভোর ৬টায় কান্দাহারের আরঘান্ডাব জেলায় অবস্থিত তালেবান মুজাহিদদের একটি চৌকিতে হামলা চালানোর ব্যার্থ চেষ্টা চালায় কাবুল সৈন্যরা। এসময় মুজাহিদগণ তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুললে ১৫ এরও অধিক কাবুল সৈন্য নিহত হয়। বাকি সৈন্যরা দ্রুত পলায়ানের পথ বেচে নেয়।

ঐদিন রাত ১১টায় লাগবাগ অঞ্চলের ফারাহ রোডে অবস্থিত কাবুল বাহিনীর একটি ঘাঁটিতে হামলা চালান মুজাহিদগণ। যার ফলে ১০ এরও অধিক সৈন্য নিহত ও আহত হয়।

এর আগে অর্থাৎ গত মঙ্গলবার রাতে, শিন্দাদ জেলায় মুরতাদ বাহিনীর উপর উপর অপর একটি অভিযান চালান তালেবান মুজাহিদগণ। যার ফলে ট্যাংঙ্ক ধ্বংস, কমান্ডারসহ ৬ সৈন্য নিহত এবং ৩ সৈন্য গুরুতর আহত হয়। বাকি সৈন্যরা ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যায়।

পাকিস্তান | টিটিপির স্নাইপার হামলায় এক নাপাক সৈন্য নিহত

মাহমান্দ এজেন্সিতে আমেরিকার গোলাম সেনাবাহিনীর উপর স্নাইপার হামলা চালিয়েছে টিটিপি, এতে এক সৈন্য নিহত হয়।

তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানি হাফিজাহুল্লাহ্ জানান, গত ৬ জানুয়ারি বুধবার টিটিপির স্নাইপার শ্যুটার মুজাহিদিন, মাহমান্দ এজেন্সির বাইজি তোরখাইল গ্রামের কাছে এক মুরতাদ সেনা সদস্যকে টার্গেট করে সফল স্নাইপার হামলা চালিয়েছেন। যার ফলে ঘটনাস্থলেই ঐ মুরতাদ সেনা সদস্য নিহত হয়।

মালি | মুজাহিদদের হামলায় ৩ মুরতাদসহ কতক ক্রুসেডার নিহত, আহত অনেক

মালিতে ক্রুসেডার মিনোসুমা ও মুরতাদ বাহিনীর উপর পৃথক দুটি হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা মুজাহিদিন। এতে একটি যান ধ্বংস ও ৩ মুরতাদ সৈন্যসহ কতক ক্রুসেডার সৈন্য নিহত হয়েছে।

আয-যাল্লাকা মিডিয়া ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আফ্রিকার পশ্চিমাঞ্চলীয় দেশ মালির কুসী ও হাম্বুরী শহরের মধ্যবর্তি সড়কে ক্রুসেডার 'মিনোসুমা' জোট বাহিনীর একটি সামরিকযান টার্গেট করে সাফল্যের সাথে হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। গত ১লা জানুয়ারি জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিনের (JNIM) জানবায মুজাহিদিন কর্তৃক পরিচালিত উক্ত হামলায় ক্রুসেডার বাহিনীর যানটি ধ্বংস হয়ে যায়, এবং কতক সৈন্য হতাহত হয়। যদিও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনো অনির্দিষ্ট।

এরপর গত ৩ জানুয়ারি মালির ডুয়েন্টজা এবং কোনির মধ্যবর্তী রাস্তায় মালিয়ান মুরতাদ বাহিনীর উপর হামলা চালান মুজাহিদগণ। এতে কমপক্ষে ৩ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং আরো বেশ কিছু সৈন্য গুরতর আহত হয়।

সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব-পালনকর্তা মহান আল্লাহ তা'আলার জন্য।

যুক্তরাষ্ট্রের পার্লামেন্ট ভবনে হামলা, গুলিবিদ্ধ হয়ে এক নারী নিহত

যুক্তরাষ্ট্রের পার্লামেন্ট ভবনে (ইউএস ক্যাপিটল) প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সমর্থকদের হামলায় একজন নারী নিহত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৭ জানুয়ারি) বিবিসির খবরে বলা হয়েছে, ট্রাম্প সমর্থকদের বিক্ষোভ, ভাঙচুর ও গুলিতে এক নারী নিহত হয়েছে। এছাড়া বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন।

মেট্রোপলিটন পুলিশের বরাত দিয়ে টেলিভিশন চ্যানেল সিএনএন জানিয়েছে, গুলিবিদ্ধ নারীকে হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। তবে নিহত নারীর বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানায়নি তারা।

বিবিসি বলছে, প্রতিনিধি পরিষদের সভাকক্ষের প্রবেশদ্বারে অস্ত্র তাক করার দৃশ্য দেখা গেছে। কাঁদানে গ্যাসও ব্যবহার করা হয়েছে।

ভবনের ভেতরে বিক্ষোভকারীরা 'আমরা ট্রাম্পকে ভালোবাসি' স্লোগান দিতে দিতে মিছিল করতে দেখা গেছে।

উল্লেখ্য বুধবার (৬ জানুয়ারি) কংগ্রেস অধিবেশনের বিরোধিতা করে ওয়াশিংটনে জড়ো হন কয়েক হাজার ট্রাম্প সমর্থক, যাদের মধ্যে উগ্রপন্থি বিভিন্ন গ্রুপের সদস্যরাও রয়েছেন। সেই সমাবেশে বক্তব্যে নভেম্বরের নির্বাচনে পরাজয় মেনে না নেওয়ার ঘোষণা দেন ট্রাম্প। এর কিছুক্ষণ পরেই কয়েকশ ট্রাম্প সমর্থক পার্লামেন্ট

ভবনের নিরাপত্তা ব্যারিকেড ভেঙে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়ান। এক পর্যায়ে কংগ্রেসের অধিবেশন চলার মধ্যেই পুলিশের বাধা ভেঙে ক্যাপিটল ভবনে ঢুকে পড়ে তারা।

পরে তাদের ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদানে গ্যাস ও পেপার স্প্রে ব্যবহার করে পুলিশ। ট্রাম্প সমর্থকদের তাণ্ডবের সময় ওই নারী গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেছে বলে মার্কিন মিডিয়া জানিয়েছে।

মিয়ানমারে অবৈধ ভ্রমণের অজুহাতে প্রায় একশ’ রোহিঙ্গাকে আটক করল পুলিশ

মিয়ানমারের বাণিজ্যিক রাজধানী ইয়াঙ্গুনের একটি বাড়িতে অভিযান চালিয়ে প্রায় একশ’ জন জাতিগত রোহিঙ্গাকে আটক করেছে পুলিশ। বুধবার এই অভিযান চালানো হয়। স্থানীয় সংবাদমাধ্যম টুমরো নিউজ জার্নালের প্রকাশ করা এক ছবিতে দেখা গেছে খালি পায়ের বেশ কিছু পুরুষ আর রঙিন স্কার্ফে মাথা ঢাকা বেশ কিছু নারী আদালতের আঙিনায় বসে রয়েছে। তাদের গ্রেফতারের কারণ জানানো না হলেও অবৈধভাবে ভ্রমণের অজুহাতে তাদের আটক করা হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য জানা গেছে।

নিজেদের রাজ্য রাখাইনের বাইরে গেলে মিয়ানমারের কর্তৃপক্ষ প্রায়ই রোহিঙ্গাদের অবৈধ ভ্রমণের অভিযোগে আটক করে থাকে। বুধবার ইয়াঙ্গুনের সুয়ে পাই থার টাউনশিপ থেকে রোহিঙ্গা গ্রুপটিকে আটক করা হয়েছে। সেখানকার পুলিশ ক্যাপ্টেন তিন মং লুইন তাদের আটকের কথা স্বীকার করলেও বিস্তারিত প্রকাশ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

মিয়ারমারে প্রায় ৬ লাখ রোহিঙ্গা মানবেতর পরিস্থিতিতে বসবাস করছে। এদের বেশিরভাগই বিভিন্ন শিবির, দুর্গম গ্রামে বসবাস করছে। তাদের স্বাধীন চলাচলের সুযোগ খুবই সীমিত। দেশটিতে দীর্ঘকাল বসবাস করে আসলেও রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব অস্বীকার করে মিয়ানমার।

ইয়াঙ্গুনে আটক রোহিঙ্গাদের দ্রুত মুক্তি দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে মানবাধিকার গ্রুপ ফর্টিফাই গ্রুপ। গ্রুপটির সিনিয়র মানবাধিকার বিশেষজ্ঞ জন কুইনলি বলেন, ‘কেবল নিজ দেশে ভ্রমণের কারণে মিয়ানমার কর্তৃপক্ষের রোহিঙ্গাদের আটক করার নীতি অব্যাহত রাখতে দেখা বিরক্তিকর। অবিলম্বে আটক রোহিঙ্গাদের নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করেন তিনি।

ফেলানি হত্যাকাণ্ডের ১০ বছর, এখনো বিচার পায়নি তার পরিবার

ফেলানি হত্যার ১০ বছর পেরিয়ে গেছে। এখনো বিচার পায়নি তার পরিবার। ন্যায়বিচার পাওয়ার আশায় দিন গুনছে ফেলানির মা-বাবা এবং স্বজনরা। বিচারের দীর্ঘসূত্রিতা সত্বেও আশায় বুক বেঁধে আছেন তারা।

২০১১ সালের ৭ জানুয়ারি ফুলবাড়ীর উত্তর অনন্তপুর সীমান্তের ৯৪৭ নম্বর আন্তর্জাতিক পিলারের পাশে মই বেয়ে কাঁটাতার পার হচ্ছিল ফেলানি । বাবার সঙ্গে দেশে ফিরছিল সে। সে সময় টহলরত ভারতীয় চৌধুরীহাট ক্যাম্পের বিএসএফ সদস্য অমিয় ঘোষ ফেলানিকে গুলি করে হত্যা করে। সাড়ে চার ঘণ্টা ফেলানির দেহ কাঁটাতারের ওপর ঝুলে থাকার পর লাশ নিয়ে যায় বিএসএফ।

বিচারের নামে প্রহসন

মানবাধিকার সংস্থাগুলোর অব্যাহত চাপের মুখে ২০১৩ সালের ১৩ আগস্ট পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার জেলায় বিএসএফ'র ১৮১ সদর দফতরে স্থাপিত জেনারেল সিকিউরিটি ফোর্সেস কোর্টে ফেলানি হত্যার বিচারকার্য শুরু হয়। কিন্তু ৫ সেপ্টেম্বর ওই আদালত ফেলানি হত্যায় অভিযুক্ত বিএসএফ সদস্য অমিয় ঘোষকে নির্দোষ ঘোষণা করেন। ১১ সেপ্টেম্বর ওই রায় প্রত্যাখ্যান করে ভারতীয় হাই কমিশনের মাধ্যমে ভারত সরকারের কাছে ফেলানি হত্যায় ন্যায় বিচার চেয়ে একটি চিঠি দেন ফেলানির বাবা। এর পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৪ সালের ২২ সেপ্টেম্বর পুনরায় ফেলানি হত্যার বিচার কার্যক্রম শুরু হয়। পুনর্বিচারে ২০১৫ সালের ২ জুলাই একই আদালত ফের আসামি অমিয় ঘোষকে খালাস দেন।

২০১৫ সালের ১৩ জুলাই ভারতীয় মানবাধিকার সুরক্ষা মঞ্চ (মাসুম) ফেলানি হত্যার বিচার ও ৫ লাখ রুপি ক্ষতিপূরণের দাবিতে দেশটির সুপ্রিম কোর্টে রিট করেন। এর জবাবে ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় উল্টো ফেলানির বাবা নূরুল ইসলামকে দায়ী করে বক্তব্য দেয়। ২০১৬ ও ১৭ সালে কয়েক দফা ফেলানি হত্যা মামলার শুনানি পিছিয়ে যায়। সর্বশেষ ২০১৮ সালের ২৫ জানুয়ারি মামলার শুনানির দিন ধার্য করা হলেও এখন পর্যন্ত শুনানি হয়নি।

অভিশাপ দিয়ে যায় ঝুলন্ত ফেলানি

সীমান্ত হত্যা কমছে না বরং বাড়ছেই। ফেলানি যেমন বিচার পায়নি, তেমনি বিচার পায়নি তার পরে সীমান্ত হত্যার শিকার কেউ-ই। বাবার চোখের সামনে কাঁটাতারে ঝুলে থাকলো ফেলানির লাশ, কিন্তু আদালতে তরতর করে খালাস পেয়ে গেলো খুনি বিএসএফ। গেরুয়া আদালতে বিএসএফ খালাস পায়, খালাস পায় না কেবল আমাদের ফেলানিরা। সীমান্তে ফেলানিরা ঝুলে থাকে না, ঝুলে থাকে বাংলাদেশ।

তাই বিচারহীনতার এই সময়ে এবং সমাজে ফেলানিদের চিৎকার গুমরে গুমরে উঠে বারবার। অভিশাপ দিয়ে যায় আমাদের। আমরা কি শুনতে পাই?

২০২০ সালে ৪০৯২টি সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে ৪৯৬৯ জন

মহামারী করোনার কারণে কিছুদিন লকডাউন থাকায় কয়েক মাস দুর্ঘটনায় কম হলেও গত বছরজুড়ে দেশে চার হাজার ৯২টি দুর্ঘটনা ঘটেছে। সড়ক-রেল ও নৌ পথের এসব দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ৪ হাজার ৯৬৯ জন। আহত হয়েছেন ৫ হাজার ৮৫ জন মানুষ।

নিরাপদ সড়কের দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে সক্রিয় থাকা নিরাপদ সড়ক চাইয়ের (নিসচা) পরিসংখ্যানে এ তথ্য উঠে এসেছে।

বুধবার জাতীয় প্রেসক্লাবে সড়ক দুর্ঘটনার এ পরিসংখ্যান উপস্থাপন করেন নিসচার প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান ইলিয়াস কাঞ্চন।
পরিসংখ্যানে জানানো হয়, ২০২০ সালে রেলপথের দুর্ঘটনায় ১২৯ জন নিহত ও ৩১ জন আহত হন। নৌ দুর্ঘটনায় ২১২ জন নিহত ও ১০০ জন আহত বা নিখোঁজ হন।

নিসচার প্রকাশিত তথ্যে উঠে এসেছে, গত বছরের জানুয়ারি মাসে বেশি ৪৪৭টি দুর্ঘটনা ঘটে। এতে ৪৯৫ জন নিহত ও ৮২৩ জন আহত হন। আর এপ্রিল ও মে মাসে সবচেয়ে কম যথাক্রমে ১৩২ ও ১৯৬টি দুর্ঘটনা ঘটে।

এর পেছনের কারণ হিসেবে বলা হয়, করোনাভাইরাস রোধে দেশে লকডাউন থাকায় দুর্ঘটনা কম হয়েছে।

ইলিয়াস কাঞ্চন লিখিত বক্তব্যে জানান, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহ এলাকায় বেশি দুর্ঘটনা ঘটেছে। আর পার্বত্য চট্টগ্রাম (রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান) এলাকায় কম দুর্ঘটনা ঘটে।

তিনি দাবি করেন, এসব এলাকায় চালকরা তুলনামূলক কম গতিতে নিয়ন্ত্রণে রেখে যানবাহন চালানোর কারণে দুর্ঘটনা কম হয়েছে।

সড়ক দুর্ঘটনার পেছনের কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন, সড়কের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিংয়ের অভাব, টাস্কফোর্স কর্তৃক প্রদত্ত ১১১টি সুপারিশনামা বাস্তবায়ন না হওয়া, চালকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা ও বেপরোয়া গাড়ি চালানোর প্রবণতা, দৈনিক চুক্তিভিত্তিক গাড়ি চালানো, লাইসেন্স ছাড়া চালক নিয়োগ, পথচারীদের মধ্যে সচেতনতার অভাব, ট্রাফিক আইন ভঙ্গ করে ওভারটেকিং করা, বিরতি ছাড়াই দীর্ঘসময় ধরে গাড়ি চালানো, ফিটনেসবিহীন গাড়ি চালানো বন্ধে আইনের প্রয়োগ না থাকা, সড়ক ও মহাসড়কে মোটরসাইকেল ও তিন চাকার গাড়ি বৃদ্ধি, মহাসড়কের নির্মাণ ত্রুটি, একই রাস্তায় বৈধ ও অবৈধ এবং দ্রুত ও শ্লথ যানবাহন চলাচল এবং রাস্তার পাশে হাটবাজার ও দোকানপাট থাকা। সড়ক আইনের সঠিক বাস্তবায়ন হলে সড়ক নিরাপদ হয়ে উঠবে বলেও মন্তব্য করেন ইলিয়াস কাঞ্চন।

শ্রীলঙ্কায় করোনার অজুহাতে এখনো থামছে না মুসলমানদের লাশ পোড়ানো

মুসলমানদেরকে তাদের মৃতদেহ কবর দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। উল্টো দেশটির প্রশাসন করোনার ভাইরাসে সংক্রমিত হওয়ার অভিযোগ তুলে তাদের লাশ শ্মশানে জ্বালিয়ে দিচ্ছে।

খবরে বলা হয়েছে, শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বোতে ফাতিমা রেনোসা নামে এক মহিলার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল হয়। কিন্তু মেডিকেল কর্মীরা তার মৃত্যুর কারণটি "করোনা" উল্লেখ করে তার মৃতদেহ প্রশাসনের কাছে হস্তান্তর করে এবং তার রক্তের নমুনা পরীক্ষার জন্য পরীক্ষাগারে প্রেরণ করে।

শ্রীলঙ্কায় সরকার করোনা ভাইরাসে মারা যাওয়া ব্যক্তিদের মরদেহ দাফন না করে পুড়িয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যার ফলে প্রশাসন টেস্টের ফলাফল অনুযায়ী ফাতেমা রেনোসার লাশ পুড়িয়ে ফেলে।

কিন্তু দুদিন পর করোনা টেস্ট নেগেটিভ আসার পর কান্নায় ভেঙে পড়ে তার পরিবার। মরহুমার ছেলে মুহম্মদ সাজিদ ঘটনার বিষয়টি নজরে নিয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে বিচার দাবি করেছেন। তিনি সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, 'তার মায়ের মরদেহ ইসলামী নিয়মের বিপরীত করোনার ভাইরাসের অজুহাতে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর যখন তার টেস্ট নেগেটিভ আসল আমাদের দুঃখ আরো দ্বিগুণ হয়ে গেল।'

দেশটিতে মুসলমানরা তীব্র প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ চালিয়ে যাচ্ছেন

শ্রীলঙ্কায় প্রতি কয়েক দিন পরপর মুসলমানরা এ আশায় রাস্তায় নামছেন যে, তাদের বিক্ষোভে সরকারী আইন-কানুনে পরিবর্তন আসবে এবং করোনার ভাইরাসে মারা যাওয়া মুসলমানদের কবর দেওয়ার অনুমতি পাবেন তারা।

আরব মিডিয়ার তথ্য অনুসারে, করোনার ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের আগে শ্রীলংকায় বৌদ্ধ ও হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়- যারা নিজেদের মৃতদের পুড়িয়ে থাকে- তাদের জন্য মুসলমানদের মৃত্যুর পর কবর দেওয়া নিয়ে কোনো সমস্যা ছিল না। কিন্তু এখন সবকিছু বদলে গেছে।

নগম্বো শহরে করোনা মহামারিতে যখন মোহাম্মদ জামাল নামে এক ব্যক্তি ৩০ শে মার্চ মারা যায়, তখন তার স্ত্রী-সন্তানদের অনুমতি ছাড়া হাসপাতালের কর্মীরা তাঁর দেহ আগুনে পুড়িয়ে ফেলে। করোনা ভাইরাস সম্পর্কিত দেশটির সরকারী বিধিমালা ১১ এপ্রিল আপডেট করা হয়েছিল। তাতে বলা হয়, ধর্ম নির্বিশেষে করোনার ভাইরাসে যারা মারা যাবে তাদের সবাইকে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

সূত্র: টিআরটি, ডেইলি জং

০৬ই জানুয়ারি, ২০২১

ভারতে ৫০ বছরের নারীকে গণধর্ষণ ও নৃশংসভাবে খুন করল মন্দিরের পুরোহিত

ভারতে আবারও যোগী আদিত্যনাথের রাজ্যে ঘটল ভয়ংকর গণধর্ষণ। হাথরসের পর ফের গণধর্ষণ। এবার বদাউন। সেখানে রয়েছে নির্ভয়া গণধর্ষণ কাণ্ডের ছায়া। কিন্তু এবারের ঘটনা যেন সমস্ত পৈশাচিকতাকে ছাড়িয়ে গেল। ৫০ বছরের এক মহিলাকে গণধর্ষণ করল মন্দিরের পুরোহিত ও তার দুই সঙ্গি।

শুধু তাই নয়, গোপনাঙ্গে ঢুকিয়ে দিল রড। একাধিক অঙ্গ ভেঙে খুন করল তাঁকে। এই ঘটনায় দু’জনকে গ্রেপ্তার করেছে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ।

সোমবার নির্যতিতার বাড়িতে একটি ছবি তোলা হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, মহিলার দেহ একটি খাটিয়ায় শায়িত। হলুদ চাদরে ঢাকা শরীরের নিম্নাংশ। সেই চাদরে লেগে রয়েছে রক্তের দাহ। তাঁর পা ভাঙা।

নির্যাতিতার ছেলে স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছে, তাঁর মা প্রায়ই মন্দিরে যেতেন। রবিবারও বিকেল পাঁচটা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ মন্দিরের পুরোহিত এবং দু’জন একটি গাড়িতে মহিলাকে নিয়ে আসে। তার পর দরজার সামনে তাঁকে ফেলে দিয়ে পালিয়ে যায়। তখন মহিলার শরীরে প্রাণ ছিল না।

অভিযুক্ত পুরোহিতের একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। সেখানে সে বলছে, মহিলা মন্দিরে এসে পাশের এক কুয়োর পড়ে গেছিলেন। ‘আমি দু’জনকে ডাকি তাঁকে উদ্ধারের জন্য। তাঁকে কুয়ো থেকে বের করি। তিনি বেঁচে ছিলেন। এর পর বাড়িতে পৌঁছে দিই। তখনও তিনি বেঁচে।’ কখন এই ভিডিও সে রেকর্ড করল, জানা যায়নি।

সূত্র: সংবাদ প্রতিদিন

রাতের আঁধারে আ.লীগ সন্ত্রাসীর নেতৃত্বে মাদরাসায় হামলা

কক্সবাজার সদর উপজেলার পিএমখালী এলাকার তোতকখালী সিকদারপাড়া হাফেজিয়া ইউনুছিয়া রহমানিয়া মাদরাসায় স্থানীয় ইউপি সদস্য ও আওয়ামী লীগের নেতার নেতৃত্বে হামলার ঘটনা ঘটেছে।

এ হামলায় ভাঙচুর করা হয়েছে মাদরাসার আসবাবপত্র। ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে ধর্মীয় পবিত্র বই পুস্তক। মাদরাসার সুপার মুফতি আসাদ আবদুল্লাহকে অকথ্য ভাষায় গালমন্দ ও মারধর করেছেন তাজ উদ্দিন সিকদার তাজমহল। মারধরের ফলে মুফতি আসাদের গায়ের পাঞ্জাবি ছিঁড়ে গেছে। অবস্থা দেখে মাদরাসার আবাসিক শিক্ষার্থীরা আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পড়ে। অনেকে মাদরাসার প্রাঙ্গনে পুকুরে ঝাঁপ দেয়।

সোমবার (৪ জানুয়ারি) দিনগত রাত ১০ টার দিকে হামলার ঘটনাটি ঘটেছে। এ ঘটনায় শিক্ষক, শিক্ষার্থীসহ স্থানীয়রা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। অভিযুক্ত আওয়ামী লীগ নেতা তাজ উদ্দিন সিকদার তাজমহলের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা চান স্থানীয় বাসিন্দারা।

এদিকে, রাতের অন্ধকারে দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সশস্ত্র হামলা, ভাঙচুর ও শিক্ষক নাজেহালের প্রতিবাদে মঙ্গলবার মাদরাসা প্রাঙ্গণে বিক্ষোভ সমাবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সমাবেশে এলাকাবাসী দাবী করেন, তাজমহল মেম্বার এলাকার একজন সন্ত্রাসী এবং মদ্দপ খুবই খারাপ প্রকৃতির লোক। সে এর আগেও এলাকায় নারী নির্যাতন থেকে শুরুকরে জমি দখল পাহাড় কাটা,মাটি বিক্রিসহ সমস্ত অপরাধের মুলহোতা।

মুহতামিম মাওলানা কাজি জাফর আলমের সভাপতিত্বে মঙ্গলবার (৫ জানুয়ারি) বিকালে কক্সবাজার ওলামা পরিষদ ও সর্বস্তরের তৌহিদি জনতার ব্যানারে আয়োজিত সভায় বক্তব্য দেন- ধাওনখালী মাদরাসার মুহতামিম প্রবীন আলেম মাওলানা মুহাম্মদ মুসলিম, রামু রাজারকুল মাদরাসার মুহতামিম মাওলানা মুহাম্মদ মুহছেন শরীফসহ বিভিন্ন মাদরাসার উলামায়ে কেরাম।

বিক্ষুব্ধ জনতার সমাবেশে ঘটনার বিস্তারিত উপস্থাপন করেন মাদরাসার সুপার মুফতি আসাদ আবদুল্লাহ।

তৃতীয় দফায় ইথিওপিয়া থেকে আরও ৩০০ ইহুদিকে নিয়ে এলো ইসরায়েল

নতুন বছরে শুরুতেই ইথিওপিয়া থেকে আরও ৩০০ ইহুদিকে এনে বসবাসের অনুমতি দিল অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েল।

ইংরেজি বর্ষের প্রথম দিনেই ৩০০ ইথিওপিয় ইহুদিকে নিয়ে ইসরায়েলের বিমানবন্দরে অবতরণ করেছে একটি বোয়িং বিমান।

এ নিয়ে আফ্রিকার দেশটি থেকে তৃতীয় দফায় ইহুদি শরণার্থীদের দখলকৃত রাষ্ট্রে ঠাঁই দিল ইসরায়েল।

এসব ইহুদি ইথিওপিয়াকে আনার ব্যাপারে ইসরায়েল সরকারকে পৃষ্ঠপোষকতা করেছে 'ইন্টারন্যাশনাল খ্রিস্টান অ্যাম্বেসি' নামে একটি সংস্থা।

মালি | মুসলিমদের বিবাহ অনুষ্ঠানে ফ্রান্সের বিমান হামলা, ২১ জন নিহত

মালিতে একটি বিবাহ অনুষ্ঠানে বিমান হামলা চালিয়েছে ক্রুসেডার ফ্রান্স। এতে নারী-পুরুষসহ ২১ জন নিহত হয়েছেন।

বিস্তারিত রিপোর্ট অনুযায়ী, গত সোমবার মধ্য মালিতে হামলা চালিয়েছে ক্রুসেডার ফ্রান্স। ফরাসি সেনাবাহিনী মঙ্গলবার বলেছে যে, তারা কয়েক ডজন আল-কায়েদা যোদ্ধাদের লক্ষ্য করে এই আঘাত করেছে। এদিকে গ্রামবাসী এবং একটি স্থানীয় সমিতি, বিবাহের সময় বিমান হামলায় বেসামরিক নাগরিকদের আক্রান্তের কথা বলেছেন।

সোমবার থেকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছে যে, রাজধানী বামাকো থেকে প্রায় ৬০০ কিলোমিটার দূরে মধ্য মালির মোপ্তি রাজ্যে আল-কায়েদা নিয়ন্ত্রিত বাউন্তি গ্রামের একটি বিবাহ অনুষ্ঠানে বিমান হামলা চালিয়েছে ক্রুসেডার ফ্রান্স। সাবাত নিউজ এজেন্সীর রিপোর্ট অনুযায়ী, এতে ২১ জন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছেন, আহত হয়েছেন আরো অনেকেই।

এএফপি-র সাক্ষাতকার দেওয়া গ্রামবাসীরা জানিয়েছে, একটি বিয়ের সময় হেলিকপ্টার থেকে তাদের অনুষ্ঠান লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়েছে। এই হামলায় তারা ২০ জন গ্রামবাসী মারা যাওয়ার কথা বলেছে। যখন নিরপরাধ মানুষ হত্যার বিষয়টি জুড়ালো হতে শুরু করল, তখন ক্রুসেডার ফ্রান্স হামলার দাবি অস্বীকার করে বসে। অথচ একদিন আগেও তারা এই হামলার বিষয়ে গর্ব করে বলছিল যে, তারা এখানে কয়েক ডজন আলকায়েদা সদস্যকে টার্গেট করে সফল হামলা চালিয়েছে। কিন্তু এখন তারা বিষয়টিকে অস্বীকার করছে।

ঘটনাস্থলে যোগাযোগ করার পর প্রত্যক্ষদর্শী গ্রামবাসীরা জানান, দিনের আলোতে হেলিকপ্টারটি বিয়ের জন্য জড়ো হওয়া জনতার উপর হামলা চালিয়েছে, যা জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল। আহমদৌ ঘানা নামক একজন জানান, হামলার পর আমি নিজেকে ঝোপের মধ্যে দেখতে পেলাম, কিন্তু এই হামলায় আমি নিজ দুই ভাইকে হারিয়েছি। তিনি জানান সব মিলিয়ে কমপক্ষে ১৯ জন মারা গিয়েছিলেন এবং বেশ কয়েকজন গুরুতর আহত হয়েছেন বলেও জানান তিনি।

গ্রামবাসীরা জানান, আমরা ফ্রান্সের এই ধরণের হামলার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। হেলিকপ্টারটি খুব নীচেই উড়ছিল, যেখান থেকে সবকিছু স্পষ্ট দেখা যাওয়ার কথা। এটি ফরাসী সৈন্যদের অনিচ্ছাকৃত কোন হামলা নয়, বরং তারা এটা জেনে বুঝেই সাধারণ মুসলিমদের লক্ষ্য করে পরিচালনা করেছে।

https://ibb.co/h1gdfWf

পাকিস্তান | টিটিপি কর্তৃক সামরিক সমর্থিত কমিটির উপ-প্রধানকে হত্যা

পাকিস্তানের মাহম্মান্দ এজেন্সির সামরিক সমর্থিত কমিটির উপর হামলা চালিয়েছে টিটিপি, এতে কমিটির উপ-প্রধান নিহত হয়েছে।

উমর মিডিয়া কর্তৃক প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়েছে, গত ৫ জানুয়ারি মঙ্গলবার, পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় জিহাদী গ্রুপ তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুজাহিদিনরা মাহমান্দ এজেন্সির পান্ডালাইয়ের দোজাই এলাকায় মুরতাদ সামরিক বাহিনী সমর্থিত, কথিত শান্তি কমিটির উপর একটি সফল হামলা চালিয়েছেন। এতে উক্ত কমিটির উপ-প্রধান 'মালিক আহমদ জান' মুজাহিদদের গুলিতে নিহত হয়।

টিটিপির মুখপাত্র জানান যে, তার পিতার পদক্ষেপ অনুসরণ করে, সেও মুরতাদ সামরিক বাহিনীর পক্ষে সমর্থন ঘোষণা করেছিল এবং মুজাহিদদের বিরুদ্ধে কাজ করতে শুরু করেছিল, অতঃপর তাকে নাপাক বাহিনী উক্ত কমিটির প্রধান বানায়।

সোমালিয়া | শাবাব মুজাহিদদের হামলায় ৫ মুরতাদ সৈন্য হতাহত

আফ্রিকার পূর্বাঞ্চলীয় দেশ সোমালিয়ায় দেশটির মুরতাদ বাহিনীর উপর সফল হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদিন। এতে কমপক্ষে ৩ সৈন্য নিহত এবং ২ সৈন্য আহত হয়েছে।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সী কর্তৃক প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে, গত ৫ জানুয়ারি মঙ্গলবার, দক্ষিণ সোমালিয়ার শাবেলী সুফলা রাজ্যের জানালী শহরে দেশটির মুরতাদ সরকারি বাহিনীর উপর সফল বোমা হামলা চালানো হয়েছে। আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের পরিচালিত উক্ত বোমা হামলায় কমপক্ষে ৩ সৈন্য নিহত এবং ২ সৈন্য আহত হয়েছিল।

এবার আওরঙ্গবাদের নাম পাল্টে ‘শম্ভুজি নগর’ রাখার ঘোষণা বিজেপির

এবার মহারাষ্ট্রে বিজেপির রাজ্য সভাপতি চন্দ্রকান্ত পাটেল বলেছে, তাঁর দল যদি আওরঙ্গবাদ স্থানীয় নগর নির্বাচনে জয়ী হয় তবে আওরঙ্গবাদের নাম পাল্টে ‘শম্ভুজি নগর’ রাখা হবে। খবর টাইমস অব ইন্ডিয়ার।

একের পর এক ইসলাম ও মুসলিম ঐতিহ্যবাহী শহরের নাম বদলে দিচ্ছে ভারতের ক্ষমাতসীন হিন্দুত্ববাদী দল বিজেপি।

উল্লেখ্য, আওরঙ্গবাদ মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীরের নাম অনুসারে একটি ঐতিহাসিক শহর। এটি মহারাষ্ট্রের পর্যটন রাজধানী হিসাবেও পরিচিত।

ইসলামী ঐতিহ্যে ভরপুর এ শহরে বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান রয়েছে। তন্মধ্যে অজন্তা গুহা, ইলোরা গুহা, বিবির মাকবারা বা সমাধি, এবং আওরঙ্গজেবের নির্মিত জামে মসজিদ উল্লেখযোগ্য। বিবির সমাধিটি আওরঙ্গজেবের

পুত্র তার মায়ের স্মরণে নির্মাণ করিয়েছিল। যা দেখতে আগ্রার তাজমহলের অনুরূপ। এই কারণেই এটিকে গরিবদের তাজমহলও বলা হয়।

কট্টরপন্থী হিন্দুরা আওরঙ্গবাদের নাম শম্ভুজি নগর রাখতে চায়। যে মালাউন সতেরশ শতাব্দীতে মারাঠা সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা শিবাজির জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিল। পিতার মৃত্যুর পরে সে সিংহাসনে আরোহণ করেছিল এবং আওরঙ্গজেব আলমগীরের সেনাবাহিনীর হাতে নিহত হয়েছিল।

এর আগে হিন্দু উগ্রপন্থী দল ভারতীয় জনতা পার্টি-বিজেপি ঐতিহাসিক শহর এলাহাবাদের নাম পাল্টে 'প্রয়াগরাজ' রেখেছিল। এছাড়াও, ভারতে হিন্দু উগ্রপন্থীরা মুসলিম পরিচয় ও নাম সম্বলিত শহর ও অঞ্চলগুলির নাম পরিবর্তন করার প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে।

প্রক্রিয়াজাত মাংস থেকে 'হালাল' শব্দ বাদ দিয়ে মুসলিমদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দিলো ভারত

গরু-মহিষসহ সব ধরনের প্রক্রিয়াজাত রেড মিট থেকে হালাল শব্দটি সরিয়ে দিয়েছে ভারতের হিন্দুত্ববাদী সরকার। কয়েকটি উগ্র হিন্দু সংগঠন অভিযোগ করেছে, হালাল শব্দটি মুসলমান রফতানিকারকদের ব্যবসায় বেশি সুবিধা দিচ্ছে। তাদের পক্ষ থেকে এমন অভিযোগ ওঠার পরপরই হালাল শব্দটি সরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে ভারতের বিভিন্ন গণমাধ্যমের খবরে নিশ্চিত করা হয়েছে।

এগ্রিকালচারাল অ্যান্ড প্রসেসড ফুড প্রডাক্টস এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (এপিইডিএ) ম্যানুয়ালের পরিবর্তিত সংস্করণে লেখা হয়েছে, আমদানিকারক দেশ বা আমদানিকারকদের চাহিদা অনুযায়ী প্রাণী বধ করা হয়েছে। কিন্তু তাদের আগের সংস্করণে লেখা ছিল, ইসলামি দেশগুলোর চাহিদা কঠোরভাবে মেনে প্রাণীদের হালাল পদ্ধতিতে জবাই করা হয়েছে।

'হালাল' শব্দটি নিয়ে হিন্দু সংগঠনগুলো অনেক দিন ধরেই মুখর হয়ে উঠেছে। অনেকে অভিযোগ করেছে, এপিইডিএ'র ম্যানুয়ালে হালাল শব্দের ব্যবহারের অর্থ আমদানিকারকদের শুধু হালাল সার্টিফিকেট পাওয়া মাংস নিতে বাধ্য করা। এ ধরনের সার্টিফিকেট যারা দিচ্ছে না তারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

বিশেষ করে করোনা আবহে খাবারের মান নিয়ে মানুষজন অনেক বেশি সন্দিহান হয়ে পড়েছেন; তাই এ ব্যাপারে অভিযোগের সংখ্যা বেড়েই চলছে। আরবিতে হালাল শব্দের অর্থ অনুমোদিত, শরিয়াহ আইনসম্মত। শরিয়াহ আইন বলছে, জবাইয়ের সময় প্রাণীটি জীবন্ত হতে হবে এবং ইসলামি নিয়ম অনুযায়ী জবাই করতে হবে।

অপরদিকে ভারতসহ অনেক দেশেই এক কোপে প্রাণী জবাই করার রীতি রয়েছে, যা ইসলামে হারাম বলে গণ্য। মুসলিমদের কাছে খাবারের হালাল, হারাম খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এমন স্পর্শকাতর একটি বিষয় নিয়ে নিজেদের মতো করে সিদ্ধান্ত নিয়ে মুসলিমদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানা হয়েছে।

সূত্র: জাগো নিউজ

০৫ই জানুয়ারি, ২০২১

টিকা নেয়ার পর পর্তুগালে স্বাস্থ্যকর্মীর মৃত্যু

করোনা থেকে সুরক্ষায় টিকা নেওয়ার পর পর্তুগালে এক স্বাস্থ্যকর্মীর মৃত্যু ঘটেছে।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ডেইলি মেইল জানায়, নতুন বছরের প্রথমদিন ঘরে আচমকা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন ৪১ বছর বয়সী সোনিয়া অ্যাকেভেডো। টিকা নেওয়ার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে এ ঘটনা ঘটে।

দুই সন্তানের মা সোনিয়া পোর্তো শহরের পর্তুগিজ ইনস্টিটিউট অব অনকোলজিতে শিশুরোগ বিভাগে কর্মরত ছিলেন। এ জন্য শুরুতেই করোনার টিকা নিতে হয় তাকে।

টিকা নেওয়ার পর কোনো ধরনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার কথাও জানাননি তিনি। বরং টিকা নেয়ার মুহূর্তের সেলফি ফেসবুকে পোস্ট করেন তিনি।

সোনিয়ার বাবা অ্যাবিলিও অ্যাকেভেডো স্থানীয় সংবাদ পত্রিকাকে বলেন, 'আমার মেয়ে একেবারে ঠিকঠাক ছিল। তার কোনো ধরনের শারীরিক সমস্যা ছিল না।'

তিনি আরও বলেন, 'সে করোনার টিকা নিয়েছিল। তার কোনো ধরনের উপসর্গ ছিল না। আমি জানি না কী হয়েছে আসলে। আমি শুধু কারণ জানতে চাচ্ছি। আমার মেয়ে কীভাবে মারা গেলে সেটি আমি জানতে চাই।'

পর্তুগিজ ইনস্টিটিউট অব অনকোলজিও তাদের স্বাস্থ্যকর্মী সোনিয়ার মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। তারা জানায়, ৩০ ডিসেম্বর করোনার টিকা নিয়েছিলেন তিনি। আর ১ জানুয়ারি আকস্মিক মৃত্যু ঘটে তার। পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

https://ibb.co/fC1g7Dv

ফিলিস্তিনে ২৭ খুন ও ৭২৯টি ভবন গুড়িয়ে দিয়েছে দখলদার ইসরায়েল

নির্মাণের অনুমতি না থাকার অজুহাতে গেল বছর, অর্থাৎ ২০২০ সালে ৭২৯টি ফিলিস্তিনি ভবন গুড়িয়ে দিয়েছে দখলদার ইসরায়েল সামরিক বাহিনী।

অন্যদিকে, ৯ জন নাবালক শিশুসহ ২৭ জন ফিলিস্তিনিকে নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা করেছে ইসরায়েল। এছাড়াও, কমপক্ষে ২ হাজার ৭৮৫ জন ফিলিস্তিনিকে বন্দী করে জেলে প্রেরণ করেছে দখলদার রাষ্ট্রটি।

খোদ ইসরায়েলি মানবাধিকার সংস্থার বরাতে এ খবর দিয়েছে বার্তা সংস্থা আল-জাজিরা।

খবরে বলা হয়, 'ইসরায়েল তাদের নীতিমালা ও আইনের অজুহাত দেখিয়ে এক হাজার ছয়জন ফিলিস্তিনিকে নিজ বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করেছে। ৭২৯টি ভবন ভেঙ্গে দিয়েছে, যার মধ্যে ২৭৩ টি বসতবাড়ি রয়েছে। এছাড়াও, ফিলিস্তিনিদের প্রয়োজনীয় মানবিক সুবিধা,পানি ও বিদ্যুতের লাইনও বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে।

এছাড়াও ৮০টির মতো ফল গাছ ও অন্যান্য ফসলের ব্যাপক ক্ষতি করেছে। যার ফলস্বরূপ তিন হাজারের বেশি গাছ নষ্ট হয়েছে।

সংস্থাটি পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনিদের হত্যার ১৬টি মামলার তদন্ত করেছিল। তদন্তে দেখা যায়, নিহতদের মধ্যে কমপক্ষে ১১ জনকে বিনা বিচারে হত্যা করা হয়েছে। তারা কেউই নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য বা অন্যদের জীবননাশের হুমকি কারণ ছিল না বলেও জানিয়েছে।

সংস্থাটি ২০২০ সালে পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারীদের ২৪৮টি আক্রমণ তালিকাভুক্ত করেছে। ইহুদি বসতি নির্মাণকারীরা ফিলিস্তিনিদের বাড়িতে পাথর নিক্ষেপ করা থেকে শুরু করে কৃষক ও তাদের ফসলি জমিতে বাধা সৃষ্টি করেছে।

দখলদার বাহিনী ফিলিস্তিনি গ্রাম ও শহরগুলোতে কমপক্ষে তিন হাজারবার অভিযান চালিয়ে দুই হাজার ৪৮০টির মতো বাড়ি লণ্ডভণ্ড করেছে।

অপরদিকে দখলকৃত পশ্চিম তীরে ইহুদিরা নিরাপত্তা বাহিনীর পাশাপাশি তিন হাজার ৫৪৪টি চেকপোস্ট স্থাপন করেছে। এইসব চেকপোস্টে নিয়মিত ফিলিস্তিনিদের হয়রানি করা হচ্ছে।

https://ibb.co/LN9ZR0x

https://ibb.co/wND03ZJ

খোরাসান | ২১ জন চিকিৎসাকর্মী নিয়ে একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র চালু করেছেন তালেবান

ইমারতে ইসলামিয়ার তালেবান মুজাহিদিন আফগানিস্তানের পশ্চিম ফারাহ প্রদেশের বাই-বালুক জেলায় একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র উদ্বোধন করেছেন।

ইমারতে ইসলামিয়ার অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে আজ ৫ জানুয়ারি মঙ্গলবারের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সিএইচসি এবং তালেবানদের স্বাস্থ্য কমিশনের সহযোগিতায় পশ্চিম ফারাহ প্রদেশের বাই-বালুক জেলার শিওয়ান গ্রামে স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে, যা আজ মঙ্গলবার ১৮টি কক্ষ এবং ২১ জন চিকিৎসা কর্মী নিয়ে উদ্বোধন করা হয়েছে।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তালেবানের স্বাস্থ্য কমিশনের স্থানীয় কর্মকর্তাদের পাশাপাশি শিওয়ান গ্রামের বহু প্রবীণ, ধর্মীয় পণ্ডিত এবং সাধারণ মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে শিওয়ান গ্রাম ও আশেপাশের অঞ্চলের মানুষের চিকিৎসা সেবার ভোগান্তি অনেকটাই সমাধান হয়েছে, আগে তাদেরকে চিকিৎসার জন্য জেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং অন্যান্য অঞ্চলে নিয়ে যেত। যার জন্য তাদেরকে দীর্ঘ রাস্তা অতিক্রম করতে হত।

এটি লক্ষ করা উচিত যে তালেবানরা তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলগুলিতে জনগণের সুবিধার্থে স্বাস্থ্য ও সামাজিক খাতে সামরিক অভিযানের পাশাপাশি বেশ কয়েকটি জনসাধারণের সুবিধা প্রকল্প গ্রহণ করেছে এবং তারা এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন।

শাম | কুখ্যাত নুসাইরীদের উপর মুজাহিদদের একাধিক হামলা

সিরিয়ায় কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া বাহিনীর অবস্থানে একাধিক হামলা চালিয়েছেন আনসার আল-ইসলাম ও আনসারুত-তাওহীদের জানবায মুজাহিদিন।

বিস্তারিত রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ৪ জানুয়ারি সোমবার, আনসারুত-তাওহীদের স্নাইপার স্কোয়াডের মুজাহিদিন আল-মালাজা গ্রামে কুখ্যাত নুসাইরী বাহিনীকে টার্গেট করে একটি সফল স্নাইপার হামলা চালিয়েছেন। প্রাথমিক সংবাদ অনুযায়ী, এতে আসাদ সরকারের ১ নুসাইরী সৈন্য নিহত হয়।

একইদিন সিরিয়ার লাতাকিয়া ও হামা সিটির একাধিক স্থানে ভারি আর্টেলারি হামলা চালান আনসার আল-ইসলামের মুজাহিদিন। এতে কুখ্যাত নুসাইরী বাহিনীর জান-মালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। و الحمد لله رب العالمين

সোমালিয়া | মুজাহিদদের হাতে বানক্রুফ্ট বাহিনীর ২৪ সৈন্য হতাহত

আফ্রিকার পূর্বাঞ্চলীয় দেশ সোমালিয়ায় দেশটির মুরতাদ সরকারি বাহিনীর উপর একাধিক হামলা চালিয়েছে আল-কায়েদা মুজাহিদিন, এতে ২৪ এরও অধিক সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

বিস্তারিত রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ৪ জানুয়ারি সোমবার, সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর বালআদ শহরে দেশটির মুরতাদ বাহিনীকে টার্গেট করে ২টি সফল বোমা হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। শাহাদাহ্ নিউজ এর তথ্যমতে, এতে সোমালীয় মুরতাদ বাহিনীর কমপক্ষে ৪ সৈন্য নিহত এবং ৫ সৈন্য আহত হয়, যাদের মাঝে উচ্চপদস্থ একজন অফিসারও ছিল।

এই হামলার একদিন আগে একই শহরে মুরতাদ বাহিনীর উপর অন্য একটি সফল অভিযান চালিয়েছেন মুজাহিদগণ, যার ফলে কমপক্ষে ২ সৈন্য নিহত এবং ৬ এরও অধিক সোমালীয় সৈন্য আহত হয়েছিল। যাদের মাঝে সোমালীয় গোয়েন্দা সংস্থার উচ্চপদস্থ এক অফিসারও ছিল।

ঐদিন রাজধানীর আলীশা শহরে আরো একটি হামলা চালান হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। যার ফলে ২ মুরতাদ সৈন্য গুরতর আহত হয়। পরে তাদেরকে নিকটস্থ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। এই হামলার সময় মুরতাদ বাহিনীর একটি গাড়িও ধ্বংস হয়।

এর আগে জালাজদুদ রাজ্যের তুসমারিব শহরে অবস্থিত সোমালীয় স্পেশাল ফোর্সের (বানক্রুফ্ট) সামরিক বিমান ঘাঁটির নিকটে বীরত্বপূর্ণ একটি হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের পরিচালিত উক্ত হামলায় মার্কিন প্রশিক্ষিত 'বানক্রুফ্ট' বাহিনীর ৫ সৈন্য নিহত হয়।

কাশ্মীরে গত বছরে বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার ৬৫ জন

ভারতের অবৈধ দখলীকৃত জম্মু ও কাশ্মীরে’ (আইআইওজেকে) ২০২০ সালে বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন ৬৫ কাশ্মীরি বেসামরিক মানুষ। সমাপ্ত বছরে কাশ্মীরে সংঘর্ষে এবং বন্দুকযুদ্ধে মারা গেছেন কমপক্ষে ৪৭০ জন। বুধবার ‘লিগ্যাল ফোরাম ফর অপ্রেসড ভয়েসেস অব কাশ্মীর’ প্রকাশিত এক রিপোর্টে এ তথ্য দেয়া হয়েছে। এতে বলা হয়, গত বছর ১লা জানুয়ারি থেকে ৩০ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত কাশ্মীরে মোট ৪৭০ জন নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে ২৩২ জন স্বাধীনতা যোদ্ধা। ১৭৭ জন ভারতীয় সেনা সদস্য। ৬৫ জন বেসামরিক ব্যক্তি বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকারে পরিণত হয়েছেন। আগস্টে শোপিয়ান জেলায় সাজানো হয়েছিল এক বন্দুকযুদ্ধের ঘটনা।

সেখানে তিন জন শ্রমিককে বিচার বহির্ভূতভাবে হত্যা করা হয়। এরপর তাদের শরীরের ওপর অস্ত্র রেখে তাদেরকে সন্ত্রাসী হিসেবে চালিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে ভারতের মালাউন সেনারা। কিন্তু বিষয়টি প্রকাশ হয়ে পড়ে। বোঝা যায়, ওই তিন শ্রমিককে খেয়ালখুশিমতো হত্যা করা হয়েছে। কাশ্মীরে কমপক্ষে ২৭৭৩ জন ব্যক্তিকে ভারতীয় সেনারা আটক ও গ্রেপ্তার করেছে। পুরো বছর তাদেরকে ভারতের বিভিন্ন জেলে রাখা হয়। ভারতীয় বাহিনী ৩১২টি ঘেরাও ও তল্লাশি অভিযান পরিচালনা করে। এর ফলে স্বাধীনতাপন্থি ও নিরাপত্তা

রক্ষাকারীদের সঙ্গে তাদের কমপক্ষে ১২৪টি সংঘর্ষ ঘটে। এসব সংঘর্ষের সময় ভারতীয় বাহিনী কমপক্ষে ৬৫৭টি বাড়ি ভাঙচুর ও ধ্বংস করে। এ খবর প্রকাশিত হয়েছে অনলাইন এক্সপ্রেস ট্রিবিউনে।

সূত্র: মানবজমিন ডেস্ক

কাশ্মিরে মালাউনদের 'সাজানো বন্দুকযুদ্ধে' হত্যাকাণ্ড নিয়ে বিক্ষোভ

সশস্ত্র গ্রুপের সমর্থক ও হামলার পরিকল্পনার অভিযোগে গত মঙ্গলবার ভারতীয় সেনাবাহিনীর হাতে তিন যুবকের হত্যাকাণ্ডের পর ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে কাশ্মির। পরিবারের দাবি, ওই যুবকেরা নিরীহ আর তাদের আরেকটি সাজানো বন্দুকযুদ্ধে হত্যা করা হয়েছে। এই হত্যাকাণ্ডের বিচারের দাবিতে বুধবার পরিবারের সদস্যরা শ্রীনগরের পুলিশ সদর দফতরের বাইরে বিক্ষোভ করেছেন। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য জানা গেছে।

গত মঙ্গলবার শ্রীনগরে বন্দুকযুদ্ধে নিহত হয় জুবায়ের আহমেদ লোন (২৫), আতহার মুস্তাক ওয়ানি (১৬) ও আইজাজ মকবুল গানাই (২২)। সোপিয়ান ও পুলওয়ামা জেলার বাসিন্দা তারা। পরিবারের সদস্যরা বলছেন, বন্দুকযুদ্ধে নিহত হওয়ার কয়েক ঘণ্টা আগে তারা নিজেদের বাড়ি থেকে বের হয়। তারা বলছেন, ভুয়া বন্দুকযুদ্ধে তাদের হত্যা করা হয়েছে।

জুবায়ের আহমেদের ভাই ইরফান আহমেদ লোন বলেন, 'এটা পরিষ্কারভাবেই একটা ভুয়া বন্দুকযুদ্ধ।' তিনি জানান, তার ভাই স্কুল ছেড়ে দেওয়ার পর সোপিয়ান জেলায় রাজমিস্ত্রির কাজ করতো। ইরফানের দাবি, মঙ্গলবার দুপুরে তার ভাই বাড়িতে খাবার খেয়ে বের হয়। এর কয়েক ঘণ্টা পরেই বন্দুকযুদ্ধে নিহত হয় এই তরুণ। এছাড়া নিহত অপর দুই তরুণ আতহার মুস্তাক ও আইজাজ আহমেদের পরিবারের সদস্যরা বলছেন, তারা ছাত্র আর বাবা-মায়ের সঙ্গে বাড়িতেই থাকতো। আতহার একাদশ শ্রেণির আর আইজাজ কলেজ শিক্ষার্থী হলেও তারা উভয়েই বন্ধু ছিল বলে জানিয়েছে তাদের পরিবার।

ইরফান বলেন, 'সেনাবাহিনীর কাছে জানতে চাই কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে আমার ভাই কীভাবে মিলিট্যান্ট হয়ে গেলো? অস্ত্র কীভাবে পেলো আর সশস্ত্র গ্রুপে কীভাবে যোগ দিলো? কয়েক ঘণ্টার মধ্যে প্রশিক্ষণ কীভাবে পেলো?' তিনি বলেন, 'আমরা চাই দুনিয়া এটা নিয়ে কথা বলুক। কারণ, তা না হলে ভবিষ্যতেও তারা ভুয়া বন্দুকযুদ্ধে আরও বেশি মানুষ মারবে।'

গত জুলাইতে তিন শ্রমিককে সাজানো বন্দুকযুদ্ধে হত্যার দায়ে সপ্তাহখানেক আগে এক সেনা কর্মকর্তাকে অভিযুক্ত করেছে ভারতীয় পুলিশ। ওই কর্মকর্তা এবং তার দুই সহযোগীর বিরুদ্ধে ওই শ্রমিকদের হত্যার পর তাদের মরদেহের পাশে অস্ত্র রেখে বন্দুকযুদ্ধের ঘটনা সাজানোর অভিযোগও তোলা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ভারতীয় দখলদারিত্ব ও অপশাসনের বিরুদ্ধে কাশ্মিরে ১৯৮৯ সাল থেকে সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু হওয়ার পর হাজার হাজার মানুষ নিহত হয়েছে। ভারতের অভিযোগ, সশস্ত্র এই বিদ্রোহে পাকিস্তান অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ দিয়ে সহায়তা করছে। তবে ইসলামাবাদ বরাবরই এসব অভিযোগ অস্বীকার করে আসছে।

চাঁদা না দেয়ায় ফটিকছড়ি মাদরাসায় যুবলীগ সন্ত্রাসীর হামলা, গুলিবিদ্ধ ৬

ফটিকছড়িতে যুবলীগ নেতা হাসানের নেতৃত্বে মাদরাসায় ছাত্রদের ওপর অতর্কিত হামলা ও ভাঙ্গচুর চালিয়েছে। স্থানীয় এই যুবলীগ নেতার হামলায় প্রায় দশ জন ছাত্র আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। অভিযোগ রয়েছে, তারা মাদরাসা থেকে পাঁচ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে। চাঁদা না দেয়ায় এ সন্ত্রাসী হামলা চালানো হয়।

সোমবার (৪ জানুয়ারি) বিকেলে ফটিকছড়ির মাইজভান্ডারস্থ মান্নানীয়ার পশ্চিম নানুপর দারুস ছালাম ঈদগাহ মাদরাসা নির্মাণকে কেন্দ্র করে যুবলীগ নেতা হাসানের নেতৃত্বে এই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হয়।

পুলিশের কাছে ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে মাদরাসার ছাত্ররা জানান, স্থানীয় যুবলীগ নেতা হাসানের নেতৃত্বে মাদরাসায় হামলা চালানো হয়। ট্রাক নিয়ে এসে মাদরাসার মালামাল তুলে নিয়ে যাওয়ারও অভিযোগও করেছেন তারা।

স্থানীয় লোকজন জানান, আমরা হঠাৎ গুলির আওয়াজ শুনি। তারপরই দেখি একজনের বুকে গুলি লেগে মাঠিতে পড়ে আছে।

স্থানীয় রুহুল আমিন বলেন, হুজুর থেকে চাঁদা চেয়েছেন হাসানের লোকজন। হুজুর টাকা দিতে অস্বীকার করায় ট্রাক এনে মাদরাসার মালামাল তুলে নিয়ে যেতে লাগলে মাদরাসার ছাত্ররা বাধা দিলে তাদের মারধর করে। এরপর গুলির আওয়াজ শুনি। কয়েকজনকে রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে পড়ে থাকতে দেখি। প্রায় ছয় সাত জনের মত গুলিবিদ্ধ হয়েছেন বলেও জানান রুহুল আমিন।

গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনা জানাতে চাইলে এলাকার সাইফুর রহমান জানান, পাঠান পাড়ার হাসান, মাদরাসা থেকে পাঁচ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে। চাঁদা না দেয়ায় এ হামলা করা হয়। গুলিবিদ্ধ একজনের অবস্থা আশঙ্কজনক বলেও জানান তিনি।

এদিকে এ ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও কড়া প্রতিবাদ জানিয়েছেন হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা, জামিয়া বাবুনগরের পরিচালক মাওলানা শাহ মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরী। তিনি গণমাধ্যমকে বলেন, আমরা এই নৃশংস সন্ত্রাসী হামলার সুষ্ঠু বিচার চাই। যারা পরিকল্পিত ও ষড়যন্ত্র মূলক ফটিকছড়ির শান্ত পরিবেশকে অশান্ত করতে চায় তাদের দৃষ্টান্তমূলক মূলক শাস্তি চাই।

মাওলানা মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরী বলেন, দখলের উদ্দেশ্যে দারুস ছালাম ঈদগাহ মাদ্রাসায় হামলার ঘটনা বরদাশত করা হবে না। দেশীয় ও বিদেশী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সন্ত্রাসী কায়দায় হামলা চালিয়ে মাদ্রাসার ছাত্রদের রক্তাক্ত করে চরম দৃষ্টতা আর দুঃসাহস দেখানো হয়েছে

ময়নাতদন্তে আলামত খুঁজতে ছুরি কাঁচিই ভরসা

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ফরেনসিক মর্গ শুধু নামেই আধুনিক মর্গ। এখানে এখনো প্রাচীন আমলের ছুরি-কাঁচি দিয়ে ময়নাতদন্ত করা হয়। আলামত খুঁজতে লাশের বিভিন্ন অংশ কাটাকুটি করা হয়। অথচ উন্নত দেশ এমনকি পাশের দেশ ভারত ও নেপালে কাটাছেঁড়া ছাড়াই ময়নাতদন্ত পদ্ধতি চালু হয়েছে। এসব দেশে ময়নাতদন্তের ক্ষেত্রে এমআরআই, সিটি স্ক্যান ও এক্সরে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় মর্গ ঢামেক ফরেনসিক মর্গে এসব যন্ত্রপাতির কোনোটিই নেই। এমনকি লাশ সংরক্ষণের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেই। অব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ আলামত নষ্ট হচ্ছে।

ঢামেক মর্গ সূত্রে জানা গেছে, এখানে চারটি এসির সবকটিই দীর্ঘদিন ধরে নষ্ট। আর লাশ সংরক্ষণের পাঁচটি ফ্রিজের মধ্যে দুইটি দীর্ঘদিন ধরে বিকল। আরেকটি ফ্রিজে দীর্ঘদিন ধরে তিন বিদেশি নাগরিকের লাশ রয়েছে। এছাড়া আইনি জটিলতায় এক ব্যবসায়ীর লাশ আটকে আছে। ফলে দুটি ফ্রিজ নিয়ে লাশ সংরক্ষণে সেখানকার কর্মীদের হিমশিম খেতে হয়। লাশ সংরক্ষণে অব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ আলামত নষ্ট হচ্ছে। চিকিৎসকরা জানান, ময়নাতদন্ত করে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিশ্চিত করা অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, ঢামেক হাসপাতালের মর্গে আগে প্রতিদিন গড়ে আট থেকে ১০টি লাশের ময়নাতদন্ত হলেও এখন তা অর্ধেকে নেমে এসেছে। সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ মর্গ হওয়ার পর এখানে আসা লাশের সংখ্যা কিছুটা কমেছে। এরপরও এ মর্গে প্রতিদিন ৫-৬টি করে লাশ আসে। এর মধ্যে আত্মহত্যা, সড়ক দুর্ঘটনা, খুনসহ বিভিন্ন কারণে অস্বাভাবিক মৃত্যু হলে লাশের ময়নাতদন্ত করা হয়। এছাড়া বেশির ভাগ অজ্ঞাতপরিচয় লাশ মরচুয়ারিতে রাখা হয়। প্রতিদিন অন্তত দুটি অজ্ঞাতপরিচয় লাশ ঢামেক মর্গে আসে। শনাক্তের জন্য লাশগুলো সংরক্ষণ করা হয়। কিন্তু এসব লাশ সংরক্ষণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই। বাধ্য হয়ে লাশগুলো মেঝেতে ফেলে রাখা হয়। এছাড়া এসি বিকল থাকায় লাশেও পচন ধরেরোববার খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, মর্গের ফ্রিজে ছয়টি অজ্ঞাতপরিচয় লাশ রাখা হয়েছে।

মর্গের সহকারী সিকান্দর আলী যুগান্তরকে বলেন এসব অজ্ঞাতপরিচয় লাশ শনাক্ত না হলে কিছু দিন রাখার পর নিয়ম মেনে আঞ্জুমানে মুফিদুল ইসলামের মাধ্যমে দাফন করা হয়। তিনি বলেন, দুটি ফ্রিজে লাশ অদলবদল করে রাখি। একটি লাশ কয়েক ঘণ্টা ফ্রিজে রাখার পর তা বের করা হয়। এরপর বাইরে রাখা লাশ ফ্রিজে রাখা হয়। এভাবেই মর্গের কার্যক্রম চলছে। তিনি আরও জানান, ছুরি-কাঁচি দিয়েই এখানে ময়নাতদন্ত কার্যক্রম চালানো হয়।

মর্গের কর্মীরা জানান, ফ্রিজ সংকটে মেঝে অথবা স্টেচারের উপরে লাশ রাখা হয়। যথাযথভাবে সংরক্ষণ না করায় অনেক সময় লাশে পচন ধরে যায়। সংরক্ষণ না করায় পচা-গলা গন্ধের মধ্যে কাজ করতে গিয়ে তারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেন। ২০১৭ সালের ২৪ জুলাই হাইকোর্ট ঢামেক হাসপাতাল মর্গের ফ্রিজ মেরামতের আদেশ দেন। প্রায় তিন বছরেও সেই আদেশ মানা হয়নি। ফরেনসিক বিভাগ সূত্র জানায়, বারবার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়েও কোনো কাজ হচ্ছে না। ফ্রিজগুলো সারাতে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না।

সংশ্লিষ্টরা জানান, বছরে অন্তত শতাধিক লাশ আসে। এগুলো আলামত সংরক্ষণে চরম ভোগান্তিতে পড়তে হয়। গুলিবিদ্ধ কোনো লাশ মর্গে এলে গুলির চিহ্ন ধরে অনুমানভিত্তিক কেটেকুটে আলামত সংগ্রহ করতে হয়। অনেক সময় লাশ টুকরো টুকরো করে আলামত হাতড়ে বেড়াতে হয়। অথচ উন্নত দেশের মর্গে অত্যাধুনিক পোর্টেবল এক্সরে মেশিন রয়েছে। ডিজিটাল পোর্টেবল এক্সরে মেশিনের মাধ্যমে মাত্র দুই মিনিটে লাশে থাকা বুলেটের অগ্রভাগ (প্রোজেক্টাইল) শনাক্ত করা যায়। ছড়রা গুলির প্যালেট, বোমা কিংবা এ জাতীয় বস্তুর স্পি-ন্টারসহ অন্যান্য আলামত বের করা যায়।
একজন চিকিৎসক জানান, পোর্টেবল এক্সরে মেশিনের দাম আকাশচুম্বী নয়। ৫-৭ লাখ টাকা হলে মেশিনটি পাওয়া যায়। অথচ আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাবে সনাতন যন্ত্রপাতি দিয়ে পোস্টমর্টেমের কাজ করা হয়।

ঢামেক ফরেনসিক বিভাগের প্রধান ডা. সোহেল মাহমুদ বলেন, ফ্রিজ ও এসি মেরামতের জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অনেক আগে চিঠি দেওয়া হয়েছে। আগে কয়েকবার ফ্রিজ সারানো হলেও কিছুদিন পরই আবার বিকল হয়ে যায়। তিনি বলেন, সঠিকভাবে লাশ সংরক্ষণ না করা গেলে মৃত্যুর কারণ নির্ণয়ও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, ফরেনসিক বিভাগ একটা অবহেলিত বিভাগ। ডিজিটাল এক্সরে মেশিনটির কথা বেশ কয়েকবার মৌখিকভাবে উপস্থাপন করেছি। কিন্তু সেটা এখনো পাইনি।

বিশ্বজুড়ে ইসরায়েলি পণ্য বর্জনের ডাক দিলেন মুসলিম স্কলারগণ

সব অধিকৃত অঞ্চল ছেড়ে না দেওয়া পর্যন্ত ইসরায়েলি পণ্য বর্জনের ডাক দিয়েছে মুসলিমদের একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন।

ইসলামিক ইনস্টিটিউট নামে সংগঠনটির প্রেসিডেন্ট আহমেদ এর-রাইসুনি এবং মহাসচিব আলি আল-কারাদাগি এক বিবৃতিতে বলেন, আমরা ইসরাইলি রাষ্ট্র বয়কটের আহ্বান জানাচ্ছি। তারা বর্তমানে আলআকসা মসজিদ দখল করে রেখেছে, সিরিয়ার গোলান উপত্যকায় আমাদের ভাইবোনদের ওপর হামলা চালাচ্ছে, ফিলিস্তিনিদের জমি ও বাড়িঘর ধ্বংস করছে।

বিবৃতিতে বলা হয়, যারা দখলদারদের পণ্য ক্রয় করে বা বাজারজাত করে তারা একই অপরাধে পাপি হিসেবে স্বীকৃত। 'সব অধিকৃত অঞ্চল ছেড়ে না দেওয়া পর্যন্ত আমরা সব মুসলিমদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি অর্থনৈতিকভাবে ইসরায়েলকে বয়কট করতে'।

প্রসঙ্গত, মিসর ও জর্ডান ইতোমধ্যেই ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দিয়েছে। এছাড়া সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন, সুদান এবং মরক্কো এ আরব দেশগুলো ২০২০ সালে ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের চুক্তি করেছে।

সূত্র: ইয়েনি শাফাক

০৪ঠা জানুয়ারি, ২০২১

বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলে ২০ যাত্রীসহ জাহাজ 'গায়েব'

বারমুডা ট্রায়াঙ্গল এক দুর্ভেদ্য রহস্যের নাম। প্রযুক্তিগত উৎকর্ষে বিশ্ব অনেক দূর এগিয়ে গেলেও আজ পর্যন্ত এ রহস্যের কিনারা করতে পারেনি কেউ। যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা ও বাহামার মধ্যবর্তীতে অবস্থিত এই অঞ্চলটি। আর এখানে যেকোন কিছু গেলেই তা 'গায়েব' হয়ে যায়। এবার সেইখানেই ২০ জন যাত্রী নিয়ে মাকো কুদদি নামের একটি কেবিন জাহাজ নিখোঁজ হয়েছে। তিনদিনের অনুসন্ধান শেষে শনিবার যুক্তরাষ্ট্রের কোস্টগার্ড অনুসন্ধান স্থগিত করার ঘোষণা দিয়েছে।

কোস্টগার্ড জানায়, জাহাজটি সর্বশেষ সোমবার বিমিনি দ্বীপ ত্যাগ করে, প্রায় ৮০ মাইল (১৩০ কিলোমিটার) দূরে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলীয় ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের লেক ওয়ার্থে পৌঁছানোর কথা ছিল জাহাজটির। তবে মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে কোস্টগার্ড জানায় জাহাজটি বন্দরে ফিরে আসেনি। পরের তিন দিন প্রায় ৮৪ ঘন্টা উভয় দেশের যৌথ টিম সমুদ্রের ১৭ হাজার বর্গ মাইল (৪৪,০০০ কিলামিটার) এলাকায় আকাশ পথে এবং সমুদ্রে অনুসন্ধান চালায়। তবে জাহাজটির সন্ধান না পাওয়ায় শুক্রবার তারা অনুসন্ধান কার্যক্রম স্থগিত করে।

সপ্তম জেলা ক্যাপ্টেন স্টিফেন ভি বার্ডিয়ান এক বিবৃতিতে বলেছে, নিখোঁজদের পরিবারের প্রতি আমরা গভির সমবেদনা প্রকাশ করছি। পাশাপাশি নিখোঁজদের জন্যও প্রার্থনা করছি। আমরা পার্শ্ববর্তী উপকূলের বাসিন্দাদের সাহায্য চেয়েছি। নিখোঁজদের যেকোনো তথ্য পেলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে তাদের অনুরোধ করা হয়েছে। মার্কিন কোস্টগার্ডের পাবলিক অ্যাফেয়ার্স অফিসার ফার্স্ট ক্লাস জোস হার্নান্দেজ জানায়, অনুসন্ধান এবং উদ্ধার অভিযানের সময় উত্তাল সমুদ্র এবং এই রুটে চলা জাহাজের সীমিত তথ্যের জন্য তাদের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয়েছে। কঠিন বিষয় হল কাউকে খুঁজতে যত বেশি সময় লাগে ততো বেশি জীবিত উদ্ধারের সম্ভাবনা কমে আসে বলেও জানান তিনি।

বারমুডা ট্রায়াঙ্গল হলো আটলান্টিক মহাসাগরের উত্তর-পশ্চিমাংশে ত্রিভুজাকৃতির একটি বিশেষ অঞ্চল। সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ দিকে ১৯৪৫ সালের ৫ ডিসেম্বর পাঁচটি টিবিএম অ্যাভেঞ্জার উড়োজাহাজ এবং একটি

উদ্ধারকারী উড়োজাহাজ রহস্যজনকভাবে উধাও হয়ে যায়। এরপরও বেশ কিছু জাহাজ ও উড়োজাহাজ সেখানে নিখোঁজ হয়েছে।

উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের নাটক 'দ্য টেম্পেস্ট' সম্পর্কে অধিকাংশ পণ্ডিত বলেছেন যে, এটি বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলে সংঘটিত একটি জাহাজডুবির ওপর ভিত্তি করে লিখা যা এটাকে নিয়ে প্রচলিত রহস্যে আরো নতুন মাত্রা যোগ করেছে। বিশ শতকের আগে এসব দূর্ঘটনার খবরে মানুষ খুব কমই আগ্রহী ছিলো। কিন্তু ১৯১৮ সালের বার্বাডোজ ও সেসাপিকে উপসাগরের মাঝখানে অজানা কোন এক জায়গায় যুক্তরাষ্টের ৫৪২ ফুট লম্বা কার্গো জাহাজ ডুবে যায়। জাহাজটিতে ৩০০ জন পুরুষ ও প্রায় দশ হাজার টন ম্যাঙ্গানিজ ছিলো। এই জাহাজটি নিঁখোজ হওয়ার আগে কোন সতর্কবার্তা বা সাহায্য চেয়ে কোন কল করেনি এবং অনেক খোঁজার পরও তার কোন অংশ বা নিঁখোজ হওয়ার কারণ খুঁজে পাওয়া যায়নি। যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন এ জাহাজ সম্পর্কে পরে বলেছে, "একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ও এই সমুদ্র জানে জাহাজটির সাথে কি ঘটেছিলো।

১৯৪১ সালে আবারো দুইটি সাইক্লোপ্স জাহাজ একই রুট বরাবর কোন কারণ ছাড়াই নিঁখোজ হয়ে যায়। এরপর সারা বিশ্ব জুড়ে মানুষ বিশ্বাস করতে শুরু করে যে, বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলকে অতিক্রমকারী জাহাজগুলি হয় অদৃশ্য হয়ে যাবে অথবা পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া যাবে। পরে, ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে বারো জন মানুষ নিয়ে পাঁচটি বোমারু বিমান ফ্লোরিডার ফোর্ট লোডারডেল বিমানবন্দরের কাছে বোমা হামলার অনুশীলন করার জন্য যায়। 'ফ্লাইট ১৯' মিশনের কম্পাস হঠাৎ করে অপ্রত্যাশিতভাবে খারাপ হতে থাকে এবং মিশনের নেতা হঠাৎ করে হারিয়ে যায়।

পাঁচটি বিমানের সবগুলোই তখন সেখানে লক্ষ্যহীনভাবে উড়তে থাকে। এভাবে উড়তে উড়তে একসময় জ্বালানী শেষ হয়ে গিয়ে সমুদ্রে আছড়ে পরে। সেদিনই ঐ বিমানগুলোকে উদ্ধারকারী বিমানও তার ১৩ জন ক্রু নিয়ে সেখানে নিঁখোজ হয়। সপ্তাহব্যাপী অনুসন্ধানের পরও বিমানগুলোর হদিস না পেয়ে নৌবাহিনী থেকে অফিশিয়াল রিপোর্টে ঘোষণা করা হয় "বিমানগুলো মঙ্গলগ্রহে ভেসে গেছে।

যুক্তরাষ্ট্রে গির্জায় গুলি করে যাজককে হত্যা

টেক্সাসের এক গির্জায় ম্যাক উইলিয়াম (৬২) নামে এক যাজককে গুলি করে হত্যা করেছে ডেওনটে ওলেন নামে এক যুবক (২১)।

এ সময় বন্দুকধারীর হামলায় গির্জায় উপস্থিত আরও দুজন গুরুতর আহত হয়েছে। রোববার সকালে টেক্সাসের স্টারভিল চার্চে এ হামলার ঘটনা ঘটে। খবর ওয়াশিংটন পোস্টের।

ডালাসের ১০০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত এই চার্চে হামলাকারী ডেওনটে ওলেন লুকিয়ে ছিল বলে জানায় কাউন্টি শেরিফ ল্যারি স্মিথ।

ডেওনটে ওলেন গত শনিবার সন্ধ্যায় পুলিশ হেফাজত থেকে পালিয়ে গির্জায় প্রবেশ করে লুকিয়ে থাকার জন্য। রোববার সকালে ওই যাজক তাকে গির্জার বাথরুমে লুকিয়ে থাকতে দেখে।

সেসময় হামলাকারী চলে গেলেও পরে ফিরে আসে। যাজকের থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে গুলি ছোঁড়ে এবং যাজকের গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে।

বরিশালে পুলিশের নির্যাতনে যুবকের মৃত্যু

বরিশালে গোয়েন্দা পুলিশের নির্যাতনে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। ছয় দিন আগে রেজাউল করিম রেজা নামে ওই যুবককে পুলিশ ধরে নিয়ে গেলেও কোথায় নেয়া হয়েছে এ সম্পর্কে পরিবারকে আর কিছু জানানো হয়নি। পরে হাসপাতাল থেকে কারা কর্তৃপক্ষের ফোন পেয়ে তাকে গুরুতর আহত অবস্থায় পায় স্বজনরা। রোববার সকালে তার মৃত্যু হয়।

পুলিশের নির্যাতনে সিলেটে এক যুবকের মৃত্যুর ঘটনার দুই মাসের মধ্যে পুলিশের বিরুদ্ধে আবার এরকম ঘটনা ঘটলো।

পুলিশের নির্যাতনে মৃত্যুর ঘটনা ঘটলো এমন দিনে, যেদিন বাংলাদেশের শেখ হাসিনা একটি বক্তব্যে জনগণের মৌলিক অধিকার, মানবাধিকার আর আইনের শাসনকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়ার জন্য পুলিশের প্রতি তাগিদ দিয়েছে।

৩০ বছর বয়সী রেজাউল করিম রেজা কিছু দিন আগে আইন বিষয়ে পড়াশোনা শেষ করে বরিশালের আদালতে প্রশিক্ষণ নিচ্ছিল। গত মঙ্গলবার রাতে বাড়ির সামনের রাস্তা থেকে তাকে ধরে নিয়ে যায় বরিশালের গোয়েন্দা পুলিশ বা ডিবির কয়েকজন সদস্য।

এরপর কয়েক দিন কোনো খোঁজখবর না থাকার পর গতকাল কারা কর্তৃপক্ষের ফোন পেয়ে হাসপাতালে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে দেখতে পান। আজ ভোরে তার মৃত্যু হয়েছে।

তার পরিবারের একজন সদস্য মাসুম বিল্লাহ বলছিলেন, পুলিশের নির্যাতনে গুরুতর রক্তক্ষরণে তার মৃত্যু হয়েছে।

মাসুম বিল্লাহ জানান, ‘তারা একটা নাটক করে তাকে নিয়ে গেছে। তাকে বলেছিল, বছর শেষ বা শুরু হচ্ছে, আমাকে যদি দুইজন আসামি ধরে দিতে পার, তাহলে তোমাকে ছেড়ে দেবো। তিনি বলেন, আমি কাকে ধরে দেবো? আমার তো এমন কোনো শত্রু নেই। আমি কাউকে ধরে দিতে পারবো না। তখন সে বলেছে, কীভাবে কী করতে হয়, সেটা আমি জানি। তোমাকে আগে নিয়ে যাই, তারপর দেখাচ্ছি, কীভাবে কী করতে হয়।’

‘এরপর গাড়িতে করে নিয়ে চলে গেছে। ওই সময় ওর বাবা পুলিশের পায়েও ধরেছিল ছেড়ে দেয়ার জন্য, কিন্তু ছাড়ে নি।’

‘নিয়ে যাওয়ার পরে আর কোনো যোগাযোগ করতে দেয়নি। কোথায় নিয়ে গেছে, সেটাও জানা যায়নি। যোগাযোগ করার চেষ্টা করলেও যোগাযোগ করতে দেয়নি। গতকাল কারাগার থেকে আমাদের ফোন দিয়ে বলে তিনি হাসপাতালে আছেন। আমরা গিয়ে দেখতে পাই, তিনি অসুস্থ, রক্তক্ষরণ হচ্ছে। ওই সময়েও আমাদের শুধু ওষুধ কিনে দিতে বলেছে, দেখতে বা কথা বলতে দেয়নি’ তিনি বলেন। তার এই মৃত্যুর ঘটনায় বিক্ষোভ করেছে এলাকার মানুষজন।

বাংলাদেশে পুলিশী হেফাজতে নির্যাতনের অভিযোগ এবারই প্রথম নয়।

বিভিন্ন সময় সরকার ও পুলিশের শীর্ষ পর্যায় থেকে এ ধরণের নির্যাতন বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু কখনোই সেটা পুরোপুরি বন্ধ হয়নি। গত অক্টোবরে সিলেটে এক যুবককে পিটিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটেছিল।

সূত্র : বিবিসি।

ইসরায়েলের বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশ: ফিলিস্তিনি কুদস নিউজ নেটওয়ার্কের এ্যাকাউন্ট মুছে দিল টিকটক

ইসরায়েলের বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশের কারণে কোনো প্রকার নোটিশ ছাড়াই ফিলিস্তিনের জনপ্রিয় সংবাদ প্লাটফর্ম কুদুস নিউজ নেটওয়ার্কের (কিউএনএন)এ্যাকাউন্ট মুছে দিয়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টিকটক।

কিউএনএনের পরিচালক আহমাদ জারার অভিযোগ করেছেন, টিকটক ইসরায়েলের সাথে জোটবদ্ধ হয়েছে।

টুইটারের একটি পোস্টে তিনি বলেন,'ইসরায়েলের সাথে আরব দেশগুলোর সম্পর্ক স্বাভাবিক করার সমালোচনা করায় ২০২১ সালের প্রথম দিনেই কুদস নেটওয়ার্কের এ্যাকাউন্টটি মুছে দিয়েছে টিকটক।'

এক বিবৃতিতে এ্যাকউন্টটির পরিচালক হামজা আল শোবাকি জানান, তারা ইসরায়েলি দখলদারিত্ব ও আরব দেশুগলোর সাথে ইসরায়েলের সম্পর্ক স্বাভাবিকের সাম্প্রতিক প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে নিয়মিত পোস্ট করছিল। পোস্ট দেয়া ভিডিওগুলো দ্রুতই ভাইরাল হয়ে যেত।

একাউন্টটি মুছার আগ পর্যন্ত টিকটকে প্রায় ১২০০ এর উপর ভিডিও ছিল কিউএনএন এর এবং কয়েক মিলিয়ন বার দেখা হয়েছে ভিডিওগুলো।

ফিলিস্তিনি এই প্লাটফর্মটি এর আগেও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বাধার সম্মুখীন হয়েছিল। ইসরায়েলের বিরুদ্ধে তাদের প্রচারণার কারণে তারা ইসরায়েলের টার্গেটে পরিণত হয়েছে।

'ফিলিস্তিনিদের উস্কানি ও বিদ্বেষমূলক বক্তব্য দমনের অজুহাতে ইসরায়েলি সরকার ও নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর সাথে তাল মিলিয়ে কয়েক বছর ধরে ফিলিস্তিনিদের এ্যাকাউন্টগুলো নিষ্ক্রিয় করে যাচ্ছিল ও মুছে দিচ্ছিল ফেসবুক, টুইটার ও হোয়াটসএ্যাপ সহ মার্কিন এ্যাপসগুলো,' অভিযোগ কিউএনএনের।

এদিকে, ২০১৯ সালে কুদুস নিউজ নেটওয়ার্ককে 'জাতীয় নিরাপত্তা ও শান্তির' বিরুদ্ধে হুমকি হিসেবে চিহ্নিত করে ফিলিস্তিন সরকারও। তারা ৬০টি প্লাটফর্মের তালিকা দিলে টুইটার থেকে কিউএনএনের তিনটি এ্যাকাউন্ট সরিয়ে ফেলা হয়।

কিছুদিন পূর্বে মিডলইস্ট আইকে জারার বলেছিলেন, প্রতিষ্ঠানটির স্টাফরা ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনি সরকার কর্তৃক নিয়মিত হয়রানির শিকার হচ্ছেন।

জারার আরও জানান, ফিলিস্তিন গোয়েন্দা সংস্থা এবং ইসরায়েল বাহিনী উভয়ই আমাদের হয়রানি করে। আমাদের কর্মীদের প্রায়ই চেকিং এর জামেলায় পড়তে হয়।

কুদুস নিউজ নেটওয়ার্ক এক প্রতিবেদন জানায়, ফেসবুক সার্চ অপশনে ফিলিস্তিনি ও আরব পেজগুলোকে ৫০ শতাংশ কম দেখায়। তাদের মতে, সমালোচনামূলক পোস্টের কারণে ফেইসবুক কর্তৃপক্ষ সার্চ অপশনে তাদের পেজগুলোকে 'ইচ্ছাকৃতভাবে কমিয়ে দিয়েছে।

উল্লেখ্য যে, বর্তমানে ফিলিস্তিনি সরকার কুদুস নিউজ নেটওয়ার্ককে কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

তবে, এ সংবাদ মাধ্যমটি এত বাধা সত্যেও তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

সূত্র : মিডলইস্ট আই

সিরিয়া | রুশ ঘাঁটিতে হুররাস আদ-দ্বীনের হামলা, ২০ এরও অধিক ক্রুসেডার হতাহত

সিরিয়ায় দখলদার রাশিয়ান ক্রুসেডার বাহিনীর ঘাঁটিতে ইস্তেশহাদী হামলা চালিয়েছে তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন। এতে অন্ততপক্ষে ২০ রাশিয়ান ক্রুসেডার সৈন্য নিহত ও আহত হবার সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে।

বিস্তারিত রিপোর্ট অনুযায়ী, আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীনের অফিসিয়াল 'শাম আর-রিবাত' মিডিয়া কর্তৃক নতুন একটি অভিযানের বার্তা প্রকাশ করা হয়েছে, যা নতুন বছরের ১লা জানুয়ারি শনিবার খুব ভোরে রাক্কা প্রদেশের তাল-আস-সামানে অবস্থিত দখলদার রাশিয়ান ক্রুসেডার বাহিনীর ঘাঁটিতে পরিচালনা করা হয়েছে। বার্তাটিতে ততক্ষণাৎ হামলায় হতাহতের বিষয়ে বিস্তারিত কিছু বলা হয়নি।

বেশ কিছু সময় যাওয়ার পর এই হামলার বিশদ বিবরণ প্রকাশ করতে থাকে সিরিয়ান ভিত্তিক বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও আল-কায়েদা সমর্থক প্রসিদ্ধ একাউন্টগুলো। এসব বিবরণে বলা হয়েছে, প্রথমে একজন মুজাহিদ ভারী বিস্ফোরক ভর্তি গাড়ি নিয়ে ঘাঁটির ভিতরে খুব দ্রুততার সাথে ঢুকে পড়েন এবং গাড়ি বোমাটি বিস্ফোরণ করেন। এরপর বাহিরে অপেক্ষমান ২জন মুজাহিদ ঘাঁটিতে প্রবেশ করেন এবং আহত ও দিকহারা রাশিয়ান সৈন্যদের টার্গেট করে হত্যা করতে থাকে। অতঃপর উক্ত দুইজন মুজাহিদ নিরাপদে ঘাঁটি থেকে বেরিয়ে আসেন।

সাবাত নিউজ এজেন্সীর বর্ণনা অনুযায়ী, তানযিম হুররাস আদ-দ্বীনের বীরত্বপূর্ণ এই হামলায় দখলদার রাশিয়ান বাহিনীর ২০ এরও অধিক সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে। ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে ঘটনাস্থল।

বাৎসরিক রিপোর্ট | টিটিপির হামলায় ৪১৯ নাপাক সৈন্য হতাহত

আমেরিকার গোলাম পাক সেনা ও সামরিক প্রতিষ্ঠানের উপর ১৭৭টি হামলা চালিয়েছে তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান। ২০২০ সালে মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে পরিচালিত এসব হামলার বিবরণ প্রকাশ করেছে দলটি।

গত ৩১ ডিসেম্বর শুক্রবার সকালে, তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে জারি করা একটি বিবৃতিতে ২০২০ সালে পাকিস্তান জুড়ে দলটির পরিচালিত অভিযানের বিবরণ প্রকাশ করা হয়েছে। যা "ইনফোগ্রাফিক" আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

ইনফোগ্রাফিক অনুযায়ী, গত ২০২০ ঈসায়ী পাকিস্তানে সর্বমোট ১৭৭ টি হামলা চালিয়েছিল দলটি, যেখানে দেখা যায় এক মাসে (মার্চ) সর্বনিম্ন তিনটি আক্রমণ এবং সর্বোচ্চ ২৩ টি আক্রমণ (সেপ্টেম্বর) করা হয়েছে।

আরো দেখা যায় যে, সীমান্ত এলাকাগুলো ছাড়াও বেলুচিস্তান, করাচি ও রাওয়ালপিন্ডিসহ পাকিস্তানের সমস্ত প্রদেশেই দলটি হামলা চালিয়েছে। তবে উপজাতি ও সীমান্ত অঞ্চলে হামলার হার ছিল কয়েকগুণ বেশি।

যেমন বাজোর এজেন্সিতে ৬৯টি, উত্তর ও দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে ৪৮টি, মাহমান্দ এজেন্সিতে ১৩টি, বেলুচিস্তানে ৮টি এবং করাচিতে ৬টি হামলা পরিচালনার দাবি করা হয়েছে।

এসব হামলার মধ্যে তিনটি ছিল ইস্তেশহাদী হামলা, তবে বেশিরভাগ হামলাই চালানো হয়েছে স্নাইপার রাইফেল দ্বারা, এমনিভাবে টার্গেট ও ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণের সংখ্যাও ছিল তুলনামূলকভাবে বেশি।

অভিযানগুলিতে পাকিস্তানী মুরতাদ সেনাবাহিনীর ৪টি ভবন এবং ৩০ টি গাড়ি ধ্বংস করার পাশাপাশি সেনাবাহিনীর কাছ থেকে গনিমত প্রাপ্ত অস্ত্রের সংখ্যাও ছিল যথেষ্ট পরিমাণ।

এসব হামলায় সেনাবাহিনী ও অন্যান্য সামরিক বাহিনীর ৪১৯ সদস্য নিহত ও আহত হয়েছে। নিহত সদস্য সংখ্যা হচ্ছে ২০০ এবং আহত সদস্য সংখ্যা ২১৯ জন। হতাহতের তৃতীয়াংশেরও বেশি সদস্যই হচ্ছে সেনাবাহিনী। এছাড়াও রয়েছে এফসি, পুলিশ ও গোয়েন্দা কর্মী।

উল্লেখ্য যে, গত বছরের আগস্টে থেকে পাকিস্তানে টিটিপির হামলার পরিমাণ বেড়েছে যা ইনফোগ্রাফিক থেকেও স্পষ্ট। কেননা ঐমাস থেকে জামায়াতুল-আহরর এবং হিযবুল-আহরর সহ বেশ কয়েকটি দল টিটিপির সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। টিটিপির জোটে যুক্ত হওয়া দলগুলোর আগস্টের আগে পরিচালিত অপারেশনের পরিসংখ্যান এই ইনফোগ্রাফিতে যুক্ত করা হয়নি।

ভারতে হিন্দুদের হুমকিতে ৪০ অসহায় মুসলিম পরিবার গ্রামছাড়া

ভারতে মুসলমানরা কতটা নির্যাযিত। যুগ যুগ ধরে তারা কী পরিমাণ সহিংসতা ও বর্বরতার শিকার হয়ে আসছে তা কারো অজানা নয়। গত ২-১-২০২১ আল-জাজিরার একটি প্রতিবেদন থেকে বিষয়টি আরো পরিস্কার হয়ে গেছে।

রিপোর্টটিতে আলজাজিরা ব্রিটিশ সংবাদপত্র 'দ্য টেলিগ্রাফ'–এর বরাত দিয়ে জানায় যে ভারতের উত্তরপ্রদেশে বসবাসরত প্রায় ৪০ টি মুসলিম পরিবার তাদের গ্রাম ছেড়ে পালানোর পরিকল্পনা করছে। হিন্দু মালাউন গোষ্ঠী দ্বারা হয়রানির শিকার হওয়ার পরে এমন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়।

সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে "মাভি মীরা" নামক ঐ গ্রামটিতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে হয়রানি মূলক কর্মকান্ড শুরু হয়েছে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিবাহকে অপরাধ সাব্যস্ত করে আইন জারি করার এক মাস পর।

রিপোর্টটিতে আরো উল্লেখ করা হয় যে, গেরুয়া সন্ত্রাসী "বজরঙ দল"এর একদল গুণ্ডা গত ২৩ শে ডিসেম্বর গ্রামে একটি মুসলিম দোকানদারের বাড়িতে গুলি চালিয়েছিল, বিনামূল্যে সিগারেট দিতে অস্বীকৃতি জানানোর কারণে।

'দ্য টেলিগ্রাফ' এর বিবৃতিনুযায়ী দোকানটির মালিক এবং তার পরিবার এই হামলায় আহত হয়নি, তবে গ্রামের সংখ্যালঘু আনুমানিক ৬০০ মুসলিম পরিবার তাৎক্ষণিকভাবে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এবং তাদের বাড়িতে ব্যানার টানিয়ে লিখে রেখেছে "এই বাড়িটি বিক্রি করা হবে, আমরা এই গ্রাম ছেড়ে চলে যাবো।"

পত্রিকাটি ঐ গ্রামেরই অধিবাসী "সরতাজ আলম (২৫) (যিনি ইতিমধ্যে এই সপ্তাহে তার পরিবার নিয়ে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছেন) এর বরাত দিয়ে বলেছে যে, "আমি এবং আমার পরিবার গ্রামটিতে নিরাপদ বোধ করিনি। হিন্দু সম্প্রদায় আমাদের গ্রাম থেকে সরিয়ে দিতে চায়। তারা আমাদের উপর হামলা করে এবং দীর্ঘদিন ধরে হয়রানি করে আসছে।"

আরিফ মালিক (যে হামলার শিকার সেই দোকানদারের এক আত্মীয়) বলেন "আমাদের পরিবারগুলি ভারতের বিভিন্ন অংশে কর্মরত থাকা করে স্বজনদের প্রত্যাবর্তনের জন্য অপেক্ষা করছে। তারা এলেই আমরা এখান থেকে হিজরতের জন্য একটি নিরাপদ জায়গায় চলে যাবো।

প্রতিবেদনে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে গ্রামে মুসলিম সংখ্যালঘু সদস্যরা মুসলিম দোকানদারের বাড়িতে গিয়ে গুলি চালানোর ঘটনাটি রেকর্ড করার জন্য স্থানীয় পুলিশের সাথে যোগাযোগ করেছিলো। কিন্তু তারা বলে যে কিছু হিন্দু কর্মকর্তা তাদের অভিযোগ প্রত্যাহার করার নির্দেশ দিয়েছে। তারা তা অমান্য করলে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার হুমকিও দিয়েছেন।

সূত্র: আল জাজিরা

ইহুদিদের নতুন বছরের উপহার স্বরুপ ফিলিস্তিনি যুবককে গুলি

জেনারেটর চুরি করে নিয়ে যাওয়ার সময় ফিলিস্তিনি এক যুবকের ঘাড়ে গুলি করে পঙ্গু করে দিয়েছেন এক ইসরায়েলি সেনা।

গত শুক্রবার ১ জানুয়ারি ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরের হেবরনে এ ঘটনা ঘটে। ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এ তথ্য জানিয়েছে।

পরে মুমূর্ষ অবস্থায় তাঁকে একটি স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হাসপাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে তাঁর অবস্থা সংকটাপন্ন।

গুলিবিদ্ধ ২৪ বছরের হারুন রাসমি আবু আরাম দক্ষিণ হেবরনের আল-তুয়ানাহ গ্রামের অধিবাসী। ফিলিস্তিনের বার্তা সংস্থা ওয়াফার বরাত দিয়ে আল জাজিরা জানায়, ইসরায়েলি সেনারা একটি বৈদ্যুতিক জেনারেটর জোর করে কেড়ে নেয়ার সময় আবু আরাম তাতে বাধা দিয়েছিলেন।

গুলি করার একটি ভিডিও অনলাইনে ছড়িয়ে পড়েছে। ভিডিওতে দেখা যায়, ইসরায়েলি সেনারা একটি জেনারেটর নিয়ে যেতে চাচ্ছে এবং আবু আরাম ও তার পরিবার নিজের সম্পদ রক্ষায় চেষ্টা করছেন। এরপর একটি গুলির শব্দ শোনা যায় এবং দেখা যায় আবু আরামকে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে রয়েছেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, দক্ষিণ হেবরনে ফিলিস্তিনিরা একটি বাড়ি বানানোর সময় তাদের বাধা দেয় ইসরায়েলি সেনারা। এ সময় তারা আবু আরামের একটি জেনারেটর কেড়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে।

স্থানীয় গ্রাম কমিটির প্রধান মোহাম্মাদ রাইব সিএনএনকে বলেন, এক মাস আগে আবু আরামের পরিবারের বাড়ি গুড়িয়ে দেয় ইসরায়েল। শুক্রবার দেশটির সেনারা আবু আরামের প্রতিবেশীর বাড়ি উচ্ছেদ করার চেষ্টা করলে তিনি তখন বাধা দেন।

পশ্চিম তীরের যে অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ ইসরায়েলের হাতে সেসব অঞ্চলে অনুমতি ছাড়া ফিলিস্তিনিদের বাড়ি নির্মানে নিষেধাজ্ঞা দিয়ে রেখেছে সন্ত্রাসী ইসরায়েল।

https://www.facebook.com/doamuslims/videos/795027891049697/)

০৩রা জানুয়ারি, ২০২১

মালি | মুজাহিদদের হামলায় আরো ৫ ফরাসি ক্রুসেডার সৈন্য হতাহত

মালিতে দখলদার ফ্রান্সের সৈন্যদের উপর ফের হামলা চালিয়েছে আল-কায়েদা, এতে ২ ফরাসি ক্রুসেডার সৈন্য নিহত এবং ৩ সৈন্য আহত হয়েছে।

কথিত 'কাউন্টার টেররিজম' অপারেশন ফোর্স বোরখনের তিন ক্রুসেডার ফরাসি সৈন্যের মৃত্যুর পাঁচ দিন পর, পূণরায় ফরাসি সৈন্যদের উপর হামলা চালিয়েছে আল-কায়েদা। ইতিমধ্যে ৩ সৈন্য হত্যার বিষয়টি ক্রুসেডার ফ্রান্স ও আল-কায়েদা শাখা 'জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন' (JNIM) অফিসিয়ালভাবে স্বীকার করেছে।

'অ্যালিসি' নিউজের বরাত দিয়ে বামাকো নিউজ জানিয়েছে, গত ২ জানুয়ারি শনিবার সন্ধ্যায়, আফ্রিকার পশ্চিমাঞ্চলীয় দেশ মালিতে ফের ক্রুসেডার ফ্রান্সের একটি সামরিযান টার্গেট করে হামলা চালিয়েছে আল-কায়েদা। এতে ফ্রান্সের ২ ক্রুসেডার সৈন্য নিহত এবং আরো ৩ সৈন্য আহত হয়েছে। নিহত দুই সৈন্যের পরিচয় ও ছবিও প্রকাশ করেছে ক্রুসেডার ফ্রান্সের 'বোরখান' ফোর্স। মালিতে তিন ফরাসী সেনার মৃত্যুর পাঁচ দিন পরে এই হামলার ঘটনা ঘটল। নিহত ২ ক্রুসেডার সৈন্য হচ্ছে- সার্জেন্ট ইয়োভনে হুইন এবং ব্রিগেডিয়ার লৌক রিজার।

জানা যায় যে, ক্রুসেডার সৈন্যদের সামরিক যানটি মেনাকা এলাকায় মুজাহিদদের বিরুদ্ধে একটি গোয়েন্দা মিশনের জন্য বের হয়েছিল। আর তখনই গাড়িটি লক্ষ্য করে একটি বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে।

পাকিস্তান | মুজাহিদদের হামলায় সেনাবাহিনীর গাড়ি ধ্বংস

পাক সেনাবাহিনীর একটি গাড়ি লক্ষ্য করে মাইন বোমা হামলার ঘটনা ঘটেছে, এতে গাড়ি ধ্বংস হওয়ার পাশাপাশি হতাহতের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় জিহাদী গ্রুপ তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ জানিয়েছেন, আজ ৩ জানুয়ারি রবিবার সকালে, পাকিস্তানের গোলাম সেনাবাহিনীর একটি গাড়ি লক্ষ্য করে সফল মাইন হামলা চালিয়েছে টিটিপির মুজাহিদিন। উত্তর ওয়াজিরিস্তানের খাইসুর এলাকায় মুজাহিদদের পরিচালিত উক্ত বোমা হামলায় সেনাদের গাড়িটি ধ্বংস হয়ে যায়। তিনি এই হামলায় কতক সৈন্যের নিহত ও আহত হবারও প্রবল সম্ভাবনার কথা জানান, তবে তিনি চূড়ান্ত কোন সংখ্যা বলেননি।

মালি | মুজাহিদদের পৃথক হামলায় কতক মুরতাদ ও সন্ত্রাসী হতাহত

মালিতে মুরতাদ ও সন্ত্রাসী গ্রুপের উপর আল-কায়েদার পৃথক হামলা, এতে হতাহত হয়েছে কতক সৈন্য।

আফ্রিকার পশ্চিমাঞ্চলীয় দেশ মালিতে পৃথক দুটি হামলা চালিয়েছে আল-কায়েদা শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন (JNIM)। গত ৩১ ডিসেম্বর মুজাহিদগণ তাদের প্রথম হামলাটি চালান সাইগু অঞ্চলের একটি সন্ত্রাসী গ্রুপের উপর। যারা স্থানীয় জানসাধারণকে নানাভাবে হয়রানি করে আসছিল। পরে মুজাহিদগণ হামলা চালিয়ে সন্ত্রাসী গ্রুপটির একটি গোপন আস্তানা গুড়িয়ে দেন, এসময় কতক সন্ত্রাসী আহত হয়েছিল।

অপরদিকে গত ১লা জানুয়ারি শনিবার, মুজাহিদগণ তাদের দ্বিতীয় অভিযানটি পরিচালানা করেন মালির মুপ্তি রাজ্যের বুর্কিনা-ফাসোর সীমান্ত এলাকায়। এসময় মুজাহিদদের বোমা হামলায় ক্রুসেডার ফ্রান্সের গোলাম মালিয়ান সামরিক বাহিনীর ১টি সামরিযান ধ্বংস হয়ে যায় এবং কতক সৈন্য হতাহত হয়।

পাকিস্তান | টিটিপির হামলায় এক গোয়েন্দা কর্মকর্তা নিহত

পাকিস্তানী মুরতাদ গোয়েন্দা সংস্থার উপর একটি সফল হামলা চালিয়েছে টিটিপি, এতে এক গোয়েন্দা কর্মকর্তা নিহত হয়েছে।তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী উক্ত হামলার দায় স্বীকার করে বলেন, গত ২ জানুয়ারি শনিবার, পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডির ফতেহ ঝং রোডে উক্ত সফল হামলাটি চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। নিহত ঐ গোয়েন্দা সদস্যের নাম নাসিম আখতার, সে ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ডে সেনা ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলির একজন তথ্যদাতা হিসাবে কাজ করত।

ইতালি: ইংরেজি নববর্ষে আতশবাজির অত্যাচারে শতশত পাখির করুণ মৃত্যু

ইতালির মানুষ নতুন বছর উদ্‌যাপন করতে গিয়ে শতশত পাখির প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। ইংরেজি নতুন বছরের প্রথম মুহূর্তেই বর্ষবরণের নামে বিকট আতশবাজির শিকারে পরিণত হয়ে মারা গেল পাখিগুলো। রোম শহরের এই ঘটনাকে 'গণহত্যার' সঙ্গে তুলনা করেছে প্রাণী অধিকার রক্ষার আন্তর্জাতিক সংগঠন আইওপিএ।

শুক্রবার (১ জানুয়ারি) এ খবর জানিয়েছে গার্ডিয়ান, স্কাই নিউজসহ আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমগুলো।

স্কাই নিউজের একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, রোমের প্রধান ট্রেন স্টেশনের কাছে অনেক পাখি পড়ে রয়েছে। এদের মধ্যে অধিকাংশ স্টার্লিং পাখি।

রোমের প্রধান রেলস্টেশনে বিকৃত আনন্দের ওই রাতে কয়েকশ স্টারলিংস পাখি মরে পড়ে থাকতে দেখা যায়। আহত হয় অনেক পাখি।

ঠিক কী কারণে এত পাখি মারা গেল সে বিষয়ে ইতালি সরকার এখনো কোনো ব্যাখ্যা দেয়নি। তবে, প্রাণী সুরক্ষা বিষয়ক আন্তর্জাতিক সংগঠন আইওপিএ বলছেন, রাতে পাখিদের আশ্রয়স্থল গাছগাছালি অঞ্চলে ব্যাপক হারে আতশবাজি পোড়ানোর কারণে পাখিদের এই পরিণতি ভোগ করতে হয়েছে।

সংগঠনের মুখপাত্র লোরডানা ডিজিলিও বলছেন, 'তারা ভয় থেকে মরতে পারে। বিকট শব্দ শুনে সবাই একসঙ্গে আকাশে উড়েছে। একে-অপরের সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছে। জানালায় গিয়ে পড়েছে। বিদ্যুতের তারে বেঁধেছে। ভুলে গেলে চলবে না, তারা হার্ট-অ্যাটাকেও মরতে পারে।'

অথচ করোনার প্রকোপ ঠেকাতে রোমে আতশবাজি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। রাত দশটা পর্যন্ত শহরে কারফিউ ছিল।

উল্লেখ্য যে, আতশবাজির জন্য প্রতি বছর এভাবে পোষা ও বন্যপ্রাণীদের আহত কিংবা মৃত্যুবরণ করছে।

https://ibb.co/TBPR8PB

https://ibb.co/p0wF15x

বিশ্বজুড়ে নববর্ষ উৎসব: বীভৎসতায় ১১ জনের মৃত্যু, আহত অর্ধশতাধিক

ইংরেজি নববর্ষ বীভৎস উৎযাপনে ১১ জনের মৃত্যুসহ অর্ধশতাধিক মানুষ আহত হয়েছেন।

যদিও অনেক দেশেই এ বছর বড় পরিসরে নিউ ইয়ারের উৎসব পালনের অনুমতি দেওয়া হয়নি কিন্তু তারপরও অনেককে এদিনে রাতে বীভৎস উৎসবে মেতে উঠতে দেখা গেছে।

ক্রোয়েশিয়া ও বসনিয়া গণমাধ্যম জানিয়েছে, একটি জরুরি ফোনকল পেয়ে ত্রিবিসটোভো শহরের একটি বাড়িতে গিয়ে তারা ৮টি মরদেহ উদ্ধার করেন। নিহত আটজনই শিক্ষার্থী।

অপরদিকে, তুরস্কে আতশবাজিতে চোখে আঘাত পেয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন নরওয়ের ফুটবলার ওমর এলাবদেলাউয়ি। আঙ্কারার লিভ হসপিটালের চিকিৎসক ডা. ভেদাত কায়া জানিয়েছেন, তার দুই চোখেই আঘাত লেগেছে। তিনি জানিয়েছেন, ওই ফুটবলারের চোখ নষ্ট হয়নি। তবে তার একটি চোখের আঘাত গুরুতর।

এদিকে ফ্রান্সের পূর্বাঞ্চলে আতশবাজি বিস্ফোরণে ২৫ বছর বয়সী এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে।

এছাড়া জার্মানিতে বাড়িতে তৈরি আতশবাজি বিস্ফোরণে ২৪ বছর বয়সী এক তরুণের মৃত্যু হয়েছে।

ইরাকের এক স্বাস্থ্য কর্মকর্তা জানিয়েছেন, দেশটিতে নিউ ইয়ারের উৎসবে আতশবাজির কারণে বিভিন্ন দুর্ঘটনায় কমপক্ষে একজনের মৃত্যু হয়েছে এবং আরও ২৫ জন আহত হয়েছে।

অজানা আশংকা: যুক্তরাষ্ট্রের ৬০ ভাগ স্বাস্থ্যকর্মীর টিকা নিতে অস্বীকৃতি

শুরু হয়েছে সন্ত্রাসী বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক ছাপিয়ে দেয়া কোভিড-১৯ টিকাদান কার্যক্রম। টিকাদান শুরু হয়ে গেলেও গিনিপিগ হওয়ার আশংকায় যুক্তরাষ্ট্রের হাজার হাজার স্বাস্থ্যকর্মী টিকা নিচ্ছেন না। টিকা গ্রহনে তারা অস্বীকৃতি জানিয়ে আসছেন।

ক্যালিফোর্নিয়া কাউন্টি ও টেক্সাসের এক হাসপাতালের অর্ধেকের বেশি স্বাস্থ্যকর্মী জানিয়েছেন, তারা টিকা নিবেন না। ওহিওর ৬০ শতাংশ নার্সিং হোমের কর্মী ইনজেকশন প্রত্যাখ্যান করেছেন, লস অ্যাঞ্জেলসের ৪০ শতাংশ কর্মী টিকা না নেয়ার কথা জানিয়েছেন বলে এক জরিপে প্রকাশ করা হয়।

বিভিন্ন জরিপের মাধ্যমে তারা জানান, কোভিড-১৯ টিকা থেকে তারা ঝুঁকিপূর্ণ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার আশঙ্কা করছেন। স্বাস্থ্যকর্মীদের ফোরামের প্রচারপত্রগুলোতে বলা হয়, তারা নিজেদের গিনিপিগ হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। সন্ত্রাসী সংস্থা এজন্য ভুল তথ্যকে দায়ী করেন।

প্রাণঘাতী পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার আশঙ্কা বিরল হলেও অভিযোগকারীরা আলাস্কার দুই স্বাস্থ্যকর্মীর উদাহরণ টানছেন। যুক্তরাষ্ট্রে কোভিড-১৯ প্রতিরোধে টিকা চালুর প্রথম দিনেই তাদের টিকা দেয়া হয়। এদের মধ্যে একজনের আগে কোনো প্রকার অ্যালার্জি না থাকলেও ফাইজারের টিকা নেয়ার কয়েক মিনিট পরেই তার শরীরে অ্যানাফিল্যাক্টিক অ্যালার্জির প্রতিক্রিয়া শুরু হয়।

যুক্তরাষ্ট্রেই শুধু নয়, আমেরিকান ও ডাচ স্বাস্থকর্মীরাও তাদের গিনিপিগ হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার অভিযোগ করছেন।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ২৪ ঘণ্টায় গড়ে কোভিড-১৯ মহামারীতে তিন হাজারের মতো লোক প্রাণ হারাচ্ছে। গুরুতর এই অবস্থায়ও টিকা দেয়ার ব্যবস্থা চলছে শামুকের গতিতে। ২০২০ সালের শেষে অপারেশন র‍্যাপ স্পিড দুই কোটি লোকের মধ্যে ১৪ শতাংশকে টিকার প্রতিশ্রুতি দিলেও নববর্ষের আগের দিন তারা টিকার প্রথম ডোজ গ্রহণ করেন।

জনস্বাস্থ্য বিভাগ বলছেন, স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রথমেই টিকা দেয়ার মাধ্যমে শুধু তাদেরই সুরক্ষার ব্যবস্থা হবে না বরং তাদের মাধ্যমে ভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকিও কমে আসবে। পাশাপাশি হাসপাতালের কর্মী স্বল্পতাকে দূর করবে।কিন্তু স্বাস্থ্যকর্মীদের টিকা নিতে আগ্রহ নিয়ে কোনো কাজ করা হয়নি।

ওহিওর গভর্নর মাই ডিওয়াইন বৃহস্পতিবার জানান, ৬০ শতাংশের মতো নার্স টিকা নিতে অস্বীকার করেছেন।তিনি বলেন, 'আমরা তাদের জোর করবো না কিন্তু বেশি সাড়া পাওয়ার আশা করবো।'

তিনি আরো বলেন, 'এবং আজ আমাদের বার্তা, সুযোগ হয়তো পরে বেশ কিছু সময় নাও আসতে পারে। পর্যায়ক্রমে আমরা সবার জন্য এটি সহজলভ্য করবো। কিন্তু এটি আপনার জন্য সুযোগ এবং এ বিষয়ে আপনার যথার্থভাবে চিন্তা করা উচিত।'

লস অ্যাঞ্জেলস টাইমসের এক খবরে প্রকাশ করা হয়, লস অ্যাঞ্জেলসের ২০ থেকে ৪০ শতাংশ স্বাস্থ্যকর্মী কোভিড-১৯ প্রতিরোধে টিকা নিতে অস্বীকার করেছেন।

রিভারসাইড কাউন্টিতে টিকা নিতে অস্বীকারকারীদের সংখ্যা আরো বেশি। এখানের অর্ধেক কর্মীই টিকা নিতে অস্বীকৃতি জানান।

লস অ্যাঞ্জেলস টাইমসকে ক্যালিফোর্নিয়ার ৩১ বছর বয়সী নার্স এপ্রিল লু বলেন, 'আমি ঝুঁকি বাছাই করছি- কোভিড হওয়ার ঝুঁকি বা টিকা থেকে অজানা কিছু হওয়ার ঝুঁকি।'

তিনি বলেন, 'আমি কোভিডেরই ঝুঁকি নিয়েছি। আমি তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো এবং মাস্ক পরার মাধ্যমে কিছুটা প্রতিহতও করতে পারবো। যদিও এ বিষয়ে আমি শতভাগ নিশ্চিত নই।'

নার্সদের বিশেষ করে ক্যালিফোর্নিয়ায় টিকা নিতে অস্বীকৃতি স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের কাছে বিস্ময়ের কিছু নয়। যুক্তরাষ্ট্র টিকা সরবরাহ শুরু করার মুহূর্তে ১৫ ডিসেম্বর কায়সার ফ্যামিলি হেলথ ফাউন্ডেশনের এক জরিপে প্রকাশ করা হয়, স্বাস্থ্যখাতে কাজ করা ২৯ শতাংশ কর্মীই টিকা নিতে চান না।

জাতীয়ভাবে কোভিড-১৯ প্রতিরোধে টিকা কার্যক্রম এমনকি বাইডেন প্রশাসনের আওতায়ও সম্ভব হবে না। বিচ্ছিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই টিকা কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হবে।

উদাহরণস্বরূপ, ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব হেলথ (এনআইএইচ) সকল কর্মীকেই টিকা নিয়ে কাজে যোগ দেয়ার নীতি বাধ্যতামূলক করেছে।

ডা. অ্যান্থোনি ফাউচি জানান, তিনি নিশ্চিত কিছু প্রতিষ্ঠান ও কোম্পানি টিকা নেয়ার নীতি বাধ্যতামূলক করতে হবে। এছাড়া আরো বেশি লোককে টিকা দেয়া এবং মহামারীর অবসানের সকল ব্যবস্থা নিতে সবাই কাজ করবে বলে নিউজ উইকের কাছে মন্তব্য করে সে।।

সূত্র : ডেইলি মেইল

পশ্চিম তীরে দখলদার ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় আহত ১৬ ফিলিস্তিনি

দখলকৃত পশ্চিম তীরে একটি বিক্ষোভকে ছত্রভঙ্গ করতে শুক্রবার ইসরায়েলি সেনাদের ছোঁড়া রাবার বুলেট ও কাঁদানে গ্যাসের সেলে কমপক্ষে ১৬ ফিলিস্তিনি আহত হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, রামাল্লা শহরের দেইর জারিরে ইসরায়েলের বসতি গড়ার বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনিরা এই বিক্ষোভ করেছিল। বিক্ষোভ ছত্রভঙ্গ করতে একটি ড্রোন ব্যবহার করে ইসরায়েলি সেনারা কয়েক ডজন কাঁদানে গ্যাসের গোলা ছুঁড়ে।

গত ২৩ ডিসেম্বর, ইহুদী বসতি স্থাপনকারীরা ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর ছত্রছায়ায় একটি গ্রামের পার্বত্য এলাকায় পাহাড়ের চূড়ায় সরঞ্জামাদি ও তাবু স্থাপনের মাধ্যমে একটি জনবসতির গোড়াপত্তন করে।

বর্তমানে দখলকৃত পশ্চিম তীরের আড়াই শ' অবৈধ স্থাপনায় চার লাখের বেশি ইহুদী বসতি স্থাপনকারীরা বাস করছে। আন্তর্জাতিক আইনে পশ্চিম তীর ও পূর্ব জেরুসালেম 'দখলকৃত অঞ্চল' এবং ওই এলাকার সকল ইহুদী স্থাপনা অবৈধ।

সূত্র: ইয়েনি সাফাক

আমিরাতে চুরি করে ধরা পড়ছে ইহুদিরা

সংযুক্ত আরব-আমিরাতে বেড়াতে আসা ইহুদিবাদী সন্ত্রাসীদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েলের পর্যটকরা হোটেল থেকে সব কিছু চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে।

হোটেলে রাখা লাইট, তোয়ালে এমনকি দেয়ালে টানানো দামি পেইনটিংও চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েলিরা। খবর আরব নিউজ।

এক মাস আগে ইহুদিবাদী সন্ত্রাসীদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দেয় আরব আমিরাত। স্বীকৃতির পর থেকে দু-দেশের মধ্যে যাত্রীবাহী বিমানচলাচল এবং পর্যটকদের ভ্রমণ শুরু হয়েছে।

এর পর থেকেই ইসরায়েলি ইহুদিরা দেশটিতে নিয়মিত ভ্রমণ করছে।

এর মধ্যেই আমিরাতের একটি বিলাসবহুল হোটেল এ চুরির ঘটনা ঘটে। হোটেল মালিক অভিযোগ করেছে, ইসরায়েলি পর্যটকরা তার হোটেল থেকে চুরি করছে। ইসরায়েলের 'ইয়েদিয়ত আহারোনট' পত্রিকায়ও এ নিয়ে গত মঙ্গলবার প্রতিবেদন প্রকাশ করে।

এক ব্যবসায়ীর বরাত দিয়ে পত্রিকাটির প্রতিবেদনে বলা হয়, তিনি দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসায়ীক কাজে আমিরাতে বসবাস করছেন। সম্প্রতি হোটেলের লবিতে গিয়ে ভয়াবহ একটি ঘটনার সাক্ষী হলেন।

সেখানে তিনি দেখলেন, চেক আউটের সময় ইসরাইলি পর্যটকের ব্যাগ থেকে একে একে হোটেলের চুরি যাওয়া সব জিনিসপত্র বের করা হচ্ছে।

ম্যানেজার বলেন, তাদের ব্যাগ থেকে হোটেলের ইস্ত্রি, তোয়ালে পর্যন্ত পাওয়া গেছে। আমরা যখন পুলিশ ডাকতে গেছি- তখন তারা ক্ষমা চেয়ে এসব চুরি করা সামগ্রী ফেরত দিয়েছে।

শায়খ আহমাদকে ৪ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে সৌদি

সৌদি আরবের ইসলামিক স্কলার শায়খ ইউসুফ আল-আহমাদকে চার বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছে দেশটি।

দেশটির কারাবন্দীদের সঙ্গে সাক্ষাত ও বইমেলায় অংশগ্রহণের অপরাধে কারাদণ্ড দেয় সৌদি তৃগুত সরকার। কারাদণ্ড ছাড়াও বিদেশ ভ্রমণের উপরও রয়েছে চার বছরের নিষেধাজ্ঞা।

মানবাধিকার সংগঠনের বরাতে এ খবর নিশ্চিত করেছে মিডল ইস্ট আই।

প্রিজনার্স অব কনসায়েন্স নামে এক মানবাধিকার সংগঠন জানিয়েছে, ইউসুফ আল-আহমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ , তিনি একটি বইমেলায় গিয়েছিলেন এবং কারাগারে বন্দিদের সঙ্গে দেখা করেছেন।

এই সংগঠনটি সৌদি কারাগারে বন্দীদের সাতে কেমন আচরণ করা হয়, সেটি নিয়ে কাজ করে থাকেন।

উল্লেখ্য, শায়খ ইউসুফ আল-আহমাদ দেশটিতে অভিযোগহীন ও বিনা বিচারে জেল-জুলুমের ব্যাপারে প্রতিবাদী ছিলেন। যার ফলে ২০১১ সালে তিনি একবার গ্রেফতার হয়েছিলেন। ২০১২ সালের নভেম্বরে তৎকালীন বাদশাহ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আজিজ কর্তৃক ক্ষমা লাভে তিনি জেল থেকে ছাড়া পান।

পরে আবার ২০১৭ সালে শায়খ ইউসুফ আল-আহমাদকে গ্রেফতার করা হয়।

০২রা জানুয়ারি, ২০২১

সোমালিয়া | মুজাহিদদের হাতে অন্তত ৯ ক্রুসেডার ও মুরতাদ সৈন্য হতাহত

সোমালিয়ায় শাবাব মুজাহিদদের পৃথক হামলায় দেশটির ৯ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সীর রিপোর্ট অনুযায়ী, আফ্রিকার পূর্বাঞ্চলীয় দেশ সোমালিয়ায় গত ১লা জানুয়ারি শুক্রবার, বে-বুকুল রাজ্যের ওয়াজিদ শহরে দেশটির মুরতাদ সরকারি বাহিনীর উপর একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। যার ফলে মুরতাদ বাহিনীর ৪ সৈন্য নিহত হয়। এছাড়াও মুজাহিদগণ শত্রু বাহিনী থেকে মুজাহিদগণ ২টি ক্লাশিনকোভ গনিমত লাভ করেন।

একই দিন মধ্য সোমালিয়ার জালাক্সী শহরে ক্রুসেডার জিবুতিয়ান সৈন্যদের একটি ঘাঁটিতে হামলা চালান মুজাহিদগণ। এতে কমপক্ষে ৩ ক্রুসেডার সৈন্য হতাহত হয়েছিল।

এমনিভাবে দক্ষিণ সোমালিয়ার কাসমায়ো শহরে ক্রুসেডার কেনিয়ায় সৈন্যদের একটি ঘাঁটিতেও সফল হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। যার ফলে কেনিয়ান বাহিনীর ১ সৈন্য নিহত এবং অপর ১ সৈন্য আহত হয়েছে।

অপরদিকে ঐদিন যুবা রাজ্যের আফমাদু শহরে সোমালীয় মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে অন্য একটি হামলা চালান মুজাহিদগণ। যাতে ১ মুরতাদ সৈন্য আহত হয়েছিল।

সোমালিয়া | মুজাহিদদের হামলায় ৭ তুর্কি সৈন্য হতাহত

সোমালিয়ায় আশ-শাবাব মুজাহিদিন কর্তৃক গাড়ি বোমা বিস্ফোরণে ৬ তুর্কি সৈন্যসহ সোমালীয় ১ মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়েছে।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সীর রিপোর্ট অনুযায়ী, আজ ২ জানুয়ারি শনিবার, সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর লাফুলী জেলায় দখলদার তুর্কি বাহিনীকে টার্গেট করে একটি সফল গাড়ি বোমা হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন কর্তৃক উক্ত গাড়ি বোমা বিস্ফোরণে দখলদার তুর্কি বাহিনীর ১ এবং তাদেরই প্রশিক্ষিত সোমালীয় স্পেশাল ফোর্সের ১ অফিসার নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে দখলদার তুর্কি বাহিনীর আরো ২ অফিসারসহ ৬ সৈন্য।

চুক্তি অনুয়ায়ী কোনো বছরেই বাংলাদেশকে পানি দেয়নি ভারত

বাংলাদেশ-ভারত গঙ্গা পানিচুক্তির দুই যুগ হয়েছে। চুক্তি অনুয়ায়ী কোনো বছরেই বাংলাদেশকে পানি দেয়নি ভারত

গত বছরের জানুয়ারির তুলনায় এবার একই সময়ে পাকশী হার্ডিঞ্জ ব্রিজ পয়েন্টে পয়েন্টে অন্তত ১৪ হাজার কিউসেক পানি কম বিদ্যমান রয়েছে বলে পানি উন্নয়ন বোর্ডের হাইড্রোলজি বিভাগ সূত্রে জানা গেছে।

পাউবো উত্তরাঞ্চলীয় পরিমাপ বিভাগের উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী মোর্শেদুল ইসলাম জানান, বর্তমানে হার্ডিঞ্জ ব্রিজ পয়েন্টে প্রায় ৮৮ হাজার কিউসেক পানি বিদ্যমান। গত বছর ১ জানুয়ারি থেকে প্রথম ১০ দিনে ফারাক্কা পয়েন্টে গঙ্গায় এক লাখ ৬১ হাজার কিউসেক পানি ছিল। এর মধ্যে বাংলাদেশের হিস্যা ছিল ৬০ হাজার ৬১ কিউসেক এবং ভারতের ৪০ হাজার কিউসেক পানি। একই সময় হার্ডিঞ্জ ব্রিজ পয়েন্টে পানির পরিমাণ ছিল এক লাখ দুই হাজার ৫৭৪ কিউসেক পানি। গত বছরের তুলনায় এবার পাকশী হার্ডিঞ্জ ব্রিজ পয়েন্টে পয়েন্টে অন্তত ১৪ হাজার কিউসেক পানি কম বিদ্যমান।

এদিকে ঈশ্বরদী উপজেলার পদ্মাপাড়ের বাসিন্দারা জানান, গত কয়েক বছর ধরে পদ্মা নদীর হার্ডিঞ্জ ব্রিজের নিচে পানি থাকে না। ব্রিজের ১৫টি পিলারের মধ্যে ১০টি পিলারই চরের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। ব্রিজের যে পাঁচ পিলারের নিচে পানি থাকে তার আশপাশে স্থানীয় কৃষকরা আখ, চিনাবাদাম, ধান, গাজরসহ বিভিন্ন ধরনের সবজি চাষ করেন। এ বছরও কৃষকরা চাষ শুরু করেছেন। আর পানিবিহীন পদ্মার বুক থেকে স্থানীয় বালু ব্যবসায়ীরা বালু কেটে বিক্রি করেন। এবারও শুরু হয়েছে বালি বিক্রির কাজ। নদীতে পানি কম থাকায় নদী মাছশূন্য হয়ে পড়ছে বলে পেশাজীবী জেলেরা জানান।

বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে ৩০ বছর মেয়াদি পানিচুক্তি স্বাক্ষর হয় ১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর ভারতের হায়দারাবাদ হাউজে। যদিও চুক্তি অনুয়ায়ী কোনো বছরেই ভারত বাংলাদেশকে পানি দেয়নি।

তারা বাংলাদেশকে পানির ন্যায্য হিস্যা থেকে বঞ্চিত করে আসছে। ফলে দেশের বৃহত্তম গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্প, পাবনা সেচ ও পানি উন্নয়ন প্রকল্প, পানাসি প্রকল্প, বরেন্দ প্রকল্পসহ দেশের বৃহত্তম বিভিন্ন প্রকল্পের হাজার হাজার হেক্টর জমিতে আধুনিক প্রযুক্তি ও সেচ পাম্প ব্যবহার করেও জমিতে সেচ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এ অঞ্চলের ছোট ছোট নদীগুলোও ক্রমশ মরে যাচ্ছে।

নরসিংদীতে বেপরোয়া বাসের ধাক্কায় প্রাইভেটকারের ৪ যাত্রী নিহত

নরসিংদীর বেলাবোতে যাত্রীবাহী বাস ও প্রাইভেটকারের সংঘর্ষে চারজন নিহত হয়েছেন। এ সময় আরও একজন আহত হয়েছেন।

শুক্রবার (১ জানুয়ারি) বিকেল ৫টার দিকে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের নরসিংদী ও ভৈরবের সীমান্তবর্তী এলাকা দরিকান্দি নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতদের মধ্যে একজন পুরুষ ও তিনজন নারী রয়েছেন। তারা হলেন- ঢাকা বেইজিং ডাইং অ্যান্ড উইভিং ইন্ডাস্ট্রিজের জেনারেল ম্যানেজার নোয়াব আলী (৫৪), নরসিংদীর পলাশ উপজেলার চলনা গ্রামের খায়রুন্নাহার (৩৫), তার বোন তিষা (২২) ও কামনা (২৪)। নিহত অন্যজন হলেন প্রাইভেটকারের চালক। তবে তাৎক্ষণিকভাবে তার নাম জানা যায়নি।

এ ঘটনায় লুনা বেগম (৩৭) নামের এক নারীকে মুমূর্ষু অবস্থায় ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ জানায়, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা সিলেটগামী আল মোবারাক (ঢাকা মেট্রো ব-১৫-৭২৩৫) বাসটি নরসিংদীর বেলাবোর দড়িয়াকান্দি নামক স্থানে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা ঢাকাগামী একটি প্রাইভেটকারের (ঢাকা মেট্রো গ-৩১-৭৮৭২) মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে প্রাইভেটকারটি দুমড়ে-মুচড়ে বাসের

নিচে চলে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই প্রাইভেটকারের চারযাত্রী নিহত হন। এসময় আরও এক ব্যক্তি গুরুতর আহত হন। তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে পাঠানো হয়।

ভৈরব হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মামুনুর রহমান জানান, আল মোবারক যাত্রিবাহী বাসটি প্রাইভেটকারের ওপর উঠে গেলে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

মাদরাসাশিক্ষক নির্দোষ প্রমাণিত, বলাৎকারের মিথ্যা অভিযোগকারীদের বিরুদ্ধে মামলা

চাঁদপুরের কচুয়ার সাতবাড়িয়া তা'লীমুল কোরআন মাদরাসায় শিক্ষকের বিরুদ্ধে হিফজ বিভাগের ১৩ বছরের শিশুছাত্রকে বলাৎকারের আভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। পরে মিথ্যা অভিযোগকারীদের বিরুদ্ধে মামলা দিয়েছে মাদরাসা কর্তৃপক্ষ। গ্রেপ্তারকৃত শিক্ষক মুক্তি পাবেন দু'একদিনের মধ্যেই।

গতকাল প্রথম সারির কয়েকটি গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়, 'হিফজ বিভাগের ১ত বছরের শিশুছাত্রকে বলাৎকারের অভিযোগে মাদরাসাশিক্ষকের মাথা ন্যাড়া করে পুলিশে দিয়েছে স্থানীয় জনতা। ঘটনাটি ঘটেছে চাঁদপুরের কচুয়ার সাতবাড়িয়া তা'লীমুল কোরআন মাদরাসায়।

পুলিশ অভিযুক্ত শিক্ষক ওমর ফারুককে (২২) গ্রেপ্তার করেছে। জানা যায়, গত ২৮ ডিসেম্বর বাথরুমে মাদরাসার হিফজ বিভাগের ১৩ বছরের শিশুছাত্রকে সে বলাৎকারের মিথ্যে অভিযাোগ আনা হয়। পরে জানাজানি হলে স্থানীয় জনতা মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মাদরাসা ঘেরাও করে ওই শিক্ষককে আটক করে মাথা ন্যাড়া করে পুলিশকে খবর দেয়।

খবর পেয়ে কচুয়া থানার এসআই মকবুল হোসেন ফোর্স নিয়ে ওই দিন রাতেই উত্তেজিত জনতার রোষানল থেকে তাকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে এবং বুধবার অভিযুক্ত ওমর ফারুককে জেলহাজতে প্রেরণ করে।'

মাদরাসার কর্তৃপক্ষের একজন সাজ্জাদ শাফায়াত জানিয়েছেন, 'তাকে পুলিশ আটক করার পর কচুঁয়ার বড় বড় আলেমদের নিয়ে মিটিং হয়। মিটিংয়ের পর মাদরাসার সি সি টিভি ফুটেজ দেখা হয়। এতে দেখা যায়, এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি, শিক্ষক সম্পূর্ণ নির্দোষ। তার নির্দোষ প্রমাণ পাওয়ার পর গ্রামের লোকজন মিটিং করে সমাধান করে দিতে চেয়েছে।

কিন্তু এটা এতো সহজে সমাধান করা যাবে না। তাই এটার সাথে যারা যারা জড়িত ছিলো তাদের নামে আমাদের অত্র মাদরাসার পরিচালক মাওলানা হোসাইন সাহেব মামলা দেয়, আমার বাবাও মামলা দিবে । বর্তমান হুজুর জেলে আছে তাকে কাল বা পরশু ছেড়ে দিবে, তিনি বের হওয়ার পর আরেকটি মামলা দিবো ইনশাআল্লাহ।'

এই মাদরাসা প্রতিষ্ঠার পেক্ষাপট তুলে ধরে শাফায়াত বলেন, 'চাঁদপুর, কচুয়া, রহিমানগর বাজারে সাতবাড়িয়া বড় বাড়ি নামে আমাদের বাড়িটি পরিচিত। দাদু, চাচারা সবাই আমরা ঢাকায় বসবাস করি। তাই আমাদের

বাড়িটি আমরা মাদরাসা করে ফেলি। এই ভেবে যে খালি বাড়ি পড়ে থাকার থেকে দুই চার টা ছেলে সেখানে কুরআন পড়বে আর সেখান থেকে কিছু সওয়াব পাবো তা ভেবে মাদরাসা করা।

আমাদের এই মাদরাসাটির শুরু থেকে বেশ শত্রু লেগে আছে কিন্তু তারপরও আমাদের মাদরাসা টা বেশ ভালো চলতে লাগলো আলহামদুলিল্লাহ। মাদরাসার বেশ সুনামও ছড়িয়ে যায় গ্রামে, মাদরাসাটি মাওলানা হোসাইন সাহেব পরিচালনা করেন, তিনি সম্পর্কে আমার আংকেল হয়।'

ভয়াবহ হচ্ছে কিশোর গ্যাং কালচার

সারা দেশে কিশোর গ্যাং কালচার ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে কিশোররা ব্যবহৃত হচ্ছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের অপরাধের ধরনও পাল্টে যাচ্ছে।

এলাকায় আধিপত্য বিস্তার, চাঁদাবাজি, চুরি-ছিনতাই থেকে শুরু করে খুনাখুনিসহ নানা অপরাধে কিশোর-তরুণরা জড়িয়ে পড়ছে। মাদক ব্যবসা ও দখলবাজিতেও তাদের ব্যবহার করা হচ্ছে।

১৭ বছরে ঢাকায় কিশোর অপরাধীদের হাতে ১২০ জন খুন হয়েছেন। এর মধ্যে গত ২ বছরে ৩৪ জন খুন হয়েছেন। এসব ঘটনায় চার শতাধিক কিশোরকে আসামি করা হয়েছে।

নানা অপরাধে জড়িয়ে কিশোররা ক্রমেই অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠছে। অধিকাংশ কিশোর গ্যাং গড়ে ওঠার পেছনে ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় নেতাকর্মীরা মদদ দিচ্ছে। 'হিরোইজম' প্রকাশ করতেও পাড়া-মহল্লায় কিশোর গ্যাং গড়ে উঠছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সূত্রে জানা গেছে, কিশোর গ্যাং সদস্যদের তৎপরতা রোধে শিগগিরই বড় ধরনের অভিযান চালানো হবে।

আধিপত্য বিস্তার, সিনিয়র-জুনিয়র দ্বন্দ্ব, প্রেমের বিরোধ, মাদকসহ নানা অপরাধে কিশোররা খুনাখুনিতে জড়িয়ে পড়ছে। সম্প্রতি কিশোর গ্যাংয়ের হাতে খুনের ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, বিভিন্ন এলাকায় কিশোর গ্যাং নিয়ন্ত্রণ করে স্থানীয় 'বড় ভাই'রা। ঢাকায় আন্ডারওয়ার্ল্ডের খুনাখুনিতে কিশোর ও তরুণদের ব্যবহার করার ঘটনাও ঘটেছে।

একটি গোয়েন্দা সংস্থার সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ঢাকায় ৩৪টি কিশোর গ্যাং সক্রিয় রয়েছে। র‌্যাবের প্রতিবেদনে ঢাকায় অর্ধশত কিশোর গ্যাং সক্রিয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

তবে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ঢাকায় শতাধিক কিশোর গ্যাং সক্রিয়। ঢাকার মিরপুর ও উত্তরা এলাকায় সবচেয়ে বেশি কিশোর গ্যাং সক্রিয়। এ দুই এলাকায় প্রায় অর্ধশত কিশোর গ্যাং সক্রিয়। কিশোর গ্যাংয়ের সদস্যরা খুনাখুনি, মাদক, চাঁদাবাজি ও ছিনতাইয়ের মতো অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে। বিশেষ করে মিরপুর

এলাকার কিশোর গ্যাংয়ের সদস্যরা স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের ছত্রছায়ায় ভয়ংকর সব অপরাধে জড়িয়ে পড়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় কিশোর গ্যাং কালচার ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে।

ঢাকা মহানগর পাবলিক প্রসিকিউটর আব্দুল্লাহ আবু যুগান্তরকে বলেন, নানা কারণে কিশোর গ্যাং গড়ে উঠছে। প্রথমে তুচ্ছ এবং পরে বড় অপরাধের সঙ্গে তারা জড়িয়ে পড়ছে। গডফাদাররা তাদের নিয়ন্ত্রণ করে।

দায়িত্বশীল সূত্র জানায়, কিশোর গ্যাংয়ের সদস্যদের আইনের আওতায় আনতে নতুন বছরের শুরুতে মাঠে নামার পরিকল্পনা করছে একাধিক আইন প্রয়োগকারী সংস্থা। এরই মধ্যে ঢাকার পাড়ামহল্লার কিশোর গ্যাংয়ের তালিকা তৈরির নির্দেশ দিয়েছেন ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনার শফিকুল ইসলাম। তালিকা ধরে র‍্যাবও অভিযান শুরুর প্রস্তুতি নিয়েছে।

র‍্যাবের মহাপরিচালক (ডিজি) চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন যুগান্তরকে বলেন, কিশোর গ্যাংয়ের বিরুদ্ধে আমাদের অবস্থান জিরো টলারেন্স। অতীতে এ বিষয়ে অনেক অভিযান চালানো হয়েছে। সম্প্রতি র‍্যাবের পক্ষ থেকে অনেক কাজ করা হয়েছে। এলাকাভিত্তিক গ্যাং সদস্যদের সংখ্যা, নাম-ঠিকানা সংগ্রহ করা হয়েছে। হালনাগাদ তালিকা অনুযায়ী শিগগিরই বড় ধরনের অভিযান চালানো হবে।

ডিএমপির যুগ্ম কমিশনার (ক্রাইম) শাহ আবিদ হোসেন যুগান্তরকে বলেন, যখন যেখানে কিশোর গ্যাং সক্রিয় থাকার তথ্য পাওয়া যাচ্ছে সেখানে অভিযান চালানো হচ্ছে। তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। এটা একটি চলমান প্রক্রিয়া। এছাড়া এ বিষয়ে আমাদের কিছু পর্যবেক্ষণ আছে, সেটি নিয়েও কাজ করছি।

খুনাখুনি চলছে : এ বছর ৩০ আগস্ট ঢাকার ওয়ারীতে দুই গ্রুপের আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে এক কিশোর মুন্নাকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। ৭ সেপ্টেম্বর সবুজবাগে সিনিয়র-জুনিয়র দ্বন্দ্বের জেরে কিশোর জব্বারকে খুন করা হয়। ২০১৯ সালের ২১ মার্চ উত্তরখানে 'বিগ বস' এবং 'কাশ্মীরি' গ্রুপের সংঘর্ষে কামরুল হাসান হৃদয় খুন হয়। ওই কিশোর 'বিগ বস' গ্রুপের সদস্য ছিল। শুধু তিনটি ঘটনা নয়, দুই বছরে কিশোর গ্যাংয়ের হাতে ৩৪টি খুনের ঘটনা ঘটেছে।

জানা গেছে, আগে ঢাকার শিশু আদালতে শিশু-কিশোরদের মামলার বিচার হতো। ২০১৯ সালের ১৯ জানুয়ারির পর থেকে এসব মামলার বিচার ঢাকার ৯টি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে চলছে। ঢাকার শিশু আদালতে ২০১৮ সালের ৩১ নভেম্বর পর্যন্ত ৮৬টি খুনের মামলার বিচারকাজ চলে। ২০০৪ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত ১৫ বছরে এসব খুনের ঘটনা ঘটে। পরবর্তী দুই বছরে ঢাকায় আরও ৩৪টি খুনের ঘটনা ঘটে।

২০১৭ সালের জানুয়ারিতে উত্তরায় আদনান কবির হত্যার পর কিশোর গ্যাংয়ের কর্মকাণ্ড আলোচনায় আসে। ওই সময় রাজধানীসহ সারা দেশে কিশোর গ্যাংয়ের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু হয়। এর কিছুদিন পর অভিযানে ঢিলেঢালা ভাব শুরু হয়। রাজধানীতে কিশোর গ্যাংয়ের দৌরাত্ম্য বেড়ে যাওয়ায় দুই বছরে তাদের হাতে ৩০টির বেশি খুনের ঘটনা ঘটেছে।

চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি ও মাদক সংশ্লিষ্টতা : একাধিক গোয়েন্দা সূত্র জানায়, কিশোর অপরাধীদের একটা বড় অংশ রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় ভাসমান জীবনযাপন করে। রেললাইন ও বস্তি এলাকায় বিভিন্ন ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তারা জড়িত। বিশেষ করে মাদক, ছিনতাই ও ডাকাতির সঙ্গে তারা জড়িত।

র‍্যাবের প্রতিবেদনে বলা হয়, ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় ৫০টি কিশোর গ্যাং সক্রিয়। এর মধ্যে উত্তরায় ২২টি ও মিরপুরে ১০টি গ্যাং সক্রিয়। এছাড়া তেজগাঁও, ধানমণ্ডি, মোহাম্মদপুর, হাজারীবাগ, মহাখালী, বংশাল, মুগদা, চকবাজার ও শ্যামপুরে একাধিক গ্যাং সক্রিয়। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, কিশোর গ্যাংয়ের সদস্যরা খুন, ছিনতাই-চাঁদাবাজি, শ্লীলতাহানি ও ইভটিজিং এবং মাদক ব্যবসার মতো অপরাধে বেশি জড়াচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে তাদের নিয়ন্ত্রক বা পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকায় সমাজের কিছু 'বড় ভাই' রয়েছে।

জানা গেছে, গ্রেফতার কিশোরদের দেশের তিনটি কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে রাখা হয়। অধিকাংশ কিশোরই হত্যা, চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই, মাদক, অস্ত্র ও বিস্ফোরক, নারী ও শিশু নির্যাতন, পর্নোগ্রাফি, তথ্যপ্রযুক্তি মামলার আসামি।

র‍্যাব জানায়, ২০১৭ থেকে ২০২০ সালের নভেম্বর পর্যন্ত র‍্যাবের হাতে ২৯২ জন কিশোর অপরাধী গ্রেফতার হয়েছে। রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় ভাসমান ছিনতাইকারীদের বড় অংশই কিশোর। তারা শুধু ছিনতাই নয়- ডাকাতি, মাদক ও চাঁদাবাজির সঙ্গেও জড়িত।

গত বছরের মাঝামাঝি সময় রাজধানীর উত্তরা থেকে 'ফার্স্ট হিটার বস' বা 'এফবিএএইচ' নামে কিশোর গ্যাংয়ের ১৪ জন সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়। মাদক সেবন, র‍্যাগিং, ছিনতাই এবং অশ্লীলতার মতো অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে তারা জড়িত ছিল।

সূত্রাপুর থেকে মাদক ব্যবসা, ছিনতাই ও চাঁদাবাজির অভিযোগে লেজ টু পেজ নামে কিশোর গ্যাংয়ের তিন সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়। একই বছরের আগস্টে কারওয়ান বাজার, ফার্মগেট, রেললাইন বস্তিসহ বিভিন্ন এলাকা থেকে ৪৬ জনকে কিশোরকে গ্রেফতার করা হয়। একই বছরের সেপ্টেম্বরে মিরপুরের বিভিন্ন এলাকা থেকে ৪২ কিশোরকে গ্রেফতার করা হয়।

বিশেষজ্ঞ মতামত : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক তৌহিদুল হক যুগান্তরকে বলেন, কিশোর গ্যাং কালচারের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা পর্যায়ক্রমে আলাদা আলাদা গ্রুপ তৈরি করে। তাদের ড্রেস কোড থাকে, আলাদা হেয়ার স্টাইল থাকে, তাদের চালচলনও ভিন্ন। তারা এলাকায় আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করে। তারা নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে। নানাভাবে তারা অর্থ সংস্থানের চেষ্টা করে। এলাকার কোনো 'বড় ভাই'র সহযোগী শক্তি হিসেবেও তারা কাজ করে।

সহযোগী অধ্যাপক তৌহিদুল হক বলেন, কিশোরদের একত্রিত করে কতিপয় ব্যক্তি বিভিন্ন ধরনের অপরাধে সম্পৃক্ত করছেন। তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিচয়ও আছে। সহজ ও অল্প খরচে কিশোরদের দিয়ে তারা অপরাধ করানোর সুযোগ নিচ্ছে। অস্ত্রবাজি, মাদক ও হত্যাসহ নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে তারা কিশোরদের ব্যবহার করে। এছাড়া কোনো কোনো রাজনৈতিক নেতা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে

কিশোর গ্যাং তৈরি করছে। এটি হল কিশোর গ্যাং তৈরির একটি দিক। অন্য আরেকটি দিক হল- আমাদের দেশে শিশুদের লালনপালন করার ক্ষেত্রে পরিবারগুলো শিক্ষা, চিকিৎসা এবং অন্যান্য বিষয়ে যথাযথভাবে দায়িত্বপালন করছে না। নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তানরা অপরাধে জড়ায় এমন একটি কথা সমাজে প্রচলিত আছে। এ ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। এখন উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তানরাও অপরাধে জড়াচ্ছে। সঠিক ও সুষ্ঠু সামাজিকীকরণের বিষয়টি নিশ্চিত করা যাচ্ছে না বলে কিশোরদের মধ্যে ক্ষোভ-হতাশা তৈরি হচ্ছে। এগুলো প্রশমিত না হওয়ায় তারা নানা ধরনের অপরাধে জড়াচ্ছে। এসব কারণ বিশ্লেষণ করে সমাধানের কার্যকর উদ্যোগ না নিলে কিশোর অপরাধ কমানো সম্ভব নয়।

সূত্র:যুগান্তর

ভারতে পুলিশের উপস্থিতিতেই মালাউনদের 'জয় শ্রী রাম' স্লোগান দিয়ে মসজিদের মিনার ভাঙ্গচুর

ভারতের কেন্দ্রীয় ক্ষমতাসীন সন্ত্রাসী দল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) শাসিত মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর জেলার একটি মুসলিম অধ্যুষিত গ্রামে নামাজের সময় মসজিদের সামনে উস্কানিমূলক স্লোগান দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এসময় মসজিদের উপরে উঠে 'জয় শ্রী রাম' বলে স্লোগান দিয়ে পুলিশের উপস্থিতিতেই মসজিদের একটি মিনার ভাঙ্গার চেষ্টা করছে উগ্র হিন্দুরা।

উত্তরাঞ্চলীয় রাজ্য উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণের তহবিল সংগ্রহের জন্য ডানপন্থী হিন্দু সংগঠনের আয়োজিত র‍্যালি থেকে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছিল বলে জানা গেছে।

মঙ্গলবার ইন্দোর জেলার একটি মুসলিম অধ্যুষিত গ্রামে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। র‍্যালিতে অংশগ্রহণকারী হিন্দু সংগঠনের সদস্যরা একটি মসজিদের সামনে থেমে উস্কানিমূলক স্লোগান দিতে থাকে। মসজিদে তখন মুসল্লিরা নামাজ পড়ছিলেন।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে দেখা যায়, গেরুয়া পতাকাবাহী একটি হিন্দু সন্ত্রাসী দল মসজিদের উপরে উঠে 'জয় শ্রী রাম' বলে স্লোগান দিচ্ছে এবং পুলিশের উপস্থিতিতেই মসজিদের একটি মিনার ভাঙ্গার চেষ্টা করছে।

মাত্র তিন দিন আগে উজাইনের মুসলিম অধ্যুষিত বেগমবাগ এলাকায় একই ধরণের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। ওই অঞ্চলে বিজেপির যুব সংগঠন ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা (বিজেওয়াইএম) আয়োজিত একটি র‍্যালি থেকে পাথর নিক্ষেপ করলে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে।

উজাইন জেলায় প্রথম সংঘর্ষের ঘটনাটি ঘটে ২৫ ডিসেম্বর। সেখানে বিজেওয়াইএম সদস্যরা প্রস্তাবিত অযোধ্যা রাম মন্দিরের জন্য তহবিল সংগ্রহ করতে একটি মোটরসাইকেল র‍্যালি বের করে।

বেগমবাগের এক বাসিন্দা অভিযোগ করেন, বিজেওয়াইএম কর্মীরা দিনের বেলায় একাধিকবার একটি এলাকার পাশ দিয়ে মিছিল করে যাওয়ার সময় কিছু স্থানীয়কে গালি দেয়।

‘তারা গালিগালাজ করে স্থানীয়দের উস্কে দিচ্ছিল। দিনে কয়েক হাজার বাইকচালক একাধিকবার ওই এলাকা পার হয় এবং প্রতিবারই তারা স্থানীয় ও পথচারীদের বাজে মন্তব্য করতে থাকে,’ উজাইনের মুসলিম নেতা খালিকুর রেহমান বলেন।

‘ক্রমাগত উস্কানির ফলে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে স্থানীয় জনগণ। এক পর্যায়ে উভয় পক্ষের মধ্যে পাথর ছোঁড়াছুড়ি হয়। এই ঘটনায় অনেক বাসিন্দাদের গাড়ি-বাড়ি ও হাসপাতালের ক্ষয়ক্ষতি হয়।’

এছাড়া, মঙ্গলবার চন্দনপুর থেকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার (৬২ মাইল) দূরে মন্দাসৌর জেলার দোরানা গ্রামে একটি গোষ্ঠী স্থানীয় একটি মসজিদের মিনার ভাঙচুরের চেষ্টা করেছে বলে জানা গেছে।

১৯৯২ সালে শহীদ করা ষোড়শ শতাব্দীর বাবরি মসজিদের জায়গায় রাম মন্দির নির্মাণের জন্য ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বেশ কয়েকটি ডানপন্থী হিন্দু সংগঠন তহবিল সংগ্রহ শুরু করেছে।

ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট বাবরি মসজিদের জায়গায় একটি হিন্দু মন্দির নির্মাণের জন্য সরকার-পরিচালিত একটি ট্রাস্টকে দায়িত্ব দেয়।

‘দায়মুক্তির সংস্কৃতি’

বছরজুড়ে ভারতে কট্টোর হিন্দু সংগঠনের সদস্যরা সংখ্যালঘুদের বিভিন্ন ধর্মীয় স্থান ভাঙচুর করেছে।

ফেব্রুয়ারিতে ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লির কয়েকটি অংশে পগরম ছড়িয়ে পড়লে হিন্দুত্ববাদীরা বেশ কয়েকটি মসজিদ ভাঙচুর করে।

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অপুরবানান্দ বলেছে, ‘এখন ভারতে দায়মুক্তির একটি সংস্কৃতি চালু হয়েছে।’ সে আরো বলেছে, ‘বিজেপি শাসিত সবক’টি রাজ্যেই আমরা একই রকম ঘটনার বৃদ্ধি দেখতে পাব।’

‘জনগণকে খোলা লাইসেন্স দেয়া হচ্ছে ... তারা জানে যে তাদের কিছু হবে না। ‘ – *আলজাজিরা*

ভিডিওতে দেখুন মসজিদে উগ্র সন্ত্রাসী দল বিজেপি গুণ্ডাদের আক্রমণ :

https://twitter.com/imMAK02/status/1343966891501490176?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1343966891501490176%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fislamtime24.com%2F2021%2F01%2F01%2Fe0a6ade0a6bee0a6b0e0a6a4e0a787-e0a6a8e0a6bee0a6aee0a6bee0a69ce0a787e0a6b0-e0a6b8e0a6aee0a79f-e0a6aee0a6b8e0a69ce0a6bfe0a6a6e0a787%2F

প্রভাবশালীদের ছত্রছায়ায় অবৈধ পথে অবাধে আসছে রোগাক্রান্ত ভারতীয় গরু

সিলেটের কানাইঘাটের দনাসহ বিভিন্ন সীমান্ত এলাকা দিয়ে রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালীদের ছত্রছায়ায়অবাধে রোগাক্রান্ত ভারতীয় গরু আসছে। এসব গরু নিয়ে যাওয়া হচ্ছে দেশের বিভিন্ন এলাকায়। ফলে এ গরুর মাংসে যেমন স্বাস্থ্য ঝুঁকি থাকছে, ঠিক তেমনিভাবে দেশীয় প্রজাতির গবাদিপশুতে ক্ষুরাসহ নানা রোগও ছড়িয়ে পড়ছে।

করোনাভাইরাস মহামারির কারণে কয়েক মাস ভারত থেকে অবৈধ পথে গরু আসা বন্ধ ছিল। তবে চলতি মাসে এসব গরু ফের আসতে শুরু করেছে। আর অবৈধভাবে আনা এসব গরু স্থানীয় সড়কের বাজারের পশুর হাটে প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয়। আর সেখান থেকেই ট্রাকে করে তা নিয়ে যাওয়া হয় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে।

সড়কের বাজারের একাধিক বাসিন্দা জানান, মধ্যরাত থেকে সকাল ৮টা পর্যন্ত ভারতীয় গরু এই বাজারে আসে। আর দুপুরের আগেই সব গরু সেখান থেকে ট্রাকে করে সরিয়ে নেওয়া হয়।

গরু চোরাচালানের সাথে জড়িতদের বেশিরভাগই রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী। মূলত রাজনৈতিক প্রভাবের মাধ্যমেই তারা প্রশাসনকে ম্যানেজ করেই অবাধে ভারতীয় গরুর ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। এ কারণে তাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কেউ মুখ খুলতেও চান না।

১৯ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল রফিকুল ইসলাম পিএসসিও দনা সীমান্ত দিয়ে ভারতীয় গরু আসার বিষয়টি স্বীকার করেছেন।

উপজেলা দুর্নীতি দমন প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি মাস্টার মহিউদ্দিন বলেন, "ভারতীয় গরুর মাংস মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। আর চোরাচালানে অবৈধভাবে গরু নিয়ে আসার কারণে দেশের খামারীরাও ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন।

উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ডা. মো. ইকবাল হোসেন বলেন, "ভারত থেকে বৈধপথে পশু আমদানি করা হতো খাটালের মাধ্যমে। কিন্তু কয়েক বছর থেকে খাটাল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আর অবৈধ পথে চোরাচালানের মাধ্যমে যেসব পশু আসে; তার বেশিরভাগই রোগাক্রান্ত আর অস্বাস্থ্যকর। এছাড়া বিভিন্ন স্টেরয়েড দিয়ে এসব পশু মোটাতাজাও করা হয়; ফলে এর মাংস মানবস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতির কারণ। পাশাপাশি চোরাচালানে আসা পশু থেকে দেশি গবাদিপশুতে ক্ষুরাসহ বিভিন্ন ছোঁয়াছে রোগ ছড়ায়।"

সূত্র: ঢাকা ট্রিবিউন

০১লা জানুয়ারি, ২০২১

নিত্যপণ্যের বাড়তি দরেই শুরু হল নতুন বছর

নিত্যপণ্যের বাড়তি দরে নতুন বছর ২০২১ শুরু হল। চাল থেকে শুরু করে ডাল, ভোজ্যতেল, মাছ-মাংস, মসলা জাতীয় পণ্য সব কিছুর দামই চড়া। চাহিদা অনুপাতে কম কেনাকাটা করছেন অনেকে। ২০২০ সালে করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে নিত্যপণ্যের দামে নাভিশ্বাস ওঠা ভোক্তা নতুন বছরেও ভোগান্তির শিকার হতে পারেন। এ বাড়তি চাপ তাদের জীবনমানের ওপরও প্রভাব ফেলবে। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়বেন নিম্ন ও সীমিত আয়ের মানুষ।

অস্বাভাবিক দাম বৃদ্ধির পেছনে যৌক্তিক কোনো কারণ নেই বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। পুরনো সিন্ডিকেটের কারসাজিতে মূলত এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে। বিভিন্ন সময় সিন্ডিকেটের সদস্যদের চিহ্নিত করা হলেও তাদের কখনও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হয়নি। ফলে নানা ইস্যুতে নিত্যপণ্যের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে তারা বাজার অস্থিতিশীল করে তুলছে। আর সাধারণ মানুষকে জিম্মি করে তারা অল্প সময়ে হাতিয়ে নিচ্ছে হাজার হাজার কোটি টাকা।

বৃহস্পতিবার সরকারি সংস্থা ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) তথ্যমতে, এক বছরের ব্যবধানে মোটা চাল কেজিতে ৪৭ দশমিক ৬৯ শতাংশ দাম বেড়েছে। মাঝারি আকারের চাল কেজিতে বছরের ব্যবধানে ২৫ দশমিক ৫৬ শতাংশ বেড়েছে। প্রতি কেজি সরু চাল বছরের ব্যবধানে ২০ শতাংশ বেশি দরে বিক্রি হচ্ছে। পাশাপাশি প্রতি কেজি মসুর ডাল বছরের ব্যবধানে সর্বোচ্চ ২৮ দশমিক ৫৭ শতাংশ বেশি দরে বিক্রি হচ্ছে। ভোজ্যতেল বছরের ব্যবধানে লিটারে সর্বোচ্চ ২৮ শতাংশ বেশি দরে বিক্রি হচ্ছে। মাসের ব্যবধানে রসুন ২৩ দশমিক ৫৩ ও হলুদ ১৮ দশমিক ৯২ শতাংশ বেশি দরে বিক্রি হচ্ছে। জিরা, লবঙ্গ ও দারুচিনির দামও বেড়েছে। এছাড়া বছরের ব্যবধানে প্রতি কেজি রুই ২৭ দশমিক ২৭ শতাংশ, গরুর মাংস ৪ দশমিক ৬৩, খাসির মাংস ৬ দশমিক ৬৭, কেজিতে ব্রয়লার মুরগি ১০ দশমিক ৮৭ শতাংশ বেশি দরে বিক্রি হচ্ছে।

জানতে চাইলে দুর্নীতিবিরোধী আন্তর্জাতিক সংস্থা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল অব বাংলাদেশের (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান যুগান্তরকে বলেছেন, বর্তমান বাজার ব্যবস্থা ক্রেতাদের জন্য নয়, বিক্রেতাদের জন্য। অসাধু সিন্ডিকেটের কারণে এমন হচ্ছে। অসাধু ব্যবসায়ীরা অত্যন্ত প্রভাবশালী। তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার মতো সৎ সাহস কারও হচ্ছে না। এ কারণে এটি একটি দুষ্ট চক্রের মধ্যে পড়েছে। আর সাধারণ মানুষ এ দুষ্ট চক্রের হাতে জিম্মি। তিনি বলেন, মূল বিষয় হল- সুশাসনের ঘাটতি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নেই। এখানে কারও নিয়ন্ত্রণ নেই। সুশাসন নিশ্চিত না হলে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে আসবে না।

আন্তর্জাতিক শ্রম ও সংস্থা আইএলও এবং বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) তথ্য অনুসারে করোনায় নতুন করে দেশে এক কোটি লোক দরিদ্র হয়েছে। এছাড়া অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে

স্থবিরতার কারণে অধিকাংশ মানুষের ক্রয় ক্ষমতা কমেছে। আর এসব সংস্থা যখন এ ধরনের দুরবস্থার সংবাদ দিচ্ছে, সেই সংকটের মধ্যে নিত্যপণ্যের অস্বাভাবিক দামের কারণে মানুষ অসহায় হয়ে পড়ছেন।

বৃহস্পতিবার রাজধানীর খুচরা বাজার ঘুরে ও বিক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে- প্রতি কেজি মিনিকেট চাল বিক্রি হয়েছে সর্বোচ্চ ৬৭ টাকা। যা ১ মাস আগে বিক্রি হয়েছে ৬০ টাকা। পাইজাম চাল প্রতি কেজি বিক্রি হয়েছে সর্বোচ্চ ৬০ টাকা। যা ১ মাস আগে বিক্রি হয়েছে ৫৫ টাকা। প্রতি কেজি মোটা চালের মধ্যে স্বর্ণা জাতের চাল বিক্রি হয়েছে ৫০ টাকা। যা ১ মাস আগে বিক্রি হয়েছে ৪৫ টাকা। পাশাপাশি প্রতি কেজি মাঝারি দানার মসুরের ডাল বিক্রি হয়েছে ৯৫-১০০ টাকা। যা ১ মাস আগে বিক্রি হয়েছে ৮০-৮৫ টাকা। ভোজ্যতেলের মধ্যে প্রতি লিটার খোলা সয়াবিন বিক্রি হয়েছে ১০৯-১১০ টাকা। যা ১ মাস আগে বিক্রি হয়েছে ১০০-১০৪ টাকা। আর গত বছর একই সময় বিক্রি হয়েছে ৮৫-৮৬ টাকা। প্রতি লিটার বোতলজাত সয়াবিন বিক্রি হয়েছে সর্বোচ্চ ১২৫ টাকা। যা ১ মাস আগেও ১২০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। আর গত বছর একই সময় বিক্রি হয়েছে ১০০-১১০ টাকা। পাম অয়েলও চড়া দরে বিক্রি হচ্ছে। প্রতি লিটার পাম অয়েল সুপার বিক্রি হয়েছে ১০০-১০২ টাকা। যা ১ মাস আগে বিক্রি হয়েছে ৯০-৯৫ টাকা। আর ১ বছর আগে একই সময় বিক্রি হয়েছে ৭৫-৭৬ টাকা।

ভোক্তা অধিকার নিয়ে কাজ করা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কনজ্যুমার ইয়ুথ বাংলাদেশের (সিওয়াইবি) নির্বাহী পরিচালক পলাশ মাহমুদ যুগান্তরকে বলেন, বাজারে পুরনো সিন্ডিকেট বারবার সক্রিয় হচ্ছে। সুযোগ বুঝে তারা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। এ কারণে ভোক্তারা নিত্যপণ্যের বাজারে দিশেহারা হয়ে পড়ছেন। তিনি বলেন, সিন্ডিকেটের সদস্যদের চিহ্নিত করা হলেও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হয় না। এ কারণে এবারও তারা সক্রিয় হয়ে উঠেছে। তাই তাদের কঠোর আইনের আওতায় আনা হলে ভোক্তার সুফল মিলবে।

খুচরা বাজার ঘুরে ও বিক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার প্রতি কেজি রুই বিক্রি হয়েছে সর্বোচ্চ ৪০০ টাকা। যা ১ মাস আগে বিক্রি হয়েছে ৩০০-৩৫০ টাকা। প্রতি কেজি গরুর মাংস বিক্রি হয়েছে ৫৮০ টাকা। যা গত বছর একই সময়ের তুলনায় ৩০ টাকা বেশি দরে বিক্রি হচ্ছে। প্রতি কেজি খাসির মাংস বিক্রি হয়েছে ৮৫০ টাকা। যা গত বছর একই সময়ে বিক্রি হয়েছে ৮০০ টাকা। প্রতি কেজি ব্রয়লার মুরগি বিক্রি হয়েছে ১৩৫ টাকা। যা ১ মাস আগে বিক্রি হয়েছে ১২০ টাকা।

রাজধানীর নয়াবাজারের ক্রেতা রিয়াদুল ইসলাম যুগান্তরকে বলেন, ২০২০ সালজুড়ে নিত্যপণ্যের বাড়তি দর ছিল। একেক সময় একের পণ্যের দাম নিয়ে কারসাজি করেছে বিক্রেতারা। এতে তাদের ভোগান্তিতে পড়তে হয়েছে। এ বাড়তি দর নিয়েই নতুন বছর শুরু হচ্ছে।

ভারতের আসামে মাদরাসা বন্ধের আইন পাস

ভারতের আসাম বিধানসভায় রাষ্ট্র পরিচালিত মাদরাসাগুলো বন্ধের বিল পাস করেছে হিন্দুত্ববাদী বিজেপি সরকার।

এখন বিলটি অনুমোদনের জন্য রাজ্যপালের কাছে পাঠানো হবে। নতুন আইন অনুযায়ী, মাদরাসা খাতে আর কোনো সরকারি অর্থ ব্যয় করা হবে না। ২০২১ সালের ১ এপ্রিলের মধ্যে ৭০০-এর বেশি মাদরাসা বন্ধ করে সেগুলোকে সাধারণ বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হবে। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী হিমান্তা বিশ্ব শার্মা তথ্যটি নিশ্চিত করেছেন।

ওই বিলের আওতায় আসাম রাজ্যে মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড ভেঙে ফেলা হবে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, সরকার খুব শিগগিরি বেসরকারি মাদরাসার বিষয়ে নতুন আরেকটি আইন পাস করবে। কওমি মাদরাসাগুলোতে ইসলামিক শিক্ষার পাশাপাশি বিজ্ঞান, গণিত ও অন্যান্য বিষয়গুলো পাঠ্যসূচিতে রাখলে কেবল সেগুলোকে পাঠদানের অনুমোদন দেয়া হবে।

অল ইন্ডিয়া ইউনাইটেড ডেমোক্র্যাট ফ্রন্টের (এআইইউডিএফ) বিধায়ক রফিকুল ইসলাম বলেন, আসাম সরকার বলেছে, জনসাধারণের অর্থ আর ধর্মীয় শিক্ষায় ব্যয় করা হবে না। কিন্তু বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের বৈদিক শিক্ষা ও ইসলামিক শিক্ষা দেয়া হয়ে থাকে। যা নির্বাচনের এজেন্ডার মতো দেখাচ্ছে।

তিনি বিধানসভায় আরো বলেন, এখন যারা ওই আইনের বিপক্ষে আদালতে যেতে চায় আমরা তাদের সাহায্য করব। বিরোধী দল ওই আইনটির সমালোচনা করে বলেছে, হিন্দুদের দিয়ে মোদি সরকার সারাদেশে মুসলিম বিরোধী শাসন চালাচ্ছে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেছে, আমাদের মসজিদগুলোতে আর ইমামের প্রয়োজন নেই। সংখ্যালঘিষ্ট মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে আমাদের প্রয়োজন পুলিশ অফিসার, ডাক্তার, শিক্ষক ও আমলা। সে আরো বলেছে, আমরা সকল মাদরাসাগুলোকে সাধারণ স্কুলে রূপান্তরিত করব। ওই স্কুলগুলোতে আর ধর্মীয় শিক্ষা দেয়া হবে না।

এদিকে বিশ্লেষকগণ বলছেন, আইনটি মুসলিম বিরোধী। মুসলিমদের নিশ্চিহ্ন করতে আইনটি করা হয়েছে।

জম্মু-কাশ্মীর : অবশেষে ভুয়ো এনকাউন্টারের কথা স্বীকার করল মালাউনরা সেনা

জম্মু-কাশ্মীরে ভারতীয় মালাউন সেনারা ভুয়া এনকাউন্টারে তিন শ্রমিকের হত্যাকাণ্ডের কথা স্বীকার করেছে।

বিবিসি হিন্দি ওয়েবসাইট সূত্রে প্রকাশ, ২০২০ সালের ১৮ জুলাই জম্মুর রাজৌরি জেলার তিন যুবককে একটি অভিযান চালিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। সেনাবাহিনী তখন তাদের অজ্ঞাত সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। ওই অভিযানে নিহতদের নাম ইমতিয়াজ আহমেদ (২১), আবরার আহমেদ (২৫) এবং মুহাম্মাদ ইবরার (১৭)।

তারা সকলেই রাজৌরি জেলা থেকে সোপিয়ানে শ্রমিকের কাজের জন্য গিয়েছিলেন। তিনজনই পরস্পরের আত্মীয় এবং রাজৌরির একই গ্রামের বাসিন্দা ছিল।

ইবরারের বাবা 'বিবিসি'কে আগে বলেছিলেন যে ইবারার ছয় মাস আগে কুয়েত থেকে ফিরে এসেছিল এবং এখন তার বাবার সাহায্য করতে এখানেই অবস্থান করছিল। তিনজনই সোপিয়ানে একটি ভাড়া ঘরে থাকতেন। এনকাউন্টার হওয়ার ২২ দিন পরে ওই তিনজনের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছিল। ফটোগ্রাফসহ লেখা ছিল যে সেনাবাহিনীর একটি এনকাউন্টারে নিহত ওই তিন যুবক, যাদেরকে সামরিক বাহিনী অজ্ঞাত 'সন্ত্রাসী' হিসেবে অভিহিত করা হচ্ছে তারা আসলে জম্মু জেলার রাজৌরির শ্রমিক।

পরে সমালোচনার মুখে, জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের নেতৃত্বে একটি দল রাজৌরিতে গিয়েছিল এবং সেখান থেকে তিনজনের পরিবারের 'ডিএনএ' নমুনা নিয়েছিল। ১৮ আগস্টের বিবৃতিতে সেনাবাহিনী আরও বলেছিল, 'মূল সাক্ষীদের বক্তব্য রেকর্ড করা হচ্ছে এবং তদন্ত করা হচ্ছে এর পুরো অগ্রগতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। এছাড়া অন্য সাক্ষীদেরও আদালতে সাক্ষ্য দিতে বলা হচ্ছে। এর পাশাপাশি জম্মু-কাশ্মীর পুলিশও রাজৌরিতে গিয়ে 'ডিএনএ' নমুনা সংগ্রহ করেছে।'

ওই এনকাউন্টারের পরে, লাশগুলো বারমুল্লা জেলার গান্টমুলা কবরস্থানে দাফন করা হয়েছিল। ওই জায়গাটি এনকাউন্টার স্থল থেকে কয়েকশো কিলোমিটার দূরে। ২০২০ সালের ৩ অক্টোবর, স্থানীয় প্রশাসন ওই তিনজনের লাশ কবর থেকে বের করে তাদের পরিবারের সদস্যদের কাছে হস্তান্তর করে। জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ যে 'ডিএনএ' নমুনা পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিল তা মৃতদের সাথে মিলে গিয়েছিল।

এখনও পর্যন্ত এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ঘটনা ঘটেছে তা হ'ল মৃত ব্যক্তিদের 'সন্ত্রাসীর' যে ট্যাগ দেওয়া হয়েছিল তা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। আসলে তারা ছিল নিরীহ বেসামরিক ব্যক্তি যারা একটি ভুয়ো এনকাউন্টারে মারা গিয়েছিল। প্রত্যেকে অপেক্ষা করছে অপরাধে জড়িতদের কী হবে তার চূড়ান্ত ফলাফলের জন্য।

আর এভাবেই, জম্মু-কাশ্মীরে মালাউন বাহিনীরা ভুয়ো এনকাউন্টার চালিয়ে নিরীহ বেসামরিক মুসলিমদের হত্যা করে চলছে। যার কোন বিচার এখনো হয়নি।

সূত্র: পার্সটুডে।

থার্টিফার্স্ট নাইটে পার্টির চাঁদা না দেয়ায় ব্যবসায়ীকে এলোপাতাড়ি কোপ

নরসিংদীতে থার্টিফার্স্ট নাইটে পার্টি করার জন্য ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করলে তা না দেওয়ায় এক ব্যবসায়ীকে প্রতিষ্ঠানে ঢুকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে আহত করেছে সন্ত্রাসীরা। মুমূর্ষু অবস্থায় ব্যবসায়ী সজিব মিয়াকে (১৮) ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়।

আহতের স্বজনরা জানিয়েছেন, থার্টিফার্স্ট নাইটে পার্টি করার জন্য বিলাসদী এলাকার সাকিব, সালমান, শুভ, সিয়াম, সোহান ও তানজিদ নরসিংদী স্টেডিয়াম মার্কেটে ফার্নিচার দোকানের মালিক সজিব মিয়ার কাছে ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় তাকে দেখে নেয়ার হুমকি প্রদান করে।

এর কিছুক্ষণ পর সন্ত্রাসীরা ধারালো অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তার ওপর হামালা চালানোর চেষ্টা করে। পরে সে আত্মরক্ষার জন্য পার্শ্ববর্তী ফুড ভিলেজ অ্যান্ড রেস্টুরেন্টের ক্যাশ কাউন্টারের নিচে লুকিয়ে পড়েন। ওই সময় সন্ত্রাসীরা সজিবকে রেস্টুরেন্টের ভেতরে ঢুকে চাপাতি দিয়ে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে আহত করে।

পরে আশপাশের লোকজন এগিয়ে এসে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেয়ার সময় সন্ত্রাসীরা পুনরায় তার ওপর হামলা চালায়। এতে সজিব গুরুতর আহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লে সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায়। পরে তাকে উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে নেয়া হয়। অবস্থার অবনতি হলে তাকে ঢাকায় প্রেরণ করা হয়।

---

১৯ বছর কারা ভোগ করে বের হওয়ার সময় ফিলিস্তিনিকে আবারো আটক করল ইসরাইল

ইসরাইলের নাকাব কারাগারে ১৯ বছরের কারাদণ্ড ভোগ করে বের হওয়ার মুহূর্তে বুধবার এক ফিলিস্তিনি বন্দীকে আবারো আটক করেছে দখলদার বাহিনী। খবর ওয়াফা নিউজ এজেন্সির।

নাকাব কারাগার থেকে বের হওয়ার পরপরই ৪১ বছর বয়সী মালেক বুকেইরাতকে আবারো আটক করা হয় এবং পশ্চিম জেরুসালেমে রাশিয়ান কম্পাউন্ড হিসেবে পরিচিত আল-মস্কোবিয়েহ জিজ্ঞাসাবাদ কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়।

পরিবার জানায়, তাদেরকে বুকেইরাতের সাথে হাত মেলানো- এমনকি তাকে স্পর্শ করার অনুমতিও দেয়া হয়নি। তার মুক্তির জন্য পরিবারের পক্ষ থেকে যেকোনো উদযাপনও নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।

ওয়াফা নিউজ এজেন্সির খবরে প্রকাশ, ইসরাইলি দখলদার বাহিনী দখলকৃত পূর্ব জেরুসালেম শহরের সুর বাহের এলাকায় বুকেইরাতের পারিবারিক বাড়িতে হানা দিয়ে তার পরিবারকে বাড়ি থেকে বের হয়ে যেতে বাধ্য করে এবং লুটপাট চালায়।

দক্ষিণ-পশ্চিম তীরের বেথলেহাম শহরের বাইরের একটি চৌকি থেকে ২০০১ সালের ৩১ ডিসেম্বর বুকেইরাতকে প্রথম আটক করা হয়েছিল এবং পরে 'দখল প্রতিরোধের' অভিযোগে তার বিরুদ্ধে ১৯ বছরের সাজা ঘোষণা করা হয়।

গত মাসে ইসরাইলি কর্তৃপক্ষ বুকেইরাতের বাবা জেরুসালেমের ওয়াকফ বিভাগের উপ-পরিচালক নাজেহ বুকেইরাতকেও ছয় মাসের জন্য আল-আকসা মসজিদে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে।

সূত্র: *মিডলইস্ট মনিটর*